সেবা প্রকাশনী

দুইখণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা

তুষার যাত্রা

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

তুষার যাত্রা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

বিগত একটা বছর ধরে 'আংকেল' ছদ্ম নামে
সোভিয়েত পলিট ব্যুরোর এক প্রভাবশালী সদস্য গোপনে
তথ্য পাচার করছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে।
বেশ। ভালকথা। করুন। তাতে আমাদের কি?
কিন্তু হঠাৎ যখন ধরা পড়ার ভয়ে রাশিয়া থেকে পালাবার
প্রয়োজন পড়ল, ঠিক তখনই জানা গেল অ্যাডমিরাল
জর্জ হ্যামিলটনের নেট-ওয়র্ক নেবুলাসের
কথা আর গোপন নেই কে. জি. বি-র কাছে। সর্বনাশ!
হাতে রয়েছে মাত্র চারদিন। এত অল্প সময়ে লৌহ-যবনিকার
ওপার থেকে কাউকে উদ্ধার করা অসম্ভব এক কাজ।
অসম্ভব। কাজেই অ্যাডমিরালের
মনে পড়ল মাসুদ রানার কথা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ৯৩, ৯৪

তুষার যাত্রা ১,২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শ্যামল শাইখ

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বাংলাপিডিএফ (BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইটে, ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

মাসুদ রানা

তুষার যাত্রা

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 7093 3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮১
তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
TUSHAR-JATRA
(Part I & II)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

আটত্রিশ টাকা

তুষার যাত্রা-১ ৫—১০৭
তুষার যাত্রা-২ ১০৮—২০৮

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা হংকং সম্রাট *কুউউ!*বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে * অনন্ত যাত্রা রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন শেষচাল।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

তুষার যাত্রা-১

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৮১

এক

বাজ্‌ল। সুইজারল্যান্ড। তেসরা ডিসেম্বর।

হাড়-কাঁপানো শীতের একটা দিন। প্রাচীন সুইস নগরীর রাস্তায় রাস্তায় তুষারের পাহাড় জমে উঠেছে।

বাজ্‌ল হপ্টবাহানহফ (রেলওয়ে স্টেশন)। এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম। নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা স্লিপিং কার। পিতলের ডেসটিনেশন প্লেটের ওপর রূপালি হরফগুলো ঝকঝক করছে—মস্কো-মিন্সক-ব্রেস্টওয়ারস-বার্লিন-ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-হাইডেলবার্গ-বাজ্‌ল।

প্রতি হপ্তায় মস্কো থেকে রওনা হয় এই স্লিপিং কার। বিভিন্ন ট্রেনের লেজ ধরে পৌঁছায় পশ্চিম ইউরোপের মাঝখানে। এ-হপ্তার কারটা মস্কো থেকে রওনা হয়েছে পয়লা তারিখে। ঘটনাচক্রে ওই পয়লা তারিখেই মার্শাল লিওনিদ সুখনভ আয়োজিত ব্যাপক সামরিক তৎপরতা পর্যালোচনা করার জন্যে বৈঠকে বসে সোভিয়েট পলিটব্যুরো।

বাজ্‌ল হপ্টবাহানহফে স্লিপিং কারটা পৌঁছায় ন'টা বিশে। এখন ন'টা পঁয়তাল্লিশ। আরোহীদের পিছু পিছু নেমে গেছে স্টাফরাও, নির্জন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে খালি কার।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে ছোট একটা রেস্তোরাঁ। রেস্তোরাঁর সামনে, প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে, রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন ওভারকোট পরা লোক। একজন তালগাছের মত লম্বা, আরেকজন ফুটবলের মত গোল। ভুলেও একবার স্লিপিং কারের দিকে তাকাচ্ছে না কেউ।

'ধ্যেৎ!' ফিসফিস করে জার্মান ভাষায় বলল ফুটবল। 'অ্যাকশন না থাকলে ভাল্লাগে না!'

'এটাই তো আমাদের পেশা,' নিচু গলায় জবাব দিল তালগাছ, 'ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা।'

রেস্তোরাঁর ভেতর, দরজার কাছে টেবিল দখল করে বসে আছে এক ইংরেজ মেয়ে। অর্ডার দেবার সময়ই বিল মিটিয়ে দিয়েছে সে, কফির কাপে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। মেয়েটার নাম সেরেনা মার্সল্যান্ড। মেয়ে, কাজেই সবার চোখই একবার করে পড়েছে তার ওপর। কিন্তু ওই একবারই, দ্বিতীয়বার কেউ আর ভুলেও তাকায়নি সেরেনার দিকে। তার কারণ, শুধু দেখতে কুৎসিত নয়, সেরেনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই কেমন নোংরা আর সস্তাদরের। পানিতে ভিজে ফেঁপে ওঠা হ্যাট পরে আছে সে, গায়ে কাদামাখা আর তালিমারা ওভারকোট, জুতো জোড়ার ডগা ক্ষয়ে

ভোঁতা হয়ে গেছে। মুখটা ঢাকা পড়ে আছে শিঙের তৈরি এক জোড়া চশমায়, ঘষা খাওয়া কাঁচ দুটো অস্বচ্ছ। পায়ের কাছে একটা চামড়ার সুটকেস রয়েছে, তোবড়ানো।

ছোট ছোট চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছিল, কাঁটায় কাঁটায় দশটা বাজতেই তোবড়ানো সুটকেস হাতে উঠে দাঁড়াল সেরেনা। কারও দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে, তালগাছ আর ফুটবলের পাশ ঘেঁষে চলে এল প্ল্যাটফর্মে। একদিকের কাঁধ ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে, সুটকেসটা যেন অসম্ভব ভারী। তালগাছের পাঁজরে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল ফুটবল, সেরেনার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'সুন্দরী, না ছুছুন্দরী! ওয়াক-থু!'

'আমরা মেয়েমানুষ দেখতে আসিনি,' গম্ভীর গলায় বলল তালগাছ। বিচলিত হতে শুরু করেছে লোকটা। বাজল-ভিয়েনা এক্সপ্রেস ট্র্যান্স আলপাইন ও অন্যান্য ট্রেনের আরোহীরা ভিড় জমাতে শুরু করেছে প্ল্যাটফর্মে। স্লিপিং কারের ওপর চোখ রাখতে অসুবিধে হচ্ছে দেখে ধীর পায়ে এগোল তারা, প্ল্যাটফর্মে ঢুকে সিগারেট ধরাবার ছুতোয় আবার এক জায়গায় দাঁড়াল। ওদিকে অস্থির ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেরেনাও, বিমূঢ় দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে।

ঠিক ওই সময়, স্টুয়ার্ডের সাদা পোশাক পরা একজন মাঝারি সাইজের লোক শেষ প্রান্তের প্রবেশ পথ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। হন হন করে সোজা রাশিয়া থেকে আসা স্লিপিং কারের দিকে এগোল সে। আচরণে কোনও জড়তা নেই, যেন এখানে উদয় হবার অধিকার এবং উদ্দেশ্য দুটোই তার আছে। লাফ দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে স্লিপিং কারে চড়ল সে। ভিড়ের আড়াল থেকেও ঘটনাটা পরিষ্কার দেখতে পেল তালগাছ।

'স্টুয়ার্ডের পোশাক পরা একজন লোক,' বলল তালগাছ, 'এইমাত্র স্লিপিং কারে চড়ল।' কথাটা কানে যেতেই ভিড় ঠেলে সামনে এগোল ফুটবল। খপ্ করে তার কব্জি ধরে ফেলল তালগাছ। 'উঁহু, এখুনি নয়। বেরিয়ে আসতে দাও ওকে।' গা থেকে ওভারকোট খুলে ভাঁজ করে ঝুলিয়ে রাখল বাঁ হাতের ওপর।

ওদিকে স্লিপিং কারে চড়ে তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টের দিকে দ্রুত এগোল স্টুয়ার্ড। জানে, যে-কোন মুহূর্তে সুইস রেল গার্ড এসে পড়তে পারে। তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টে ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে দাঁড়াল ওয়াশ বেসিনের সামনে। ঢাকনি খুলে আবর্জনা ফেলার পাইপে ডান হাতটা কনুই পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল সে। পাইপের গায়ের সাথে ওয়াটারপ্রুফ টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে ক্যাসেটটা। টেনে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করল, পারল না। ভুরু কুঁচকে উঠল স্টুয়ার্ডের। এর আগের ক্যাসেটগুলোর বেলায় এ-ধরনের অসুবিধে দেখা দেয়নি। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল সে, ক্যাসেটের চারদিকে আঙুল পেঁচিয়ে আরও জোরে টান দিল এবার। হাতের মুঠোয় চলে এল ক্যাসেট। পাইপের ভেতর থেকে হাতটা বের করে আনল সে। ক্যাসেটটা পকেটে ভরে দরজার দিকে পা বাড়াল।

ইতোমধ্যে ভিড় আরও বেড়েছে প্ল্যাটফর্মে। স্লিপিং কার থেকে নেমে

এসে হন হন করে মেইন হলরুমের দিকে এগোল স্টুয়ার্ড। তাকে দেখতে পেয়েছে তালগাছ আর ফুটবল। কনুই আর কাঁধের গুঁতো দিয়ে ভিড় সরিয়ে সামনে এগোল তারা।

প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এখনও দিশেহারার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সেরেনা। স্টুয়ার্ডের সাথে ধাক্কা খেল সে। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হবেই, কাজেই কেউ কারও দিকে তাকাল না। মেইন হলরুমের দরজার কাছে পৌঁছে গেল স্টুয়ার্ড। তালগাছ আর ফুটবলও ঠিক তার পিছনে চলে এসেছে।

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে, প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম। মেইন হলরুম আগেই খালি হয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকে সরাসরি না তাকিয়েও স্টুয়ার্ড বুঝল, হলরুমে আর একজন মাত্র লোক রয়েছে। একটা পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে সে।

তালগাছ আর ফুটবলও দেখতে পেল ইংলিশ পোশাক পরা লোকটাকে। কিন্তু গ্রাহ্য করার প্রয়োজন বোধ করল না। দাড়ি কামানো প্রকাণ্ড মুখ লোকটার, দু'চোখে শিশুর সরলতা, ঠোঁটের ওপর লম্বা আর ঘন গোঁফ। গভীর মনোযোগের সাথে খবরের কাগজ পড়ছে। একটা নাইন এম-এম ল্যুগার পিস্তল চলে এল তালগাছের হাতে। ভাঁজ করা ওভারকোটের আড়ালে রয়েছে বলে আশপাশ থেকে দেখার উপায় নেই। পিস্তলের নলটা স্টুয়ার্ডের শিরদাঁড়ায় ঠেকাল সে।

'না থামলেই গুলি হবে!' নিচু গলায় বলল সে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল স্টুয়ার্ড। 'গুড। এবার...ওই কোণের দিকে হাঁটো...। এই তো, লক্ষ্মী ছেলে!'

ডানদিকের কোণে বেরিয়ে যাবার দরজা। দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই লোকটা, একবারও মুখ তুলে তাকায়নি, চোখ দুটো খবরের কাগজের ওপর আটকে গেছে যেন। তার দিকে একটা চোখ রেখে স্টুয়ার্ডকে বলল তালগাছ, 'এই ওভারকোটটা পরে নাও, জলদি!' ল্যুগারটা পকেটে ভরে রাখল সে।

চৌকাঠের ওপর আবার দাঁড়াল স্টুয়ার্ড। কাঁধের ওপর পড়ল ভারী ওভারকোট। কোন প্রতিবাদ না করে পরে নিল সেটা।

'বাইরে বেরিয়ে ফুটপাথের ধারে একটা মার্সিডিজ দেখতে পাবে,' বলল তালগাছ। 'কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে উঠে বসবে ওটার ব্যাক সীটে।'

স্টুয়ার্ডকে সামনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল তালগাছ আর ফুটবল। ঝির ঝির তুষার পড়ছে। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। মার্সিডিজের কয়েক গজ সামনে শুধু দাঁড়িয়ে আছে একটা লন্ড্রি ভ্যান।

মার্সিডিজে চড়েই স্টুয়ার্ডকে সার্চ করল ফুটবল। সীটের ওপর ঘুরে বসল সে। স্টীয়ারিং হুইলের পিছনে বসা তালগাছকে বলল, 'আরে, কিছুই তো নেই! শালার পকেট থেকে শুধু এগুলো পেলাম!' মুঠো খুলে কয়েক টুকরো ওয়াটারপ্রুফ টেপ দেখাল সে।

'আবার সার্চ করো!' খেঁকিয়ে উঠল তালগাছ। 'তাড়াতাড়ি! এক্সপ্রেস ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে, সে খেয়াল আছে?' পকেট থেকে আবার তার হাতে চলে এসেছে ল্যুগার পিস্তলটা। একটা উলেন স্কার্ফ দিয়ে মুড়ে নিল সেটা, খানিকটা হলেও যাতে চাপা পড়ে গুলির আওয়াজ—স্টুয়ার্ডকে এখুনি গুলি করতে যাচ্ছে সে। পিছনের সীটের নিচে পড়ে রয়েছে একটা মোটা কম্বল, ওটা দিয়ে ঢেকে রাখলে লাশটা আবিষ্কার হতে সময় লাগবে। জার্মানীর মেইনহেম থেকে ভাড়া করা হয়েছে গাড়িটা, ওখানেই প্রথম খবর নেবে সুইস পুলিস, ততক্ষণে ট্র্যান্স আলপাইন এক্সপ্রেস ধরে ভিয়েনায়, ধরাছোঁয়ার বাইরে পৌঁছে যাবে ওরা।

স্টেশন হলরুম। চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা নামিয়ে দরজার দিকে তাকাল কর্নেল রেজনিক। শিশুর সরলতা মাখা চেহারায় উদ্বেগের ক্ষীণ একটু ছায়া ফুটে উঠেছে। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে ধীর পায়ে এগোল সে দরজার দিকে। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে সামান্য একটু দিক বদল করল, ভাঁজ করা কাগজটা দিয়ে ট্রাউজারের পায়ায় আস্তে আস্তে বাড়ি দিচ্ছে। দরজার পাশ ঘেঁষে এগোল সে।

লন্ড্রি ভ্যানের ড্রাইভার রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে অপেক্ষা করছিল, কর্নেল রেজনিকের সিগন্যাল দেখে সহকারীকে কি যেন বলল সে, তারপর ধবধবে সাদা একটা তোয়ালে হাতে নিয়ে ভ্যান থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে এগোল মার্সিডিজের দিকে। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল সহকারী।

মার্সিডিজের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ড্রাইভার। ঝুঁকে পড়ে জার্মান ভাষায় বলল, 'এদিকে তাকাও!'

পিছন দিকে তাকিয়ে ছিল তালগাছ, ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল সে। দেখল, সাদা তোয়ালের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে রিভলভারের কালো নল। বোকার মত তাকিয়ে থাকল সে, এই ফাঁকে জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে তার কোল থেকে উলেন স্কার্ফ মোড়া ল্যুগার পিস্তলটা তুলে নিল ড্রাইভার। আরেক পাশের জানালার দিকে তাকিয়ে ফুটবলও আরেকটা সাদা তোয়ালে মোড়া রিভলভারের নল দেখতে পেল। সাদা জ্যাকেট পরা স্টুয়ার্ড এরই মধ্যে ফুটবলের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তার পিস্তল।

'কোনরকম বেয়াদবি নয়,' গম্ভীর গলায় বলল ড্রাইভার। 'ভালমানুষের মত বেরিয়ে এসে ভ্যানের পিছনে চড়ো।'

হলরুমের ভেতর থেকে কর্নেল রেজনিক দেখল ড্রাইভার আর তার সহকারী তালগাছ আর ফুটবলকে নিয়ে ভ্যানের পিছনে চড়ল। সবার পিছনে রয়েছে স্টুয়ার্ড, এগিয়ে গিয়ে ভ্যানের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সে। স্টার্ট নিল ভ্যান। ছুটতে শুরু করল। এতক্ষণে হলরুম থেকে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল কর্নেল রেজনিক। রিস্টওয়াচ দেখল সে। দশটা বেজে আট মিনিট। ট্র্যান্স আলপাইন এক্সপ্রেস ছাড়তে আর মাত্র দু'মিনিট বাকি। মাঝখানে কোথাও না থেমে সোজা জুরিখে যাবে ট্রেনটা। প্ল্যাটফর্ম ধরে ছুটল রেজনিক।

ভ্যান ছুটতে শুরু করতেই ড্রাইভার আর তার সহকারীর মনোযোগ কাড়ার জন্যে তালগাছ তার চেহারায় অবাক বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তুলল জানতে চাইল, 'স্লিপিং কার থেকে কি আনতে গিয়েছিল ও? সার্চ করে তো কিছুই পেলাম না আমরা…' কথা শেষ করেনি, ওভারঅল পরা সহকারীর তলপেট লক্ষ্য করে ভাঁজ করা হাঁটু চালাল সে।

লাফ দিয়ে সরে গেল সহকারী, রিভলভার ধরা হাতটা ধনুকের মত অর্ধবৃত্ত তৈরি করে তালগাছের মাথার ওপর এসে নামল প্রচণ্ড বেগে। খুলি ফেটে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল রিভলভারের বাঁট, বেরিয়ে এল হলুদ মগজ মেখে। 'কি বোকা, তাই না?' ফুটবলের চোখে চোখ রেখে বলল সহকারী। বোবা দৃষ্টি মেলে তালগাছের দিকে তাকিয়ে আছে ফুটবল, এই সময় তার মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করল ড্রাইভার। ব্যথা অনুভব করার আগেই মারা গেল ফুটবল।

বাজল-ভিয়েনা এক্সপ্রেস ট্র্যান্স আলপাইনের ফার্স্ট-ক্লাস কারে চড়ল সেরেনা মার্সল্যান্ড। করিডর ফাঁকা দেখে একটা ল্যাভাটরিতে ঢুকল সে। তালিমারা ওভারকোট, ছেঁড়া জুতো, তোবড়ানো হ্যাট সব খুলে ফেলল। সুটকেসের ভেতর থেকে বের করল সুদৃশ্য একটা ব্যাগ। সেই ব্যাগ থেকে একে একে বের হলো ফার কোট, হ্যান্ড ব্যাগ, চকচকে জুতো। পরচুলা খুলে সুটকেসে ভরে রাখল সে। অস্বচ্ছ কাচের চশমাটাও অদৃশ্য হলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেকআপ নিতে শুরু করল সে। লেদার সুটকেসের বহিরাবরণসহ পরচুলা, ওভারকোট, স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে পাওয়া ক্যাসেট, ইত্যাদি সুদৃশ্য ব্যাগের ভেতর ভরে আবার করিডরে বেরিয়ে এল সেরেনা। একটু আগের সেরেনাকে এখন আর চেনার যো নেই। দশটা বাজতে আট মিনিট বাকি থাকতে নিজের কম্পার্টমেন্টে ঢুকল সে। নম্বর লাগানো সীটে বসে ফার কোটটা খুলে রাখল, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ার সময় লক্ষ করল, জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কর্নেল রেজনিক। ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল তার। কর্নেল এত দেরি করে ট্রেনে চড়ছে কেন?

স্মোকিং কম্পার্টমেন্টে বসে সিগারেট ফুঁকছে কর্নেল রেজনিক। সেরেনার মত, তার কাছেও রয়েছে রিটার্ন টিকেট, যদিও দু'জনের কেউই ফিরে আসছে না বাজলে। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের বিশেষ উপদেশ অনুসারে রিটার্ন টিকেট কিনেছে ওরা। এতে করে শত্রুর মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার একটা সুযোগ রাখা হয়।

যথাসময়, অর্থাৎ এগারোটা বারো মিনিটে জুরিখ হপ্টবাহানহফে পৌঁছুল এক্সপ্রেস। প্ল্যাটফর্মে নেমে কারও দিকে তাকাল না সেরেনা, টিকেট ব্যারিয়ার পেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে এল। স্ট্যান্ডের প্রথম ট্যাক্সিতে চড়ল সে। পিছনের দরজা বন্ধ করে নিজের সীটে ফিরে এল ড্রাইভার।

'জুরিখ এয়ারপোর্ট,' বলল সেরেনা। 'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, জলদি।'

স্টেশনের বাইরে একটা ঝকঝকে স্ট্রিন দাঁড়িয়ে আছে। পকেট থেকে চাবি বের করে সেটার দরজা খুলল কর্নেল রেজনিক। ড্রাইভিং সীটটা গরম হয়ে রয়েছে এখনও, তার মানে এই মাত্র এখানে রেখে যাওয়া হয়েছে গাড়িটা। স্টার্ট দিল কর্নেল। স্ট্রিনও ছুটে চলল জুরিখ এয়ারপোর্টের দিকে।

ট্যাক্সির রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়ে রয়েছে সেরেনার। পিছনে স্ট্রিনটাকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির পরশ অনুভব করল সে।

স্পীড বাড়িয়ে ট্যাক্সির ঠিক পিছনে চলে এল কর্নেল রেজনিক। তার দায়িত্ব সেরেনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বহাল তবিয়তে জুরিখ এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়া। এক বছর হয়ে গেল, এর মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। আজ হঠাৎ করে ব্যাপারটা ঘটল। ভাগ্যিস আগে থেকেই ব্যাক আপ টীমের ব্যবস্থা করা ছিল, তা না হলে গোটা ব্যাপারটা কেঁচে যেত।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে সেরেনার পিছু পিছু রিসেপশনে ঢুকল রেজনিক। একটা বুকস্টলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বেন নেলসনকে। স্বস্তি বোধ করল সে। তার দায়িত্ব এখানেই শেষ। সমস্ত দায়িত্ব এখন বেন নেলসনের।

বুকস্টলে দাঁড়িয়ে বই-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে বেন। সেরেনার দিকে সরাসরি না তাকিয়েও টের পেল নিজের ফ্লাইট বুক করছে সেরেনা, তার সুটকেসটা কনভেয়র বেল্টে চাপাল রিসেপশনিস্ট—রানওয়েতে দাঁড়ানো প্লেনে চলে যাবে ওটা। রিস্টওয়াচ দেখল সে। এগারোটা সাঁইত্রিশ। টাইট শিডিউল, দু'এক মিনিট অপচয় হলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। প্রশংসা করতে হয় সেরেনার, এবারও সে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে পৌঁচেছে।

নিজের টিকেট আগেই বুক করে রেখেছে বেন। বুকস্টল থেকে সরে যাবে, এমন সময় টের পেল ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রেজনিক। চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না, কিন্তু মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল বেন। কড়া নির্দেশ দেয়া আছে, মারাত্মক কোন প্রয়োজন দেখা না দিলে কাছে ঘেঁষা চলবে না। লাউড স্পীকার ঘরঘর করে উঠল।

সুইস এয়ার ফ্লাইট একশো যোলোর আরোহীদেরকে শেষ বারের মত টারমাকে যেতে বলা হলো। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল বেন।

হ্যারল্ড রবিন্সের একটা উপন্যাস র‍্যাক থেকে টেনে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখছে রেজনিক। বইটা বন্ধ করে ম্যাগাজিনের স্তূপের ওপর রেখে দিল সে। পকেট থেকে ওয়ালেট বের করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করছে। বেনও একই উপন্যাসের আরেকটা কপি নামাল র‍্যাক থেকে। দ্রুত উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে সেটা নামিয়ে রাখল রেজনিকের বইটার পাশেই। সেলস গার্লকে ডেকে দাম চুকিয়ে দিল সে। রেজনিক তার বইয়ের দাম আগেই মিটিয়ে দিয়েছে। সেলসগার্ল আরেকজন খরিদ্দারের কাছে চলে যেতে রেজনিকের বইটা তুলে নিল বেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে ডিপারচার গেটের দিকে ছুটল সে। ওই গেট দিয়ে

বেরিয়ে আগেই প্লেনে গিয়ে চড়েছে সেরেনা।

সুইস ডিসি-টেন। ফার্স্ট-ক্লাস সেকশনে বসেছে সেরেনা। তার এক সীট পিছনে, পাশের সারিতে বসল বেন।

রানওয়ে ধরে ছুটছে প্লেন। আরোহীদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল বেন। সন্দেহজনক বলে মনে হলো না কাউকে। বইটা খুলে পাঠে মন দিল সে। দু'মিনিট পর সীট ছেড়ে উঠে পড়ল, সোজা গিয়ে ঢুকল ল্যাভাটরিতে। কর্নেলের মেসেজটা পড়া দরকার।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের বাইরে স্ট্রিনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল রেজনিক। ডিসি-টেন টেক-অফ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও। একটা সিগারেট ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল আবার। তুষারপাত থেমেছে, কিন্তু আকাশ নেমে এসেছে একেবারে মাথার কাছে। ঘন কালো ছুটন্ত মেঘের মিছিল চলেছে তো চলেছেই। আবহাওয়াবিদরা এরই মধ্যে বলতে শুরু করেছে, এবারে রেকর্ড পরিমাণ তুষারপাত ঘটবে। কেউ কেউ বলছে, এবারের শীত হবে ভয়াবহ। গোটা ইউরোপকে নাকি অচল করে দেবে। তারপরই আসবে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, এবং খরা।

কালো মেঘের গায়ে রূপালি ঘুড়ির মত দেখাল ডিসি-টেনকে। একটু পরই মেঘের গা ফুঁড়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

মন্ট্রিল, কানাডার উদ্দেশে ছুটে চলেছে ডিসি-টেন।

দুই

তেসরা ডিসেম্বর।

মন্ট্রিল। বাটন রুজ ভবনের এগারোতলা। স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে তিনটে। করিডর ধরে হাঁটছে সেরেনা। পিছনে বেন। রজার্স করপোরেশন লেখা একটা প্লেটের সামনে দাঁড়াল সে। একটু ইতস্তত করে খুলল দরজাটা। ভেতরে বসে রয়েছে রিসেপশনিস্ট, মুখ তুলে তাকাল। সেরেনাকে দেখে একটু অবাক হলো।

আবার সেই কালো পরচুলা। এয়ারপোর্ট থেকে একটা ভাড়াটে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল ওকে বেন, গাড়িতে বসেই ছদ্মবেশ বদল করেছে সে। আবার শিঙের তৈরি চশমা পরে কুৎসিত রূপ ধারণ করেছে সেরেনা। প্রতিমাসে রিসেপশনিস্ট বদল করা হয়, কাজেই ওদেরকে চিনতে পারল না লোকটা। 'মি. রজার্স আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বলল সেরেনা। 'মিসেস পার্কার আর উইলিয়াম রিভারটন।'

ইন্টারকমে কথা বলল রিসেপশনিস্ট। ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল চেয়ারম্যান লেখা একটা দরজা। বেনকে পিছনে নিয়ে চেম্বারে ঢুকল সেরেনা। মস্ত একটা ডেস্কের সামনে বসে আছেন খর্বকায় এক ভদ্রলোক। ইনিই কানাডার প্রখ্যাত

ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট উইলিয়াম রজার্স। ওদেরকে দেখে মৃদু একটু হাসলেন তিনি। রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠলেন। পকেট থেকে চাবি বের করে এগিয়ে গেলেন বন্ধ একটা দরজার দিকে। নিজের হাতে দরজার তালা খুলে দিয়ে ধীর পায়ে ফিরে এসে আবার নিজের চেয়ারে বসলেন সত্তর বছরের বৃদ্ধ উইলিয়াম রজার্স।

যুবা বয়সে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই উইলিয়াম রজার্সই ছিলেন পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে দক্ষ কাউন্টার এসপিওনাজ সংগঠনের পরিচালক। এই শেষ বয়সেও তাঁর চেহারায় জ্বলজ্বল করছে প্রখর ব্যক্তিত্ব, দুই চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, ভাবলেশহীন মুখে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির ছাপ।

নিঃশব্দে এগোল ওরা। সদ্য খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল বেন।

মাঝারি আকারের কামরা এটা। কোন জানালা নেই। ওভারহেড ফ্লুরোসেন্ট টিউবের সাদা আলোয় ঝলমল করছে ঘরটা। এক দিকের দেয়ালে অনেকগুলো ঘড়ি। এক একটা ঘড়ি এক এক দেশের সময় নির্দেশ করছে। জুরিখ টাইম, বুখারেস্ট টাইম, মস্কো টাইম—ইত্যাদি। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হলেও, ঘরটা উষ্ণ।

'বসো। ক্লান্ত, তাই না? সব ঠিকঠাক মত ঘটেছে তো? কফি?' ঠোঁট থেকে কালো রঙের প্রকাণ্ড এক চুরুট নামিয়ে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন নুমার (ন্যাশন্যাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সী)— ডিরেক্টর জর্জ হ্যামিলটন।

প্রায় ষাট বছর বয়স, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর দুর্ধর্ষ কাউবয়ের মত চেহারা জর্জ হ্যামিলটনের। ঝাড়া ছয় ফিট লম্বা, ক্লিনশেভ্‌ন, দু'চোখে ক্ষুরধার বুদ্ধির ঝিলিক, চলাফেরার ঋজু ভঙ্গিতে গম্ভীর থমথমে একটা ব্যক্তিত্ব। নুমা একটা আধা-সরকারী সংস্থা, শুরু থেকেই তিনি এই সংস্থার চীফ ডিরেক্টর। সবাই জানে, সিসমোলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট আর ওশেনোগ্রাফী নিয়ে গবেষণা করে নুমা। কিন্তু নুমা যে আসলে গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে তা কেউ জানে না, কারও জানার কথাও নয়। এই সংস্থার সমস্ত তৎপরতা সতর্কতার সাথে গোপন রাখা হয়, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন একমাত্র প্রেসিডেন্টকেই শুধু এই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে থাকেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে দু'জনের মধ্যে।

'ধন্যবাদ, স্যার,' বলল সেরেনা। চশমা, পরচুলা ইত্যাদি খুলে ফেলল সে। ডেস্কের সামনে একটা হাতলহীন চেয়ারে বসল। ফ্লাস্ক থেকে তিনটে কাপে কফি ঢাললেন জর্জ হ্যামিলটন। নিজের কাপটা কাছে টেনে নিল সেরেনা।

সেরেনার হ্যান্ডব্যাগ থেকে ক্যাসেট বের করে কামরার আরেকপ্রান্তে চলে গেছে বেন। রেকর্ড প্লেয়ারে ভরল সেটা। ব্যাপারটা লক্ষ করে ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল অ্যাডমিরালের।

শান্তভাবে জানতে চাইলেন তিনি, 'এত ব্যস্ততার কি আছে?'

'বাজ্‌লে গোলমাল হয়েছে,' বলল বেন। 'কে জানে, আঙ্কেলের ওপর হয়তো সন্দেহ হয়েছে কে.জি.বি-র। ডেডরিক ক্যাসেটটা সেরেনার হাতে দেবার পর দু'জন রাশান পিস্তল দেখিয়ে তাকে একটা মার্সিডিজে নিয়ে গিয়ে তোলে।'

ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল সেরেনা। 'আমাকে জানাওনি কেন!'

'প্রয়োজন হয়নি,' সংক্ষেপে উত্তর দিল বেন। তাকাল অ্যাডমিরালের দিকে। নিভে যাওয়া চুরুটে আবার আগুন ধরাচ্ছেন তিনি। 'কর্নেল রেজনিক চমৎকার দেখিয়েছে! ঘটনাটা ঘটতে দেখে সে তার ব্যাক আপ টীমকে সিগন্যাল দেয়, তারাই উদ্ধার করে ডেডরিককে।'

'রাশান দু'জন?'

'জানি না,' গম্ভীর স্বরে বলল বেন। 'কে জানে, রাইন নদীর তলায় হয়তো মাছের খোরাক হয়ে গেছে।' রিপোর্টটা শেষ করল সে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল সেরেনার, কিন্তু সে দিকে অ্যাডমিরাল বা বেন কেউই মনোযোগ দিল না। 'আমাদের রাশান বন্ধু আঙ্কেল কি কি বলেন শোনা যাক, কেমন?' বলল বেন। রেকর্ডারের বোতামে চাপ দিল সে।

ক্যাসেটের স্পুলটা ঘুরতে শুরু করতেই কামরার ভেতর নেমে এল জমাট নিস্তব্ধতা। পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বলছে পরিচিত কণ্ঠস্বর। পরিচিত, কিন্তু অস্ফুট, চাপা গলা—সন্দেহ নেই, আঙ্কেল তার নিজের কণ্ঠস্বর গোপন করতে চান। চার হাজার মাইলেরও বেশি দূরে, সেই মস্কোয় রেকর্ড করা হয়েছে কথাগুলো। আঙ্কেল কে, তা এদের কারও জানা নেই, কিন্তু তিনি যে সোভিয়েট পলিটব্যুরোর একজন সিনিয়র সদস্য হবেন, সে-ব্যাপারে এদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই।

গভীর ধ্যানমগ্নতা নিয়ে আঙ্কেলের কথা শুনছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। হাতে ধরা চুরুটের কথা ভুলে গেছেন, নিভে গেছে আবার সেটা। স্পুলটা থেমে যেতেও একচুল নড়লেন না তিনি। কামরার ভেতর তীব্র উত্তেজনা, কিন্তু কথা নেই কারও মুখে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে সেরেনার। একই অবস্থা বেনের, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। এর আগে যত মেসেজ পাঠিয়েছেন আঙ্কেল, এটার তুলনায় সেগুলোর তাৎপর্য সামান্য। আজকের মেসেজে ভয়ঙ্কর একটা বিপদের আভাস রয়েছে।

অবশেষে ধীরে ধীরে রেকর্ডার থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিল বেন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল অ্যাডমিরালের দিকে। 'তাহলে, স্যার?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে, 'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ?'

'প্রথম প্লেন ধরে ওয়াশিংটনে চলে যাও,' অবিচলিত কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি যে যাচ্ছ সে-খবর আমি জানিয়ে দিচ্ছি রাইডারকে…।' দেরাজ খুলে কাগজ বের করলেন তিনি, ফ্লাইট টাইম চেক করে স্থানীয় সময় দেখার জন্যে তাকালেন ডেস্ক-ক্লকের দিকে। উঠে দাঁড়ালেন দ্রুত। 'এখনও

সময় আছে···তুমি যদি তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারো···' দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

'আমি রওনা হয়ে গেছি···'

দরজা খুলে দিলেন অ্যাডমিরাল. ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল বেন। চোখাচোখি হতে গম্ভীর ভাবে শুধু মাথাটা নাড়লেন কানাডীয় শিল্পপতি উইলিয়াম রজার্স। ষাট সেকেন্ড পর নিজের ভাড়া করা গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল বেন। এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখল, ওয়াশিংটনের পরবর্তী ফ্লাইট টেক-অফ করতে আর মাত্র দু'মিনিট বাকি।

প্লেনে চড়ে বসতে না বসতেই ঘুমে জড়িয়ে এল বেনের দু'চোখ। এয়ারহোস্টেসের কাছ থেকে পানি চেয়ে নিয়ে একটা ঘুম তাড়াবার ট্যাবলেট খেল সে। পকেটে আঙ্কেলের ক্যাসেট নিয়ে ঘুমানো চলে না। রাইডারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে সে।

রাইডার—মার্কিন প্রেসিডেন্টের ছদ্মনাম।

ওয়াশিংটন। ডালেস এয়ারপোর্ট।

অ্যারাইভাল লাউঞ্জে অপেক্ষা করছেন দীর্ঘদেহী একজন আমেরিকান। পরনে ভিকুনা কোট, চোখে গাঢ় রঙের চশমা, হাতে সুটকেস। অ্যারাইভাল বোর্ডের দিকে তাকালেন তিনি। মন্ট্রিল ফ্লাইট এইমাত্র এসে পৌঁচেছে। খানিক পরই আরোহীরা হলে ঢুকতে শুরু করল। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন জেমস হুক। সদ্য ফ্লাইট থেকে নামা আরোহীদের সাথে বেরিয়ে এলেন বাইরে। আর সবাই যখন এয়ারপোর্ট বাসে চড়ছে, একটু সরে গিয়ে ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়ালেন তিনি। বাসটা চলে গেল। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন তিনি। চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, নিজের গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছেন ভদ্রলোক।

দশ মিনিট পর একটা নীল ক্যাডিলাক এসে থামল তাঁর সামনে। শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন জেমস হুক, শোফারের পোশাক পরা একজন লোক নিচে নামল, খুলে দিল পিছনের দরজা। ধন্যবাদ না দিয়ে গাড়িতে উঠলেন হুক। শোফার তার সীটে ফিরে এল।

'গাড়ি ছাড়ো!' কঠিন সুরে বললেন হুক। 'তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে চাই আমি।' পকেট থেকে একটা পত্রিকা বের করে তাতে মনোনিবেশ করলেন তিনি।

পথে কোন কথা হলো না। হোয়াইট হাউসে পৌঁছুল গাড়ি। সিক্রেট সার্ভিসের লোকজনকে যার যার পাস দেখাল ওরা। দুটোতেই স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সই রয়েছে। আর কোন আনুষ্ঠানিকতার দরকার হলো না, পথ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা হলরুমে। এই হলরুমের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে ওভাল অফিসের। আগেই নির্দেশ পেয়েছে সিক্রেট সার্ভিস অফিসার, সে ওদেরকে হল রুমে রেখে বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ডেস্কের পিছনে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন জেমস হুক। পকেট থেকে পত্রিকা বের করে মন দিলেন পাঠে। মাথা থেকে ক্যাপ খুলে টেনেটুনে ইউনিফর্মটা ঠিকঠাক করে নিল বেন নেলসন। এগিয়ে গিয়ে আরেক প্রান্তের একটা দরজায় নক করল। এই দরজা দিয়েই ওভাল অফিসে যাওয়া হয়।

প্রেসিডেন্টকে যারা পাহারা দেয় সেই সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরাও জানল না যে ক্যাডিলাকের আরোহী নয়, গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটর হলো গাড়ির শোফার, বেন নেলসন।

ডালেস এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে সোজা ওর জন্যে নির্দিষ্ট একটা কামরায় গিয়ে ঢুকেছিল বেন। ওই কামরার একটাই চাবি, সেটা ওর কাছেই থাকে। কামরায় ঢুকে দ্রুত পোশাক খুলে শোফারের ইউনিফর্ম পরে নেয় সে। বাইরে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে পায় ক্যাডিলাক গাড়িটা, সেটা নিয়ে চলে আসে এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে। জেমস হুক ওখানেই অপেক্ষা করছিলেন। নিজে প্রেসিডেন্টের একজন সিকিউরিটি অফিসার হলেও বেন সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি। প্রেসিডেন্ট তাঁকে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোন প্রশ্ন না করে তিনি শুধু সেই নির্দেশ পালন করেছেন। প্রেসিডেন্টের এই নির্দেশ সম্পর্কে তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও কিছু জানাতে পারবেন না।

নক করে অপেক্ষা করছে বেন। দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট। নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল বেন। দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

'ইমার্জেন্সী, বেন?' শান্তভাবে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

একটা ঢোক গিলে গলাটা পরিষ্কার করে নিল বেন। বলল, 'আমরা তাই মনে করছি, স্যার, মি. প্রেসিডেন্ট।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'আপনি যদি অনুমতি দেন আঙ্কেলের এবারের ক্যাসেটটা...'

ডেস্কের দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রেসিডেন্ট। ওখানে একটা টেপরেকর্ডার অপেক্ষা করছে। নিঃশব্দে এগোল বেন। তার পিছু পিছু এগিয়ে এসে ডেস্কের এক কোণে বসলেন প্রেসিডেন্ট। বুকে হাত দুটো ভাঁজ করে মাথাটা এক পাশে কাত করে দিলেন একটু। গভীর মনোযোগের ভাব ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়।

ঘুরতে শুরু করেছে স্পুল। আঙ্কেলের গলা শোনা গেল।

'আঙ্কেল রিপোর্ট করছে...পশ্চিম ইউরোপের ভাগ্যে হঠাৎ ঘনিয়ে এসেছে ভয়ঙ্কর বিপদ।...মার্শাল লিওনিদ সুখনভ সবে মাত্র শেষ করেছেন জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যান্ড আর বেলজিয়াম আক্রমণের জন্যে স্মরণকালের ব্যাপক সামরিক রিহার্সেল। পরিকল্পনা অনুসারে জেড আওয়ার থেকে সাত মিনিটের মধ্যে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক হ্যামবুর্গে ঢুকবে...আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে রাইন নদীর ওপর তিনটে বিশাল সেতু তৈরির কাজ শেষ হবে...এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করবে একশো ষাটটা ডিভিশন...তার মধ্যে একশো ডিভিশন সম্পূর্ণ মেকানাইজড্, পঞ্চাশ ডিভিশন ট্যাঙ্ক, দশ ডিভিশন এয়ারফোর্স...জেড আওয়ার থেকে সাত

দিনের মধ্যে অ্যাডভান্সড আর্মার্ড এলিমেন্টস ইংলিশ চ্যানেলের বন্দরে পৌঁছুবে···অপারেশন থান্ডারস্ট্রাইক, পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে কাজাকস্তান আর উক্রেনিয়ান বর্ডারের মাঝখানে···পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েট সেনাবাহিনীকে ঠিক যতটা দূরত্ব পেরোতে হবে, ঠিক ততটা এলাকা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই ব্যাপক মহড়া···'

অপারেশন থান্ডারস্ট্রাইক কিভাবে পরিচালনা করা হয় তার রোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন আঙ্কেল। পশ্চিম ইউরোপের মানচিত্র সামনে রেখে সোভিয়েট সমর-নায়করা পশ্চিম রাশিয়ার এমন একটা এলাকা বেছে নেন, যার সাথে প্রকৃতিগত ও ভৌগোলিক হুবহু মিল রয়েছে পশ্চিম ইউরোপের। ভলগা হয় রাইন নদী। নতুন সাইন-পোস্ট বসানো হয়—প্যারিস, ত্রিশ কিলোমিটার; হ্যামবুর্গ, পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার; ইত্যাদি। মহড়াটাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে রাশিয়ান শহরগুলোর এই রকম নতুন নামকরণ করা হয়। ওই এলাকার তিনশো মাইল ওপরে মার্কিন স্পাই স্যাটেলাইট নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরলেও, সাইনপোস্টের লেখা পড়ার সাধ্য সেগুলোর নেই।

সোভিয়েট সেনাবাহিনীর একটা গ্রুপ বিরোধী পক্ষ ন্যাটোর ভূমিকা পালন করে। প্রধান আক্রমণকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় রেড আর্মি। মহড়ায় একজন ন্যাটো সেনার বিরুদ্ধে তিনজন রেড আর্মি যোদ্ধাকে নামানো হয়—বাস্তবেও সংখ্যার দিক থেকে ন্যাটো বাহিনীর চেয়ে তিনগুণ বেশি সৈন্য রয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার। রেড আর্মির পরিচালনা ভার ছিল মার্শাল লিওনিদ সুখনভের হাতে। রেড আর্মি এমন ক্ষিপ্রতার সাথে, এমন দক্ষতা আর নৈপুণ্যের সাথে ন্যাটো বাহিনীকে পরাস্ত করে যে, ধারণা করা হয়, বাস্তবে ঠিক এমনটি ঘটলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিউক্লিয়ার আঘাত করার ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করবেন না। ন্যাটোর পরাজয় সম্পন্ন ও চূড়ান্ত হলে, শত্রুকে আঘাত হানার আর কোন তাৎপর্য থাকে না, এ-কথা সবার মত তিনিও অনুভব করবেন।

শেষ দিকের কথাগুলো গভীর কণ্ঠে, অত্যন্ত জোরাল ভাষায় বলেছেন আঙ্কেল।

'এই মুহূর্তে একমাত্র জরুরী পদক্ষেপ হলো, আমেরিকাকে তার প্রচণ্ড শক্তির উপযুক্ত নমুনা দেখাতে হবে। মার্শাল সুখনভ আর তার দোসররা পলিট ব্যুরোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদেরকে বোঝাতে হবে আমেরিকা দুর্বল নয়···ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হবে···'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধতা নামল ওভাল অফিসে। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে রেকর্ডার থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিল বেন। ডেস্ক থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে এক সেকেন্ড কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর বেনের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'ইমার্জেন্সী, সন্দেহ নেই। স্যাটেলাইট রিপোর্ট থেকে সামরিক মহড়ার খবর আগেই পেয়েছি আমরা। ওদিকে লেযার নিয়ে একটা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে···'

'লেযার, স্যার?'

'ওয়াশিংটন আর মস্কোর বিজ্ঞানীরা বলছে, লেযার সম্পর্কে গবেষণায় যে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছিল তা বোধ হয় কাটিয়ে উঠতে যাচ্ছে তারা…'

'মি. প্রেসিডেন্ট, স্যার, আমি ঠিক…'

'একদিন, হয়তো সে দিন দূরে নয়, লেযার বীম ছুঁড়ে দূর পাল্লার মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেমকে ডাইভার্ট করা সম্ভব হবে—যার অর্থ দাঁড়াবে কোন মিসাইল ছুঁড়লে সেটা ফেরত এসে আঘাত করবে যেখান থেকে ছোঁড়া হয়েছিল ঠিক সেখানে। ফলাফল? এক, নিউক্লিয়ার হুমকি অসার হয়ে যাবে। দুই, নিউক্লিয়ার প্রতিশোধ নেবার ভয় না থাকলে সোভিয়েট রাশিয়া বিনা প্ররোচনায় তার সেনাবাহিনীকে পশ্চিম ইউরোপের দিকে মার্চ করাবে…'

'কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের করণীয়…'

'করণীয় এইটা,' হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন প্রেসিডেন্ট। মাউথপীসে বললেন, 'এড, ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের জরুরী মীটিং ডাকো। কে কোথায় আছে, তা আমি জানতে চাই না। এখানে আসতে বলো সবাইকে…'

ইন্টারকমের সুইচ অফ করে বেনের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'মীটিংটা কিছু না, স্রেফ ফর্মালিটি। কি অ্যাকশন নিতে হবে তা আমি আগেই ঠিক করে ফেলেছি। অ্যাডমিরালকে জানাবে, তোমাদের কাজে আমি সন্তুষ্ট। নেবুলাসের দীর্ঘায়ু কামনা করি।'

মন্ত্রিলে ফিরে এল বেন।

সেই রাতেই জরুরী কয়েকটা পদক্ষেপ নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। টেক্সাস থেকে তিন ডিভিশন এয়ারফোর্স নিয়ে লকহীড সি-ফাইভ-ওয়ান ট্র্যান্সপোর্ট ফ্লীট রওনা হলো পশ্চিম ইউরোপের উদ্দেশে। হোয়াইট হাউসে বিনিদ্র রজনী কাটালেন প্রেসিডেন্ট, সারারাত ধরে তিনি টেলিফোনে কথা বললেন পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর, গ্রেট ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আর ন্যাটোর কমান্ডারের সাথে। ওদিকে সারারাত ধরে প্রকাণ্ড ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনগুলো একের পর এক টেক-অফ করল, আটলান্টিক পেরিয়ে সোজা ইউরোপিয়ান মেইনল্যান্ডের দিকে রওনা হলো সেগুলো। ইউরোপিয়ানদের মনোবল বাড়াবার জন্যে অনেক ভেবেচিন্তে নির্ধারণ করা হলো ফ্লাইট শিডিউল।

সকাল ন'টায় লন্ডনবাসীরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যে যার কাজে যোগ দিতে যাচ্ছে, এই সময় প্রচণ্ড গর্জনের সাথে আকাশে আবির্ভূত হলো মার্কিন বিমান বহর। হতভম্ব লন্ডনবাসীরা ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল ঝাঁক ঝাঁক বিমান আসছে তো আসছেই, এর যেন কোন শেষ-সীমা নেই। এই ঘটনার ষাট মিনিট পর ঠিক একই দৃশ্য চাক্ষুষ করল ব্রাসেলসের লোকেরাও। আরও এক ঘণ্টা পর পশ্চিম জার্মানীর আকাশও ঢাকা পড়ে গেল মার্কিন এয়ারফোর্সের ট্র্যান্সপোর্ট বিমানের ভিড়ে।

সমস্ত ভুল ধারণার অবসান ঘটাবার জন্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিলেন, স্যাটেলাইট যোগে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সেই ভাষণ। প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বললেন—'লেট নো ওয়ান মেক এনি মিসটেক—দি আমেরিকান ডিফেন্স ফ্রন্টিয়ার লাইজ অ্যালং দ্য ওয়েস্ট জার্মান বর্ডার হোয়্যার ইট অ্যাডজয়েনস দি সোভিয়েট প্রিজনার স্টেটস। অ্যাজ টু হোয়াট হ্যাজ জাস্ট ল্যান্ডেড ইন দি ফেডারেল রিপাবলিক, ওয়েল, দেয়ার ইজ প্লেন্টি মোর হোয়্যার দ্যাট কেম ফ্রম...'

তিন

এক বছর আগের ঘটনা।

চেকোস্লোভাকিয়া। রাজধানী প্রাগের মার্কিন দূতাবাস।

রাশান পলিটব্যুরোর প্রথম সারির কয়েকজন সদস্য চেকোস্লোভাকিয়া সফরে এসেছেন, তাঁদের সম্মানে ডিনার পার্টির আয়োজন করেছেন মার্কিন অ্যামব্যাসাডর। দূতাবাসের সিকিউরিটি চীফ হিসেবে কাজ করছে এখানে কর্নেল রেজনিক, ডিনার পার্টিতে সে-ও উপস্থিত।

প্রাগে আজই রেজনিকের শেষ রাত। কাল সকালেই যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাচ্ছে সে।

আজ রাতের ডিনার পার্টির ওপর একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে রেজনিককে, প্রাগে এটাই তার শেষ দায়িত্ব। শত্রুপক্ষের প্রথম সারির নেতাদেরকে কাছ থেকে দেখার এই সুযোগ আর হয়তো কোনদিন পাওয়া যাবে না, কাজেই পার্টিতে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে একটা তাগাদাও অনুভব করছিল রেজনিক। শুরু থেকেই সবার কাছ থেকে একটু দূরে সরে আছে সে, প্রত্যেকের ওপর সতর্ক নজর রাখার জন্যে সেটাই ভাল, হাতে ভদকা ভর্তি গ্লাস, চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব, ধীর পায়ে হলঘরে ঘোরাফেরা করছে সে। তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি কেউ, পার্টিতে উপস্থিত সবার চেহারা মনের পর্দায় গাঁথা হয়ে গেছে। সিনিয়র পলিটব্যুরো সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন আনাতোলি ফেরুবিন, ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্টার। উপযাচক হয়ে এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন তিনি রেজনিকের সাথে। নিজেব গ্লাস তুলে রেজনিকের গ্লাসের সাথে ঠুকলেন, তারপর হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে বললেন, 'দাঁতাতের সাফল্য কামনায়!'

মন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে রেজনিকও উৎসাহের সাথে বলল, 'দাঁতাতের সাফল্য কামনায়।'

ছোট পরিচ্ছন্ন গোঁফ, মাথাভর্তি কালো চুল, ফেরুবিন মানুষটা ছোটখাট, কিন্তু রসিক এবং মেয়েদের প্রিয়পাত্র বলে খ্যাতি আছে তাঁর। সদাহাস্যময় ফেরুবিন কথায় কথায় রেজনিককে জানালেন দুনিয়ার তাবৎ সঙ্গীতের মধ্যে

তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো ডেভ ব্রুবেকের জ্যাজ। 'ডেভের সমস্ত রেকর্ড আছে আমার কাছে, প্রতিটি রেকর্ড বার বার করে শুনি।' অতিথিদের মধ্যে আর কাউকে এতটা ভাল লাগল না রেজনিকের।

রাত ন'টার দিকে জমে উঠল পার্টি। মার্শাল লিওনিদ সুখনভের চারদিকে ভদকার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ইনি সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী। শরীরটা প্রকাণ্ড, ড্রামের মত ধড়, পঞ্চান্ন বছর বয়সেও চুল দাড়ি কিছুই পাকেনি। কমপ্লিট ইউনিফর্ম পরে এসেছেন, সেটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে গাদা গাদা মেডেল আর পদকে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সবাইকে মাতাল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

'দাঁতাত! দাঁতাত!' গমগম করে উঠল তাঁর ভারী কণ্ঠস্বর। 'আমার সাথে এই টোস্ট পান করতে আপত্তি আছে কারও? তাহলে শান্তির শত্রু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক সে!'

দূর থেকে মার্শালকে লক্ষ করছে রেজনিক। নাকটা কদাকার, চোয়াল দুটো আক্রমণাত্মক, নাক আর কানের ফুটো থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়ে এসেছে লোমের ডগা। অন্য দিকে সরে এল রেজনিক। বিশেষ একজন লোককে খুঁজছে ও। লোকটার চেহারা জানা নেই ওর, কোন বর্ণনা পর্যন্ত নয়। লোকটার নাম রুবল, কর্নেল রুবল। সে কি আছে এই পার্টিতে?

কে.জি.বি-র ডেপুটি চীফ কর্নেল রুবল পশ্চিমা এসপিওনাজ জগতে অদ্ভুত এক রহস্যময় চরিত্র হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে সরাসরি দেখে চিনতে পারেনি। সেজন্যেই তার নামকরণ করা হয়েছে মিস্টার শ্যাডো। তার সম্পর্কে মাত্র কয়েকটা লাইন লেখা আছে ওয়াশিংটনের ডোশিয়ারে, সেই লেখাতেও তার সম্পর্কে বাস্তব কোন তথ্য নেই। শোনা যায়, সোভিয়েট মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, জি.আর.ইউ. আর কে.জি.বি-র মাঝখানে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করে সে। ধারণা করা হয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সোভিয়েট দূতাবাসে ছদ্ম পরিচয়ে দায়িত্ব পালন করেছে সে।

একটু পর পলিটব্যুরোর আরেকজন সিনিয়র সদস্যকে দেখে প্রায় চমকে উঠল রেজনিক। আরে, জেনারেল তুর্গেনিভও এসেছেন! অথচ অতিথিদের তালিকায় জেনারেলের নাম ছিল না!

শত্রুদের মধ্যে মার্কিনীরা অল্প যে-ক'জনকে ভয় করে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জেনারেল তুর্গেনিভ। মার্কিনীদের আতঙ্ক খোদ কে.জি.বি-র চীফ তিনি। ভিড়ের কিনারা ঘেঁষে ধীরে, রাজকীয় ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করছেন জেনারেল, যেন উপস্থিত সবাইকে গেঁথে নিচ্ছেন মনের পর্দায়। পরনে গাঢ় রঙের বিজনেস স্যুট। বয়স ষাটের কোঠায়, কিন্তু দেখে মনে হয় চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। ছোটখাট গড়ন, কিন্তু শক্তিশালী কাঠামো। হঠাৎ একবার দাঁড়িয়ে পড়লেন, চেহারায় ভাবের কোন রকম প্রকাশ নেই। কাঁচাপাকা ঘন ভুরু জোড়ার ভেতর গভীর দুটো চোখ, চোখাচোখি হলে মনে হয় অন্তরের অন্তঃস্তল পর্যন্ত দেখে ফেললেন। তাঁর সম্পর্কে ওয়াশিংটনে তিন ইঞ্চি পুরু ডোশিয়ার আছে। এনসাইক্লোপেডিক মেমোরির অধিকারী বলে খ্যাতি আছে জেনারেল

তুর্গেনিভের। শোনা যায়, মার্কিন দূতাবাসের সকল কর্মচারীর নাম, চেহারার বর্ণনা ইত্যাদি স্মৃতির মণিকোঠায় জমা রাখেন তিনি।

পার্টি এখন তুঙ্গে। চারদিকে ভারী গলার হাসি আর গ্লাস ঠোকাঠুকির আওয়াজ। সতর্ক হয়ে উঠল রেজনিক, জেনারেল তুর্গেনিভ ধীর পায়ে এদিকেই এগিয়ে আসছেন। মনে মনে তৈরি হয়ে গেল সে। জেনারেল কাছাকাছি আসতেই হাতের গ্লাসটা উঁচু করে বলল, 'পীস অ্যান্ড গুডউইল, ফর গডস্ সেক্, জেনারেল…'

রাশান ভাষায় কি যেন বললেন জেনারেল, রেজনিকের গ্লাসের সাথে নিজের গ্লাসটা ঠুকলেন, তাঁর তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টি এক সেকেন্ডের জন্যে স্থির হলো রেজনিকের চোখে, পরমুহূর্তে পা বাড়ালেন নিজের পথে।

পার্টির শেষ পর্যায়ে রেজনিক উপলব্ধি করল, উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। এমন কাউকে দেখেনি সে যাকে কর্নেল রুবল বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। নিছক সাদামাঠা বর্ণনা দেয়া ছাড়া রিপোর্ট করার মত কিছুই নেই তার।

বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কাটা রেজনিক অনুভব করল পার্টি শেষ হয়ে যাবার পর।

মাঝরাতে বাড়ি ফিরে গোছগাছের কাজে হাত দিল রেজনিক। কাল সকালে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট ফ্লাইট ধরতে হবে ওকে। গোছগাছ শেষ করে সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত ভরতেই শক্ত কাঠ হয়ে গেল শরীরটা। হঠাৎ অস্বাভাবিক সতর্ক হয়ে উঠল সে। পকেটের ভেতর কি যেন একটা রয়েছে, অথচ সেটা থাকার কথা নয়। ধীরে ধীরে পকেট থেকে জিনিসটা বের করল সে। সীল করা একটা এনভেলাপ। এনভেলাপের গায়ে গোটা অক্ষরে লেখা, 'ফর দি প্রেসিডেন্ট'স আইজ ওনলি।'

গভীর রাতে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিয়ে এনভেলাপটা কয়েক বার পরীক্ষা করাল রেজনিক। জানা গেল এনভেলাপের ভেতর বিষ বা এক্সপ্লোসিভ নেই। সীল না খুলে এক্স-রে মেশিনের সামনে ফেলে ছবি তোলা হলো। ছবিতে পরিষ্কার ফুটে উঠল একটা ক্যাসেট। ক্যাসেটের গায়ে ধারাল কিছু দিয়ে কে যেন দুটো ইংরেজি অক্ষর এঁকে দিয়েছে—ইউ. এন.

'কোত্থেকে পেলেন এটা, স্যার?' জানতে চাইল টেকনিক্যাল সহকারী।

'দেয়া হয়েছে আমাকে,' এড়িয়ে যাবার সুরে বলল রেজনিক। 'শোনো, ব্যাপারটা টপসিক্রেট, কাজেই আমি চলে যাবার পরও এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বোলো না।'

পুরোদস্তুর কাপড়চোপড় পরে বিছানায় উঠল রেজনিক ভোর পাঁচটায়। ঘুম আসবে না, জানে, হাতে সময়ও নেই। চিন্তায় পড়ে গেছে ও। সন্দেহ নেই, পার্টি যখন চলছিল তখনই কেউ তার পকেটে এনভেলাপটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। কাজটা যারই হোক, অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে লোকটা। কিছুই টের পায়নি সে। লোকটার দুঃসাহসেরও প্রশংসা করতে হয়। কিংবা, লোকটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কে.জি.বি চীফ জেনারেল তুর্গেনিভের

উপস্থিতিতে এ ধরনের কাজ করতে যাওয়া আত্মহত্যারই সামিল।

যতই ভাবছে রেজনিক, ততই তাৎপর্যময় হয়ে উঠছে গোটা ব্যাপারটা। সে যে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাচ্ছে, সে-খবর রাশান মহলে গোপন থাকার কথা নয়। এই তথ্যটা মনে রেখেই তার পকেটে ভরে দেয়া হয়েছে এনভেলাপটা, সন্দেহ নেই। এনভেলাপের মালিক জানে, কর্নেল রেজনিকের পকেটে ক্যাসেটটা ভরে দিতে পারলে সেটা বেশিক্ষণ প্রাগে থাকবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রেসিডেন্টের হাতে কিভাবে পৌঁছে দেয়া যায় এটা?—প্রশ্নটার কোন সদুত্তর খুঁজে পেল না রেজনিক। এনভেলাপটা শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টকে দেখাতে হবে, কাজেই এ-বিষয়ে পেন্টাগনে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কিছু জানাতে পারছে না সে। পরদিন ওয়াশিংটনে প্লেন থেকে যখন নামল রেজনিক তখনও কোন উপায় খুঁজে বের করতে পারেনি সে। ভাগ্যটা ভাল, সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হয়ে গেল।

চব্বিশ ঘণ্টা পর প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে ওয়াশিংটনে বেড়াতে এলেন পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর। চেকোস্লোভাকিয়ার সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি চ্যান্সেলরকে অবহিত করার জন্যে হোয়াইট হাউসে ডাক পড়ল রেজনিকের।

হোয়াইট হাউস রিসেপশনে প্রেসিডেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো রেজনিকের। ব্যাপারটা নিছক আনুষ্ঠানিকতা। ভাল করেই চেনেন প্রেসিডেন্ট কর্নেল রেজনিককে। নিজহাতে সেরা জাতীয় বীরের মেডেল পরিয়ে দিয়েছেন এর বুকে। গোটা জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আত্ম-বিসর্জন দিতে যাচ্ছিল কর্নেল রেজনিক, কুইক ডেথ জীবাণু সহ গোটা বোমাটাকে শূন্যে ধরে হেলিকপ্টারে করে চলেছিল সে সাগরের দিকে, শেষ মুহূর্তে রক্ষা পায় বাংলাদেশের এক আশ্চর্য বেপরোয়া যুবক মাসুদ রানার চেষ্টায়।*

কনুইয়ের কাছে চেপে ধরে রেজনিককে টেনে নিয়ে চললেন প্রেসিডেন্ট বৈঠকখানার দিকে।

'মি. প্রেসিডেন্ট, স্যার, এক মিনিট।' নিচু গলায় হড় বড় করে বলল রেজনিক। 'আপনার সাথে জরুরী একটা বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই, প্রাইভেটলি···।'

নিজের চারপাশটা দেখে নিয়ে শান্তভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'কেউ আমাদের কথা শুনছে না।'

সংক্ষেপে ঘটনা খুলে বলল রেজনিক। সব শেষে জানাল, 'ক্যাসেটটা আমার সাথেই রয়েছে।'

'এখন ভাল করে ভেবে উত্তর দাও, তুমি কি ওটা আমার পকেটে পাচার করতে পারবে, কারও চোখে ধরা না পড়ে?'

---

* প্রেতাত্মা-১ ও ২ দ্রষ্টব্য।

'ধরা পড়িনি, মি. প্রেসিডেন্ট,' বলল রেজনিক মৃদু হেসে।

'হুম!' হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'মনে হচ্ছে, পকেট মারার লাইনেও পাইন করতে পারতে তুমি, কর্নেল।'

আবার রেজনিককে টেনে নিয়ে চললেন প্রেসিডেন্ট। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর অপেক্ষা করছেন ওঁদের জন্যে।

মাঝরাতে ওভাল অফিসে একা বসে ক্যাসেটটা শুনলেন প্রেসিডেন্ট। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এখন থেকে তার কোড-নেম কি হবে তা জানিয়ে রেকর্ডিঙের সূচনা করেছে। তারপর জানিয়েছে, শুধুমাত্র ক্যাসেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবে সে। তার পাঠানো প্রতিটি ক্যাসেটের গায়ে ছুরির ডগা দিয়ে খোদাই করা থাকবে ইংরেজি বর্ণমালার দুটো হরফ—ইউ আর এন। এরপর সোভিয়েট পলিসি, সোভিয়েট পলিট ব্যুরোর সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি, পূর্ব ইউরোপে রেড আর্মির অবস্থা ইত্যাদি টপ সিক্রেট বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগান দিয়েছে আঙ্কেল।

তারপর সরাসরি প্রেসিডেন্টকে বিশেষ একটা অনুরোধ করেছে আঙ্কেল। তার পাঠানো ক্যাসেট ইউরোপ থেকে উত্তর আমেরিকায় নিয়ে আসার জন্যে সম্পূর্ণ নতুন একটা ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গঠন করতে হবে, ইউনিটের হেডকোয়ার্টার অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কোথাও হওয়া চাই। 'কে.জি.বি-র পক্ষে যা কোনদিন সম্ভব হত না, ঠিক তাই করেছে আপনাদের প্রেস আর কংগ্রেস—আপনাদের সমস্ত ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর পরিচয় এবং কাজের ধারা দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে তারা,' পরিষ্কার ইংরেজিতে বলে চলেছে অস্ফুট, চাপা কণ্ঠস্বর, 'আমাকে রক্ষা করার জন্যে এই নতুন ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের একান্ত প্রয়োজন আছে। এর কমান্ডার থাকবেন একজন আমেরিকান, কিন্তু স্টাফরা আমেরিকান না হলেই ভাল হয়—মনে রাখবেন, তাদেরকে কাজ করতে হবে ইউরোপে...'

এরপর ক্যাসেটটা কিভাবে পাঠানো হবে তার বিশদ বর্ণনা। প্রতি মাসের প্রথম বুধবারে সুইজারল্যান্ডের বাজলে আসে মস্কো এক্সপ্রেস, ওটার স্লিপিং কারে লুকানো থাকবে ক্যাসেট। স্লিপিং কারের কম্পার্টমেন্ট নাম্বার, ঠিক কোথায় লুকানো থাকবে আগামী ক্যাসেট ইত্যাদি খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য জানিয়েছে আঙ্কেল। বুধবারে ক্যাসেট উদ্ধার করার পর পরবর্তী শুক্রবারে প্রাপ্তি সংবাদ দিতে হবে। কিভাবে, তাও জানিয়ে দিয়েছে আঙ্কেল। ভয়েস অভ আমেরিকার পুব ইউরোপের জন্যে প্রচারিত অনুষ্ঠানে মস্কো সময় বিকেল পাঁচটায় তার নির্বাচিত একটা রেকর্ড বাজিয়ে দিতে হবে এই প্রাপ্তি সংবাদ। এই প্রথম ক্যাসেটটির প্রাপ্তি সংবাদ জানাতে হবে কাউন্ট ব্যাসীর 'ওয়ান ও'ক্লক জাম্প' বাজিয়ে। একটা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আঙ্কেল তার বক্তব্য শেষ করেছে।

'কোন অবস্থাতেই আপনার স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কেউ যেন আমার আসল পরিচয় জানার কোন রকম চেষ্টা না করে। সে-চেষ্টা করলে

আমি তা জানতে পারব, এবং আমার তরফ থেকে আপনারা আর কখনও কোন সাড়া পাবেন না। আমার মোটিভের কথা যদি তোলেন, সেটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। পরবর্তী ক্যাসেট মস্কো এক্সপ্রেস যোগে রওনা হয়ে বাজলে পৌঁছাবে...'

বর্তমান প্রেসিডেন্টের জায়গায়, অন্য কেউ হলে বিষয়টা নিয়ে তিনি যে সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স, সি.আই.এ চীফ এবং আরও কত জনের সাথে আলাপ করতেন, বলা মুশকিল। কিন্তু লোক চিনতে ভুল করেনি আঙ্কেল। ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দিলেন না প্রেসিডেন্ট। পরদিন নির্দিষ্ট কয়েকটা ব্যাপারে কোন কারণ প্রকাশ না করেই খোঁজ-খবর নিলেন তিনি। দিনের শেষে প্রমাণ পেলেন ক্যাসেটে যে-সব টপ-সিক্রেট ইনফরমেশন দেয়া হয়েছে সেগুলো ভুয়া নয়। তিনি উপলব্ধি করলেন, আঙ্কেল যে-ই হোক, সে নিশ্চয়ই সোভিয়েট পলিট ব্যুরোর সিনিয়র একজন সদস্য।

বন্ধু, এবং ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

সব ঘটনা শুনলেন জর্জ হ্যামিলটন। সবশেষে প্রেসিডেন্ট জানালেন, 'আঙ্কেলের প্রস্তাব গ্রহণ করেছি আমি। তিনি যে পলিট ব্যুরোর একজন প্রভাবশালী সদস্য, সে-ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর দেয়া সমস্ত তথ্য চেক করে দেখেছি, প্রতিটির বাস্তব ভিত্তি আছে।'

'তবু, ব্যাপারটা ফাঁদও হতে পারে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওরা হয়তো তোমাকে ভুয়া ইনফরমেশন দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করতে চায়—তোমার বিশ্বাস অর্জন করার জন্যে কিছু নির্ভুল তথ্য না হয় দিলই।'

'সে-কথা আমিও ভেবেছি,' হাত বাড়িয়ে বন্ধুর চুরুটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু তথ্য অনেক বেশি দিয়ে ফেলেছে আঙ্কেল। বিশ্বাস অর্জন করার জন্যে নিজেদের এত বেশি ক্ষতি কেউ স্বীকার করে না। চেক করে দেখে তবেই বলছি এ-কথা।'

'হুঁ,' গম্ভীর সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে?'

'বেমালুম গায়েব হয়ে যাও। অফিশিয়ালি রিটায়ার করো নুমা থেকে। দেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও গড়ে তোলো স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। ঠিকই বলেছেন আঙ্কেল, বর্তমান এজেন্সীগুলো এ-ধরনের কনফিডেনশিয়াল কাজের উপযুক্ত নয়। কিছু সংবাদপত্র, কিছু কংগ্রেসম্যান মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে আমাদের ইন্টেলিজেন্স সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে।' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে ডেস্কে দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'ওদিকে পলিট ব্যুরোর সমর্থন নিয়ে কে.জি.বি পুরোদমে স্যাবোটাজ আর এসপিওনাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। এই চাকরিতে বহাল হবার সময় আমি শপথ নিয়েছিলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করব—বাই—গড, ঠিক তাই করতে যাচ্ছি আমি!'

'দায়িত্বটা সি.আই.এ-কে দিলেও পারো,' মৃদু গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'আগেরটা ভেঙে নতুন সংগঠন গড়ে তুলছে ওরা...'

'সি.আই.এ! ক্রাব অভ ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচারস্। বিশ্বাস করো, ওদের দিয়ে কিস্যু হবে না।'

'কিন্তু ব্যাপারটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, সবাই বলবে শাসনতন্ত্র লংঘন করা হয়েছে,' বন্ধুকে সাবধান করে দিলেন অ্যাডমিরাল।

'তাও ভেবেছি আমি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'নিন্দার ভয়ে যে প্রেসিডেন্ট দেশের নিরাপত্তার জন্যে ঝুঁকি নেয় না সে এই চেয়ারে বসার উপযুক্ত নয়।'

'দুঃখিত। ভুলে গিয়েছিলাম, দুঃসাহসী বলে খ্যাতি আছে তোমার,' মৃদু হেসে বললেন অ্যাডমিরাল। 'নতুন ইউনিটের হেডকোয়ার্টার কানাডায় হলে ভাল হয়। তোমার নাম বলে কানাডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট উইলিয়াম রজার্সের সহযোগিতা চাইতে পারব তো? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষকে অনেক সাহায্য করেছেন তিনি, তাঁর পক্ষে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় কাভার দেয়া সম্ভব।'

'তাই করো। ওকে আমি চিনি। বুড়ো ফাইটারকে আমার শুভেচ্ছা দিয়ো। স্টাফ নিয়োগের ব্যাপারে কি করবে, ভাব দেখি। আঙ্কেল বলেছেন, আমেরিকান না হলে ভাল হয়।' একটু থেমে কি যেন চিন্তা করলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'বিশ্বস্ত এবং কাজের লোক অথচ আমেরিকান নয়, এই রকম কারও কথা যেন মনে পড়তে চাইছে...তোমার সাথে কাজ করেছিল...'

অ্যাডমিরাল স্মরণ করিয়ে দিলেন। 'তুমি বোধহয় মাসুদ রানার কথা বলতে চাইছ?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রেসিডেন্টের মুখ। 'হ্যাঁ। কোথায় সে এখন?'

অ্যাডমিরাল তেমন উৎসাহ দেখালেন না। বললেন, 'রানা এখন কোথায় তা ঠিক জানা নেই আমার।'

ক্ষীণ একটু ভুরু কুঁচকে প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'তাকে দিয়ে হবে না?'

'আমাদের কাছে কাজটার অসীম গুরুত্ব রয়েছে,' বললেন অ্যাডমিরাল, 'কিন্তু তবু এটাকে ইমার্জেন্সী বলা যায় না। এ ধরনের কাজে রানার সাহায্য চেয়ে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এর চেয়ে অনেক বেশি জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকে ও। ইমার্জেন্সী দেখা দিলে আলাদা কথা, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওকে ডাকা উচিত বলে মনে করি না।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'তাহলে?'

'পেন্টাগন থেকে একজন আর নুমা থেকে দু'জনকে নিয়ে কাজ শুরু করতে দিতে পারি আমি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ডাচ আর ফ্রেঞ্চ লোক নেবার কথাও ভাবছি। তারপর দরকার হলে বা সেই রকম পরিস্থিতি দেখা দিলে বদল করা যাবে।'

'ঠিক আছে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমি তোমার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি, যা

ভাল বোঝো করো,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট। বন্ধুর প্রতি অগাধ আস্থা আছে বলেই কথাটা বলতে পারলেন তিনি।

চার

নতুন ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গড়ে তুলতে মাত্র সাতদিন সময় লাগল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের। তাঁর উদ্যম আর দক্ষতার কথা অস্বীকার না করেও বলতে হয় কানাডিয়ান শিল্পপতি উইলিয়াম রজার্সের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটাকে দাঁড় করানো সম্ভব হত না।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হলেন ওঁরা। বাটন রুজ ভবনের এগারোতলায় নিজের অফিসে বসে উইলিয়াম রজার্স মার্কিন প্রেসিডেন্টের পরিচিতি-পত্রটা মাত্র একবার পড়লেন। 'পুড়িয়ে ফেলতে হয় এটা,' আবার যখন ফিরে এসে বসলেন তিনি, অ্যাডমিরাল অনুভব করলেন ভদ্রলোককে ঝামেলায় ফেলার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার।

'আপনাকে বোধহয় বিরক্ত...'

'আমি যতটুকু বুঝেছি,' বাধা দিয়ে বললেন বৃদ্ধ, 'কে.জি.বি-র বিরুদ্ধে আপনি হাইলি সিক্রেট একটা ইন্টেলিজেন্স ইউনিট দাঁড় করাতে চান। এ-বিষয়ে এইটুকুই জানতে পারব আমি, বা এইটুকুই জানতে আগ্রহী আমি—ঠিক?'

'ঠিক...'

সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে কথা বলে চলেছেন উইলিয়াম রজার্স, যেন অ্যাডমিরালকে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টি। একটা একটা করে সমস্যা তুলে ধরলেন, সাথে সাথে নিজেই সেগুলোর সমাধান বের করে দিলেন। অ্যাডমিরাল মুখ খোলার অবসরই পেলেন না। তার কোন দরকারই হলো না।

'এমন একটা বেস দরকার আপনার যেটা নিশ্চিতভাবে নিরাপদ। ওই যে সাইড ডোরটা দেখছেন, ওটা খুললে কয়েকটা খালি কামরা দেখতে পাবেন। ওগুলো আমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শেষ বার ব্যবহার করেছি যতদিন দরকার, কামরাগুলো নিজের দখলে রাখতে পারবেন আপনি। ওখানে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ফিট করার কাজ আজ থেকে শুরু করাব, যেগুলো কে.জি.বি-র অত্যাধুনিক আড়ি পাতা যন্ত্রগুলোকে অনায়াসে প্রতিহত করবে। এই ভবনের ছাদে রয়েছে রেডিও অ্যান্টেনার একটা কমপ্লেক্স, সারা দুনিয়ার অ্যালায়েড কোম্পানীগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যে ব্যবহার করি ওটা আমি। আপনাকে একটা অ্যাডভান্সড ট্র্যান্সমিটার যোগাড় করে দেব। তাছাড়াও, আমার গোটা কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবেন আপনি...'

'নিজেদের ইকুইপমেন্ট আমরা ইমপোর্ট করতে পারি...' শুরু করলেন

অ্যাডমিরাল।

'ঠিক হবে না। সীমান্তের ওপার থেকে কিছু আমদানী করা চলবে না। এইমাত্র যে ভদ্রলোকের চিঠি পুড়িয়ে ফেললাম, তিনি জানিয়েছেন যাবতীয় কেনাকাটা স্থানীয় ভাবে যদি করতে হয়, তাতে কোন আপত্তি নেই, খরচের টাকা গোপন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে যোগান দেয়া হবে। তাঁর এই পরামর্শ আমি অবশ্য গ্রহণ করছি না, তার কারণ সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিসই আসলে প্রকাশ হয়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে না। তাই, এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে আপনার নামে ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে আমার, যখন যা দরকার ওখান থেকে তুলে খরচ করতে পারবেন।'

'টাকাটা আপনার পকেট থেকে...'

'হ্যাঁ,' মৃদু হেসে বললেন বৃদ্ধ শিল্পপতি। 'কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা চুকেবুকে গেলে আমি একটা বিল করে টাকাটা আমেরিকার কাছ থেকে চেয়ে নেব।' একটু থেমে আবার প্রসঙ্গে ফিরে এলেন তিনি। 'আপনার স্টাফরা কি ঘন ঘন এখানে আসা-যাওয়া করবে?'

'যতদূর বুঝতে পারছি—দুই কি তিনজন লোক প্রতিমাসে আসা-যাওয়া করবে। প্রতিবার একই লোক হবে তারা।'

'সম্ভব হলে একদিন আগে সতর্ক করে দেবেন আমাকে। মাসে মাসে রিসেপশনিস্ট বদল করব আমি, শহরে আরও অফিস আছে আমার। তাতে একজন রিসেপশনিস্ট আপনার লোকদেরকে দু'বার দেখার সুযোগ পাবে না।'

পরদিন মন্ট্রিলে এসে হাজির হলো বেন নেলসন। তার সাথে পরামর্শ করে অ্যাডমিরাল অস্ট্রেলিয়া থেকে পেন্টাগনের কর্নেল রেজনিক আর আয়ারল্যান্ড থেকে নুমার সেরেনাকে ডেকে পাঠালেন কানাডায়। বেন, রেজনিক ও সেরেনা, তিনজনই ইউরোপের নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে খবর রাখে।

চারজনের বৈঠকে নতুন অর্গানাইজেশনের নামকরণ করা হলো, নেবুলাস। প্রেসিডেন্টের কোড নেম স্থির করা হলো, রাইডার। বাজল-এ রেজনিককে সাহায্য করার জন্যে একটা ব্যাক আপ টীম গঠন করলেন অ্যাডমিরাল। টীমে থাকল ডেডরিক, জার্মানীর প্রাক্তন সিক্রেট পুলিস, ব্যক্তিগত ভাবে অনেক দিন থেকে চেনেন একে অ্যাডমিরাল। ডেডরিকের কাজ হলো মস্কো এক্সপ্রেসের স্লিপিং কারে চড়ে ক্যাসেটটা লুকানো জায়গা থেকে বের করে আনা। স্টুয়ার্ডের ছদ্মবেশ নেবে সে। ডেডরিকের সাহায্যকারী হিসেবে টীমে নিয়ে আসা হলো একজন ডাচ আর একজন ফ্রেঞ্চকে। দু'জনেই যার যার দেশের সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করত, এবং অ্যাডমিরালের পরিচিত। অপারেশনের দায়িত্ব থাকল রেজনিকের হাতে, কিন্তু টীমের পরিচালক নির্বাচিত হলো বেন।

প্রত্যেকের ছদ্ম-পরিচয় নির্ধারণের পর, ছোট্ট একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলো বৈঠকে। বাজল আর জুরিখে ঘন ঘন আসা যাওয়া করলে ব্যাপারটা সইস কাউন্টার এসপিওনাজের চোখে ধরা পড়বেই। ওরা হয়তো

সরাসরি আপত্তি জানাবে না, কিন্তু ব্যাপারটা কি জানার জন্যে গোপনে তদন্ত করতে পারে। তা যদি করে, আসল রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় চিন্তা-ভাবনা করে অ্যাডমিরাল বললেন, আপাতত নেবুলাস তার কাজ চালিয়ে যাক, সে-রকম পরিস্থিতি দেখা দিলে তিনি নিজে কথা বলবেন সুইস এসপিওনাজ চীফ কর্নেল লিওন মেঙ্গারের সাথে। বেন জানে, কর্নেল অ্যাডমিরালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন।

এরপর আঙ্কেল সম্পর্কে কিছু আলাপ হলো। অ্যাডমিরাল বললেন, 'আঙ্কেল যে-সব তথ্য পাঠাতে শুরু করেছেন আমেরিকার জন্যে তা অমূল্য বললেও কম বলা হয়। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যেন পলিট ব্যুরোর প্রতিটি গোপন বৈঠকে সশরীরে উপস্থিত থাকছেন—এই ভাবে আসছে রিপোর্ট।'

'কে হতে পারেন তিনি, কিছু ধারণা করতে পারেন?' জানতে চাইল বেন।

উত্তর দিল রেজনিক। 'আমার বিশ্বাস, আনাতোলি ফেরুবিন।'

'ভদ্রলোকের চেহারাটা লেডিকিলার…' মন্তব্য করল সেরেনা।

'পলিট ব্যুরোতে তাঁর মত পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয়টি নেই, বলল রেজনিক। 'অত্যন্ত মিশুক, মিষ্টভাষী, এবং কৌতুকপ্রিয়। একজন কম্যুনিস্ট হিসেবে চিন্তাই করা যায় না তাঁকে।'

'আনাতোলি ফেরুবিনই যে আমাদের আঙ্কেল, সে-ব্যাপারে আমার নিজের মনে কোন সন্দেহ নেই,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তাঁর সম্পর্কে নতুন কিছু খবর পেয়েছি আমি।'

সবাই একযোগে জানতে চাইল, 'কি?'

'খবরটার কোন তাৎপর্য নাও থাকতে পারে। জানা গেছে, মস্কো রেলওয়ে স্টেশনে প্রায়ই তিনি যান। অজুহাত হিসেবে বলা হয়, পশ্চিম ইউরোপে রফতানী বাড়াবার জন্যে রেলওয়ে কর্মীদেরকে উৎসাহ দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্টার, কাজেই এ-ব্যাপারে তাঁকে উদ্যোগী হতে দেখলে কারও সন্দেহ করার কিছু নেই। কিন্তু আমার ধারণা, রেলওয়ে স্টেশনে যাবার এই অভ্যাসটা তিনি গড়ে তুলেছেন মস্কো এক্সপ্রেসে ক্যাসেট রেখে আসার জন্যে।'

পয়লা নভেম্বর। মস্কো। রেলওয়ে স্টেশন।

ফ্রিজিং পয়েন্টের দশ ডিগ্রী নিচে নেমে এসেছে টেমপারেচার। সাদা তুষারে ঢাকা পড়ে আছে গোটা স্টেশন। দিনের বেলাতেই চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। ভারী ফারকোট আর হ্যাট পরে গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছেন আনাতোলি ফেরুবিন। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, রেললাইন ধরে মার্সেলিং ইয়ার্ডের দিকে হাঁটা ধরলেন। মস্কো এক্সপ্রেস ওখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর একটু পরই প্ল্যাটফর্মে ঢুকবে এক্সপ্রেস, তারপরই রওনা হয়ে যাবে পশ্চিম ইউরোপের উদ্দেশে।

কোন দিকে না তাকিয়ে এক্সপ্রেসের স্লিপিং কারে চড়লেন ফেরুবিন। সামনের কম্পার্টমেন্টের দিকে এগোচ্ছেন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সামনের কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দ্রুত বেরিয়ে এসে কোচ থেকে নেমে গেল। হন হন করে এগিয়ে কোচের দরজার কাছে চলে এলেন ফেরুবিন। আধো অন্ধকারে দরজাটা দুলছে। উঁকি দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। পরমুহূর্তে চমকে উঠলেন গুলির আওয়াজে।

বিস্ফোরণটা এত কাছে হলো যে মুহূর্তের জন্যে ফেরুবিন মনে করলেন তিনি বোধহয় আহত হয়েছেন। পথের ওপর শুয়ে পড়লেন তিনি, মাথা নিচু করে নিঃসাড় পড়ে রইলেন। আরেকটা আওয়াজ হলো গুলির। তাঁর ডান দিকে একটা গুডস্ ট্রেনের আড়ালে হারিয়ে গেল টর্চ হাতে একজন লোক। মাথা তুলতে যাবেন, এই সময় তাঁর বাঁ দিক থেকে উজ্জ্বল টর্চের আলো এসে পড়ল মুখে।

'ও, আপনি···কমরেড ফেরুবিন!'

গলার আওয়াজটা চিনতে পারলেন ফেরুবিন। কে.জি.বি চীফ, জেনারেল তুর্গেনিভ।

দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন ফেরুবিন।

'এদিকে এসে দেখে যান,' বললেন জেনারেল। নিঃশব্দে তাঁর পিছু পিছু চললেন ফেরুবিন। এক্সপ্রেসের গা ঘেঁষে এগোলেন তাঁরা, খানিক দূর এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন একটা কুণ্ডলী পাকানো লাশের সামনে। লাশের মুখে টর্চের আলো ফেললেন জেনারেল। 'জি.আর.ইউ-র সেরেভ ও,' রূঢ় কণ্ঠে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'স্যাবোটার—হাতে ওটা কি রয়েছে দেখছেন? গ্রেনেড। কোচে ফিট করতে যাচ্ছিল।' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ফেরুবিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনি এখানে কি করছিলেন?'

'ইন্সপেকশনের জন্যে এসেছিলাম···'

গুডস্ ট্রেনের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া লোকটাকে দেখেননি ওঁরা। লোকটা এখন স্টেশনের বাইরে চলে গেছে। হন হন করে হাঁটছে সে। এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে তাকে। রিপোর্ট করতে হবে ওয়াশিংটনে।

মন্ট্রিল। বাটন রুজের এগারোতলায় বসে মস্কো মার্সেলিং ইয়ার্ডের ঘটনাটা শুনল বেন। বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার পর অ্যাডমিরাল বললেন, 'ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে। কিন্তু লক্ষণ যে ভাল নয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফেরুবিন যখন স্টেশনে, সেখানে তখন জেনারেল তুর্গেনিভ কেন? আগের রিপোর্টেও জানা গেছে, অন্তত আরও দু'বার স্টেশনে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেছে জেনারেলকে। প্রতিবারই ফেরুবিন সেখানে হাজির ছিলেন।'

'তার মানে ফেরুবিনের অর্থাৎ আঙ্কেলের ওপর সন্দেহ হয়েছে ওদের,' বলল বেন। 'তাঁর সময় হয়তো শেষ হয়ে আসছে।'

পরবর্তী ক্যাসেট সংগ্রহ করার তারিখ ছিল তেসরা ডিসেম্বর, বুধবার। এটা

নিয়ে বারোটা ক্যাসেট সংগ্রহ করবে নেবুলাস। দু'তারিখ মঙ্গলবারে জুরিখে, হোটেল সুইজারহফে উঠেছে বেন। আগামীকালের ক্যাসেটে জেনারেল লিওনিদ সুখনভের ব্যাপক সামরিক মহড়ার খবর থাকবে, এবং সে-খবর জানার পর প্রেসিডেন্ট পশ্চিম জার্মানীতে এয়ারফোর্স পাঠাবেন, এসব কিছুই জানা ছিল না তার।

সেরেনা মার্সল্যান্ড এবং কর্নেল রেজনিক এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে বাজ্‌লে, এবং আগে যে-সব হোটেলে উঠেছিল তারা সেগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে নতুন আরেকটা হোটেলে উঠেছে তারা। কাল সকালে মস্কো এক্সপ্রেস বাজ্‌ল হপ্টবাহানহফে এসে পৌঁছুবে।

ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অ্যাডমিরাল, ইমার্জেন্সী দেখা না দিলে মন্ট্রিল ছেড়ে কোথাও যাবেন না তিনি। ওদিকে সুইস কাউন্টার এসপিওনাজ চীফ কর্নেল লিওন মেঙ্গারের সাথে দেখা করাটা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। নেবুলাসের স্টাফরা বাজল আর জুরিখে এত বেশি ঘন ঘন আসা যাওয়া করছে সে সুইস কাউন্টার এসপিওনাজের সন্দেহ না জেগেই পারে না। ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াবার আগেই একটা কিছু করতে হয়। অগত্যা একটা পরিচিতি পত্র দিয়ে কর্নেল লিওন মেঙ্গারের সাথে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বেনকে।

দুই তারিখ সকালেই রওনা হয়ে গেল বেন। রওনা হবার আগে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিল সে।

রাশভারী গাম্ভীর্যের সাথে বেনকে অভ্যর্থনা জানালেন কর্নেল লিওন মেঙ্গার। মাত্র চল্লিশ বছর বয়স, দীর্ঘ সুঠাম শরীর, পরনে গাঢ় নীল রঙের স্যুট, অ্যাডমিরালের চিঠিটা পড়ে তাঁর ভাবলেশহীন চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। ধূমায়িত কফিতে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাদের মুভমেন্ট সম্পর্কে অনেক আগেই খবর পেয়েছি আমি। কিন্তু বিশেষ মাথা ঘামাইনি, কারণ জানি আমাদের কোন ক্ষতি আপনারা করবেন না। তাছাড়া, নিজের ঘায়েই পাগল হবার দশা হয়েছে আমার।'

'কি রকম? অবশ্য অনধিকার চর্চা হয়ে গেলে মাফ করবেন...'

সাথে সাথে কোন উত্তর দিলেন না কর্নেল লিওন মেঙ্গার। কাপে চুমুক দিয়ে একটা সিগার ধরালেন তিনি। 'আপনি যখন এসেই পড়েছেন, তখন আপনার মাধ্যমে আমি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কাছ থেকে ছোট্ট একটা সাহায্য চাইব। সাহায্য পাব কিনা তা আপনিও হয়তো বলতে পারবেন। সেজন্যেই ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলার প্রয়োজন বোধ করছি।'

আগ্রহের সাথে জানতে চাইল বেন, 'বলুন! সম্ভব হলে নিশ্চয়ই সাহায্য করব আমরা।'

'আমাদের বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে যে আনডারম্যাট এলাকায় বড় ধরনের একটা কম্যুনিস্ট সেল কিংবা হয়তো কোন স্যাবোটাজ টীম তৎপরতা শুরু করেছে। ওই শহরে তদন্ত করতে গিয়ে মারা পড়েছে আমার লোক—রোন গ্লেসিয়ার। একটা আইস টানেলের ভেতর পাওয়া গেছে তার

লাশ স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু ফোরেনসিক টীম পরীক্ষা করে তার খুলির গোড়ায় ছোট্ট একটা হাইপডারমিক ফুটো আবিষ্কার করেছে। এখনও আমরা জানি না ঠিক কি বিষ পুশ করা হয়েছিল।'

অপেক্ষা করছে বেন।

'এরপর দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা ঘটে,' আবার শুরু করলেন কর্নেল মেঙ্গার। 'এবারও আমার একজন লোককে ওখানে হারাই আমি। একই পদ্ধতিতে খুন করা হয়েছে তাকেও।'

'কিন্তু ঠিক কিভাবে সাহায্য করতে পারি আমরা...'

'নতুন মুখ দরকার, সুইস নয়, বিদেশী কেউ,' বললেন কর্নেল। 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমাদের সব লোককে চেনে ওরা, যাকেই পাঠাব, সাথে সাথে টার্গেট হয়ে যাবে সে। এই পরিস্থিতিতে একজন অপারেটর ধার চাই আমি। সম্ভব?'

চিন্তায় পড়ে গেল বেন। নেবুলাসে যারা কাজ করছে তাদের পক্ষে অন্য কোন কাজে জড়িয়ে পড়া কোনমতেই উচিত হবে না। হাতের কাছে এমন কেউ এই মুহূর্তে নেইও যাকে আনডারম্যাটে পাঠানো যায়। অথচ কর্নেলকে নিরাশ করাও উচিত হবে না। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল।

'আমাদের হাতে এই মুহূর্তে লোক নেই, কর্নেল,' বলল বেন। 'কিন্তু আপনার আপত্তি না থাকলে ভদ্রলোককে অনুরোধ করে দেখতে পারি আমি, তিনি হয়তো লোক দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন আপনাকে। ভদ্রলোককে আপনিও চেনেন, আমারও তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল কর্নেলের। বোঝা গেল, অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ধন্যবাদ। তার কোন দরকার নেই। চেষ্টা করলে হয়তো সরাসরি সাহায্য করতে পারবে এমন বন্ধু পাব আমি।' একটু থেমে আবার তিনি বললেন, 'আমিও চিনি...জানতে আগ্রহ হচ্ছে, কার কথা বলতে যাচ্ছিলেন আপনি?'

অপ্রতিভ বোধ করছে বেন। ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ হোক, কর্নেল। তার নাম শুনে কি লাভ? আমি আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারলাম না বলে সত্যি দুঃখিত। তবে, প্রস্তাবটা আপনি অ্যাডমিরালকে দিতে পারেন, তিনি হয়তো কোন উপায় বের করতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ,' আগের চেয়ে গম্ভীর দেখাল কর্নেলকে। 'এ-ব্যাপারে তাঁকে আর আমি বিরক্ত করতে চাই না। একজনের কথা মনে পড়ছে, দেখি, তার সাথে যোগাযোগ করা যায় কিনা।' ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি।

লজ্জায় অধোবদন হয়ে বসে থাকল বেন। বুঝতে পারছে, আনাড়ীর মত গোটা ব্যাপারটা লেজে গোবরে করে ফেলেছে সে। কর্নেল যে তার ওপর চটে গেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইন্টারকমের সুইচ অন করে কথা বললেন কর্নেল, 'খবর নিয়ে দু'ঘণ্টার

মধ্যে জানাও রানা এজেন্সীর চীফ এই মুহূর্তে কোথায় আছেন।'

'মাসুদ রানা!' একটা ঢোক গিলল বেন নেলসন।

'হ্যাঁ,' গম্ভীর সুরে বললেন কর্নেল, 'আমার প্রিয়পাত্র। তাকে পাওয়া গেলে তার কাছ থেকেই সাহায্য চাইব আমি। এর আগেও অনেক ব্যাপারে তার সাহায্য পেয়েছি। অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক, অযথা সব ব্যাপারে নাক গলায় না...'

একটা হাত তুলে কর্নেলকে থামতে অনুরোধ করল বেন। বলল, 'দোহাই আপনার, রানার সুখ্যাতি আমাকে শোনাবার দরকার নেই। কর্নেল, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন! আমি তো ওর কথাই তখন বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কর্নেলের চেহারা। 'তাই নাকি! ভেরি গুড! সে এখন কোথায়, জানেন?'

'বোধহয় ঢাকাতেই,' বলল বেন। 'আপনার ফোনটা যদি ব্যবহার করতে দেন, একটা লং ডিসট্যান্স কল বুক করতে চাই...'

'গো অ্যাহেড,' বললেন কর্নেল।

রিসিভার তুলে অপারেটরকে ঢাকার একটা নাম্বার দিল বেন। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো ওকে। তারপর পাওয়া গেল লাইন। রানা এজেন্সীর হেডকোয়ার্টার থেকে কথা বলছে রানা।

কুশলাদি বিনিময়ের পর ছোট্ট একটা ভূমিকা করল বেন, তারপর রানার সাথে কথা বলার জন্যে রিসিভারটা তুলে দিল কর্নেল মেঙ্গারের হাতে।

ওদের কথাবার্তার ধারা লক্ষ করে পরিষ্কার বুঝল বেন, রানাকে শুধু স্নেহ নয়, সেই সাথে শ্রদ্ধাও করেন কর্নেল। ব্যক্তিগত আলাপ শেষ করে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন তিনি, এই ভাষা তিনি ও রানা ছাড়া আর কারও বোঝার সাধ্য নেই।

কর্নেলকে সাহায্য করতে হবে শুনে বেজার হলো না রানা, বরং খুশিই হলো। মাঝে মধ্যে সাহায্যের প্রয়োজন রানা এজেন্সীরও হয়, তখন অনেক কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সই তাদের সাধ্যমত করে থাকে, সেগুলোর মধ্যে সুইস এসপিওনাজও একটা। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা।

ঢাকায় বসে একটা লং ডিসট্যান্স কল বুক করল রানা। ঘণ্টাখানেক পর লাইন পাওয়া গেল। অপরপ্রান্তে নীলনয়না সুফিয়া, রানা এজেন্সীর লন্ডন ব্রাঞ্চ থেকে কথা বলছে। তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে তিন মিনিট সময় নিল রানা। সবশেষে সুফিয়ার প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলল, 'হ্যাঁ, আনডারম্যাট।' যোগাযোগ কেটে দিল ও।

সেবারই বাজল হপ্টবাহানহফে 'স্টুয়ার্ড' ডেডরিকের কাছ থেকে বারো নম্বর ক্যাসেটটা পেয়েছিল সেরেনা মার্সল্যান্ড। আর এই বারো নম্বর ক্যাসেটেই মার্শাল লিওনিদ সুখনভের ব্যাপক সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের

প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে দিয়েছিল আঙ্কেল। এবং পরদিন সকালে পশ্চিম জার্মানীর আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ঝাঁক ঝাঁক মার্কিন প্লেনে।

ঘটনাটা সারা দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ তুলল।

মস্কো। শুক্রবার, পাঁচই ডিসেম্বর।

পলিট ব্যুরোর জরুরী মীটিং বাত আটটায়। ক্রেমলিনের প্রকান্ড গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল অসংখ্য জিল লিমুসীন। ড্রাইভাররা সবাই কে.জি.বি-র লোক, প্রত্যেকের মাথায় ছোট কার্নিসের চ্যাপ্টা হ্যাট, পরনে নীল ওভারকোট। সবার আগে এসে পৌছুলেন লিওনিদ তালিন, ফার্স্ট সেক্রেটারি। তারপর এলেন কে.জি.বি চীফ জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ, ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্টার আনাতোলি ফেরুবিন।

আটটা বাজতে তিন মিনিট বাকি থাকতে সবার শেষে এলেন মার্শাল লিওনিদ সুখনভ। রোজকার মত কমপ্লিট ইউনিফর্ম পরে এসেছেন তিনি, মেডেল আর পদকে তাঁর কাঁধ আর বুক ঝলমল করছে। বিশাল শরীর নিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করতেই সেক্রেটারি লিওনিদ তালিন সভার কাজ শুরু করে দিলেন।

শুরুতেই প্রকট হয়ে দেখা দিল মধ্য আর চরম পন্থীদের দ্বন্দ্ব। আজকের পরিস্থিতি মধ্যপন্থীদের অনুকূলে, মার্শাল সুখনভ আর তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ শর ছুঁড়তে কার্পণ্য করলেন না তাঁরা। ঝাড়া একটি ঘণ্টা চুপচাপ বসে প্রতিপক্ষের কড়া অভিযোগ শুনে গেলেন মার্শাল সুখনভ।

'মার্শাল সুখনভ, এসবের জন্যে এককভাবে আপনিই দায়ী! আমেরিকাকে অ্যাকশন নিতে প্ররোচিত করেছেন আপনি···পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোর মনোবল এর ফলে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে···ফ্রান্স আর ইটালিতে আমাদের কমরেডরা অনেক কষ্টে তাদের সরকারের ভেতর অনুপ্রবেশ করার একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল, আপনি সেটা নষ্ট করেছেন···আপনার পরিকল্পনাটা নিছক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই ছিল না, পুরো এক দশক পিছিয়ে গেছি আমরা···'

ঝানু রাজনীতিক না হলেও, মার্শাল সুখনভ একজন যোদ্ধা তো বটেন। যখন সময় এল একজন দক্ষ জেনারেলের মতই পাল্টা আক্রমণ করলেন তিনি। প্রচুর সময় নিয়ে একটা ফোল্ডার খুললেন তিনি, সেটা থেকে টাইপ করা একটা রিপোর্ট বের করে রাখলেন পালিশ করা চকচকে টেবিলের ওপর। ধীর, গম্ভীর গলায় বললেন, 'এখানে আমার কাছে হাইলি সিক্রেট একটা রিপোর্ট রয়েছে। এটা তৈরি করেছেন আমার কমরেড জেনারেল তুর্গেনিভের ডিপুটি, কর্নেল রুবল। কমরেড তুর্গেনিভের কাছেও রয়েছে এই রিপোর্টের একটা কপি। আপনারা জানেন, জি.আর.ইউ এবং কে.জি.বি-র মাঝখানে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করছেন কর্নেল রুবল, বিষয়টা এত বেশি বিপজ্জনক যে তিনি সরাসরি রিপোর্ট করেছেন আমার কাছে। এখন সেই রিপোর্টটা···'

'এক মিনিট!' বাধা দিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি তালিন। ভদ্রলোককে ঠিক

লম্বা বলা যায় না, শক্তিশালী কাঠামো, বয়স ষাট। কানের দু'পাশের সমস্ত চুল সাদা, মাথার মাঝখানে চকচকে টাক। জেনারেল তুর্গেনিভের দিকে তাকালেন তিনি, ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে। জানতে চাইলেন, 'জেনারেল তুর্গেনিভ, এই রিপোর্ট সম্পর্কে আপনি নিজে কথা বলতে চান, নাকি মার্শাল…?'

ঘন ভুরুর ভেতর থেকে মার্শাল সুখনভের দিকে তাকিয়ে আছেন কে.জি.বি চীফ জেনারেল তুর্গেনিভ; চেহারাটা গম্ভীর, থমথম করছে। 'রিপোর্টের বিষয়বস্তু মার্শাল প্রকাশ করুন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'আমি তাহলে শুরু করি,' গমগম করে উঠল মার্শাল সুখনভের কণ্ঠস্বর 'ন্যাটো শক্তি আর আমাদের সীমান্ত থেকে কয়েকশো মাইল দূরে অনুষ্ঠিত হয়েছে অপারেশন থান্ডারস্ট্রাইক—কাজেই, তথাকথিত দাঁতাতের শর্ত পূরণের জন্যে অপারেশনের কথা ন্যাটোকে জানাবার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মহড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য আঁচ করার সাধ্য মার্কিন স্পাই স্যাটেলাইটগুলোরও নেই, আকাশ থেকে সাইন-পোস্টগুলো পড়তে পারে না ওরা। অথচ!' নাটকীয় ভঙ্গিতে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন মার্শাল, তারপর আবার শুরু করলেন, 'অথচ অপারেশন শেষ হতে না হতেই পশ্চিম ইউরোপে ব্যাপক সামরিক সাহায্য এবং সৈন্য পাঠিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রশ্ন হলো…'

'এক্সকিউজ মি,' বাধা দিলেন সেক্রেটারি তালিন, 'এসব কথা বলে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন…' অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন তিনি। 'মার্শাল, আপনি কি দয়া করে আসল পয়েন্টে আসতে পারেন না?'

'পারি,' গুরুগম্ভীর মেঘের ডাকের মত শোনাল মার্শালের গলার আওয়াজ। 'এখানে আমরা যারা উপস্থিত রয়েছি, তাদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে—খবরটা সে-ই জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে।'

বোমাটা ছেড়ে নিজের আসনে বসে পড়লেন মার্শাল সুখনভ। রুদ্ধদ্বার সভাকক্ষ প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো।

'অসম্ভব!' তীব্র সুরে প্রতিবাদ জানালেন আনাতোলি ফেরুবিন। 'এ-ধরনের অবাস্তব প্রলাপ আমরা শুনতে চাই না।'

'আপনার অভিযোগ গুরুতর, মার্শাল,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন সুসলভ পাভেল। পার্টির উপদেষ্টা তিনি; রোগা-পাতলা প্রায়-রুগ্ন চেহারা, কিন্তু পার্টির নীতি ব্যাখ্যা এবং দার্শনিক তত্ত্ব যোগান দিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এক বছর আগে পলিট ব্যুরোর সদস্যদের সাথে ইনিও প্রাগ সফরে গিয়েছিলেন, উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান দূতাবাসের পার্টিতে (ওই পার্টিতেই রেজনিকের পকেটে ভরে দেয়া হয়েছিল প্রথম ক্যাসেটটা)। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না, তাই অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যান তিনি। সেক্রেটারি তালিন, তাঁর জীবনের অর্ধেকটা সময় মধ্য আর চরম পন্থীদের দ্বন্দ্ব নিরসনে ব্যয় করেছেন, আবারও তিনি নাক গলালেন।

'আপনার অভিযোগ আপনি প্রমাণ করতে পারবেন, মার্শাল সুখনভ?'

জানতে চাইলেন তিনি।

'অযথা প্রতিবাদ করে আসল সত্য চাপা দেয়া যায় না,' বললেন মার্শাল। 'প্রমাণ? হ্যাঁ, তাও আছে।' ফোল্ডার থেকে এক বান্ডিল কাগজ বের করলেন তিনি। 'গত বছর আমাদের অ্যাকশন আর আমেরিকার রি-অ্যাকশন চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আরও একটা রিপোর্ট তৈরি করেছেন কর্নেল রুবল। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমাদের অতি গোপনীয় সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে কিভাবে যেন জেনে ফেলেন, অন্তত তাঁর রি-অ্যাকশন দেখে তাছাড়া আর কিছু মনে করার উপায় নেই। এর একটাই অর্থ হতে পারে—একজন টপ-লেভেল ইনফরমার...'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'রিপোর্টটা পড়েছি আমি,' হঠাৎ করে শুরু করলেন তিনি। 'পড়ে বিশ্বাস এবং উপলব্ধি করেছি, অভিযোগটা অহেতুক নয়। প্রমাণগুলো আনুমানিক হলেও, যে-সব লক্ষণ দেখে সেগুলো অনুমান করা হয়েছে সেগুলো নিরেট বাস্তব। কাজেই, আমি প্রস্তাব করছি, এই মুহূর্তে একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করে ব্যাপারটা তদন্ত করার ব্যবস্থা হোক। টাস্ক ফোর্সে আমরা থাকব: ফার্স্ট সেক্রেটারি তালিন, আমি এবং মার্শাল সুখনভ...'

'কিন্তু তাঁর আগে ওই রিপোর্টটা সম্পর্কে জানতে হবে আমাদের। এভাবে...' কথা শেষ করতে পারলেন না আনাতোলি ফেরুবিন।

তাকে বাধা দিয়ে ফার্স্ট সেক্রেটারি তালিন বললেন, 'আমি প্রস্তাব করছি, জেনারেল তুর্গেনিভের প্রস্তাবটা ভোটে দেয়া হোক।'

সামান্য কিছু বেশি ভোট পেয়ে পাস হয়ে গেল জেনারেল তুর্গেনিভের প্রস্তাব। শোরগোলের মধ্যে সভার সমাপ্তি ঘোষণা হলো। সভাকক্ষ থেকে একে একে বেরিয়ে গেলেন সদস্যরা, ভেতরে রয়ে গেলেন শুধু তিনজন—ফার্স্ট সেক্রেটারি তালিন, মার্শাল সুখনভ এবং জেনারেল তুর্গেনিভ।

শুরু হলো আঙ্কেলকে খুঁজে বের করার কাজ।

পাঁচ

মন্ট্রিল, কানাডা। বাটনরুজের এগারোতলায় নেবুলাসের অফিস।

ভারী গলায় অ্যাডমিরাল বললেন, 'আমি চাই, এবার তোমরা আগের চেয়েও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করো।' একটা চুরুট ধরালেন তিনি। তাঁর ডেস্কের সামনে বসে রয়েছে বেন নেলসন আর সেরেনা মার্সল্যান্ড। 'আমার মন বলছে, নেবুলাসের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে। বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি।'

আজ তেসরা জানুয়ারি, সোমবার। পাঁচ তারিখ বুধবারে সুইজারল্যান্ডের বাজল থেকে সংগ্রহ করবে ওরা তেরো নম্বর ক্যাসেট।

'গতবার দু'জন লোক নাক গলিয়েছিল,' আবার বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ

হ্যামিলটন। 'কে.জি.বি ছাড়া আর কে হতে পারে?'

'কিন্তু ওদেরকে তো রেজনিক ব্যর্থ করে দেয়, স্যার!' বলল সেরেনা।

'তুমি কি মনে করো কে.জি.বি-তে শুধু ওই দু'জন লোকই ছিল, আর নেই?' সেরেনার কথায় বিরক্তই হয়েছেন অ্যাডমিরাল। 'নতুন রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, কে.জি.বি চীফ জেনারেল তুর্গেনিভ বারবার চেক করছে মস্কো রেলস্টেশন। নিশ্চয়ই কোন সূত্র পেয়েছে সে। যে-কারণেই হোক, তার সন্দেহ হয়েছে। অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক, সন্দেহ যখন একবার হয়েছে, এর পিছনে সত্যি কিছু আছে কিনা না দেখে ক্ষান্ত হবে না সে। আমি বলতে চাইছি, তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেশি দিন টিকে থাকা সম্ভব নয় আঙ্কেলের। চার হাজার মাইল দূর থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি জেনারেল তুর্গেনিভ পলিট ব্যুরোর সমস্ত সদস্যের পেছনে লোক লাগিয়েছে, খবর নিচ্ছে...' হঠাৎ থামলেন তিনি, তারপর বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আতঙ্কিত করে তুলতে চাইছি না। আমি চাইছি, বিপদ হবেই ধরে নিয়ে কাজে হাত দেবে তোমরা এবার।'

'ঠিক আছে, স্যার...'

পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের।

বুধবার। হাত দুটো মুঠো পাকানো, কপালে চিন্তার রেখা, অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন অ্যাডমিরাল। জুরিখ ফ্লাইটের সময় এক ঘণ্টা আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আধ ঘণ্টা আগে শেষ বার এয়ারপোর্টে ফোন করেছিলেন তিনি। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে জুরিখ ফ্লাইট পৌঁছুতে দেরি হবে, এর বেশি কিছু জানতে পারেননি।

ফ্লাইট বা আবহাওয়ার কথা ভাবছেন না তিনি, তাঁর দুশ্চিন্তা বাজল-এ কি ঘটল না ঘটল তাই নিয়ে। গতবার ওখানে গোলযোগ হয়েছে, কথাটা মাথা থেকে সরাতে পারছেন না কিছুতেই।

রিস্টওয়াচ দেখলেন অ্যাডমিরাল। বিকেল চারটে। শেষবার এয়ারপোর্টে ফোন করেছিলেন, তাও এক ঘণ্টা আগে। এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। ফোনের দিকে হাত বাড়াবেন, এই সময় খুলে গেল দরজা। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন, দেখলেন দোরগোড়ায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে বেন নেলসন। ঝড়ো কাকের মত চেহারা হয়েছে বেনের। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করে বুকটা দুলে উঠল অ্যাডমিরালের।

'তোমাদের ফ্লাইট পৌঁচেছে, এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করে আমাকে তা জানায়নি কেন ফ্রেড?' বেন দরজাটা বন্ধ করতেই প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'টেলিফোন-সিস্টেমে কি একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে...' বিড়বিড় করে বলল বেন। এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল, পকেট থেকে বের করল তেরো নম্বর ক্যাসেটটা।

প্রথমেই যে প্রশ্নটা করা উচিত ছিল সেটা উচ্চারণ করতে ভয় করছে

অ্যাডমিরালের। বেনকে একা, এবং ওর চেহারা দেখেই ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়েছেন তিনি। 'সেরেনা কোথায়?' রুদ্ধস্বরে জানতে চাইলেন তিনি।

টেপ-রেকর্ডারে ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল বেন। 'বাজ্‌লে গোলাগুলি হয়েছে। সেরেনা হাসপাতালে। বেঁচে যাবে।'

'মাই গড!' দ্রুত এগিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন অ্যাডমিরাল। 'তার মানে নেবুলাস খতম? সব ফাঁস হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর সুরে বলল বেন। 'সেরেনাকে দিয়ে কাজ করাবার প্রশ্নই ওঠে না আর। রেজনিককেও বাদ দিতে হবে।'

'সব কথা খুলে বলো আমাকে।'

'আগে থেকে কিছুই টের পায়নি রেজনিক,' বলল বেন। 'দু'জন থুত্থুড়ে বুড়োর ছদ্মবেশ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঘুরঘুর করছিল ওরা—নিশ্চয়ই কে.জি.বি-র লোক। ডেডরিক ক্যাসেট নিয়ে স্লিপিং কার থেকে নিরাপদেই নেমে আসে। সেরেনার কাছে সেটা পাচার করে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যায় সে। সেরেনা যখন ট্র্যান্স আলপাইন এক্সপ্রেসে চড়ছে ঠিক ওই সময় একজন বুড়ো গুলি করে। খালি প্ল্যাটফর্ম, কেউ ওদেরকে গুলি করতে দেখেনি। ভাগ্যিস হলরুম থেকে রেজনিক চোখ রেখেছিল সেরেনার ওপর, তা না হলে ক্যাসেটটা হারাতে হত। হলরুম থেকে গুলি করে একটা বুড়োকে খুন করে ও। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা রেললাইন টপকে পালিয়ে যায়। রেজনিককে গুলি করতে দেখেছে সে।' একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল বেন, 'সেরেনাকে হাসপাতালে পাঠাবার আগে তার ব্যাগ থেকে ক্যাসেটটা উদ্ধার করে রেজনিক। তারপর পুলিসের সাথে থানায় যায়। ওখান থেকে ফোন করে ও সুইস কাউন্টার এসপিওনাজ চীফ লিওন মেঙ্গারকে। মেঙ্গারের নির্দেশে পুলিস ওকে ছেড়ে দেয়। খবরটা প্রেসে যাবে, তবে প্রচার করা হবে যে রেজনিক আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করেছিল। বুড়োর ছদ্মবেশ নেয়া লোক দু'জনের পরিচয় দেয়া হবে দুষ্কৃতকারী।'

চুরুট ধরাচ্ছেন অ্যাডমিরাল। মৃদু মৃদু কাঁপছে তাঁর হাত দুটো। নেবুলাস পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি, মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন তিনি। এর চেয়ে আরও খারাপ কিছু ঘটতে পারত। মারা যেতে পারত সেরেনা, এমনকি রেজনিক এবং ডেডরিকও। খোয়া যেতে পারত ক্যাসেটটা। এসব কিছুই ঘটেনি। অন্য লোককে দিয়ে ক্যাসেট সংগ্রহের কাজ হয়তো চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি। বাজ্‌লে আরও লোক রাখতে হবে, যাতে শত্রুপক্ষ সুবিধে করতে না পারে।

'কেমন আছে সেরেনা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'বুকে গুলি লেগেছে,' বলল বেন। 'কিন্তু ফুসফুস স্পর্শ করতে পারেনি। আজই অপারেশন হবে। ডাক্তার বলেছেন, বেঁচে যাবে ও। রেজনিকের ব্যাক আপ টীম পাহারা দিচ্ছে ওকে।'

'হুঁ,' গম্ভীর চিন্তামগ্ন দেখাল অ্যাডমিরালকে। খানিক পর চেয়ারে নড়েচড়ে

বসলেন তিনি। বললেন, 'ঠিক আছে, আগে শোনা যাক নতুন কি বলার আছে আঙ্কেলের। তারপর নেবুলাসের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে।'

টেপ-রেকর্ডার অন করল বেন।

পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চাপা গলায়, পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বলছে আঙ্কেল। মিনিট খানেক তার কথা শোনার পর, ঘরের ভেতরটা যথেষ্ট গরম হওয়া সত্ত্বেও, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যেন বরফ হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। হাতের চুরুট কখন নিভে গেছে, খেয়াল নেই। চোখ দুটো হয়ে উঠেছে বিস্ফারিত। ডেস্কের কিনারা আঁকড়ে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি।

'এখানে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে···আগামী রবিবার, জানুয়ারি নয় তারিখে, রুমানিয়া থেকে আমাকে প্লেনে তুলে নেবার ব্যবস্থা করুন···এতে ব্যর্থ হলে আমাকে আপনারা হারাবেন···এখানকার পরিস্থিতি চরম···'

রেকর্ডার বন্ধ করে অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল বেন। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা দূর হয়ে গেছে তাঁর চেহারা থেকে। ধীরে সুস্থে নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরালেন তিনি।

'রাইডারের সাথে দেখা করতে হয়, তাই না, স্যার?' নিচু গলায় জানতে চাইল বেন।

'রাইডার দেশে নেই,' শান্ত গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'গতকাল হঠাৎ টোকিও গেছেন তিনি—তাইওয়ানকে নিয়ে নতুন একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আজ বা আগামী কাল তাঁর ফেরার কোন সম্ভাবনা নেই, কাজেই যা করার আমাদেরকেই করতে হবে···'

'কিন্তু করার আদৌ কিছু আছে কি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল বেন। 'আজ বুধবার। আঙ্কেল রোববারে প্লেনে চড়তে চাইছেন। এ তো অসম্ভব!'

'সেটা পরে বিবেচনা করা যাবে,' একটু চিন্তা করে বললেন অ্যাডমিরাল। 'তার আগে শোনা যাক কি বলার আছে আঙ্কেলের।'

আঙ্কেল তার রিপোর্টে জানিয়েছে—গত কয়েক মাস ধরে পাওয়া তথ্য-প্রমাণ থেকে পলিট ব্যুরোর সদস্যরা প্রায় সবাই একমত হয় যে ক্রেমলিনের ওপর মহলে একজন ইনফরমার আছে। অবশেষে ফাটলের উৎস পলিট ব্যুরোর ভেতরই কোথাও আছে বলে অনুমান করা হয়। ইনফরমারকে খুঁজে বের করার জন্যে তিনজনের একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়, কমিটিতে থাকে মার্শাল সুখনভ, জেনারেল তুর্গেনিভ এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি তালিন।

এরপর আঙ্কেল বিশদভাবে জানিয়েছে কিভাবে তাকে উদ্ধার করতে হবে।

'···বুখারেস্টের ঠিক পশ্চিমে একটা এয়ারস্ট্রিপ আছে···ম্যাপ রেফারেন্স···ইত্যাদি ইত্যাদি···উদ্ধারকারী প্লেন নামবে রুমানিয়ান সময় সকাল সাড়ে এগারোটায়···কয়েকজন রুমানিয়ান নাগরিকের সহযোগিতা পাওয়া যাবে···উদ্ধারকারী প্লেনের পাইলটকে অত্যন্ত দক্ষ হতে হবে···এই সব ব্যবস্থা

সম্পন্ন করা হয়েছে তা আমাকে জানাবার উপায়. ছয়ই জানুয়ারি. বৃহস্পতিবার মস্কো টাইম সেভেনটিন আওয়ার্সে ভয়েস অভ আমেরিকা থেকে বাজাতে হবে ডেভ ব্রুবেকের "টেক ফাইভ"...রিপিট, বৃহস্পতিবার, ছয়ই জানুয়ারি...সময়ের এদিক ওদিক হলে আমাকে হয়তো আপনারা হারাবেন...'

'অসম্ভব! অসম্ভব!' এদিক ওদিক মাথা নেড়ে হতাশা প্রকাশ করল বেন।

'কঠিন, স্বীকার করি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু অসম্ভব বলছ কেন?'

'হাতে মাত্র চার দিন সময়, স্যার! আমরা এখানে নর্থ আমেরিকায় বসে রয়েছি! পুব ইউরোপ থেকে প্লেনে তুলে নিতে হবে আঙ্কেলকে! কিভাবে তা ম্যানেজ করা সম্ভব?'

'কিভাবে সম্ভব তা আমি নিজেও জানি না,' ভারী গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু জানি, আঙ্কেলকে যেভাবেই হোক উদ্ধার করতে হবে। তিনি যে তথ্য আমাদেরকে দিতে পারবেন, কয়েক বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েও তার দাম পরিশোধ করা যাবে না। আমেরিকার অস্তিত্ব নিরাপদ করার জন্যেই ওই তথ্যগুলো আমাদের দরকার।'

'কিন্তু স্যার, আমাদের এই ইউনিট, নেবুলাসের পক্ষে কাজটা সম্ভব নয়! বাজলে ওদের তৎপরতা দেখে বোঝা যাচ্ছে, নেবুলাস ওদের কাছে এখন আর কোন গোপন ব্যাপার নয়। আমিও যে ওদের চোখে ধরা পড়ে যাইনি, তাই বা কে বলবে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন অ্যাডমিরাল। 'নেবুলাসের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে গেছে ধরে নিয়েই আঙ্কেলকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।'

'তার মানে নতুন ইউনিট?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল বেন। 'এই কাজের জন্যে রেডিমেড লোক আপনি হুট করে পাচ্ছেন কোথায়, স্যার? হাতে মাত্র চার দিন সময়, ওদিকে দ্রুত একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইউরোপের এয়ারপোর্টগুলো। অসম্ভব স্যার! অন্তত আমি তো কোন উপায় দেখছি না।'

'রেডিমেড লোক...' বিড় বিড় করলেন অ্যাডমিরাল। 'রেডিমেড লোক...' বিদ্যুৎ চমকের মত একজনের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। পরমুহূর্তে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। ধীরে ধীরে চোখ দুটো বুজে গেল তাঁর।

মাসুদ রানার কথা ভাবছেন অ্যাডমিরাল। এর আগে যত বার তিনি রানার কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছেন, সানন্দে সাহায্য করেছে তাঁকে রানা। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমান কেসে দুটো সুপার পাওয়ার জড়িত। সোভিয়েট রাশিয়ার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে দেশ থেকে পালাতে সাহায্য করতে চাইছে আমেরিকা। বাংলাদেশ সব সময় নিজের নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এসেছে। কাজটা কি শুনলেই রানা হয়তো বেঁকে বসবে। কোন কারণ ছাড়া একটা সুপারপাওয়ারের বিরুদ্ধে কিছু করতে রাজি হবে না সে। অথচ পরিস্থিতিটা নিয়ে যতই ভাবছেন, ততই রানার সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করছেন তিনি। আঙ্কেলকে উদ্ধার করতে হলে জীবন বাজি রাখতে হবে, আর থাকতে হবে পুব এবং পশ্চিম ইউরোপ

জোড়া পরিচিতি, এবং শুধু পেশীর জোর নয়, থাকতে হবে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতা, উপস্থিত বুদ্ধি, চমকপ্রদ কৌশল উদ্ভাবনের ক্ষমতা। অতীতে অনেক ঘটনার মাধ্যমে রানা একাধিকবার প্রমাণ করেছে, এসবই তার আছে। তার ওপর, রানাকে যতটা বিশ্বাস করেন তিনি, আর কাউকে তার সিকি ভাগও করেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু রানাকে রাজি করানো অসম্ভব। অনুরোধে কাজ হবে না। চাপ প্রয়োগে? নিজের বোকামি উপলব্ধি করে লজ্জা পেলেন অ্যাডমিরাল। জানেন, চাপের মুখে নতি স্বীকার করবার পাত্র আর যে-ই হোক, রানা নয়। তাহলে? হঠাৎ মনে হলো, কাউকে সুপারিশ করলে কেমন হয়? কাকে ধরা যেতে পারে…? যতটুকু জানেন, মাত্র একজনের কথা ফেলতে পারে না রানা। তিনি মেজর জেনারেল রাহাত খান। তাঁর বন্ধু, রানার বস্। রাহাতকে ধরবেন নাকি? রাহাতও রাজি হবে বলে মনে হয় না, তবে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি!

মনস্থির করে ফেললেন অ্যাডমিরাল। রানার সাহায্যের জন্যে রাহাত খানের সুপারিশ চাইবেন তিনি। প্রস্তাবে তিনি বলবেন, এই কাজটায় বাংলাদেশ যদি সাহায্য করে, আমেরিকা তার বিনিময়ে বাংলাদেশের মস্ত কোন উপকার করে দেবে। এমন একটা উপকার, যাতে দশ বছর এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন অ্যাডমিরাল। বেন লক্ষ করল, বসের চোখ দুটো কিসের প্রত্যাশায় যেন জ্বলজ্বল করছে।

'বেন, রানা এখন কোথায়, জানো?'

'সম্ভবত ঢাকায়, স্যার!' দ্রুত উত্তর দিল বেন। রানার নামটা কানে ঢোকা মাত্র অদ্ভুত আশার দোলা অনুভব করল বুকে। খানিক আগে পর্যন্ত ভাবছিল সে, অ্যাডমিরাল রানার কথা তুলছেন না কেন!

'ওর সাথে কথা বলব আমি,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। কামরার দ্বিতীয় দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দরজাটা দিয়ে নেবুলাসের দ্বিতীয় কামরায় যাওয়া যায়। বেন, রেজনিক বা সেরেনা ওখানে কখনও ঢোকেনি। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন অ্যাডমিরাল। একটা টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে একজন এক্স-সী-গোয়িং ক্যানাডিয়ান, শিল্পপতি উইলিয়াম রজার্স অ্যাডমিরালকে ধার হিসাবে দিয়েছেন এই লোক। লোকটা এক সময় ক্যানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্সে কাজ করত। কামরার ভেতর দুটো টেবিল, একটায় রয়েছে শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটার, আরেকটায় রয়েছে কোডিং মেশিন—দ্বিতীয়টা অ্যাডমিরাল নিজে ব্যবহার করেন। শত বিশ্বস্ত হলেও, এ পর্যন্ত নেবুলাসের কোন স্টাফকে দেখাব অনুমতি পায়নি ক্যানাডিয়ান অপারেটর।

অ্যাডমিরালকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা।

পাশে আরেকটা কামরা আছে, সেখানেই রাত্রিযাপন করে সে। ইশারায় সেই কামরার দরজা দেখিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'আমি নিজেই একটা

মেসেজ পাঠাব।'

নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। হেড অফিস ঢাকা।

ধীরে, দৃঢ় পদক্ষেপে নিজের অফিসে ঢুকল মাসুদ রানা। গম্ভীর থমথমে চেহারা। মাথায় চওড়া কার্নিসের হ্যাট, পরনে জীনসের ট্রাউজার, আস্তিন গুটানো সাদা পপলিনের শার্ট।—কাউবয়ের পোশাক। এক টানে দেরাজ খুলে ভেতরে হাত ভরল ও। হোলস্টার বের করে পেঁচিয়ে নিল কোমরে, পরীক্ষা করে নিল রিভলভারটা। এগিয়ে এসে প্রচণ্ড এক লাথি মারল দরজায়। দড়াম করে খুলে গেল সেটা। বেরিয়ে এল করিডরে। চোখে মুখে বেপরোয়া একটা ভাব নিয়ে করিডরের দু'দিকে তাকাল ও। কেউ নেই। দৃঢ় পায়ে এগোল ও। সোজা মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেম্বারের দিকে।

আউটার রুমে বসেছিল ইলোরা, মেজর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি। রানার রণমূর্তি দেখে আঁতকে উঠল সে, তড়াক করে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। চিৎকার করতে যাবে, এই সময় এক ঝটকায় হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে তার দিকে তাক করল রানা। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল ইলোরা, ধপ করে বসে পড়ল আবার চেয়ারে।

'কোন আওয়াজ নয়···খুন করে ফেলব!' কঠিন সুরে সতর্ক করে দিয়ে দৃঢ় পায়ে এগোল রানা। নক না করেই ঢুকে পড়ল রাহাত খানের চেম্বারে।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছেন রাহাত খান। দরজা খোলার শব্দ হতে ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন তিনি।

রাহাত খান ঘাড় ফেরাচ্ছেন, এই সময় গুলি করল রানা। অব্যর্থ লক্ষ্য—সোজা গিয়ে কপালে লাগল গুলি। দু'সারি দাঁতের মাঝখানে ধরা পাইপটা খসে পড়ল। চরকির মত আধপাক ঘুরে দাঁড়িয়েই লাফ দিয়ে দরজা টপকে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। রিসেপশনে দেখল না ইলোরাকে। দৌড়াল ও। করিডরে বেরিয়ে এসেই মুখোমুখি হলো সোহেলের। দুম করে তার নাকে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। 'বাবারে! মারে!' করে চেঁচিয়ে উঠল সোহেল। ছিটকে পড়ে গেছে করিডরের মেঝের ওপর। তাকে টপকে ছুটল রানা। নিজের কামরায় ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল ও। ধপাস করে বসে পড়ল চেয়ারে।

'শালা ফাঁকি মারা হচ্ছে!' রানার কামরায় ঢুকেই বলল সোহেল। স্লিপ প্যাড থেকে কাগজ ছিঁড়ল একটা। সেটার একটা প্রান্ত সরু করে পেঁচিয়ে ঢুকিয়ে দিল রানার নাকে।

'হ্যাচ্চো!' প্রচণ্ড একটা হাঁচি দিয়ে ধড়মড় করে চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসল রানা। টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল এতক্ষণ। সোহেলকে হাসতে দেখে পিত্তি জ্বলে গেল ওর। হাতটা লম্বা করে দিয়ে ধরতে

যাবে, বিদ্যুৎ গতিতে সরে গেল সোহেল।

'ধরা পড়ে গেছিস, এখন তোর লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত!' বলল সোহেল। 'হ্যাঁরে, রাতের বেলা কি করিস বলত? চুরি করতে বের হোস? নাকি···যাই হোক, ব্যাপারটা বসকে রিপোর্ট না করে পারব না আমি। মাসে মাসে বেতন তো কম নাও না, কাজে তাহলে ফাঁকি দেয়া কেন, বাপু? ছি, ছি।'

মুচকি হাসল রানা। বলল, 'জানিস, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, টেরই পাইনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে···' হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল রানা।

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি? এত হাসির কি হলো? নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিস। কাজ নেই, কম্ম নেই, হারামের পয়সা খাচ্ছ, দিবা স্বপ্ন তো দেখবেই···'

'কিন্তু কি স্বপ্ন দেখেছি তা জানিস?' হাসি থামিয়ে জানতে চাইল রানা। 'দেখ, ভাল চাস তো আমার ছুটির দরখাস্তটা মঞ্জুর কর। তা না হলে ঘুসি খেয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকবি করিডরে। আর ওই বুড়ো···বুড়োর পাইপ খাওয়া ঘুচিয়ে দিয়েছি আজ স্বপ্নে··· খেলা পেয়েছিস, না? এই নিয়ে তিন তিনটে ছুটির দরখাস্ত করেছি, একটাও গ্রাহ্য করা হয়নি। সবাই ছুটি পায়, আমি কেন পাই না শুনি? ছুটি দিবি তো দে, তা না হলে শালার চাকরিই আমি ছেড়ে দেব।'

'তাহলে তো বেঁচে যাই,' মুচকি হেসে বলল সোহেল। রানা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি সুর পাল্টে ফেলল সোহেল। 'না-না, মরে যাই। তুই চাকরি ছাড়লে আমরা সবাই মাঠে মারা পড়ব, দোস্ত! আচ্ছা, কথায় কথায় অমন তেড়ে আসিস কেন বলত? ছোটবেলায় বুঝি খুব ডানপিটে ছিলি?'

'কাজের কথায় আয়,' গম্ভীর হলো রানা। 'আমাকে ছুটি দেয়া হচ্ছে না কেন? ছুটি-ছাটার ব্যাপার তো তোরই হাতে।'

'আমার হাতে,' বলল সোহেল, এগিয়ে এসে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসল সে, 'ঠিক। কিন্তু কাউকে ছুটি দেবার আগে বসের সাথে আলাপ করে নিতে হয়। তোর ব্যাপারে যতবার আলাপ করতে গেছি, বস্ বলেছেন, এখন রানাকে ছুটি দেয়া যাবে না। কেন, তা ব্যাখ্যা করে বলেননি।'

'তুই জিজ্ঞেস করিসনি কেন?'

'কারণ জানি, জিজ্ঞেস করলেও সঠিক উত্তরটা পাব না। জানাবার মত হলে জিজ্ঞেস করার দরকার করে না, নিজের থেকেই তিনি জানান।' রানার চোখে চোখ রেখে মুচকি হাসল সোহেল। 'আমার ওপর এত চোটপাট না দেখিয়ে তুই নিজেও জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারিস।'

'বেশ,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমিই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি।' ডেস্ক ঘুরে দরজার দিকে এগোল ও।

'রানা!' রানা সিরিয়াস, বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল সোহেল। 'রানা, শোন! দাঁড়া!'

হাসি চেপে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। হন হন করে হাঁটছে মেজর

জেনারেল রাহাত খানের চেম্বারের দিকে।

করিডরে বেরিয়ে এল সোহেল। 'রানা! পাগলামি করিসনে। কথা শোন!'

পিছন ফিরে তাকালই না রানা। বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খানের আউটার অফিসে।

রানাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইলোরা। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখ। 'হ্যালো, রানা! হঠাৎ এদিকে কি মনে করে? বিগ বস্ তোমাকে ডাকেননি তো!'

'গিয়ে বলো, আমি তাঁর সাথে দেখা করতে চাই,' থমথমে গলায় বলল রানা।

দ্রুত কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল ইলোরা। বুঝল, সিরিয়াস কোন ব্যাপার, প্রশ্ন করা উচিত হবে না। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেল সে। নক্ করল রাহাত খানের চেম্বারের দরজায়।

ভেতর থেকে জলদগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল, 'কাম ইন।'

বুড়োর সাথে দেখা করতে এলে যা হয়, বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করেছে রানার। ঢোক গিলে, ঠোঁটে জিভের ডগা বুলিয়ে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করল ও

একটু পরই চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল ইলোরা। 'যাও, রানা। বললেন, উনি নাকি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। তোমাকে যে খবর পাঠিয়েছেন, কই, তা তো আমাকে বলোনি তুমি।'

'খবর পাঠাননি,' বলল রানা। ইলোরাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ও।

দুরু দুরু বুকে ভেতরে ঢুকল রানা। ভাবছে, আমার জন্যে অপেক্ষা করছে মানে?

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাহাত খান। শব্দ পেয়েও ফিরলেন না। বললেন, 'বসো, রানা।'

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে একটা হাতলহীন চেয়ারে বসল রানা। কামরার ভেতর কোন শব্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। এক সময় হঠাৎ জানালার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন রাহাত খান। দাঁতের ফাঁকে টোবাকো পাইপ। কপালে চিন্তার রেখা। মনে মনে আশ্চর্য হলো রানা। বুড়োর চেহারা এত গম্ভীর কেন? কি ভাবছে এত?

রানার দিকে তাকালেন না, এগিয়ে এসে বসলেন নিজের চেয়ারে। পাইপটা এখনও কামড়ে ধরে আছেন। 'হ্যাঁ, বলো।'

ঠিক কিভাবে শুরু করবে ভেবে পেল না রানা। ধমক খাবার ভয়ে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এল ও। বলল, 'ক্যানাডা থেকে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের একটা মেসেজ পেয়েছি আমি, স্যার। অ্যাডমিরাল আর্জেন্ট একটা ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইছেন। একজন সোভিয়েট কর্মকর্তাকে রাশিয়া থেকে বের করে আনার ব্যাপারে...'

'জানি,' এতক্ষণে রানার দিকে তাকালেন রাহাত খান। 'জর্জ যতটা জানে তার চেয়েও বেশি জানি আমি। যাই হোক, কি বলেছ তাকে?'

'বলে দিয়েছি, দুঃখিত, এ-ধরনের কাজে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমার উত্তরটাই চূড়ান্ত বলে মেনে নেননি অ্যাডমিরাল। তিনি আপনার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন আমাকে।'

রিস্টওয়াচ দেখলেন রাহাত খান। 'কাজটা আমরা করে দেব, রানা। একঘণ্টার মধ্যে হংকং থেকে চার্টার করা একটা ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের প্লেন নামবে ঢাকা এয়ারপোর্টে। ওতে করেই চলে যাও তুমি ক্যানাডায়।'

'কিন্তু স্যার...'

'শুনেছি, ইউরোপের প্রায় সব দেশের ইন্টেলিজেন্স চীফদের সাথে নাকি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে নিয়েছ তুমি। এইবার সে-সম্পর্ক কাজে লাগানোর সময় এসেছে। যোগ্যতার কঠিন এক পরীক্ষা দিতে হবে এবার তোমাকে।'

'কিন্তু স্যার, এতে করে সরাসরি একটা সুপার পাওয়ারের বিরোধিতা করা হয়ে যাবে না?'

'না,' বললেন রাহাত খান। 'রাশিয়া থেকে বের হয়ে আসার জন্যে কাউকে আমরা প্ররোচিত করছি না, কিংবা সরাসরি কাউকে আমরা সেখান থেকে বের করেও আনছি না। বাংলাদেশ কিছুই জানে না। টাকা বা বিশেষ কোন সুবিধের বিনিময়ে তোমার এজেন্সী যুক্তরাষ্ট্রের একটা কাজ করে দিচ্ছে।'

'সত্যিই কোন বিশেষ সুবিধে দিচ্ছে ওরা আমাদের?'

মাথা ঝাঁকালেন মেজর জেনারেল। 'মস্ত বড় এক কর্মকর্তা ডিফেক্ট করছে। ব্যাপারটা আমেরিকার জন্যে সাঙ্ঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ। সাহায্যের বিনিময়ে কি কি চাইব তারই লিস্ট তৈরি করছিলাম আমি এতক্ষণ। যা চাইব তাই পাব। তাছাড়া...' একটু চুপ করে থাকলেন বৃদ্ধ, বাম হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে নাকের এক পাশ চুলকালেন, 'রাশিয়ার ওই কর্মকর্তাটি আমার বিশেষ বন্ধু মানুষ। অনেক ব্যাপারে ওর কাছে ঋণী আছি আমি। মস্ত বিপদ এখন ওর সামনে। যদি ওকে বাঁচাতে পারো, কিছুটা ঋণমুক্ত হব আমি। আমি চাই তোমার ক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ করো তুমি এ ব্যাপারে, এক্সপোজড হয়ে যাবার ঝুঁকি নিয়ে হলেও।'

'ঠিক আছে, স্যার,' বলল রানা। 'তাহলে ছুটিতে ক্যানাডায় যাচ্ছি আমি?'

'না।' সংক্ষেপে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ।

মনে মনে চমকে গেল রানা। এটা অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট! তার মানে সাঙ্ঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটতে চলেছে!

'তোমার সাথে রূপা যাচ্ছে,' আবার বললেন রাহাত খান। আবার রিস্টওয়াচ দেখলেন তিনি। 'এতক্ষণে বোধ হয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে ও।'

ছুটিতে আছে রূপা, তাকেও এর মধ্যে টেনে এনেছে বুড়ো। অর্থাৎ একাজে চোখা একটা মেয়ের দরকার আছে। ভালই। একসাথে কাজ করলেও সযত্নে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে মেয়েটা। কথায় না হলেও

আচরণে ভারী একটা দেমাক দেখিয়ে বেড়ায়। এই সুযোগে সেটা ভাঙার চেষ্টা করা যাবে।

'তৈরি হয়ে নাও গিয়ে,' নিভে যাওয়া পাইপে আগুন ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাহাত খান।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা। রাশান বন্ধুটি কে, কিভাবে তাকে সাহায্য করতে হবে ইত্যাদি কিছুই বললেন না চীফ। তার মানে, কানাডায় না পৌঁছে এ-ব্যাপারে আর কিছু জানা যাবে না। কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মনটা নাচছে খুশিতে। বেশ কিছু দিন পর আবার একটা অ্যাসাইনমেন্ট হাতে পেয়েছে ও। আর অ্যাসাইনমেন্ট মানেই বিপদ, রোমাঞ্চ, শিহরণ আর উত্তেজনা!

পরদিন। বিকেল তিনটে।

মন্ট্রিল, কানাডা। বাটনরুজ ভবনের এগারোতলায় নেবুলাসের অফিস।

ডেস্কের এধারে গদিমোড়া চেয়ারে পাশাপাশি বসে রয়েছে রানা, রূপা, রেজনিক আর বেন। ডেস্কের ও-ধারে রিভলভিং চেয়ারে বসে কথা বলছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। প্রথম থেকে কিছুই বাদ না দিয়ে নেবুলাসের ইতিহাস শোনাচ্ছেন তিনি রানাকে।

গভীর মনোযোগের সাথে অ্যাডমিরালের কথা শুনছে রানা, দু'আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটের ছাইটা লম্বা হচ্ছে, টানতে ভুলে গেছে ও। এক সময় থামলেন অ্যাডমিরাল। আঙুলে আগুনের আঁচ লাগতে সিগারেটটা ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটা ধরাল রানা।

অ্যাডমিরাল উপসংহার টানছেন। 'আঙ্কেল কে, কি তার পরিচয় তা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্টার আনাতোলি ফেরুবিন ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না তিনি। সে যাই হোক, তাঁকে উদ্ধার করে আনতে হবে। কাজটা শুধু কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভব। সেজন্যে প্রথমেই তোমার কথা মনে পড়েছিল আমার। এখন বলো, সব তো শুনলে, কাজটা তুমি সম্ভব বলে মনে করো? একটা দিন এমনিতেই নষ্ট হয়ে গেছে, হাতে আর মাত্র তিনটে দিন সময়। আজ বৃহস্পতিবার, রবিবারে আঙ্কেলকে প্লেনে তুলে নিতে হবে।'

'সাতদিনের মধ্যে প্ল্যান তৈরি করে সেটা বাস্তবায়িত করেছিল ইসরায়েল, অ্যান্টাবী অপারেশন,' বলল রানা। 'তার চেয়ে এই কাজটা কঠিন নয়। বুখারেস্ট থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন আঙ্কেল, কাজেই এ-ধরনের কাজে তিন দিনের বেশি লাগা উচিত নয়।'

পরম স্বস্তির একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার মুখ থেকে ঠিক এই কথাটা শুনব বলেই আশা করেছিলাম আমি। কিন্তু কাজটা কিভাবে করবে...'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা। অ্যাডমিরালের পিছনে চলে এল ও। পিছনের দেয়ালে ইউরোপের লার্জ-স্কেল ম্যাপ রয়েছে। ম্যাপের সামনে

দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় বলল ও, 'রুলার, প্লীজ।'

সবাই রানার পিছনে এবং পাশে এসে দাঁড়াল। অ্যাডমিরালের ডেস্ক থেকে রুলার নিয়ে তাড়াতাড়ি ওর হাতে ধরিয়ে দিল বেন।

মাপজোক আর দূরত্ব চেক করতে শুরু করল রানা। সবচেয়ে সতর্কতার সাথে মিলান-বুখারেস্ট ফ্লাইট রুটের দূরত্ব চেক করল ও। তারপর কামরার কোণে গিয়ে গ্লোবের ওপর ওই একই দূরত্ব চেক করল একটা ফ্লেক্সিবল রুল দিয়ে। রুলটা বগলদাবা করে একটা প্যাডে খানিক অঙ্ক কষল ও। তারপর মুখ তুলে অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল। 'একটা আপ-টু-ডেট ইউরোপিয়ান রেইল টাইমটেবল দরকার আমার।'

'আছে,' বলেই পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকলেন অ্যাডমিরাল। টাইমটেবল নিয়ে একটু পরই ফিরে এলেন তিনি।

অ্যাডমিরালের হাত থেকে সেটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল রানা, প্যাডে আরও কিছু হিসেব করল। সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসেছেন অ্যাডমিরাল। গরম দুধের গ্লাসটা তুলে ছোট একটা চুমুক দিলেন তাতে।

সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। সাথে সাথে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল, 'ইয়েস?'

'আমার একটা শর্ত আছে, অ্যাডমিরাল,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'ইয়েস, মাই বয়!' একটু গম্ভীর দেখাল অ্যাডমিরালকে। তিনি যেন আগে থেকেই জানতেন, এ-ধরনের কিছু একটা বলবে রানা। 'কি শর্ত?'

'গোটা অপারেশনের দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে,' বলল রানা। 'পুরো কন্ট্রোল থাকবে আমার হাতে। কারও মাতব্বরি চলবে না।'

ইতস্তত করছেন অ্যাডমিরাল।

'অপারেশনটা সফল করার স্বার্থেই সর্বময় ক্ষমতা চাইছি আমি,' বলল রানা। 'আমার সমস্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। ভেবে দেখুন, রাজি হলে আমি আছি।'

আরও খানিক ইতস্তত করে অ্যাডমিরাল বললেন, 'কিন্তু তোমার তো পরামর্শও দরকার হতে পারে, রানা?'

'তা যদি দরকার হয়, আমি চাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন আপনি। না চাইতেই দিতে যাবেন না।'

অ্যাডমিরাল জানেন, রানার সাথে যুক্তিতে বা জেদ করে তিনি পারবেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন তিনি। 'ঠিক আছে, ফুল কন্ট্রোল তোমার হাতেই থাকবে।' একটু থেমে আবার তিনি বললেন, 'আরেকটা কথা জানানো হয়নি তোমাকে।' দেরাজ থেকে একটা ফাইল বের করে নিজের সামনে ডেস্কের ওপর রাখলেন তিনি। 'আঙ্কেল বলেছেন, বুখারেস্ট থেকে প্লেনে তুলে নিতে হবে তাঁকে। এত জায়গা থাকতে বুখারেস্ট কেন? এর উত্তরও পেয়ে গেছি আমি। দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ঝালাই করার জন্যে একটা সোভিয়েট ডেলিগেশন রুমানিয়া সফরে আসছে আগামী রোববার।

প্রতিনিধি দলে রয়েছেন…' গ্লাসে চুমুক দিয়ে কয়েক ঢোক দুধ খেলেন তিনি।

'দলে কারা আছেন, স্যার?' দ্রুত জানতে চাইল বেন।

'রিপোর্টটা আজ সকালে আমার কাছে এসে পৌঁচেছে। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আনাতোলি ফেরুবিন। সদস্যদের মধ্যে একজন রয়েছেন সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির উপদেষ্টা সুসলভ পাভেল।'

'আচ্ছা!' সবজান্তার মত মাথা দোলাল বেন। রানার দিকে ফিরল সে। 'এবার বলো তো দোস্ত, এই অসম্ভবকে তুমি কিভাবে সম্ভব করবে?'

'এর মধ্যে অসম্ভবের কি দেখলে তুমি?' বলল রানা। 'ভাল একটা টীম থাকলে এর চেয়ে কঠিন কাজও সারা যায়। ওটাই আসল—ভাল একটা টীম।'

রানার কথায় মোটেই প্রভাবিত হলো না বেন। বলল, 'কিভাবে কি করবে, শোনাও দেখি।'

'অপারেশন শুরু হবে মিলান থেকে। প্রথমে আমার এক ইটালিয়ান প্লেবয় বন্ধুর কাছ থেকে একটা হকার-সিডলি ওয়ান হানড্রেড টোয়েনটি ফাইভ ধার করব আমরা। মিলান থেকে বুখারেস্ট আটশো মাইল, যেতে আসতে ষোলোশো মাইল। এইচ-এস হানড্রেড টোয়েনটি ফাইভের রেঞ্জ হলো ছাব্বিশশো মাইল, কাজেই ফুয়েলের জন্যে ঝামেলায় পড়তে হবে না।'

'কিন্তু আঙ্কেলকে সরাসরি প্লেনে করে জুরিখে নিয়ে আসায় অসুবিধে কোথায়?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'তাহলে হাঙ্গেরিয়ান বর্ডারের খুব কাছ দিয়ে আসতে হবে আমাদের, সেটাই অসুবিধে। রাশানরা প্লেনটাকে গুলি করে নামাবার জন্যে ইনটারসেপটার পাঠাতে পারে। তাছাড়া, আবহাওয়ার যা অবস্থা, মেইন সুইস আলপাইন লাইন পেরোবার ঝুঁকি নিতে আমি রাজি নই। মিলান থেকে আঙ্কেলকে জুরিখে নিয়ে আসব ট্রেনে করে। সম্ভবত একটা নাইট ট্রেন হবে সেটা, হয়তো আটলান্টিক এক্সপ্রেস ব্যবহার করব আমরা।'

'কিন্তু ইতিমধ্যে যদি জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে যায়?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'আবহাওয়া সম্পর্কে শেষ যে রিপোর্টটা পেয়েছি তা থেকে মনে হয়, জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে যাবারই সম্ভাবনা।'

গম্ভীর দেখাল রানাকে। রূপার দিকে তাকাল ও। তারপর বলল, 'সেক্ষেত্রে সারাটা পথ, সমস্তটা ইউরোপ, হল্যান্ডের শিফল পর্যন্ত যেতে হবে ওই ট্রেনে করেই। প্রকৃতির খেয়াল, এবারের দুর্যোগ হল্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে গেছে। সেটা আমাদের জন্যে বরং অসুবিধেরই সৃষ্টি করবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আঙ্কল পালাচ্ছেন এ-খবর পাওয়া মাত্র জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ কে.জি.বি আর জি.আর.ইউ-এর গোটা আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাপারাটাস লেলিয়ে দেবেন আমাদেরকে খুন করার জন্যে?'

'এখন টীম গঠনের প্রশ্ন,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কাকে কাকে নিচ্ছ তুমি, রানা?'

'রেজনিক বাদ পড়ছে,' বলল রানা। 'দরকার মনে করলে বেনকে নেব। আর আমাকে সাহায্য করার জন্যে রূপা তো থাকছেই।'

'তোমরা মাত্র দু'জন এত বড় একটা কাজ…'

'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট বলে একটা কথা আছে বাংলায়,' বলল রানা। 'অনুবাদ করলে দাঁড়ায়…'

'থাক, থাক,' হাত তুলে বাধা দিলেন অ্যাডমিরাল। 'বুঝেছি।' তাঁর ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল সবাই।

'আজ রাতেই ইউরোপে যেতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'সন্ধ্যায় একটা এয়ার কানাডা ফ্লাইট আছে, কাল বিকেলে আমরা শিফল-এ পৌঁছে যাব। ওখান থেকে জুরিখ, তারপর মিলান পৌঁছুব আগামীকালই, শুক্রবার, সন্ধ্যায়।'

'আজই রওনা হতে চাও তুমি?'

'শনিবারটা মিলানে কাটাতে চাই আমি,' বলল রানা। 'অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো ফাইন্যাল করতে হবে না? কানাডার চেয়ে ইউরোপে বসে কাজটা করা সহজ হবে। রোববার সকালে জেট নিয়ে রওনা হয়ে যাব বুখারেস্টের এয়ারস্ট্রিপ থেকে আঙ্কেলকে তুলে নিতে।'

'তুমি নিজে চালাবে জেট?'

'অবশ্যই,' বলল রানা। 'ওটা আমি এর আগেও কয়েকবার চালিয়েছি।' প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে নিল ও। 'সন্ধ্যার ফ্লাইট ধরার আগে প্রতিটি মিনিট কাজে লাগাতে চাই আমি। বেশ কয়েকটা মেসেজ আছে, সব কোড করতে হবে। বিভিন্ন ইউরোপিয়ান ইন্টেলিজেন্স চীফদের কাছে পাঠাতে হবে ওগুলো।'

'ইউরোপিয়ান ইন্টেলিজেন্স চীফ?' ভুরু কুঁচকে উঠল অ্যাডমিরালের।

'দান হেগেনে জেনারেল ম্যাক্স পলটন, জার্মান বি.এন.ডি-র ওয়ালথার ফিচার, জুরিখে কর্নেল লিওন মেঙ্গার এবং মিলানে এস.আই.এফ.এ.আর-এর কর্নেল ও'হারা। এদের সবাইকে সতর্ক সঙ্কেত দিয়ে রাখতে হবে।'

'হোয়াট! সঙ্কেত দিতে হবে মানে?' চোখ কপালে উঠে গেল অ্যাডমিরালের।

'এই বলে, যে ওদের সাহায্য দরকার হতে পারে আমার, তার বেশি কিছু নয়,' আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। 'আঙ্কেল সম্পর্কে এখুনি মুখ খোলার দরকার হবে না। তবে, রুমানিয়া থেকে তাকে বের করে নিয়ে আসার পর ওদেরকে হয়তো কথাটা জানাতে হতে পারে…' কথা বলার সাথে সাথে প্যাডে খস খস করে মেসেজগুলো লিখছে ও। 'আঙ্কেলকে যদি শিফল পর্যন্ত সারাটা পথ ট্রেনে করে নিয়ে আসতে হয়, পথে বোধ হয় রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। ভাল কথা, আমরা যে তাঁকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি, আঙ্কেলকে তা জানাবার জন্যে ভয়েস অভ আমেরিকা থেকে "টেক ফাইভ" বাজাবার ব্যবস্থা করেছেন তো?' রিস্টওয়াচ দেখল রানা।

হেসে ফেললেন অ্যাডমিরাল। 'কিছুই ভোলো না দেখছি!' চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরও একটা খবর জানানো হয়নি তোমাকে, রানা।'

লেখা বন্ধ করে মুখ তুলল রানা।

'বুখারেস্টে যে সোভিয়েট প্রতিনিধি দল আসছে তাদের মধ্যে আরও একজন আছেন।'

'কে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ, কে.জি.বি চীফ।'

ছয়

রাত ন'টা পঁয়ত্রিশে এয়ার কানাডার এইট সিক্সটি সিক্স ফ্লাইটে উঠল ওরা। লন্ডন এয়ারপোর্টে প্লেন বদল, কে.এল.এম-এর ওয়ান-টোয়েনটি এইট ফ্লাইটে চড়ে শিফলে পৌঁছুল। সারাটা পথ কারও সাথে বিশেষ কথা বলল না রানা। কিন্তু রূপার মুখে যেন খই ফুটছে। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সাথে সুন্দর একটা হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছে সে।

ডাচ কাউন্টার-এসপিওনাজ চীফ জেনারেল ম্যাক্স পলটন অপেক্ষা করছিলেন এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসে। ভদ্রলোকের সাথে একা দেখা করল রানা।

'সাহায্য চাওয়ার লোক তো নও তুমি,' এক হাত দিয়ে রানার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন জেনারেল পলটন, আরেকটা হাত রানার কাঁধে তুলে দিলেন। তাঁর চেহারা থেকে ঝরে পড়ছে একাধারে স্নেহ ও সমীহের ভাব। 'নিশ্চয়ই কোন বড় ধরনের ঝামেলায় পড়েছ?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আপনাদের খবর কি, সব ভাল তো?'

'ভাল?' প্রায় আঁতকে উঠলেন জেনারেল পলটন। তাঁর ক্লিনশেভ্ন্ প্রকাণ্ড মুখে তিক্ততার ছাপ ফুটে উঠল। পকেট থেকে সিগারের প্যাকেট বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'চলবে?' রানা ধন্যবাদ জানিয়ে মাথা নাড়ল, পকেট থেকে বের করল ফিলটার টিপড গোল্ড লিফের প্যাকেট। নিজের সিগার ধরিয়ে রানার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিলেন জেনারেল। 'তাজা বোমার ওপর বসে আছি, রানা। যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।'

'কিসের বিস্ফোরণ?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'গোপন সূত্রে খবর পেয়েছি, কংকাইট গ্রুপ সীমান্ত টপকে হল্যান্ডে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে,' গভীর সুরে বললেন জেনারেল পলটন। 'ভেনলো টীমকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করে দিয়েছি আমি, কিন্তু তবু স্বস্তি বোধ করছি না। মুশকিল কি জানো, হল্যান্ডের সীমান্ত টপকানো একেবারে পানির মত সহজ।'

সহানুভূতি প্রকাশের সুরে বলল রানা, 'চিন্তার কথা!'

কংকাইট গ্রুপ একটা সন্ত্রাসবাদী দল, গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিম

জার্মানীতে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে তারা। ব্যাঙ্ক লুঠ, লোকজনকে জিম্মি হিসেবে আটকে রেখে টাকা আদায়, রাজনৈতিক কিডন্যাপিং, বোমার সাহায্যে পাওয়ার স্টেশন উড়িয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি ইত্যাদি করে বেড়ায়।

'আমার বিশ্বাস, ওদেরকে উৎসাহ এবং টাকা যোগায় কে.জি.বি,' বললেন জেনারেল পলটন। 'বাই রিমোট কন্ট্রোল, অফকোর্স। হাতে যদি প্রমাণ থাকত…'

'এখানে কেন আসছে তারা?' জেনারেলকে বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'জার্মান সিক্রেট পুলিস ওদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। ওখানে সুবিধে করতে পারছে না, তাই পালিয়ে আসছে এখানে। ভেনলো টীমের সামনে পড়লে হয়, টের পাবে—' বিশেষ পরিস্থিতির জন্যে বাছাই করা একদল স্নাইপারকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে এই ভেনলো টীম। 'সে যাই হোক, তুমি নিশ্চয়ই আমার সমস্যা শোনার জন্যে অত দূর থেকে খবর দিয়ে আসোনি। তোমার ব্যাপারটা শোনাও দেখি?'

'আমরা এখানে এসেছি একজন রাশান কর্মকর্তাকে দেশ থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে সাহায্য করতে,' বলল রানা। 'এখনও ঠিক জানি না, তবে তাকে হয়তো আটলান্টিক এক্সপ্রেসে তুলতে হতে পারে। এ-ব্যাপারে পরে আপনাকে আরও কিছু জানাব। কোডেড সিগন্যাল ব্যবহার করব আমি।'

'বড় মাছ?' সহজভাবে জানতে চাইলেন জেনারেল। 'নাকি এই পর্যায়ে বেশি জানতে চাইছি?'

'এ গ্রেট কাতলা,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'এমন একজন, যাকে বের করে আনতে পারলে পলিটব্যুরোর অনেক গুমর ফাঁস হয়ে যাবে। কে.জি.বি-রও।'

কপালে চিন্তার রেখা ফুটল জেনারেলের। 'তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে রানা, তবু একটা প্রশ্ন করতে চাই, কিছু মনে কোরো না। কোন গোলমালে জড়িয়ে পড়ব না তো? আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এমনিতেই তেমন সুবিধের নয়, তার ওপর যদি…'

'যাই ঘটুক না কেন, হল্যান্ড বা আপনাকে কেউ দুষবে না, এইটুকু আশ্বাস আমি দিতে পারি।'

হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করলেন জেনারেল। 'ব্যস, আর কোন প্রতিশ্রুতির দরকার নেই আমার। এবার বলো, কি ধরনের সাহায্য দরকার তোমার।'

'তার আগে বলুন, প্লেনটা…'

'তোমার আমেরিকান বন্ধুর সাতশো সাত বোয়িং মিনিট দশেক আগে এসে পৌঁচেছে,' বললেন জেনারেল। বোয়িংটা রানা এজেন্সীকে দিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে চার্টার করিয়েছে রানা। ব্যাপারটা কাউকে, এমন কি অ্যাডমিরালকেও জানতে দেয়নি সে। রিজার্ভ হিসেবে ওটাকে তৈরি রাখতে চায় রানা। 'বোয়িংটা এখন এয়ারপোর্টের শেষ প্রান্তে রয়েছে, তোমার কথামত হেভি পাহারার ব্যবস্থা করেছি আমি। আর তোমার সুইস এয়ারের

জুরিখ ফ্লাইট সিক্সটিন হানড্রেড ফোরটি আওয়ারের আগে যেহেতু টেক-অফ করছে না, এই ফাঁকে চলো তোমার বান্ধবীর সাথে একটু পরিচিত হয়ে নিই। বিলিভ মি, এত সুন্দর মেয়ে অনেক দিন চোখে পড়েনি। নিশ্চয়ই তোমাকে…'

'আরে না!' হেসে উঠল রানা।

'অস্বীকার কোরো না!' কৃত্রিম ধমকের সুরে বললেন জেনারেল পলটন। 'বুড়ো হয়েছি বলে কি প্রেম বুঝি না? প্লেন থেকে নামার সময় তোমার দিকে বার বার যেভাবে তাকাচ্ছিল, তার একটাই মানে হতে পারে…ঠিক আছে, ওকেই আমি জিজ্ঞেস করব!'

সেরেছে! মনে মনে আঁতকে উঠল রানা। বুড়ো জেনারেলের মতলবটা কি? ঘটকালি করা নয়তো?

ইউরোপ জুড়ে তুষার-ঝড়ের প্রকোপ প্রচণ্ডতর হয়ে উঠল। টেলিভিশনের পর্দায় দর্শকরা দেখল, জার্মান নদী ওয়েসার এক পাড় থেকে আরেক পাড় পর্যন্ত জমাট বরফে পরিণত হয়েছে, রাস্তা-ঘাট থেকে তুষার সরাবার যুদ্ধে নেমে পরাজয় স্বীকার করেছে অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনী, এবার নিয়ে এই শতাব্দীতে তৃতীয় বার দেখা যাচ্ছে লেক জুরিখে স্কেটিং করছে সুইসরা।

সুইস এয়ার ফ্লাইট সেভেন নাইনটি থ্রী তুষার-ঝড়ের মাতামাতিতে আর একটু হলেই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসছিল। জার্মান বর্ডার পেরিয়ে এসে ডিসি-নাইনের অবস্থা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠল। বাতাসের ধাক্কায় বার বার নিজের পথ থেকে সরে যাচ্ছে প্লেন। জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নিল রূপা। উপন্যাস পড়ায় ক্ষান্ত দিলেন অ্যাডমিরাল। ওদের পিছনের সীটে বসে আছে রানা, ভাবলেশহীন চেহারা। মাঝে মধ্যে শুধু রিস্টওয়াচ দেখছে। জুরিখে নেমেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ফোন করতে হবে ওকে।

কর্নেল লিওন মেঙ্গার জানেন, এই ফ্লাইটে আসছে রানা। এয়ারপোর্টে একজন পুলিস অফিসার দেখা করল রানার সাথে। সে-ই রানাকে কর্নেলের কাছে নিয়ে যাবে। 'একটু দাঁড়ান,' অফিসারকে বলল রানা, 'আমার ফিয়াঁসের সাথে একটু কথা বলে নিই।'

টেলিফোন বুদে ঢুকে আনডারম্যাটের নাম্বারে ডায়াল করল রানা। মন্ট্রিল ত্যাগ করার আগেও সুফিয়াকে টেলিগ্রাম করেছিল ও।

টেলিফোনে দ্রুত কথা বলল রানা। সুফিয়াকে কয়েকটা প্রশ্ন করল ও, কিছু নির্দেশ দিল। তিন মিনিট পর বেরিয়ে এল বুদ থেকে।

এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসারের অফিসে অপেক্ষা করছিলেন রানার জন্যে কর্নেল মেঙ্গার। রানাকে ঢুকতে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি, হ্যান্ডশেকের জন্যে রানার বাড়ানো হাতটাকে অগ্রাহ্য করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ওকে।

শিফল-এ জেনারেল পলটনকে যা বলেছে রানা, কর্নেল মেঙ্গারকেও ঠিক তাই বলল। তারপর জানাল, 'আনডারম্যাটে লোক পাঠিয়েছি আমি। এখনও তেমন সুবিধে করতে পারেনি ওরা, তবে নিরাশ হবারও কিছু নেই।'

'আমি কৃতজ্ঞ, রানা···

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল রানা। 'ইমার্জেন্সী দেখা দিলে ওরা আপনার ওপেন নাম্বারে ফোন করবে—কিন্তু নিজেদের পরিচয় দেবে না। বলবে, "মি. হেরিঙকে চাই, আমি লরা বলছি।" ওরা একটা মেসেজ দেবে, এবং মেসেজটা সাথে সাথে আমার কাছে পৌঁছানো দরকার। আপনি হয়তো সে-সময় উপস্থিত থাকবেন না, তাই আপনার সহকারী কর্নেল স্যাবরকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলে ভাল হয়। তার আগে অবশ্যই আমার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করতে হবে তা জানতে পারবেন আপনি এবং কর্নেল স্যাবর।'

'মি. হেরিঙকে চাই, আমি লরা বলছি,' কথাটা দু'বার আওড়ালেন কর্নেল মেঙ্গার। 'ঠিক আছে।'

'সুইস এয়ারের মিলান ফ্লাইট ধরছি আমি,' বলল রানা 'যাই ঘটুক আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘটবে।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। ঘন তুষারে বেশি দূর দেখা যায় না। 'আমেরিকা থেকে বোয়িংটা এসে পৌঁচেছে?'

'দু'ঘণ্টার মধ্যে আসার কথা,' বললেন কর্নেল। 'তোমার মিলান ফ্লাইট টেক-অফ করার পরপরই। ওটার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে না তোমাকে আমরা দেখেশুনে রাখব।' পাইপ ধরাবার জন্যে একটু থামলেন তিনি। 'যার জন্যে এত তোড়জোড়, ইউরোপ থেকে যাকে এসকর্ট করে নিয়ে যেতে চাইছ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক, তাই না?'

'সম্ভবত যুদ্ধের পর এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আর ঘটেনি,' বলল রানা। জেনারেল পলটনের চেয়ে কর্নেল মেঙ্গারকে কিছু বেশি তথ্য দেয়া যেতে পারে, সিদ্ধান্ত নিল ও। ডাচ ভদ্রলোকের চেয়ে সুইস সিকিউরিটি চীফের গায়ে অনেক বেশি লাগবে আগুনের আঁচ। জুরিখ এয়ারপোর্ট খোলা থাকলে হল্যান্ডে যাবার দরকারই হবে না। 'আটলান্টিক এক্সপ্রেসে তুলে তাকে আমরা এখানে নিয়ে আসতে চাই রোববার রাতে, পরশু দিন। কারণ, আবহাওয়াবিদরা বলছে, ওই সময়ের মধ্যে মিলান এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে যাবে।'

কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে জানতে চাইলেন কর্নেল, 'এত তাড়াতাড়ি? তাহলে বোধহয় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দেয়াই উচিত হবে, কি বলো?'

'হবে,' একমত হলো রানা। 'এক্সপ্রেসে আমরা একটা কমিউনিকেশন ইউনিট রাখব, আপনার সাথে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখার জন্যে ওদিকে মিলানের কর্নেল ও'হারা আমার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। এখন, আমার জন্যে স্পেশাল একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যায় কিনা দেখুন—এক্সপ্রেস চিয়াসসো পৌঁছুলে এই অ্যারেঞ্জমেন্ট কাজে লাগবে···' সবিস্তারে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল ও। সমস্ত আয়োজন করতে একবাক্যে রাজি হলেন কর্নেল।

বিদায় দেবার সময় রানার কাঁধে হাত রেখে সুইস সিকিউরিটি চীফ বললেন, 'বি কেয়ারফুল, বি লাকি।'

সাতই জানুয়ারি, শুক্রবার। সুইস প্লেনে চড়ে মিলানে যাচ্ছে ওরা। রাত

আটটা পাঁচে ল্যান্ড করবে প্লেন। ছোটখাট একটা উৎসব পালন করছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। নিজের ওপর দারুণ খুশি তিনি, রীতিমত গর্ব অনুভব করছেন। ভাগ্যিস তিনি রানাকে নির্বাচন করেছিলেন, তা না হলে কি এত সহজে এই সব ঝামেলা কাটিয়ে ওঠা যেত!

জেনারেল পলটন আর কর্নেল মেঙ্গারের মত কঠিন ব্যক্তিদের কাছ থেকে সহযোগিতা আদায় করা চাট্টিখানি কথা নয়, বিশেষ করে সাহায্য চাওয়ার কারণ সম্পর্কে তাদেরকে প্রায় অজ্ঞ রেখে। অ্যাডমিরাল ধরেই নিয়েছিলেন, রানা ব্যর্থ হবে, শেষ পর্যন্ত বুঝি তাঁকেই গিয়ে সবকিছু ভেঙেচুরে বলে রাজি করাতে হবে সিকিউরিটি চীফদের। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন, রানাকে খাটো করে দেখা উচিত হয়নি তাঁর। মনে রাখা উচিত ছিল, রানা এজেন্সী ইউরোপ জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। ইউরোপের সিকিউরিটি চীফরা যে রানাকে সাহায্য করতে পারলে বর্তে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে তাদের যেকোন সমস্যার সমাধানে ডাকলেই পাশে চলে আসে রানা। এই যেমন তাঁর অনুরোধে কাজ করছে এখন, এর পর ও কিছু চাইলে বারণ করার উপায় থাকবে?

উৎসব, মানে, একটা চমক সৃষ্টি করতে চাইছেন অ্যাডমিরাল। স্টুয়ার্ডকে ডেকে ফিসফিস করে কি যেন বললেন তিনি। ব্যাপারটা লক্ষ করলেও, তেমন গুরুত্ব দিল না রূপা। একটু পরই টনক নড়ল ওর। স্টুয়ার্ড ওদের তিনজনকে ওয়াইন নিয়ে এসে দিল।

অ্যাডমিরালকে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিতে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল রূপার। 'সে কি! আমি তো ভেবেছিলাম আপনি নির্ভেজাল দুগ্ধসেবী। এখন দেখছি লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিকই পানি খাওয়া হয়!'

'এই একটু-আধটু,' চেহারাটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললেন অ্যাডমিরাল।

ওদের পিছনের সীটে বসেছে রানা। গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে বটে, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হলো, এ-জগতে নেই।

যথাসময়ে ল্যান্ড করল সুইস প্লেন মিলানে। ছত্রিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে হকার-সিডলি জেট নিয়ে টেক-অফ করবে রানা বুখারেস্ট থেকে আঙ্কেলকে তুলে নেবার জন্যে।

এয়ারপোর্টে কর্নেল লুইগী ও'হারার সংগঠন মুগ্ধ করল অ্যাডমিরালকে। কোন রকম ইমিগ্রেশন বা কাস্টমস্ ঝামেলা পোহাতে হলো না, দ্রুত জানালাহীন একটা ভ্যানে তুলে দেয়া হলো ওদেরকে। ভ্যানের ভেতর গদি মোড়া চেয়ার রয়েছে। বাইরে তুষার-ঝড়, কিন্তু ভেতরে কি আরামের গরম। এয়ারপোর্ট থেকে কার্গো এন্ট্রান্স দিয়ে বেরিয়ে এল ভ্যান। ফ্রন্ট সীটে একটা টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন ও'হারা, টেবিলের ওপর একটা রেডিও-টেলিফোন, অনর্গল ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলছেন। কি বলছেন কর্নেল, তার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝতে পারছেন না অ্যাডমিরাল। কিন্তু রানা আর রূপা ভাষাটা জানে, কাজেই বুঝতে পারল কর্নেল ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে নিজের লোকজনকে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

'গাড়িটা তো বেশ,' প্রশংসার সুরে বললেন অ্যাডমিরাল।

রেডিও-টেলিফোনে কথা শেষ করেছেন কর্নেল ও'হারা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। 'এটা একটা কমান্ড ভ্যান, অ্যান্টি টেরোরিস্ট অপারেশনেই শুধু ব্যবহার করা হয়,' পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন তিনি। 'স্পেশাল একটা বেসে আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ইমার্জেন্সী ছাড়া জায়গাটা ব্যবহার করা হয় না—গোটা বেসটা আপনাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে।'

ছোটখাট, মাঝারি গড়নের মানুষ কর্নেল, বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু চুল দাড়ি কিছুই পাকেনি।

'মিলানো সেন্ট্রাল, মানে স্টেশন থেকে কত দূরে?' জানতে চাইল রানা

'দু'কিলোমিটার। তোমার সিগন্যাল ছিল কাছে পিঠে কোথাও হতে হবে, তাই না?'

অ্যাডমিরাল একবার রানার মুখের দিকে, পরক্ষণে কর্নেলের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। ভাবছেন, এত দহরম-মহরম ওদের মধ্যে? স্রেফ রানার একটা মেসেজ পেয়েই এস.আই.এফ.এ.আর চীফ এই ব্যাপক সাহায্য নিয়ে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছেন! কিন্তু অ্যাডমিরালের জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

'ঠিক যে-সব যন্ত্রপাতি চেয়েছিলে তুমি,' রানাকে বললেন কর্নেল ও'হারা। পায়ের কাছে একটা বড়সড় কাঠের বাক্স রয়েছে, সেটা খুললেন তিনি। ভেতর থেকে বের করলেন একটা পয়েন্ট থ্রী-এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন স্পেশাল। রূপা এবং অ্যাডমিরাল দু'জনেই হাত বাড়ালেন, কিন্তু কর্নেল বললেন, 'লেডিস ফার্স্ট—' রিভলভার আর এক প্যাকেট অ্যামুনিশন রূপার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। এরপর অ্যাডমিরালকে দিলেন একটা কোল্ট পয়েন্ট থ্রী-ফাইভ আর এক বাক্স অ্যামুনিশন। রানাকে এসব কিছু নয়, দিলেন স্পেয়ার ম্যাগাজিন সহ দুটো স্টেনগান।

নিজের কেস থেকে খালি একটা হোল্ড-অল বের করে স্টেন আর ম্যাগাজিনগুলো রেখে দিল রানা।

অ্যাডমিরাল উঁকি মেরে দেখলেন, বাক্সের ভেতর এখনও প্রচুর আর্মস আর অ্যামুনিশন রয়েছে। 'ছোটখাট একটা যুদ্ধ বাধাবার জন্যে যথেষ্ট,' মন্তব্য করলেন তিনি।

'রানা তো আমাকে সেই রকম ধারণাই দিয়েছে—ছোটখাট একটা যুদ্ধ বেধে যেতে পারে,' উত্তরে বললেন কর্নেল। ভ্যানের সামনে একটা জানালা খুললেন তিনি, সেটা দিয়ে ড্রাইভারকে দেখা গেল। একটা ফোনের রিসিভার তুলে কয়েকটা কথা বলে রেখে দিলেন সেটা। এরপর একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলে বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'এটা বোধহয় দেখতে চাইবে তুমি। তোমাদের ঘাঁটির লোকেশান। ওখানে পৌঁছে এটা পুড়িয়ে ফেলো।'

ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল, ড্রাইভারের উইন্ডস্ক্রীন ভেদ করে ভ্যানের সামনে চলে গেছে তাঁর দৃষ্টি। পাশে এসে দাঁড়াল রূপা। 'কি দেখছেন, অ্যাডমিরাল?' সরু, কাঁকর বিছানো একটা রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছে

ভ্যান, রাস্তার দু'দিকে অন্ধকার বাড়ির পাঁচিল। এই একটু আগে কি ভাগ্যি বন্ধ হয়ে গেছে তুষারপাত। উজ্জ্বল হেডলাইটের আলোয় রূপা দেখল, ট্রাকটা রাস্তার শেষ মাথার দিকে এগোচ্ছে। সামনে একটা প্রকাণ্ড কাঠের গেট। বন্ধ। কিন্তু থামার কোন লক্ষণ নেই ভ্যানের।

তলপেটের পেশীতে টান অনুভব করল রূপা। একটা দুর্ঘটনা অনিবার্য। কিন্তু না, কর্নেল ফোনে নির্দেশ দেয়ায় শেষ মুহূর্তে খুলে গেল প্রকাণ্ড গেট।

পাথরের তৈরি একটা বিশাল উঠানে চলে এল ভ্যান। দু'জন লোক ছুটে গিয়ে বন্ধ করে দিল গেট।

ভ্যান থেকে নামল ওরা। দেখল, ছয়তলা উঁচু কয়েকটা প্রাচীন ভবন সম্পূর্ণ ঘিরে রেখেছে উঠানটাকে। রানা লক্ষ করল, যে গেটটা দিয়ে ঢুকেছে ওরা, সেটার উল্টোদিকে আরও একটা গেট রয়েছে। কর্নেল ওদেরকে পথ দেখালেন। পাথরের তৈরি প্যাঁচানো সিঁড়ি। দোতলার একটা কামরায় ঢুকল ওরা। কিন্তু রূপার হাত ধরে কর্নেল বেরিয়ে এলেন করিডরে। সোজা তিনতলায় নিয়ে এলেন তাকে। বাথরুম, বেডরুম ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'মেয়েদের এত কষ্ট সহ্য হয় নাকি! ওদের তৈরি হতে সময় লাগবে, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসো—দশ মিনিটের মধ্যে খাবার দিয়ে যাবে আমার লোক।' আশ্চর্যই হলো রূপা। সব দিকে নজর রাখেন ভদ্রলোক।

নিচে, দোতলায় নেমে এলেন কর্নেল। কোন রকম ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন তিনি। রানা আর অ্যাডমিরালের সামনে বসে টেবিলের ওপর কলম আর প্যাড রাখলেন, বললেন, 'তোমার সিগন্যাল থেকে আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তোমরা একজন গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েট নাগরিককে উদ্ধার করতে যাচ্ছ...'

'এইচ-এস হানড্রেড টোয়েনটি ফাইভ কি...' শুরু করল রানা।

'মিলান এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে,' মুচকি হাসলেন কর্নেল ও'হারা। 'তোমার প্লেবয় বন্ধু অলডু টমাসিনো প্লেনটা তোমাকে ধার দিতে পেরে ভীষণ খুশি হয়েছে। আমার নিজের লোকেরা পাহারা দিচ্ছে ওটাকে। কখন উড়তে চাও তুমি?'

'রোববার জিরো-সেভেন-থ্রী-জিরো আওয়ার্সে। ফেরার আশা রাখি ওয়ান-থ্রী-থ্রী-জিরো আওয়ার্সে। পোশাক পাল্টাবার জন্যে আমার প্যাসেঞ্জারকে এখানে নিয়ে আসতে হবে, সেজন্যে পোশাক আর গাড়ি দরকার। সঠিক মাপ দিতে পারছি না, বিভিন্ন সাইজের কয়েক ধরনের পোশাক ম্যানেজ করতে পারবেন? একটা ভিকুনা ওভারকোট অবশ্যই থাকা চাই, ভদ্রলোককে যাতে খুব ধনী বলে মনে হয়।'

মাঝখান থেকে নাক গলালেন অ্যাডমিরাল। 'এসবের জন্য খরচপাতি যা লাগে দেয়া হবে।'

'জেট প্লেনের চার্জও?' নিরীহ ভঙ্গিতে চাইলেন কর্নেল ও'হারা। 'অলডু টমাসিনো ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার চার্জ করবে...।'

'কি! পঞ্চাশ হাজার ডলার!' চোখ কপালে উঠে গেল অ্যাডমিরালের।

'উনি ঠাট্টা করছেন,' তাড়াতাড়ি অ্যাডমিরালকে আশ্বস্ত করল রানা। 'মি. এক্সের পোশাক পাল্টানো হয়ে গেলেই তাঁকে নিয়ে আমি মিলানো সেন্ট্রালে চলে যাব। প্রোগ্রামের প্রতিটি কাজ ঘড়ির কাঁটা ধরে সারতে হবে, একটু এদিক ওদিক হওয়া চলবে না। তাঁকে আমরা আটলান্টিক এক্সপ্রেসে করে জুরিখে নিয়ে যেতে চাই—অবশ্য, যদি মিলান এয়ারপোর্ট খোলা থাকে তাহলে আলাদা কথা।'

'সে আশা কোরো না,' বললেন কর্নেল। 'আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়ে দিয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে এয়ারপোর্ট। এখনই যা অবস্থা, জেট নিয়ে তোমার টেক-অফ করাই হয়তো মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে!'

'ঝড়-তুফান যাই হোক, টেক-অফ আমাকে করতেই হবে,' বলল রানা। 'আপনি যা বললেন তা থেকে নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হয়, আটলান্টিক এক্সপ্রেসে চড়েই জুরিখ রওনা হব আমরা। এবার, কর্নেল, এক এক করে অনেক আবদার পেশ করব আমি, মানসিকভাবে তৈরি আছেন তো?' মৃদু হাসি লেগে রয়েছে রানার ঠোঁটে।

'সম্পূর্ণ,' গম্ভীর সুরে বললেন কর্নেল। 'তোমার যে-কোন আবদার পূরণ হবে, রানা। তারপরেও শোধ হবে না ঋণ। হ্যাঁ শুরু করো।'

ঠিক এই সময় তিনতলা থেকে রূপা, এবং নিচের তলা থেকে কর্নেলের একজন লোকের সাথে বেন নেলসন ঢুকল কামরায়। ঠকাস করে একটা স্যালুট ঠুকল বেন রূপাকে। তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'দেরি হয়ে যাবার জন্যে দুঃখিত, রানা। বাজল থেকে ট্রেনে মিলানে নেমে সরাসরি এখানে না এসে ঘুরেফিরে স্টেশনটার সাথে পরিচিত হয়ে নিলাম, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে...'

'ভালই করেছ,' বলল রানা। তাকাল রূপার দিকে। 'বসো। তোমারও সব কথা শোনা দরকার। যে-টুকু বাদ পড়েছে পরে তা আমি জানিয়ে দেব তোমাদের।'

'স্টেশনটা কিন্তু বিশাল,' একটু সংশয়ের সুরে বলল বেন। 'অনেক কিছুই ঘটতে পারে ওখানে।'

'সমস্ত জায়গায় আমার লোক থাকবে,' তাকে অভয় দিয়ে বললেন কর্নেল। 'শুধু ইউনিফর্ম নয়, সাদা পোশাকও।'

দ্রুত কথা বলতে শুরু করল রানা। হাজারটা কাজ, কিন্তু সময় অল্প। 'দুটো অতিরিক্ত ওয়াগন-লিট স্লিপিং কার চাই আমি, আটলান্টিক এক্সপ্রেসের পিছনে জোড়া লাগানো থাকবে। যে কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টের জন্যে অনুরোধ করেছিলাম, তা কি যোগাড় হয়েছে, কর্নেল?'

'মিলানো সেন্ট্রালে অপেক্ষা করছে।'

'দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটে কমপ্লিট একটা কমিউনিকেশন ইউনিট সেট করা অবস্থায় চাই আমি—দ্বিতীয়টায়, পিছনের কারে নয়। আমাদের নিজেদের অপারেটর আছে, সে-ই ওটা অপারেট করবে। লোকটার নাম লী ডেডরিক, তাকে আমি আপনার নাম্বার দিয়ে বলেছিলাম...'

'এই মুহূর্তে সে এখন এই ভবনের চারতলায়, আমাদের নিজস্ব কমিউনিকেশন রুমের পাশের কামরায় রয়েছে।'

'গুড,' বলল রানা। 'কয়েকটা আর্জেন্ট সিগন্যাল পাঠাতে হবে আমাকে। আবার এক্সপ্রেস প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। ওয়াগন-লিটের কমিউনিকেশন কম্পার্টমেন্ট থেকে ট্রেন ড্রাইভারের কেবিনে সরাসরি একটা টেলিফোন লাইন চাই। এত সব ম্যানেজ করতে পারবেন তো, কর্নেল?'

প্যাডে সব লিখে নিচ্ছেন কর্নেল ও'হারা। মুখ না তুলেই বললেন, 'পারব। চব্বিশ ঘণ্টা সময় তো পাচ্ছিই। তারপর বলো।'

'প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে আমি যখন মিলান এয়ারপোর্টে ফিরে আসব, তখন একটা স্মোকস্ক্রিন তৈরি করার জন্যে আপনাদের সাহায্য লাগবে। প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছি, সেটা গোপন করাই এর উদ্দেশ্য।' ঠিক কি করতে হবে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল ও। কর্নেল জানালেন, সাহায্য করা যাবে। সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে আরেকটা কৌশলের কথা বললেন তিনি, সাথে সাথে সম্মতি দিল রানা।

রূপার দিকে ফিরল ও, বলল, 'আমার সাথে বুখারেস্ট যাচ্ছ তুমি। এখানে ফিরে এসে মি. এক্সের পোশাক পাল্টাবার ব্যাপারেও তোমার সাহায্য লাগবে। মেকআপ কিট সাথেই আছে তো?'

'আছে।'

আপত্তির সুরে অ্যাডমিরাল বললেন, 'রূপা? কেন, বেনকে নিয়ে গেলেই তো পারো? অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা ফ্লাইট...'

হেসে ফেলল রানা। বলল, 'বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার ট্রেনিং তো পেয়েছে ও।' বেনের দিকে ফিরে বলল, 'বেন, মিলানো সেন্ট্রালের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব আমি তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। কোন জিনিস যদি বেখাপ্পা লাগে, সবার আগে যেন তোমার নজরে পড়ে সেটা। তোমার বিশেষ নজরটা খোলা রেখে স্টেশনে ঘুরঘুর করবে।' কর্নেলের দিকে ফিরল রানা। 'চলুন, কর্নেল, লী ডেডরিকের কাছে নিয়ে চলুন আমাকে। ওর সাথে একা কিছুক্ষণ থাকতে হবে।'

ডেডরিকের কাছে রানাকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন কর্নেল।

দীর্ঘ একটা সিগন্যাল লিখতে শুরু করল রানা, এই ফাঁকে কয়েকটা নির্দেশ দিল ডেডরিককে। ডেডরিকের পরিচয়, সে একজন প্রাক্তন সার্জেন্ট, গত বারো মাস ধরে সাদা জ্যাকেট পরে মস্কো এক্সপ্রেসের স্লিপিং কার থেকে আঙ্কেলের ক্যাসেট সংগ্রহ করেছে। বয়স বিয়াল্লিশ, মাঝারি আকৃতি, তাগড়া শরীর। চেহারায় একটা গাম্ভীর্য আছে।

'এই সিগন্যাল পাঠাবার সময় তোমাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে,' সাবধান করে দিল রানা। সমারসেট মমের 'দি মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স' বইটা তার হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'এই বইয়ের এক থেকে একশো পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যবহার করবে তুমি। টেকনিক্যাল ডাটাগুলো বলছি, মুখস্থ করে নাও।'

কোডের রহস্য ডেডরিক আর রানা ছাড়া আর কারও জানার উপায়

নেই। এই কোড আর একজন মাত্র জানেন। তিনি যুগোস্লাভ পলিটব্যুরোর একজন সিনিয়র সদস্য। তাঁর কাছেই যাচ্ছে মেসেজটা।

ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন অ্যাডমিরাল। ডিনার খেয়ে উঠে মুখ খুললেন তিনি।

রানা, রূপা, বেন এবং অ্যাডমিরাল ছাড়া আর কেউ নেই কামরায়। কর্নেল গেছেন ব্যবস্থাপনার কাজ তদারক করতে।

'তোমার অনুমতি না নিয়ে একটা কাজ করতে হয়েছে আমাকে, রানা, সেজন্যে তুমি যেন আবার কিছু মনে কোরো না,' একটু অপ্রতিভভাবেই শুরু করলেন অ্যাডমিরাল। 'এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে যেখানে যত সাহায্য আছে সব আমাদের দরকার, তাই না? সে-কথা ভেবেই অন্য এক আউটফিট থেকে টীমে আরও একজন লোককে নিয়েছি আমি। তার নাম অ্যান্থনি পল। পল একজন খুনী। মানে, ক্র্যাক শট। জেনোয়া থেকে কাল আসছে সে...'

হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'জানতে পারি, অ্যাডমিরাল, কোন্ আউটফিট থেকে?'

'সি.আই.এ,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'শোনো, এনিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই তোমার। পল আমেরিকান নয়, ব্রিটিশ। এর আগে তাকে শুধু ব্যাক-আপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, কাজেই কেউই তার পরিচয় জানে না। পলের মস্ত গুণ হলো পঞ্চাশ গজ দূর থেকে গুলি করে একটা মৌমাছির পাখনা উড়িয়ে দিতে পারে, এই ধরনের গল্প প্রচলিত আছে তার সম্পর্কে। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে মনে করতে হবে, তোমার চেয়েও দক্ষ সে।' শেষ কথাটা সহাস্যে, ঠাট্টার সুরে বললেন তিনি।

'তাকে কেন দরকার আমাদের, সি.আই.এ নিশ্চয়ই তা জানে না?' প্রশ্ন করল রানা।

'গুড গড, নো!' আঁতকে উঠে বললেন অ্যাডমিরাল। 'নেবুলাসের অস্তিত্ব সম্পর্কেই কিছু জানে না ওরা। পলের ব্যাপারে ওরা শুধু জানে, স্থানীয় একটা সমস্যার জন্যে ওকে আমার দরকার।'

'কিন্তু টীমে তাকে নেবার আগে তার সাথে কথা বলতে হবে আমার,' শর্ত আরোপ করল রানা। 'পৌঁছুলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন তাকে--পরিস্থিতি আঁচ করার আগেই।'

রানার মত নেবার জন্যে যুক্তির অবতারণা করলেন অ্যাডমিরাল। 'দু'দুটো ওয়াগন-লিট পাহারা দিতে হবে আমাদের—আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ট্রেনে করে শিফল পর্যন্তই যেতে হয়, ডিউটি ভাগ করার জন্যে একজন অতিরিক্ত লোক আমাদের হাতে থাকা উচিত। একটু-আধটু ঘুম তো সবারই দরকার, তাই না?'

রানাও ভাবছে। একজন সাধারণ ফিল্ড এজেন্ট আর একজন ব্যাকআপ ম্যানের মধ্যে পার্থক্য আছে। শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে ব্যবহার করা হয় তাকে, এবং বছরে তিন বারের বেশি কাজে লাগানো হয় না। ফলে

প্রতিপক্ষের এজেন্টরা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন খবর পায় না। 'অ্যান্থনি পলের কথা শুনেছি আমি,' মৃদু গলায় মন্তব্য করল রানা।

'শুনেছ!' বিমূঢ় দেখাল অ্যাডমিরালকে। 'কার কাছ থেকে? নিশ্চয়ই কর্নেল ও'হারার কাছ থেকে নয়?'

'আরে, না!' একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'মনে করুন, আমার নিজের সূত্র থেকেই জেনেছি। ভয় নেই, পলের কাভার নষ্ট হয়নি। আপনার কথাই ঠিক, অ্যাডমিরাল, যেখানে যত সাহায্য আছে সব আমাদের দরকার।' রিস্টওয়াচ দেখল ও। কর্নেলের দেয়া ম্যাপটা নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। ম্যাপটা পুড়িয়ে আবার ফিরে এল ও। 'এবার বোধহয় নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা যেতে পারে, কি বলো রূপা?'

মুখের সামনে হাত তুলে একটা হাই তুলল রূপা। 'প্লেনের ধকলে বারোটা বেজে গেছে শরীরের...'

'ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো, রানা,' সহাস্যে বললেন অ্যাডমিরাল। 'বেচারী সাংঘাতিক ক্লান্ত, একটু সাহায্য করো।' কথাটা বলে বেনকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

উৎসাহের সাথে এগিয়ে এল রানা।

'তার কোন দরকার নেই,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল রূপা। 'আমি দিব্যি নিজের কামরায় যেতে পারব।'

'কিন্তু শুনেছি এটা নাকি ভূতুড়ে বাড়ি...' শুরু করল রানা।

'এতদিন ছিল না, আমরা আসার পর থেকে হয়েছে,' ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রূপা।

'তার মানে?'

'সাথে করে একটা ভূত এনেছি আমরা,' বলে ঘুরে দাঁড়াল রূপা। 'আমি শুতে যাচ্ছি।'

রূপার পিছু পিছু কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানাও।

ঝট করে পিছন ফিরল রূপা। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'তিনতলায়।'

'কেন? তিনতলায় তো আমার কামরা।'

'তুমি জানো না? আমার জন্যে কর্নেল আলাদা কামরার ব্যবস্থা করতে পারেনি, ওই একটাতেই...'

'সে কি!' আঁতকে উঠল রূপা। 'তা কি করে হয়?'

'হয়েই যখন গেছে, কি আর করবে—বিছানাটা মাঝখান থেকে ভাগ করে নেব দু'জন। সেই হংকং হোটেলের কথা মনে নেই?'

'আছে। কিন্তু তখন মনের যে জোরটা ছিল, এখন তা নেই।'

'তার মানে তুমি স্বীকার করছ, এখন আর আমাকে রেজিস্ট করতে পারবে না—একটু চাপাচাপি করলেই প্রেমে পড়ে যাবে তাই না? বুকে জড়িয়ে ধরলে নেতিয়ে পড়বে লাজুক লতার মত। তারপর দুজনে মিলে...আহা, ওফ্! তা অত ভয় পাচ্ছ কেন? ঢাকায় ওরা কেউ কিছু জানবে

না।' রানার হাসি দেখে গা জ্বলে গেল রূপার।

'সব ব্যাপারকে একটা নোংরা কালার দিতে জুড়ি নেই তোমাদের! নিজেদের কী যে ভাব! কর্নেলকে আমার কথা কি বলেছ তুমি?'

'কি আবার, বান্ধবী!' রানার চেহারায় নিরীহ একটা ভাব ফুটে উঠল। 'কর্নেলকে দুষো না, ওদের সমাজে বান্ধবীর সাথে এক ঘরে রাত কাটানো তেমন খারাপ কিছু নয়। বিশেষ করে জরুরী অবস্থায়...'

'থাক, আমাকে আর জ্ঞান দান করতে হবে না ' ঝাঁঝের সাথে বলল রূপা। করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে এগোল ও।

'তার মানে রাজি তুমি?' উৎসাহের সাথে জানতে চাইল রানা। 'এক ঘরেই রাত কাটাব আমরা? দারুণ মজা হবে...'

'না,' দৃঢ় স্বরে বলল রূপা। 'ড্রইংরুমে বসে অপেক্ষা করো। রাতে নিশ্চয়ই কর্নেল ফিরবেন, তখন তাকে সমস্যাটা বুঝিয়ে বললেই তিনি একটা না একটা ব্যবস্থা করবেন। গুডনাইট।' সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে যাচ্ছে সে।

'শুনেছি মেয়েরা মমতাময়ী হয়,' রূপার পিছু পিছু রানাও উঠছে। 'কিন্তু তুমি দেখছি ঠিক তার উল্টো। আমিও তোমার চেয়ে কম ক্লান্ত নই, তার ওপর কাল আর পরশু অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে আমাকে—এ সবই তুমি জানো, তবু একটু মায়া হচ্ছে না? তুমি না বাংলাদেশের মেয়ে?'

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে রানার দিকে ঘুরল রূপা। 'ঠিক। তোমার বিশ্রাম দরকার। আমিই বরং ড্রইংরুমে অপেক্ষা করি। কর্নেল এলে...'

'কর্নেল এখানে থাকলে তো আসবে! যাতে আমাদের প্রেমের ব্যাঘাত না হয়, সেজন্যে আমাদের শোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েই কেটে পড়েছে। চলো। চলে এসো। বাঘ-ভাল্লুক তো নই যে খেয়ে ফেলব! কোন ভয় নেই!'

রূপার হাত ধরার চেষ্টা করল রানা। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে ওপরে উঠে গেল সে। মহা দ্বিধায় পড়েছে, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না বেচারী। মনের মধ্যে ভয়, এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছে সে, আজ একা একটা ঘরে রানাকে পেলে আর সামলাতে পারবে না নিজেকে। ভেতর থেকে বাধা দিচ্ছে অদ্ভুত এক সঙ্কোচ—কিছুতেই রানাকে জানতে দিতে চায় না সে নিজের দুর্বলতার কথা। ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করতে চায় না, যে প্রয়োজন হলে রানার জন্য প্রাণ দিতে পারে সে হাসিমুখে। তালায় চাবি ঢুকিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানাও চাবি ঢুকিয়েছে উল্টোদিকের দরজায়। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। তার মানে এতক্ষণ জ্বালাচ্ছিল ওকে খামোকা!

দরজা খুলেই ঘুরে দাঁড়াল রানা, হাত নেড়ে টা-টা করল, মুখে মৃদু হাসি। রূপাকে হাসতে দেখে চট্ করে জিজ্ঞেস করল, 'কি? কোন্ ঘরে ঢুকবে—ওই ঘরে, না এ ঘরে?'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

সাত

নয়ই জানুয়ারি। রোববার।

মিলান এয়ারপোর্ট থেকে সকাল সাড়ে সাতটায় টেক-অফ করল রানা এইচ-এস ওয়ান-টোয়েনটি-ফাইভ জেট নিয়ে। ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে আকাশ, তার ভেতর হারিয়ে গেল প্লেনটা কয়েক সেকেন্ডেই।

কো-পাইলটের সীটে বসে আছে রূপা। বলকানের একটা লার্জস্কেল ম্যাপ পড়ে রয়েছে কোলের ওপর। হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল সে। 'ওখানে পৌঁছে আমরা যদি ল্যান্ডিং সিগন্যাল দেখতে না পাই, তাহলে কি হবে?'

'প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে দৌড়!'

আঙ্কেল তার সর্বশেষ ক্যাসেটে জানিয়েছে, বুখারেস্টের কাছাকাছি এয়ারস্ট্রিপের দিকে প্লেনকে এগোতে দেখলেই রানওয়ের আলো জ্বলে উঠবে। তারপর একটা সিগন্যাল ল্যাম্প থেকে বার বার আলো দেখানো হবে—তিনটে বড় সিগন্যাল···একটা ছোট···তিনটে বড়···। আঙ্কেলকে চেনার উপায়, তার কোটের ল্যাপেলে সিলভারের দুটো অক্ষর পিন দিয়ে আটকানো থাকবে—ইউ. এন.।

আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে জেট। সোজা বেলগ্রেডের দিকে এগোচ্ছে ওরা। সরাসরি বুখারেস্টে গেলে মাঝখানে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী পড়ে।

হঠাৎ জানতে চাইল রূপা, 'অ্যান্থনি পল সম্পর্কে কি জানো তুমি, রানা?'

'কেমব্রিজ থেকে পাস করেছে,' বলল রানা। 'ভাল স্পোর্টসম্যান। চাপা স্বভাবের লোক, কারও ব্যাপারে নাক গলায় না, ঠিক আমি যা পছন্দ করি। সেরা রেসিং ড্রাইভারের মত রিফ্লেক্স। একবার একটা কৌশল ব্যবহার করে পরীক্ষা করেছিলাম ওকে···'

'কি রকম?'

'দু'জনের মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা রিভলভার রেখে কোন কারণ ছাড়াই খুব খারাপ একটা গালি দিয়েছিলাম ওকে,' বলল রানা।

'জিতল কে?'

'বাঁটে ওর হাতই পৌঁচেছিল আগে।'

'তুমি হেরে গেলে?'

'আমার হাত ছিল ওর হাতের ওপর, চেপে ধরে রেখেছিলাম।'

'কেমন দেখতে? হ্যান্ডসাম?'

'পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, একশো পঞ্চাশ পাউন্ড ওজন, কোঁকড়ানো ব্রাউন চুল। ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্র। একজন প্রফেশন্যাল।'

তুষার-ঝড়ের মধ্যে যুগোস্লাভ উপকূল পেরিয়ে এসে বেলগ্রেডের সরকারী রাডার স্ক্যানারের সাথে যোগাযোগ করল রানা। যুগোস্লাভ সিকিউরিটি পুলিস

চীফ স্টেন হেফারের সাথে দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা ওর, রানা এজেন্সী ভদ্রলোকের অনেক অনুরোধ রক্ষা করেছে অতীতে। সেই সুবাদেই তাঁর সাহায্য চেয়েছে রানা। ডেডরিককে দিয়ে গোপন মেসেজ এই ভদ্রলোকের কাছেই পাঠিয়েছিল সে। তারপর, গতকালও টেলিফোন করে যুগোস্লাভিয়ার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার অনুমতি চেয়ে নিয়েছে। কারণ হিসেবে একটা 'আর্জেন্ট মিশন'-এর কথা বলেছে রানা।

'আবহাওয়ার যা অবস্থা, কোর্স ঠিক রাখার জন্যে আমাদের রাডারের সাহায্য তোমার দরকার হবে,' বলেছেন স্টেন হেফার। আর্জেন্ট মিশন সম্পর্কে কোন প্রশ্নই তোলেননি তিনি। রানার ওপর আস্থা আছে তাঁর। জানেন, যুগোস্লাভিয়ার ক্ষতি হবে এমন কোন কাজ করবে না ও।

যুগোস্লাভিয়ার ওপর দিয়ে অন্ধের মত এগোচ্ছে ওরা। রাডারের সাহায্য না পেলে পথটা পাড়ি দেয়া বোধহয় সম্ভবই হত না। রুমানিয়ার বর্ডার পেরিয়ে এসে স্বস্তির হাঁফ ছাড়ল রানা।

ঘনঘন ম্যাপ দেখছে রূপা। জানালা দিয়ে নিচে তাকাচ্ছে মাঝে মধ্যে, এলাকাটা চিনতে চেষ্টা করছে। এক সময় বলল, 'আর যাই হোক, দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ফ্লাইটটা গোপন রাখা গেছে।'

আসলে গোপন রাখা যায়নি।

মিলান থেকে জেটটা টেক-অফ করতেই কন্ট্রোল টাওয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট এয়ার কন্ট্রোলার টনি বেবুন পেটের ব্যথার অজুহাতে টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এল। টেলিফোন বুদে ঢুকে একটা নাম্বারে ডায়াল করল সে। সাড়া পেল সাথে সাথে।

'রুশো বলছি,' বলল টনি বেবুন। 'একটা হকার-সিডলি প্রাইভেট জেট এইমাত্র টেক-অফ করল। পুব দিকে গেছে ওটা...'

'তাতে কি?' ভারী একটা গলা থেকে এল প্রশ্নটা।

'শনিবার সারাদিন এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করেছে জেটটা, কড়া পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছিল...'

'কে আছে প্লেনে?'

'জানতে পারিনি।'

'আরও খবর নাও।'

মিলানের একটা গ্যারেজ থেকে ফোনে কথা বলছিল লোকটা টনি বেবুনের সাথে। যোগাযোগ কেটে দিয়ে টনি বেবুনের খবরটা কোড করে আরও কিছু মেসেজের সাথে যোগ করে রাখল সে। শক্তিশালী ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে মেসেজগুলো মস্কোয় পাঠানো হবে। সংগ্রহ করা মেসেজগুলোর কোনটাই তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়, তাই সেগুলো ট্র্যান্সমিট করতে দেরি করল সে।

'ওই যে, ওই যে আরজেস নদী!'

রুমানিয়ার ধু-ধু সমভূমির দিকে তাকিয়ে ছিল রূপা, রূপালি ফিতের মত কি একটা চকচক করে উঠতে দেখেই ওটাকে আরজেস নদী বলে চিনতে পেরেছে ও। পনেরোশো ফিট ওপর দিয়ে উড়ছে ওরা। গত আধ ঘণ্টা ধরে একের পর এক ল্যান্ডমার্ক আবিষ্কার করছে ও। ভাগ্যটা সহায়তা করছে, যুগোস্লাভিয়া ছেড়ে রুমানিয়ার বর্ডারের এপারে আসার কিছুক্ষণ পর থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল আবহাওয়া পেয়ে আসছে ওরা। বলকানের এদিকটায় অন্তত তুষারপাত হচ্ছে না।

'আর একটু পর পৌঁছে যাব,' বলল রানা। 'ল্যান্ডিং লাইটের জন্যে চোখ খোলা রেখো।'

মিলানের চেয়ে বুখারেস্টের সময় এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকে, তার মানে প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে রানার ঘড়িতে। দ্রুত রুমানিয়ার রাজধানীর দিকে এগোচ্ছে প্লেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রূপা, ঘাড়ের পেশী শক্ত হয়ে উঠেছে। দ্রুত একবার রানার দিকে তাকাল ও। শান্ত আর সমাহিত দেখাচ্ছে তাকে। রূপা তার দিকে তাকিয়েছে অনুভব করে, অভয় দিয়ে হাসল সে, বলল, 'সব ঠিকঠাক মতই শেষ হবে।'

প্রায় রুখে উঠল রূপা। 'আমি কি ভয় পাচ্ছি নাকি?'

রূপার কথা ভাল করে শুনতেই পেল না রানা, কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ওদের পিছনে একটা কেবিন রয়েছে, অনায়াসে ছয় জন আরোহী বসতে পারবে। অ্যাডমিরালের ধারণা, একাধিক আরোহীকে জায়গা দিতে হবে প্লেনে। আনাতোলি ফেরুবিনের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে আছে, তাদেরকে তিনি ফেলে রেখে আসবেন বলে মনে হয় না।

পিছনের সিট থেকে একটা স্টেন আর স্পেয়ার ম্যাগাজিন তুলে নিল রূপা। সেগুলো নিজের কোলের ওপর রাখল, ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে পারবে রানা। নিজের পয়েন্ট থ্রী-এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটাও কোলের ওপর রাখল সে।

এই সময়, ঠিক নাক বরাবর, কুয়াশা ঢাকা আধো অন্ধকারে জ্বলে উঠল এয়ারস্ট্রিপের আলো।

'ল্যাম্প সিগন্যাল—লক্ষ করো!'

চোখ কুঁচকে নিচের দিকে তাকাল রূপা, কোথায় সিগন্যাল!

প্রায় খাড়াভাবে প্লেন নিয়ে নামছে রানা। নিচে কি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে? একটা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের মাঝখানে নামতে যাচ্ছে ওরা—এমন একটা রাষ্ট্র, যে কিনা সোভিয়েটের আধিপত্য মেনে নিতে রাজি হয়নি, তবু একটা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র তো বটে! আর একজন কম্যুনিস্টকেই ভাগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা। 'সিলভারের ইউ.এন. অক্ষর দুটোর কথা মনে আছে তো? আঙ্কেল তার কোটে পরে থাকবেন।'

রানার কথা শেষ হতেই ল্যাম্প সিগন্যাল দেখতে পেল রূপা। তিনটে লম্বা সিগন্যাল···একটা ছোট···তিনটে লম্বা···।

প্লেনের স্পীড কমিয়ে আনল রানা। সমান্তরাল দুটো আলোর সারি বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসছে ওদের দিকে। প্লেনের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করতেই তীব্র একটা ঝাঁকি খেল ওরা। রানওয়ের দৈর্ঘ্য জানা নেই, যথা সম্ভব দ্রুত স্পীড কমিয়ে আনছে ও।

থামল জেট। জানালা খুলে মাথাটা বাইরে বের করে দিল রূপা। কই! কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশায় যত দূর দৃষ্টি যায়, কেউ নেই।

ইঞ্জিন চালু রেখেছে রানা। নিজের দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। বিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা কি বলো তো? কাউকে দেখছি না কেন?'

'নিশ্চয়ই কেউ আছে, তা না হলে সিগন্যাল দিল কে?'

'হুঁ,' অস্বাভাবিক শান্ত শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। হাত বাড়িয়ে রূপার কোল থেকে স্টেনটা তুলে নিল ও। রূপাও বাগিয়ে ধরল তার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন।

হঠাৎ চোখ কুঁচকে সামনের দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে অস্পষ্ট কি যেন নড়ছে। জেটের নাকে বসানো সার্চলাইটের সুইচটা অন করে দিল ও। অন্ধকার চিরে ছুটল উজ্জ্বল আলো। পরিষ্কার দেখা গেল একজন লোক রানওয়ে ধরে সোজা প্লেনের দিকে হেঁটে আসছে। একা। ছোটখাট গড়ন, কাঠামোটা শক্তিশালী, কাঁধ দুটো চওড়া, পরনে ভারী ফার কোট, কিন্তু মাথায় হ্যাট নেই।

দৃঢ় পায়ে, একভাবে এগিয়ে আসছে লোকটা। হাতে একটা ব্রীফকেস। সার্চলাইটের প্রখর ঝলকটা চোখে পড়তেই একটা হাত তুলে মুখটা ঢেকে ফেলেছে সে। মাথা নিচু করে হাঁটছে।

কাছে চলে এসেছে লোকটা। মুখটা এখন আগের চেয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। হঠাৎ শিউরে উঠল রূপা। ছবির সাথে হুবহু মিল রয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করে বলল সে, 'সর্বনাশ হয়েছে, রানা! এটা একটা ফাঁদ!'

এয়ারক্রাফটের কাছে পৌঁছে গেছে লোকটা। রানাও এখন চিনতে পারছে তাকে। আনাতোলি ফেরুবিন নন। ইনি জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ—কে. জি. বি-র চীফ!

আট

সেই মুহূর্তে বুঝল রানা, আটকা পড়ে গেছে ওরা। প্লেন ছেড়ে দিয়ে আবার আকাশে উঠে যেতে পারে ও, কিন্তু সামনে যতটুকু রানওয়ে দেখা যাচ্ছে তা টেক-অফ করার জন্যে যথেষ্ট নয়। সময়ও নেই যে ঘুরিয়ে নেবে প্লেন। তাছাড়া, পালাবার চেষ্টা করলে চারদিক থেকে হয়তো গর্জে উঠবে মেশিন গান। কামান দাগাও বিচিত্র নয়। তবু হাল ছাড়ল না ও। জেনারেল

তুর্গেনিভের মত একজন জিম্মি হাতে থাকলে হয়তো নিজেদের মুক্ত করা কঠিন হবে না। দরজাটা খুলে ফেলল ও। অপেক্ষা করছে। একটু পরই নিচে দেখা গেল জেনারেল তুর্গেনিভকে। মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে।

'একচুল নড়বেন না, জেনারেল!' জেটের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা। জার্মান ভাষায় কথাটা বলল ও, জানে জেনারেল না-ও বুঝতে পারেন, কিন্তু এত কাছ থেকে মাথার দিকে তাক করা স্টেনগানের ভাষা বুঝতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়।

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়লেন জেনারেল, ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলেন, অটোমেটিক মইটা নামানো হোক। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর রূপাকে মই নামাতে বলল। পাওয়ার অপারেটেড মই বেরিয়ে এসে নিচের দিকে নেমে গেল। মই বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন জেনারেল।

'থামুন ওখানে!' নির্দেশ দিল রানা।

মইয়ের ধাপের ওপর থমকে দাঁড়ালেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'চোখে আপনি কম দেখেন নাকি?' পরিষ্কার ইংরেজিতে ধমকে উঠলেন তিনি।

হঠাৎ বিস্ময়ের একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল রূপা। 'মাই গড, রানা!' রানার কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল সে। 'জেনারেলের কোটে! ফর গডস সেক, ওর কোটের দিকে তাকাও।'

জেনারেল নিজেই এখন একটা আঙুল দিয়ে নিজের কোটের ল্যাপেল দেখাচ্ছেন রানাকে। রূপালি অক্ষর দুটোর দিকে বোকার মত তিন সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর প্লেন থেকে ঝুঁকে পড়ল নিচের দিকে। ওদিকে আরও কয়েকটা ধাপ উঠে এলেন জেনারেল। দু'জনের মুখের মাঝখানে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান। 'কি মানে ওগুলোর?' জানতে চাইল রানা।

'আঙ্কেল। আমি আঙ্কেল। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয় আমাদের। আমার বন্ধুরা বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছেন···প্লেনে উঠতে দিন আমাকে, প্রতিটি সেকেন্ড এখন মহামূল্যবান···!'

রানওয়ের ওপর, আধো অন্ধকার যেখানে গাঢ় হয়ে গেছে, ঠিক তার কিনারায় ফার কোট পরা কয়েকটা মূর্তি দেখতে পেল রানা। অনুমানে বুঝল, ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই রুমানিয়ান সিক্রেট পুলিসের চীফ আছেন। জেনারেলকে চিনতে পারার পর বড়জোর এক মিনিট পেরিয়েছে, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যুৎ গতিতে আঙ্কেলের সমস্ত ব্যাপার স্মরণ করতে পারল রানার ব্রেন। আসল সত্যটা আগেই কেন আঁচ করতে পারেনি ভেবে নিজেকে তিরস্কার করল ও। স্টেন নামিয়ে জেনারেলের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল, প্লেনে চড়তে সাহায্য করল তাঁকে। রূপাকে কিছু বলতে হলো না, বোতামে চাপ দিয়ে অটোমেটিক মইটা তুলে নিল সে। দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ওদিকে ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সীটের একটায় বসে কথা বলার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তুর্গেনিভ।

'আপনি একটা টার্ন-রাউন্ড পয়েন্টে রয়েছেন, বড় একটা সার্কেল। বাঁ

দিকে একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিন, তারপর যেদিকে মুখ করে ল্যান্ড করেছেন সেদিকে মখ করে টেক-অফ করুন। খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

পাঁচ মিনিটের মাথায় আকাশে উঠে এল জেট। যুগোস্লাভ সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে ওরা। সীমান্ত একবার পেরোতে পারলেই হয়, বন্ধুদের রাডার স্টেশন পথ দেখাবে ওদেরকে।

চামড়ার চোখ, ভাবছে রানা, কোন কাজেরই নয়। আঙ্কেলের গোটা অপারেশনের গায়েই লেখা ছিল এটা একজন প্রফেশন্যালের কাজ, এমন একজন প্রফেশন্যাল, যিনি অত্যন্ত উঁচু মানের এসপিওনাজে শৈল্পিক দক্ষতা অর্জন করেছেন। ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্টার আনাতোলি ফেরুবিনের পক্ষে যা অর্জন করা সম্ভব নয়। ঘাড় ফিরিয়ে জেনারেল তুর্গেনিভের দিকে একবার তাকাল রানা। ঘন ভুরুর ভেতর দিয়ে জেনারেলও তাকালেন ওর দিকে। বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করে বসে আছেন তিনি, চেহারায় ভাবের কোন প্রকাশ নেই।

ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে তাকাল রানা। একটা প্রশ্নের কোন উত্তর পাচ্ছে না ও। কেন? তুর্গেনিভের মত একজন মানুষ কেন করলেন এই কাজ? কারণটা কি?

উনিশশো একচল্লিশ সালে তুর্গেই তুর্গেনিভের বয়স ছিল বিশ। সেই বিশ বছর বয়েসেই তুর্গেনিভ উক্রেনে যুদ্ধ করেছিলেন। নেতৃত্ব দেবার জন্মগত গুণ ছিল তাঁর, দু'বছর পর দেখা গেল একটা ট্যাঙ্ক ইউনিটের অ্যাসিস্ট্যান্ট-কমিশনারের পদে উন্নীত হয়েছেন তিনি। নিকিতা ক্রুশ্চেভও ছিলেন একজন উক্রেনিয়ান, তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়তেই ঘন ঘন যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান তুর্গেনিভ। যোগ্যতার অভাব ছিল না, কাজেই উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে ওপরের দিকে উঠে আসেন তুর্গেনিভ।

যুদ্ধের পর কে.জি.বি-র একজন লোকের চোখে পড়ে যান তুর্গেনিভ। লোকটার কাজই ছিল কে.জি.বি-র জন্যে মেধা খুঁজে বের করা। তুর্গেনিভের দুটো গুণ মুগ্ধ করে তাকে। সংগঠন পরিচালনার দক্ষতা, এবং স্মরণ শক্তি।

যে-কোন লেখা মাত্র একবার পড়লেই সারা জীবন তা মনে রাখতে পারেন তুর্গেনিভ। হাজার হাজার নাম, চেহারার বর্ণনা, ঠিকানা, রিপোর্ট, যে-কোন পরিমাণ স্ট্যাটিসটিকাল ডাটা, টেলিফোন নাম্বার ইত্যাদি অনায়াসে মনে রাখতে পারেন তিনি। কে.জি.বি তাঁকে লুফে নেয়। তাঁর উন্নতির আরও একটা বড় কারণ হলো, তিনি কখনও ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করেননি। ক্ষমতার ভাগ নিয়ে সহকর্মীরা কামড়াকামড়ি করলেও, তিনি সবসময় এসব থেকে দূরে সরে থেকেছেন। সেজন্যে সবাই তাঁকে বিশ্বাস করত। তারপর, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তুর্গেনিভ বিয়ে করলেন।

স্ত্রী সেলিনা তুর্গেনিভ ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, এবং রাজনীতি সচেতন। বিয়ের আগে থেকেই দেশের রাজনৈতিক সিস্টেমের ওপর ঘৃণা ধরে গিয়েছিল তাঁর। বিয়ের পর দেশের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা আরও খারাপ হলো

দেখলেন, মার্শাল সুখনভ আর তার পলিটব্যুরোর সমর্থকরা দেশে আধা-সামরিক ডিক্টেটরশিপ চালু রেখে নিজেদের খেয়াল-খুশি মত যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে। তিনিই প্রথম তাঁর স্বামীর মনে সন্দেহের বীজ বপন করলেন।

দেশ যে আধা-সামরিক সিস্টেমের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে তা জেনারেল তুর্গেনিভও লক্ষ্য করছিলেন। সহকর্মী মার্শাল সুখনভের একনায়ক সুলভ আচরণ তাঁর ভাল লাগত না। কিন্তু মনের ভাব তিনি কখনও প্রকাশ করতেন না, এমন ভাব দেখাতেন যেন কিছুই তিনি বোঝেন না, এবং বুঝতে চান না। তিনি জানতেন, পশ্চিমকে ঠেকাবার জন্যে যে অস্ত্রশস্ত্র দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে রাশিয়ার, তারপরও আরও অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে রাজস্বের অর্ধেকেরও বেশি খরচ করা হচ্ছে। আপত্তি তোলায় তাঁর ডিপুটি হিসাবে ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হলো কর্নেল রুবলকে।

এর কিছু দিন পর জেনারেল তুর্গেনিভ টের পান, কর্নের রুবল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স জি.আর.ইউ আর কে.জি.বি-র মাঝখানে লিয়াজোঁ অফিসার হলেও, আসলে সে মার্শাল সুখনভের লোক, গোপনে মার্শালের প্রতিটি কাজ সমর্থন করে যাচ্ছে, এবং তাকে সব রকম ভাবে সাহায্যও করছে। আর সতর্ক চোখ রাখছে তাঁর ওপর।

তারপর এক গভীর রাতে বাড়ি ফিরে জেনারেল তুর্গেনিভ দেখলেন তাঁর স্ত্রী সেলিনা মারা গেছে। এক মুঠো স্লিপিং ট্যারলেট খেয়ে একটা চিরকুট লিখে রেখে গেছে সে।—'কিছু লোকের সন্দেহের পাত্রীতে পরিণত হয়ে আমি তোমার জন্যে মস্ত একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। ভালবাসি বলে তোমাকে আমি ধ্বংস হতে দেখতে পারব না। তাই নিজেই বিদায় নিলাম।'

জীবনে কখনও ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেননি তুর্গেনিভ, কিন্তু সেদিন তিনি অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। তিন দিন বাড়ি থেকে কোথাও বের হলেন না, দেখা করতে এসে ফিরে গেল লোকজন। এরপর তিনি তদন্ত শুরু করলেন। মাত্র তিন দিন সময় লাগল তাঁর। জানতে পারলেন, তিনি যখন পুব জার্মান সফরে ছিলেন, তখন সেলিনার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর একটা গুজব ছড়ানো হয়। সেলিনা নাকি সরকারের বিরুদ্ধে গোপনে কাজ করছে। গুজবের উৎসটাও আবিষ্কার করলেন তুর্গেনিভ। কর্নেল রুবল শুধু যে গুজবটা ছড়িয়েছে তাই নয়, সে এর জন্মদাতাও বটে।

চাপা স্বভাবের জন্যেই পেশাগত জীবনে এতটা ওপরে উঠতে পেরেছেন তুর্গেনিভ, এই স্বভাবটা এবারও তাঁকে সাহায্য করল। সারারাত জেগে জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তটা নিলেন তিনি। ঠিক করলেন, যে নষ্ট সিস্টেমের শিকার হয়ে মারা গেছে তাঁর স্ত্রী, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাঁর দেশ, তিনি সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে কাজ করবেন। জেনারেল তুর্গেনিভ হলেন আঙ্কেল।

প্রখর বুদ্ধির অধিকারী তুর্গেনিভ জানতেন, আগে হোক আর পরে, তাঁর ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। নভেম্বরে একটুর জন্যে মস্কো রেলইয়ার্ডে ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেলেন তিনি। স্লিপিং কারে ক্যাসেট লুকিয়ে

রেখে মাত্র নেমে এসেছেন, এই সময় জি. আর. ইউ. মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের একজন ক্যাপ্টেন কোচে উঠতে চাইল, উদ্দেশ্য স্লিপিং কারটা পরীক্ষা করা। চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে কোন অসুবিধে হয়নি তাঁর। পর পর দু'বার গুলি করেন তিনি লোকটাকে। তারপর লাশের হাতে গুঁজে দেন গ্রেনেডটা। এই গ্রেনেড সব সময় নিজের কাছেই রাখতেন তুর্গেনিভ, গ্রেফতার এড়াবার প্রয়োজন হলে নিজেকে ধ্বংস করার জন্যে।

কর্মকর্তা পর্যায়ের ইনফর্মারকে খুঁজে বের করার জন্যে তিনজনের কমিটিতে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে দুর্লভ চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তুর্গেনিভ। কিছুটা সময় পাবার আশায় তিনি আনাতলি ফেরুবিনের ওপর নিজের সন্দেহের কথা জানিয়েছিলেন কমিটির অপর দু'জন সদস্যকে। ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্টার আনাতোলি ফেরুবিনের পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রীতির কথা জানা ছিল সবার, তাই প্রথম থেকেই তাঁকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন তুর্গেনিভ। ভয়েস অভ আমেরিকা থেকে জ্যাজ বাজিয়ে ক্যাসেটের প্রাপ্তি সংবাদ জানাতে বলার পিছনেও সেটাই ছিল কারণ। ব্যাপারটা যদি জানাজানি হয়েই যায়, অন্তত প্রথম দিকে যেন সবার সন্দেহ আনাতোলি ফেরুবিনের ওপর পড়ে। কমিটিকে নিজের সন্দেহের কথা জানিয়ে বুখারেস্টে ফেরুবিনের সহযাত্রী হবার পথ উন্মুক্ত করেন তিনি।

এবং এই মুহূর্তে অপরিচিত একজন পাইলটের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে, যুগোস্লাভিয়ার আট হাজার ফিট ওপরে, মুক্ত বিশ্বের পথে রয়েছেন তিনি। জানেন, তাঁর এই দীর্ঘ যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ বিপদসঙ্কুল। জানেন, কে.জি.বি. জি. আর.আর ইউ-র সমস্ত শক্তি কাজে লাগানো হবে তাঁকে এবং তাঁর উদ্ধারকারীকে খুন করার জন্যে। কিন্তু সেজন্যে তিনি ভীত নন। সব জেনেই তিনি ঝুঁকিটা নিয়েছেন।

জেট নিয়ে রানা আকাশে ওঠার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রুমানিয়ার এয়ারস্ট্রিপ থেকে ছোট্ট একটা গাড়ির মিছিল দ্রুত গতিতে ফিরে চলল বুখারেস্টের দিকে। রুমানিয়ান সিক্রেট পুলিস চীফ মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন, জেনারেল তুর্গেনিভ পালিয়েছেন এ-খবর প্রকাশ পাবার সাথে সাথে তিনি একটা অফিশিয়াল তদন্তের আয়োজন করবেন। তদন্তের রিপোর্টে জানানো হবে, অজ্ঞাত পরিচয় ক্যাপিটালিস্ট এজেন্ট জেনারেলকে প্লেনে করে রুমানিয়া থেকে বের করে নিয়ে গেছে।

বুখারেস্ট ফেরার পথে সমস্ত গাড়িকে অনেক পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে এলেন পুলিস চীফ। তাঁর ঠিক পিছনের গাড়িতে রয়েছে সহকারী লিউ আয়োনিস্কি। মাঝপথে, সকলের অজ্ঞাতে, উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা ভিলার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল লিউ। ছোট্ট একটা ফোন করল সে। বেরিয়ে এসে আবার চড়ল গাড়িতে। বুখারেস্টে চীফের পরপরই পৌঁছুল সে। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আবার সে গাড়ি দাঁড় করাল শহরের ব্যস্ত একটা রাস্তার ধারে। ওখানে অপেক্ষা করছিল সোভিয়েট দূতাবাসের একজন অফিসার।

এয়ারস্ট্রিপ থেকে ফেরার পথে এই অফিসারকেই ফোন করেছিল আয়োনিস্কি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে রুমানিয়ার সোভিয়েট দূতাবাসে খবর পৌঁছুল. জেনারেল তুর্গেনিভ পালিয়েছেন। প্রায় সাথে সাথে শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ভয়ঙ্কর খবরটা জানানো হলো মস্কোকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কে.জি.বি-র হেডকোয়ার্টার থেকে খবরটা পৌঁছে গেল অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়। কর্নেল রুবল এই মুহূর্তে ভিয়েনা সফরে রয়েছে। এসপিওনাজের নানা কাজে প্রায়ই তাকে ভিয়েনায় আসতে হয়।

কর্নেল রুবল যখন মস্কোর খবরটা রিসিভ করছে রানা তখন জেট নিয়ে প্রাণপণে ছুটছে। মিলান এখনও অনেক অনেক দূরে।

বুখারেস্ট সময় ভিয়েনা সময় থেকে এক ঘন্টা এগিয়ে থাকে। ভিয়েনায় এখন সকাল এগারোটা।

অন্যান্যবারের মত এবারও জাল পাসপোর্ট নিয়ে ভিয়েনা সফর করছে কর্নেল রুবল। সোভিয়েত দূতাবাসের একটা কামরায় বসে মেসেজটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে. চেহারা দেখে মনের অবস্থা বোঝার কোন উপায় নেই।

মাঝারি গড়নের লোক কর্নেল. স্বাস্থ্যটা অত্যন্ত ভাল, বয়স পঞ্চাশ. কপালটা গম্বুজের মত। কর্নেলের চিবুকটা ভোঁতা, যা দেখে ধারণাই করা যায় না এই লোক প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী। এই মুহূর্তে একটা রিমলেস চশমা পরে আছে সে। চোখ দুটো স্থির, দৃষ্টিতে রাজ্যের শূন্যতা. বোঝাই যায় না যে বিদ্যুৎ গতিতে কাজ করছে তার মাথা। যেভাবে হোক বাধা দাও এবং ধ্বংস করো…' মেসেজটা থেকে চোখ তুলে ধীরেসুস্থে একটা চুরুট ধরাল সে। অন্য কোন লোক হলে এ-ধরনের একটা মেসেজ পাবার সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠত চেয়ার থেকে, তারপর একে-তাকে হাজারটা নির্দেশ দিয়ে ফেলত। কিন্তু কর্নেল রুবল তেমন কিছুই করল না। ঝাড়া দশ মিনিট ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করল সে। কি করতে হবে ঠিক করে নিয়ে হাত বাড়াল ইন্টারকমের দিকে। সহকারী বাডি রিমলারকে ডেকে পাঠাল সে।

বাডি রিমলার সোভিয়েট মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের লোক, তার কাজ হলো পশ্চিম ইউরোপের স্যাবোটাজ ইউনিটগুলোকে পরিচালনা করা। কর্নেল রুবলের কাছ থেকে কিছু নির্দেশ পেল সে, সাথে সাথে কয়েকটা ফোন করে কাজও শুরু করে দিল। ফোন শেষ করে মুখ তুলে তাকাল, দেখল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তুষারপাত দেখছে কর্নেল।

'এখনও সে অ্যাংগাসসি আটশো কুড়িতে রয়েছে,' বলল বাডি রিমলার। 'একটা দলকে পাঠিয়ে দিয়েছি ওখানে। জুরিখ ফ্লাইটের রিজার্ভেশনও করেছি। কিন্তু, কর্নেল, জুরিখে কেন?'

রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল কর্নেল রুবল। এগিয়ে গিয়ে একটা ওয়াল-ম্যাপের সামনে দাঁড়াল সে। বলল, 'মিলান থেকে রুটিন রিপোর্টের সাথে একটা খবর এসেছে আজ সকালে—মিলান এয়ারপোর্ট থেকে একটা

জেট প্লেন পুব দিকের কোর্সে টেক-অফ করেছে। বেলগ্রেড থেকে আমাদের এজেন্ট জানিয়েছে, সে-ও একটা জেট প্লেনকে পুব দিকে যেতে দেখেছে। যুগোস্লাভ রাডার স্ক্যানিং স্টেশন থেকে আমাদের লোক জানিয়েছে, একটা জেটকে রুমানিয়ান বর্ডারের দিকে যেতে দেখা গেছে··'

শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে রানা যখন জেট প্লেন নিয়ে যুগোস্লাভিয়ার ওপর দিয়ে ফিরছে, বলকানের তিনশো মাইল ওপর থেকে ক্যামেরা ফিট করা সোভিয়েট স্যাটেলাইট চোখ রেখেছে ওর ওপর, এবং ওর গতিবিধি সম্পর্কে ধারাবাহিক রিপোর্ট পাঠাচ্ছে মস্কোয়।

'কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না,' বলল বাডি রিমলার, 'আমরা জুরিখে কেন যাচ্ছি?'

'কারণ, মিলান থেকে ট্রেনে করে ওখানে, ওই জুরিখেই নিয়ে যাবে ওরা জেনারেল তুর্গেনিভকে। মিলান রেলস্টেশন থেকে আমাদের একজন এজেন্ট গতকাল জানিয়েছে, হঠাৎ করে সিকিউরিটি তৎপরতা দেখা গেছে স্টেশনে। আজ বিকেলে যে আটলান্টিক এক্সপ্রেসটা ছাড়ার কথা সেটার পিছনে দুটো ওয়াগন-লিট জোড়া লাগানো হয়েছে। তখন মনে হয়নি খবরটার কোন তাৎপর্য আছে···'

'মিলান থেকে ওরা তাকে প্লেনে করে জুরিখে নিয়ে যাচ্ছে না কেন?'

'এইমাত্র খবর পেয়েছি, দুর্যোগের দরুন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে মিলান এয়ারপোর্ট। আমরা শুধু আশা করতে পারি, অ্যাক্সিডেন্ট করবে প্লেনটা, কিন্তু ওরা যে অত্যন্ত দক্ষ একজন পাইলটকে বেছে নিয়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই, যে চোখ বাঁধা অবস্থাতেও জেট নিয়ে নামতে পারবে। তবে ল্যান্ড যদি সে করতে পারে, দ্বিতীয় ফ্লাইটের ঝুঁকি ওরা আর নেবে না। জুরিখ এয়ারপোর্ট এখনও খোলা আছে, ওখান থেকে জেনারেলকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পথে পাড়ি জমাতে পারবে ওরা। তার মানে, কোন ভাবেই ওদেরকে জুরিখে পৌঁছতে দেয়া যায় না।'

পরবর্তী এক ঘণ্টা ধরে অনেকগুলো মেসেজ দ্রুত চারদিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করল কর্নেল রুবল। সোভিয়েট মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের স্যাবোটাজ ইউনিটগুলোকে লেলিয়ে দেয়াই এই মেসেজ পাঠাবার উদ্দেশ্য।

ইন্টারকমের বোতাম টিপে কর্নেল রুবল বলল, 'কোডিং সেকশনের ডিউটি অফিসারকে পাঠিয়ে দাও।'

লোকটার জন্যে অপেক্ষা করার সময় কাবার্ড থেকে একটা সুটকেস বের করল কর্নেল রুবল, অনেকদিন থেকে এখানে রেখে দেয়া ছিল এটা, জরুরী অবস্থা দেখা দিলে কাজে লাগবে মনে করে। প্রতি তিন মাস অন্তর একজন কে.জি.বি এজেন্ট সুটকেসটা খুলে নতুন করে গোছগাছ করে। এই মুহূর্তে সুটকেসে রয়েছে শীতকালীন কাপড়চোপড়, সিল্ক মোড়া একটা দুষ্প্রাপ্য বই, এবং লন্ডনের নিলাম পরিচালনা সংস্থা সোথবি-র একটা সর্বশেষ ক্যাটালগ।

'এসো,' দরজায় নক হতেই বলল রুবল।

ঘরে ঢুকল বেসমেন্ট কোডরুমের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাইফার ক্লার্ক ফোবিন।

বয়স পঁয়ত্রিশ, মুখটা সরু, সামান্য একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে ফোবিন। কর্নেল রুবলের হাত থেকে একটি সীল করা এনভেলাপ নিয়ে কামরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।

ফোবিন কামরা থেকে চলে যাবার পর হঠাৎ কর্নেল রুবলের চোখে পড়ল বাড়ি রিমলারের কেনা জুরিখ ফ্লাইটের টিকেট দুটো টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। টিকেট দুটোর ওপর একটা নোটপ্যাড চাপা দিল সে। চেহারাটা থমথমে হয়ে উঠেছে। সিকিউরিটির ব্যাপারে কোথাও সামান্যতম গাফিলতি বা খুঁত দেখলে সাংঘাতিক অস্বস্তি বোধ করে কর্নেল রুবল

বেসমেন্ট কোডরুমে বসে চীফ সাইফার ক্লার্ক কর্নেল রুবলের দেয়া মেসেজগুলো কোড করতে শুরু করেছে। এখুনি পাঠাতে হবে সবগুলো মেসেজ, ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় গোপন ট্রান্সিভার রিসিভ করবে ওগুলো। প্রথমে জুরিখ, বাজল, মিলান, মালহাউজ এবং ডুসেলডর্ফে মেসেজ পাঠাল সে। সবশেষে পাঠাল আনডারম্যাটে, সবগুলোর চেয়ে বড় হলো এটা।

ভিয়েনা।

ছোটখাট, একহারা চেহারার লোক হেঞ্জ বোলচাক। কারও সাতে-পাঁচে নেই, নিরিবিলি একা থাকতে পছন্দ করে। বোলচাক একজন দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ডিলার, থাকে আটশো কুড়ি নম্বর অ্যাংগাসসিতে। লোকটা গোপনীয়তার এমনই ভক্ত যে ঘরকন্নার কাজকর্ম করার জন্যে চাকর-বাকর বা ঠিকে ঝি পর্যন্ত রাখেনি।

সোফায় বসে নিজের তৈরি করা কফির কাপে প্রথম চুমুকটা দিয়েছে বোলচাক, এই সময় কলিংবেল বেজে উঠল। আধঘন্টা আগে একজন লোক ফোন করেছিল, বোলচাক ভাবল নিশ্চয়ই সে এসেছে। দুর্লভ বইয়ের একজন সংগ্রাহক বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে লোকটা, তার কথা শুনে বোলচাকের ধারণা হয়েছে দরে পোষালে ভাল ব্যবসা করবে সে আজ।

কফির কাপটা তেপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল বোলচাক। দরজা খুলে দেখল, একজন নয়, ওভারকোট পরা দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। একটু ইতস্তত করে পথ ছেড়ে দিল সে। লোক দু'জন ঘরে ঢুকল। দু'জনের একজন ক্ষমা-প্রার্থনার একটু হাসি দিয়ে বলল, 'সাথে করে একজন বন্ধুকে এনেছি, ইনিও একজন কালেক্টর।'

'কফি চলবে?' দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রশ্ন করল বোলচাক।

'বাইরে যা ঠাণ্ডা, হলে মন্দ হত না...'

কিচেনের দিকে পা বাড়াল বোলচাক। এই সময় লম্বা পা ফেলে ঠিক তার পিছনে এসে দাঁড়াল দু'জনের একজন, ওভারকোটের পকেট থেকে রিভলভার ধরা হাতটা বের করে খুক করে কাশল সে, তারপর রিভলভারের বাঁটটা বোলচাকের মাথা লক্ষ্য করে উঁচু করে ধরল। বোলচাক ঘুরে তাকাবে, এই সময় তার মাথার মাঝখানে প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারল লোকটা। মেঝেতে

পড়ে যাবার আগেই মারা গেল বোলচাক।

প্রথম লোকটা দ্রুত হাতে বোলচাকের মাথায় একটা পট্টি বেঁধে দিল, মেঝেতে যাতে রক্ত না পড়ে। তালিকা মিলিয়ে কয়েকটা জিনিস জায়গা মত আছে কিনা চেক করে নিল দ্বিতীয় লোকটা। বেডরুম থেকে নিয়ে আসা হলো একটা সুটকেস, তাতে ভরা হলো বোলচাকের কাপড়, যেগুলো বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে বোলচাকের দরকার হত। বাথরুম থেকে শেভিং কিট আর একটা দেরাজ থেকে সংগ্রহ করা হলো বোলচাকের পাসপোর্ট।

প্রথম লোকটা বোলচাকের অভুক্ত কফির কাপটা তুলে নিয়ে গেল কিচেনে, কফিটুকু ফেলে দিয়ে কাপটা ধুয়ে অন্যান্য কাপের সাথে রেখে দিল। ফিরে এসে পকেট থেকে একটা টাইপ করা কাগজ বের করল সে, রেখে দিল টেবিলের ওপর। সুইস এয়ারের প্যাড থেকে ছেঁড়া ওটা, চারশো তেত্রিশ নম্বর জুরিখ ফ্লাইটের ডিপারচার আর অ্যারাইভ্যাল টাইম লেখা আছে ওতে।

বোলচাকের পকেট থেকে আগেই চাবিটা বের করে নেয়া হয়েছে, লাশ নিয়ে এবার ওরা বেরিয়ে এল নির্জন করিডরে। দরজায় তালা দিয়ে পিছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল গলিতে। সামনেই দাঁড়িয়ে একটা মার্সিডিজ।

গলির মুখে অপেক্ষা করছিল একজন মোটরসাইকেল আরোহী, মার্সিডিজ অদৃশ্য হয়ে যেতে সে-ও স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল তার মোটরসাইকেল। সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে কাজটা, রিপোর্ট করার জন্যে সোভিয়েট দূতাবাসে ফিরে যাচ্ছে সে।

ভিয়েনা শহর থেকে বেরিয়ে একটা পাহাড়ী এলাকায় চলে এল মার্সিডিজ। থামল একটা গভীর খাদের কিনারায়। অনেক নিচে সাদা তুষার দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নামল লোক দু'জন। লাশটা ভেতরেই রয়ে গেল। গাড়িতে আগুন ধরাল ওরা, তারপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল খাদের কিনারা থেকে নিচের দিকে। ঘুরে দাঁড়াল ওরা। খানিক দূর হেঁটে এসে দেখল একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

সোভিয়েট দূতাবাসের দিকে চলল গাড়ি।

প্ল্যানটা তৈরি করা হয়েছিল কয়েক মাস আগেই। একজন এজেন্টের চোখে পড়ে যায় হেঞ্জ বোলচাক, জরুরী অবস্থা দেখা দিলে এই লোকের ছদ্মবেশ এবং পরিচয় গ্রহণ করা যাবে ভেবে প্ল্যানটা সে-ই তৈরি করেছিল। বোলচাক একদিন বাড়ি ছিল না, তখন ওরা ভেতরে ঢুকে তার পাসপোর্টের ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর সেই ছবি থেকে নতুন একটা পাসপোর্ট তৈরি হয়েছিল সোভিয়েট দূতাবাসের ল্যাবরেটরিতে। পাসপোর্টটা নকল করা হয়েছিল বটে, কিন্তু বোলচাকের ফটোটা বাদ দিয়ে।

ভিয়েনা এয়ারপোর্ট। সুইস এয়ারের চারশো তেত্রিশ নম্বর ফ্লাইট টেক-অফ করতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। এই সময় একজন লোক অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে এয়ারপোর্টে পৌঁছুল। কাস্টমস অফিসাররা তার পাসপোর্ট দেখতে চাইলে লোকটা এক গাল হেসে পকেট থেকে বের করে দিল সেটা। অফিসাররা দেখল, লোকটার নাম হেঞ্জ বোলচাক, দুষ্প্রাপ্য বইয়ের একজন

ডিলার। পাসপোর্টে কোনও খুঁত নেই দেখে অফিসাররা ছেড়ে দিল তাকে। লোকটা তাড়াহুড়ো করে প্লেনে উঠে পড়ল।

জুরিখের দিকে উড়ে চলল প্লেন।

নয়

মিলান। এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল টাওয়ার।

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের পাশে এসে দাঁড়ালেন সাইফার (এস. আই.এফ.এ-আর) চীফ কর্নেল ও'হারা। বললেন, 'রেডিও মেসেজ, জেট থেকে এইমাত্র পাঠিয়েছে রানা।'

কর্নেলের হাত থেকে মেসেজটা প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন অ্যাডমিরাল। পড়তে গিয়ে দেখলেন, কাগজে কয়েকটা মাত্র শব্দ রয়েছেঃ 'ক্যাকটাসকে নিয়ে আসছি।'

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েক সেকেন্ড মেসেজটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল, তারপর ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন, 'জেসাস খ্রীস্ট!'

বুখারেস্টের উদ্দেশে রওনা হবার কয়েক মিনিট আগে রানার পরামর্শে সোভিয়েট পলিটব্যুরোর সমস্ত সদস্যর নামের একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন অ্যাডমিরাল, এবং প্রত্যেকটি নামের পাশে একটা করে ছদ্মনাম লিখে রেখেছিলেন। রানার যুক্তি ছিল, 'আনাতোলি ফেরুবিন যে আঙ্কেল সেটা স্রেফ আমাদের অনুমান, তিনি অন্য কেউও হতে পারেন। যাই হোক, তাঁর পরিচয় জানার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে খবর পাঠাব আমি...'

'ক্যাকটাস! ক্যাকটাস?' বিড় বিড় করছেন অ্যাডমিরাল। 'কী আশ্চর্য!' আনাতোলি ফেরুবিন নয়, ক্যাকটাস যে জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভের ছদ্মনাম!

'আপনার জন্যে খারাপ একটা খবর আছে,' আবার বললেন কর্নেল। 'এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার বলছেন, এই আবহাওয়ায় কোন পাইলটের পক্ষে একটা জেট নিয়ে ল্যান্ড করা সম্ভব নয়। অন্তত, অনুমতি দেবেন না তিনি।'

টাওয়ার স্টাফদের কাছ থেকে দূরে রয়েছেন ওঁরা, ওঁদের কথা শুনতে পাচ্ছে না কেউ। দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিলেন অ্যাডমিরাল। যে-সব দেশের ভেতর দিয়ে আঙ্কেলকে নিয়ে যেতে হবে, সে-সব দেশের সিকিউরিটি চীফকে তাঁর আসল পরিচয় না জানিয়ে উপায় নেই। অদ্ভুত একটা কঠিন দৃষ্টি ফুটে উঠল অ্যাডমিরালের চোখে। কর্নেলের দিকে কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'কথাটা এখন আপনাকে জানানো যেতে পারে। রানা আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, কাজেই আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। রানা সোভিয়েট পলিটব্যুরোর একজন সিনিয়র

-স্যকে সাথে করে আনছে। তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যেতে হবে। সোভিয়েট পলিটব্যুরোর এই সিনিয়র সদস্যর আসল পরিচয়, তিনি জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ…'

'হোয়াট!' চাপা গলায় আঁতকে উঠলেন কর্নেল। 'কে.জি.বি চীফ?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক সেকেন্ড স্থিরদৃষ্টিতে অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ঝট করে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। তারপর লম্বা পা ফেলে সোজা এগিয়ে গেলেন চীফ কন্ট্রোলারের দিকে।

চীফ কন্ট্রোলারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, লোকটা দীর্ঘকায়, ক্লিনশেভ্‌ন, চোখে ঠাণ্ডা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কর্নেলকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ তুলে তাকাল সে।

'কন্ট্রোলার, কোন উপায় নেই, জেটটা যাতে ল্যান্ড করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনার।'

'অসম্ভব, কর্নেল!'

পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে কন্ট্রোলারের ডেস্কের ওপর রাখলেন কর্নেল। 'এর অর্থ হলো, জেটের পাইলটকে আপনি পথ-নির্দেশ দিয়ে ল্যান্ড করাবেন। ঘোষণা করা হয়নি, কিন্তু এখন এটা জাতীয় পর্যায়ের জরুরী অবস্থা। নাকি আপনি একটা ভীতুর ডিম?' একেবারে নরম সুরে কথাগুলো বললেন তিনি।

'আপনি আমাকে অপমান করছেন!' প্রায় ফেটে পড়ল কন্ট্রোলার।

'সময় মত সেজন্যে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব—যখন আপনি নিরাপদে নামিয়ে আনবেন জেটটাকে।'

'আমি বড়জোর চেষ্টা করে দেখতে পারি…'

'তারচেয়ে একটু বেশি করুন—সফল হোন।'

নিচের দিকে নাক করে নেমে আসছে জেট।

মিলান কন্ট্রোলার অনবরত কথা বলছে রানার সাথে। রাডার স্ক্রীনে ছোট্ট, অস্পষ্ট একটা পতনশীল আলোর বিন্দুর মত দেখতে পাচ্ছে সে জেটটাকে। ডেস্কের কিনারা ধরা হাতটা রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে। বুকের ভেতর দমাদম পড়ছে হাতুড়ির বাড়ি। তার ঠিক পিছনেই নিরেট পাথরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন কর্নেল ও'হারা, তাকিয়ে আছেন রাডার স্ক্রীনের খুদে আলোটার দিকে। তিনটে প্রাণীকে নিয়ে চরম বিপজ্জনক মুহূর্তগুলো পেরোচ্ছে ওরা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল, কাঁধ দুটো ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, দু'সারি দাঁতের ফাঁকে একটা চুরুট, অনেক আগেই নিভে গেছে।

কো-পাইলটের সীটে শান্তভাবে বসে আছে রূপা। এরই মধ্যে জেনারেল তুর্গেনিভের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সে। এই রকম চরম বিপদে রূপাকে একেবারে মাটির পুতুল হয়ে বসে থাকতে দেখে অবাকই হয়েছেন জেনারেল।

ইতোমধ্যে নিজের সীট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রূপার কাঁধ চাপড়ে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু জেনারেলের একটা চোখ সারাক্ষণ স্থির হয়ে আছে অলটিমিটারের কাঁটার ওপর। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি অনুভব করল ওরা। প্লেনের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করেছে। ঝাপসা আলোর সারি দেখা গেল প্লেনের দু'দিকে, বিপুল গতিতে পিছন দিকে ছুটছে। ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এল জেটের গতি, এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা সবাই খুলে ফেলল যার যার সীটবেল্ট। নিজের সীটের ওপর ঝট করে ঘুরে বসল রানা, হাত বাড়িয়ে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল স্টেন গানটা।

'শুয়ে পড়ুন, মেঝেতে শুয়ে পড়ুন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে রূপার। 'কি ব্যাপার, রানা?'

'অনেক বেশি গাড়ি আসছে...'

'হুঁ,' কেবিনের মেঝে থেকে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'এবং সন্দেহ নেই, সোভিয়েট স্যাটেলাইট বুখারেস্টের মাধ্যমেই আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করেছে ওরা।'

ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের ঘড়িতে বেলা একটা সাতান্ন মিনিট, কিন্তু বাইরে প্রায় সাঁঝ রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল গাড়িগুলোকে। মিছিল করে এগিয়ে আসছে প্লেনের দিকে কয়েকটা ফায়ার ট্রাক, তিনটে অ্যাম্বুলেন্স, একটা আর্মার্ড ট্রাক। এই আর্মার্ড ট্রাকে করেই জেনারেল তুর্গেনিভকে ওদের সেই গোপন আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হবে।

সবার আগে পৌঁছুল আর্মার্ড ট্রাক। ট্রাকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্লেনটা। ধীর গতিতে এগিয়ে এসে প্লেনের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাঝখানে শুধু অটোমেটিক মই নামাবার মত জায়গা আছে। বোতামে চাপ দিল রানা, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা। ওদিকে ট্রাক থেকে নিচে নেমে পড়েছে সামরিক পোশাক পরা ড্রাইভার। মইয়ের ওপর টর্চের আলো ফেলল সে।

'টর্চ ফেলে দাও!' ইতালিয়ান ভাষায় গর্জে উঠল রানা।

বিস্ময়ে ও আতঙ্কে থতমত খেয়ে গেল ড্রাইভার। সাথে সাথে হাত থেকে ফেলে দিল টর্চটা। স্টেন দেখিয়ে মই বেয়ে ওপরে উঠতে বাধ্য করল তাকে রানা। 'বের করো, তোমার আইডেনটিটি কার্ড দেখব।'

'আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছি,' প্রতিবাদ করল লোকটা। 'ট্রুপস গিজগিজ করছে এয়ারপোর্টে...' প্রতিবাদে কান না দিয়ে আইডেন্টিটি কার্ডটা পরীক্ষা করল রানা। বলল, 'ট্রাকের সামনে বসব আমরা—তিনজনই। তুমি পথ দেখাবে, ড্রাইভ করব আমি।'

'সামনে জায়গা কোথায়! পিছনে সশস্ত্র গার্ড আছে আপনাদের জন্যে...'

তরতর করে মই বেয়ে নিচে নেমে এল রূপা, মইয়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে জেনারেল তুর্গেনিভের জন্যে অপেক্ষা করছে। কোন তাড়াহুড়ো সন্ত্রস্ত ভাব নেই ধীরে সুস্থে নামছেন জেনারেল। ব্রীফকেসটা এক হাতে বুকের সাথে সেঁটে ধরে আছেন। তাঁর ঠিক পিছনেই, গা ঘেঁষে নেমে আসছে রানা।

জেনারেলের হাত আর কোমর ধরে ট্রাকের সামনে উঠতে সাহায্য করল রূপা। পিছন পিছন নিজেও উঠল। ড্রাইভারকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল রানাও, তারপর সীট থেকে ঝুঁকে পড়ে খপ্ করে ধরে ফেলল ড্রাইভারের হাত, হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে নিল তাকে। ড্রাইভিং সীটে বসেছে রানা, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জানতে চাইল, 'কর্নেল ও'হারা—কোথায় তিনি?'

'কিন্তু আপনি···এটা আমার ট্রাক···' আবার আপত্তি জানাল ড্রাইভার।

'এত গাড়ি, কে বলবে কোন্‌টা শত্রু, কোন্‌টা মিত্র?' দ্রুত বলল রানা। 'বিপদ দেখলে আমি নিজে হাল ধরতে চাই, বুঝেছ? এখন, গাইড করো আমাকে। কর্নেল কোথায়?'

'সোজা টাওয়ারের দিকে চলুন···ওই ঝাপসা আলোগুলো দেখছেন? ওদিকেই···'

ইতোমধ্যে ট্রাক ছেড়ে দিয়েছে রানা। ফায়ার ট্রাক আর অ্যাম্বুলেন্সগুলো দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। একটুর জন্যে সংঘর্ষ হলো না, সাঁ করে বেরিয়ে গেল আর্মার্ড ট্রাক।

অদ্ভুত এক লোক! রানার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবল ড্রাইভার। কন্ট্রোলার অসম্ভব বলার পরও যে লোক জেট নিয়ে ল্যান্ড করে, সে অদ্ভুত নয় তো কি! প্যাসেঞ্জারটা কে? একটু ঝুঁকে জেনারেল তুর্গেনিভের দিকে তাকাল সে। রানা আর রূপার মাঝখানে বসে আছেন জেনারেল। ওভারকোটের কলার খাড়া হয়ে ঢেকে রেখেছে মুখটা, চেহারাটা দেখতেই পেল না সে। 'আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই ট্রাকের পিছনে ওঠার ব্যবস্থা করা হয়েছিল···' শুরু করল সে।

'এয়ারপোর্টে যদি কোন বিশেষ রিসেপশন কমিটি থাকে, তারাও আমাদেরকে ওই পিছনেই আশা করবে, সামনে নয়,' শান্তভাবে বলল রানা। 'এখন কোন্ দিকে?'

'ওই যে দুটো আলো জ্বলছে আর নিভছে, ওই দুটোর মাঝখান দিয়ে যেতে হবে···'

একেবারে ঝাপসা, কোন রকমে দৃষ্টিগোচর হলো আলো দুটো, কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে জ্বলছে আর নিভছে। ঘন তুষারপাত হচ্ছে বাইরে, বিশ গজ দূরের জিনিস ভাল করে দেখা যায় না। রূপার কোলের ওপর পড়ে রয়েছে একটা স্টেন আর একটা পয়েন্ট থ্রী-এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। আর্মার্ড ট্রাকের পিছন পিছন আসছে তিনটে অ্যাম্বুলেন্সের একটা, আর্মার্ড কারের ভারী যান্ত্রিক আওয়াজে সেটার শব্দ চাপা পড়ে গেছে। ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানল না রানা।

কাছাকাছি এসে ঝাপসা আলোর বিন্দু দুটোকে বড়সড় সার্চলাইট বলে চিনতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। দুটো সামরিক যানের মাথায় ফিট করা রয়েছে ওগুলো। গাড়ি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, আর্মার্ড কারটা যাতে এগিয়ে যেতে পারে। আরও কাছাকাছি এসে রানা দেখল, গাড়ি দুটোর পিছনে ও দু'পাশে অস্পষ্ট অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য

যানবাহন—পুলিস কার, মটরসাইকেল, ও আরেকটা আর্মার্ড কার, ও যেটা চালাচ্ছে হুবহু সেটার মতই। হেডলাইটের আলোয় কয়েকজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গতি মন্থর করে আনল রানা। একজনকে দেখে মনে হলো কর্নেল ও'হারা, আরেকজন বোধহয় অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। রানার ডান দিকে, কাছাকাছি, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কন্ট্রোল টাওয়ার। এদিকটায় বেশ অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, কিংবা হয়তো পাতলা হয়ে আসছে তুষারপাত। ব্রেক কষে আর্মার্ড ট্রাক থামাল ও। পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাম্বুলেন্সটাও। ওটার কালো আর্মার্ড ট্রাকের পিছনের দরজার ওপর স্থির হয়ে আছে।

আর্মার্ড ট্রাক থামতেই পিছনের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। ভেতর থেকে লাফ দিয়ে নামতে গেল চারজন সিক্রেট পুলিস, দৌড়ে ট্রাকের সামনে যেতে চায় ওরা। ওদের মধ্যে কেউ লাফ দিয়েছে, কেউ দিতে যাচ্ছে, এই সময় মেশিন গানের বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল এয়ারপোর্ট। দু'পাট খোলা আর্মার্ড ট্রাকের পিছনের দরজা, ভেতরে ঢুকছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। আত্মরক্ষার কোন সুযোগই পেল না চারজন সিক্রেট পুলিস, প্রথম ঝাঁক বুলেটই ঝাঁঝরা করে দিয়েছে ওদেরকে। যেমন হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে গেল মেশিন গান। তারপর গর্জে উঠল ইঞ্জিন, ব্যাক করে লাশগুলোর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স।

একটা সার্চলাইট ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্নেল ও'হারা, মুহূর্তমাত্র নষ্ট না করে হাতে ধরা ওয়াকি-টকিটা মুখের সামনে তুলে দ্রুত নির্দেশ দিতে শুরু করলেন তিনি। ঘুরে গেল একটা সার্চলাইট, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো সোজা গিয়ে পড়ল অ্যাম্বুলেন্সটার ওপর। তারপর যেন ভোজবাজির মত হাজির হলো একটা লাইট ট্যাঙ্ক, হেলেদুলে দ্রুত গতিতে ছুটল নাক বরাবর অ্যাম্বুলেন্সটার দিকে। সংঘর্ষের আওয়াজটা তেমন জোরাল হলো না, আড়াআড়িভাবে কাত হয়ে পড়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স। উল্টে পড়া গাড়িটা থেকে মাত্র একজন লোক গড়িয়ে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা সামনের দিকে দৌড়াল সে। ট্যাঙ্ক মেশিন গান থেকে ছুটে এল এক ঝাঁক বুলেট। সুতোয় যেন বাঁধা ছিল লোকটা, টান পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল শূন্যে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল কংক্রিটের মেঝেতে, স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

খপ্ করে স্টেনটা তুলে নিয়েই জানালা দিয়ে মাজল বের করে দিল রানা। 'নোড়ো না কেউ!' সতর্ক করে দিল ও। আরেক দিকের জানালা দিয়ে রূপা ও তার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের নল বের করে দিয়েছে। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল, কর্নেল ও'হারার দিকে পিস্তল তাক করে আছে সে।

'বেরিয়ে আসুন, এদিকের দরজা দিয়ে!' রুদ্ধশ্বাসে বললেন কর্নেল। 'কুইক!' পরমুহূর্তে ওয়াকি-টকিতে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি।

সার্চলাইটের আলো কমতে শুরু করল। এই সময় আর্মার্ড ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ওরা। দু'জোড়া হাত এগিয়ে এল, ওদেরকে ঠেলেঠুলে

তুলে দিল দ্বিতীয় আর্মার্ড ট্রাকে। ঘটাং করে আওয়াজ হলো একটা, বন্ধ হয়ে গেল ট্রাকের দরজা। একটা সুইচ অন করলেন কর্নেল, আলোকিত হয়ে উঠল আর্মার্ড ট্রাকের ভেতরটা। রূপার হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়ে দিলেন তিনি। রানার দিকে তাকালেন। তাকালেন জেনারেল তুর্গেনিভের দিকে। তারপর জানতে চাইলেন, 'কফি?'

'একশোবার—আগুনের মত গরম!' সাথে সাথে জবাব দিল রূপা। প্রচণ্ড শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে সে।

ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালার ফাঁকে দ্রুত আরেকবার জেনারেলের দিকে তাকালেন কর্নেল। 'এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব আমরা,' রানাকে বললেন তিনি। 'ওপরওয়ালাকে ধন্যবাদ যে তোমরা কেউ পিছনে ছিলে না…আগেই টের পেলে কিভাবে?'

'পাইনি,' বলল রানা। 'স্রেফ সন্দেহ হয়েছিল। মাত্র তিনজন মানুষ আসছি আমরা, একটা অ্যাম্বুলেন্সই যথেষ্ট—দুটোকেও নাহয় মেনে নেয়া যায়, কিন্তু তাই বলে তিন তিনটে অ্যাম্বুলেন্স? ট্রাকের সামনে রেডিও কমিউনিকেশন থাকলে আপনাকে আমি সাবধান করে দিতাম।' মৃদু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'এবং আপনার ভাষায়, ওপরওয়ালাকে ধন্যবাদ, এই জন্যে যে ট্রাকের পিছনটা বুলেট প্রুফ ছিল। আমার ঠিক পিছনেই বুলেটগুলো মাথা খুঁড়ছিল, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম।'

দ্রুত, লম্বা চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছে ওরা। উত্তেজনার মুহূর্তগুলো পেরিয়ে গেছে, শান্ত হয়ে আসছে পরিবেশটা। নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন জেনারেল তুর্গেনিভ, তাঁকেই সবচেয়ে শান্ত ও স্থির দেখাচ্ছে। 'চারজন লোককে হারিয়েছেন আপনি, কর্নেল ও'হারা,' বললেন তিনি। 'সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু সেই সাথে বলতে চাই, সবে মাত্র শুরু হলো…'

'আমি জর্জ হ্যামিলটন,' বাধা দিয়ে এই প্রথম মুখ খুললেন অ্যাডমিরাল, গম গম করে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছুবার পর যা কিছু বলার আমাকেই আপনার বলতে হবে। কিন্তু এখনই কর্নেল ও'হারাকে যদি কিছু নাম আর ঠিকানা দেন, কাজে লাগতে পারে—এইমাত্র যা ঘটল, তার প্রেক্ষিতে বলছি।'

'নিরাপদে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে দিন আমাকে, তার আগে কোন বিস্তারিত তথ্য নয়,' ঘন ভুরু জোড়ার ভেতর থেকে অ্যাডমিরালের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'সেটাই সাধারণ নিয়ম।' থামলেন তিনি, তাকালেন কর্নেলের দিকে। 'আপনার জন্যে নিয়মটা না হয় ভাঙছি আমি। মিলানে কে.জি.বি-র লোকদের কথা জানাতে পারি, কিন্তু সোভিয়েট মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কারও কথা জানতে চাইবেন না…' কর্নেল কিছু বলতে যাচ্ছেন দেখে হাত তুলে তাঁকে বাধা দিলেন জেনারেল। '…আমি জানি, এখানে ওরা অত্যন্ত শক্তিশালী একটা সংগঠন গড়ে তুলেছে। এও জানি, ওদের কথা আপনাদের জানা থাকলে আমার যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানো

সহজ আর নিরাপদ হয়ে উঠবে। কিন্তু তবু নিয়মের বাইরে কিছু করব না আমি। আপনি রেডি?'

ফোল্ডিং টেবিলের সামনে বসলেন কর্নেল। ফ্লাস্ক আর টেলিফোনটা সরিয়ে দিয়ে সামনে টেনে নিলেন প্যাড আর একটা বলপয়েন্ট কলম। নিশ্চয়ই জেনারেল তাঁর ব্রীফকেস থেকে নাম ঠিকানার একটা তালিকা বের করবেন, ভাবলেন তিনি। কিন্তু তার বদলে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন জেনারেল তুর্গেনিভ তারপর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দ্রুত আওড়াতে শুরু করলেন তথ্যগুলো।

অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে ছুটি আদায় করে নিল অ্যাসিস্ট্যান্ট এয়ার কন্ট্রোলার টনি বেবুন। টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এসে সোজা টেলিফোন বুদে ঢুকল সে। মিলানেরই একটা নাম্বারে ডায়াল করে বলল, 'আমি রুশো বলছি। এক হাজার তিনশো সাতান্ন ঘণ্টায় নিরাপদে ল্যান্ড করেছে জেট। প্যাসেঞ্জারদেরকে একটা আর্মার্ড ট্রাকে করে টাওয়ারে নিয়ে আসা হয়...'

'তারপর?'

'গুলি হয়েছে, কিন্তু প্যাসেঞ্জার আহত হয়নি...'

'ঠিক জানো?'

'টাওয়ার থেকে সব দেখেছি,' বলল বেবুন। 'ওরা আরেকটা আর্মার্ড ট্রাকে তুলে নিয়েছে প্যাসেঞ্জারকে, এখুনি সেটা রওনা হবে...'

'কি করতে হবে তা তো তুমি জানোই!'

'জানি...'

'করো।'

মেইন এয়ারপোর্ট গেট দিয়ে প্রথমে বেরিয়ে এল তিনটে মোটরসাইকেল, প্রত্যেক আরোহীর কাঁধের সাথে ঝুলছে অটোমেটিক রাইফেল। ষাট সেকেন্ড পর গেটে দেখা গেল দুটো পুলিস কার। ঠিক পিছনেই রয়েছে আর্মার্ড ট্রাক। সেটার পিছনে আরও একটা পুলিস কার। জানুয়ারির প্রথম দিকের একটা বিকেল, রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। এয়ারপোর্টের মেইন গেটের কাছাকাছি শুধু দাঁড়িয়ে আছে একটা রেনোয়া।

গাড়িতে বসে এয়ারপোর্টের গেটের দিকে সতর্ক চোখ রেখেছিল টনি বেবুন, মোটরসাইকেলগুলোকে দেখেই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার।

গাড়ির মিছিলটা দক্ষিণ দিকে চলে গেল। খানিক অপেক্ষা করে রেনোয়া নিয়ে রওনা হলো টনি বেবুন। 'বোধহয় জেনোয়ার দিকে যাচ্ছে ওরা,' বিড় বিড় করে বলল সে। তার মানে, অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে। দূরে দেখা গেল পিছনের পুলিস কারের লাল টেইল লাইট। সেটাকে চোখে চোখে রেখে অনুসরণ শুরু করল সে।

চোদ্দশো পঁয়ত্রিশ ঘণ্টায় জেনোয়া অভিমুখে রওনা হয়েছে কর্নেল ও'হারার

কনভয়। কিন্তু কর্নেল নিজে উপস্থিত রয়েছেন এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি রুমে। রেডিও যোগে তাঁকে জানানো হলো, একটা রেনোয়া গাড়ি অনুসরণ করছে কনভয়টাকে। পিছনের পুলিস কার থেকে নাইট গ্লাসের সাহায্যে গাড়িটাকে দেখা গেলেও ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছে না। সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিয়ে ট্রান্সিভারের সুইচ টিপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন, তারপর নতুন ওয়েভ ব্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত কথা বলতে শুরু করলেন কর্নেল।

চোদ্দশো পঞ্চাশ ঘণ্টা। মিলান এয়ারপোর্টের প্রবেশ পথ দিয়ে বেরিয়ে এল আরেকটা আর্মার্ড ট্রাক। প্রথম ট্রাকটা দক্ষিণ দিকে গেছে, কিন্তু এটা চলল উত্তর দিকে। প্রথম আর্মার্ড ট্রাকের সঙ্গী ছিল অনেকগুলো গাড়ি, কিন্তু এটার আগে পিছে কোন গাড়ি নেই। তুষার ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে বিপজ্জনক গতিতে ছুটে যাচ্ছে ট্রাকটা। ড্রাইভিং সীটে বসে বারবার রিয়ার ভিউ মিররে তাকাচ্ছে রানা, নির্জন রাস্তা ছাড়া কিছুই দেখার নেই। 'কৌশলটা কাজে লেগে যেতে পারে,' পাশে বসে আছে রূপা, মন্তব্যটা তাকে উদ্দেশ্য করেই।

'আরও একটু আত্মবিশ্বাসী হতে বাধা কোথায়?' জানতে চাইল রূপা।

'এ-ধরনের কাজে সবচেয়ে খারাপটাই আশা করি আমি।'

ওদের পিছনে, আর্মার্ড দেয়ালের ওদিকে জেনারেল তুর্গেনিভের সাথে বসে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। কোলে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে চারজন সাইফার অপারেটর। রাশান জেনারেলকে আগের মতই প্রশান্ত ও সুস্থির দেখাচ্ছে, রূপার কাছ থেকে ধার করা আগাথা ক্রিস্টির বইটা পড়ছেন তিনি একমনে।

সতর্কতার সাথে দূরত্ব বজায় রেখে আর্মার্ড ট্রাকটাকে অনুসরণ করছে কঙ্গো। রেডিও কার নিয়ে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছিল সে, প্রথম আর্মার্ড ট্রাক এবং সেটার পিছু পিছু টনি বেবুনকে চলে যেতে দেখেও জায়গা ছেড়ে নড়েনি সে। টনির চেয়ে সিনিয়র সে, তাই ডাবল চেকের দায়িত্বটা তার কাঁধেই পড়েছে। কঙ্গোর মাথাটা বড়, বেঁটেই বলা চলে তাকে, গায়ে প্রচুর মাংস, চেহারায় দাঙ্গাবাজের ছাপ ফুটে আছে। 'সবুরে মেওয়া ফলে, ঠিক!' আপনমনে বিড় বিড় করছে সে। রেডিও কারের স্পীড বাড়িয়ে দিল এবার। রাস্তায় এখন অনেক গাড়ি দেখা যাচ্ছে, আর্মার্ড ট্রাকের আরও কাছে থাকলেও সন্দেহের কারণ হবে না সেটা।

অনেকক্ষণ পর আবার রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল রানা। ওদের সেই আগের আস্তানায় যাচ্ছে ওরা, চলেও এসেছে কাছাকাছি। রাস্তায় প্রাইভেট কার আর ট্রামের ভিড়, গতি কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে ও। আধ মিনিটও হয়নি, আবার রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল।

'বিপদ?' জানতে চাইল রূপা।

'বোধহয় ফেউ লেগেছে,' বলল রানা। 'একটা ট্যাক্সি।'

'কি করে বুঝলে? পিছনে তো হাজারটা ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে।'

'আমি যেটার কথা বলছি সেটা আমরা এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার একটু পর থেকেই পিছু পিছু আসছে।'

'ট্যাক্সিগুলো সব এক রকম দেখতে, ওটাকে তুমি আলাদাভাবে চিনছ কিভাবে?'

'ওটার বনেটের অর্ধেকটা তুষারে ঢাকা পড়ে আছে, বাকি অর্ধেকটা পরিষ্কার,' বলল রানা। 'কিছু বুঝলে?'

'গাড়ি নিয়ে কোথাও লুকিয়ে ছিল, গাড়ির অর্ধেক ছিল খোলা জায়গায় অর্ধেকটা আড়ালে।' চিন্তিত দেখাল রূপাকে। 'এখন তাহলে কি করব আমরা?'

'খসাতে হবে...'

রিস্টওয়াচ দেখল রূপা। 'সাড়ে তিনটে। পাঁচটা পাঁচে ছাড়বে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। জেনারেলের চেহারা বদল করতেও সময় লাগবে আমার। শহরময় ওকে ধাওয়া করে বেড়াবার মত সময় নেই আমাদের হাতে।'

'তার বোধহয় দরকার হবে না,' বলল রানা। একটা ইন্টারসেকশনের দিকে ছুটছে ট্রাক। সামনের রাস্তা একেবারে ফাঁকা হঠাৎ ট্রাকের স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা।

ডান দিকে চোখ পড়তেই ছ্যাঁৎ করে উঠল রূপার বুক। 'রানা, সাবধান! ট্রাম!'

একটা নয়, দুটো নয়, ট্রামের বিরাট একটা মিছিল ইন্টারসেকশন পেরোচ্ছে। স্পীড কমাবার এখন আর কোন উপায় নেই, ট্রাক থামাবার চেষ্টা করলেও সেটা ইন্টারসেকশনের ওপর গিয়ে থামবে। অবশ্য থামবে বলে স্পীড বাড়ায়নি রানা। পায়ের চাপে অ্যাকসিলারেটরটা গাড়ির মেঝের সাথে সেঁটে গেছে। দু'চোখে আতঙ্ক আর অবিশ্বাস নিয়ে রূপা দেখল, তার জানালার ঠিক সামনেই গর্জন করছে মিছিলের প্রথম ট্রামটা। ট্রামের ড্রাইভার উন্মত্তের মত বেল বাজাচ্ছে, লোকটার বিস্ফারিত চোখ দুটো দেখতে পেল রূপা। প্রচণ্ড গর্জন তুলে ছুটে চলেছে ট্রাক।

স্তম্ভিত পথিকরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সবাই। দু'একজন হাত চাপা দিল চোখে। ঢং ঢং বাজছে ট্রামের বেল। সংঘর্ষ এড়ানো গেল না বুঝতে পেরে ড্রাইভার দু'হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরল। সামনে তাকিয়ে আছে রানা, এখনও মেঝের সাথে চেপে রেখেছে অ্যাকসিলারেটর। ট্রাকের পিছনে বসা চারজন সাইফার অপারেটর বেলের আওয়াজ শুনে যার যার সীটের হাতল আঁকড়ে ধরল। ট্রাম ড্রাইভার অবিশ্বাস ভরা চোখে দেখল, আর্মার্ড ট্রাকের পিছনটা এক ঝলক আলোর মত স্যাঁত্ করে বেরিয়ে গেল তার সামনে দিয়ে। ফুল স্পীডে ছুটে চলেছে ট্রাম।

আচমকা ব্রেক কষল কঙ্গো, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রেডিও কার। সীট বেল্ট বাঁধা না থাকলে উইন্ডস্ক্রীন ভেঙে ছিটকে রাস্তায় পড়ত সে। হেরে গিয়ে নিজের ওপরই রেগে গেছে, অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে। সামনে ট্রামের মিছিল, ওপারের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অসহায়ভাবে অপেক্ষা করছে সে।

বাঁক নিয়ে পরিচিত গলির ভেতর ঢুকল রানা। এই গলিতে ঢোকার রাস্তা এই একটাই, এটা ছাড়া বেরিয়ে যাবারও কোন রাস্তা নেই। গতি কমিয়ে এনেছে ও, কিন্তু এখনও ঝড়ের বেগে ছুটছে ট্রাক। মাইক্রোফোনটা ধরে মুখের সামনে নিয়ে এল ও। 'রকো কামিং ইন···রকো কামিং ইন···' কর্নেল ও'হারার কোড-ওয়ার্ডগুলো দ্রুত আওড়াচ্ছে ও।

ট্রাক ছুটছে, কিন্তু সামনের প্রকাণ্ড গেটটা এখনও বন্ধ। ঢোক গিলল রূপা। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি। 'ট্রাক থামাও!' তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণের মত শোনাল তার গলা।

'গলির মুখে এলেই দেখে ফেলবে···'

গেটটা এখনও বন্ধ। বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে আসছে সেটা ওদের দিকে। দ্রুত, বিরতিহীন ওয়ার্নিং মেসেজ আওড়াচ্ছে রানা। শেষ রক্ষা বুঝি হলো না, দরজার হাতল ধরে লাফ দিয়ে নিচে পড়ার জন্যে তৈরি হলো রূপা। আর মাত্র পাঁচ মিটারের মত বাকি, এই সময় খুলতে শুরু করল গেট। রকেটের মত গেট পেরিয়ে এল ট্রাক, উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়তেই রানা দেখল, কর্নেলের লোকজন আবার বন্ধ করে দিয়েছে গেট।

সামনে থেকে শেষ ট্রামটা চলে যাবার পর আবার এগোল কঙ্গো। ইন্টারসেকশন পেরিয়ে এসে গতি কমাল সে, ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে কোথাও আর্মার্ড ট্রাকটাকে দেখতে পেল না। কয়েকটা গলিতে ঢুকে তল্লাশিও চালাল, তারপর নিরাশ হয়ে ফুটপাথের ধারে গাড়ি থামিয়ে কথা বলল মাইক্রোফোনে।

'রোম থ্রী কলিং···রোম থ্রী কলিং···প্যাসেঞ্জারকে নামানো হয়েছে। রিপিট প্যাসেঞ্জারকে নামানো হয়েছে। কোথায় জানি না। কোথায় জানি না···'

'কোত্থেকে বলছ?' ছোট একটা গ্যারেজ থেকে পাল্টা প্রশ্ন করা হলো। এই গ্যারেজ থেকে রেডিও কার ভাড়া দেয়া হয়।

'ভায়া পিসানি···'

'তাহলে মিলানো সেন্ট্রালেই যাবে ওরা। এখুনি রওনা হয়ে যাও। প্যাসেঞ্জারদের জন্যে অপেক্ষা করো ওখানে।'

দশ

চোদ্দশো পঁয়ত্রিশ ঘণ্টায়, যখন কর্নেল ও'হারার কনভয় মিলান এয়ারপোর্ট ত্যাগ করছিল, ঠিক তখন হেঞ্জ বোলচাকের পাসপোর্ট নিয়ে সুইস এয়ারের চারশো তেত্রিশ নম্বর ফ্লাইট থেকে জুরিখ এয়ারপোর্টে নামল কর্নেল রুবল। জুরিখে তখন তুষার ঝড়ের মাতামাতি চলেছে।

প্লেন থেকে আর যারা নামল তাদের মধ্যে কর্নেলের সহকারী বাডি

রিমলারও রয়েছে, তবে সে ভ্রমণ করছে আলাদাভাবে, দু'জন পরস্পরকে সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গেছে, যেন চেনেই না। পাসপোর্ট কন্ট্রোলে সুইস অফিসাররা স্বভাবসিদ্ধ সতর্কতার সাথে কাগজ-পত্র পরীক্ষা করল। কর্নেল রুবলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন অফিসার, শক্তিশালী কাঠামোর কর্নেলকে খুঁটিয়ে দেখছে সে। তারপর চোখ নামিয়ে পাসপোর্টের দিকে তাকাল।

'আপনার চশমাটা দয়া করে একবার নামাবেন, প্লীজ?' নরম গলায় অনুরোধ করল অফিসার।

'অবশ্যই। দুঃখিত...' মৃদু হেসে বলল কর্নেল।

পাসপোর্টের ফটোতে চশমাটা নেই। সেটা নামাতেই পাসপোর্টের ছবির সাথে রক্ত-মাংসের চেহারা হুবহু মিলে গেল। কিন্তু চশমাটা না থাকায় অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কর্নেলের চোখ দুটো। ভয়ঙ্কর অন্তর্ভেদী এক জোড়া চোখ, যা আগে কখনও দেখেনি অফিসার। অন্তর্ভেদী, কিন্তু দৃষ্টিতে রাজ্যের শূন্যতা, মণি দুটো যেন পাথরের তৈরি, স্থির হয়ে আছে। কর্নেল লক্ষ করল, আর সব আরোহীর মত তারও নাম, বাড়ির ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি লিখে নিল অফিসার। তার জানার কথা নয়, সমস্ত এন্ট্রি পয়েন্টে কর্নেল লিওন মেঙ্গার যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, এটা তারই প্রথম ফলশ্রুতি।

'ধন্যবাদ, মি. বোলচাক। সুইজারল্যান্ডে আপনি কি অনেক দিন থাকবেন বলে ভাবছেন?'

'এক, কি বড়জোর দু'দিন। তারপর আমি জার্মানী চলে যাব...'

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিল কর্নেল রুবল। ট্যাক্সিতে ওঠার সময়, বেশ জোর গলায় ড্রাইভারকে বলল, 'ব্যুর অল্যাক হোটেল, প্লীজ।' লেদার সুটকেস নিয়ে পিছনের সীটে উঠে বসল সে।

এয়ারপোর্ট থেকে খানিক দূর এসে রিস্টওয়াচ দেখল কর্নেল রুবল। ড্রাইভারকে বলল, 'গাড়িটা একবার থামাও তো!'

ফুটপাথের পাশে ট্যাক্সি দাঁড় করাল ড্রাইভার।

'ভাবছিলাম,' শুদ্ধ জার্মান ভাষায় বলল রুবল, '... আচ্ছা, স্টেশনে গিয়ে এখন কি বনের ট্রেন পাওয়া যাবে? যদি পাওয়া যায়, আমি নাহয় পরে আবার ফিরে আসব জুরিখে...'

'সাড়ে তিনটের সময় জার্মানীর একটা ট্রেন আছে,' রিস্টওয়াচ দেখল ড্রাইভার। 'বোধহয় পৌঁছুতে পারব।'

'একটু তাড়াতাড়ি চালাও তাহলে, প্লীজ!'

জুরিখ হপ্টবাহানহফে পৌঁছে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল কর্নেল রুবল। লক্ষ করল, সাথে সাথে আরেকজন আরোহী পেয়ে স্ট্যান্ড ছেড়ে চলে গেল ড্রাইভার। স্টেশনের প্রকাণ্ড হলঘরে ঢুকল সে। একটা বুকস্টলের পাশ দিয়ে এগোবার সময় দেখল একজন লোক আপন মনে বই-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের উল্টোদিকের গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রুবল, পায়ে হেঁটেই পৌঁছুল হোটেল সুইজারহফে। রিসেপশন ডেস্কের

সামনে দাঁড়িয়ে রেজিস্ট্রেশনের জন্যে পাসপোর্ট বের করে দিল সে। বলল, 'বাথ সহ একটা ডাবল রুম রিজার্ভ করা আছে আমার জন্যে।'

কার্ড ইনডেক্স দেখে নিয়ে সবিনয়ে মাথা ঝাঁকাল রিসেপশনিস্ট। 'ইয়েস, মি. বোলচাক। ভিয়েনা থেকে রিজার্ভ করা হয়েছে আপনার কামরা। দুশো এক নম্বর...'

ধীরে সুস্থে নিজের নাম-ঠিকানা লিখছে কর্নেল রুবল, এই সময় রিসেপশনে ঢুকল বাডি রিমলার। স্টেশনে যে লোকটা বই-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিল তাকেও ঢুকতে দেখা গেল। কারও দিকে না তাকিয়ে শো-কেসে সাজানো জুয়েলারী দেখতে মগ্ন হয়ে পড়ল সে।

'কত নম্বর কামরা বললেন?' বাডি রিমলারকে শোনাবার জন্যে জানতে চাইল কর্নেল রুবল। 'দুশো এক?'

'ইয়েস, স্যার,' বলল রিসেপশন। 'পোর্টার আপনাকে নিয়ে যাবে।'

'তার আগে, একটা রেলওয়ে টাইমটেবল দেখাতে পারেন আমাকে?'

কাউন্টারের আরেক দিকে সরে গিয়ে টাইমটেবলটা চেক করছে কর্নেল রুবল, ওদিকে হোটেলের খাতায় নিজের নাম রেজিস্ট্রি করছে বাডি রিমলার। তৃতীয় লোকটা শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও। তারপর হঠাৎ, যেন কেউ কিছু না বুঝেই, তিনজনই পা বাড়াল লিফটের দিকে।

লিফটে আগে চড়ল পোর্টার, তার হাতে রয়েছে রুবল আর রিমলারের ব্যাগেজ। লিফট উঠতে শুরু করতেই তৃতীয় লোকটা পকেট থেকে তার কামরার চাবি বের করল। চাবির গায়ে খোদাই করা রয়েছে কামরার নম্বর—দু'শো সাত। তিনতলায় থামল লিফট। রিমলারের দিকে ফিরে পোর্টার বলল, 'আপনার কামরা চারতলায়—একটু অপেক্ষা করুন, প্লীজ। এক্ষুণি আসছি আমি।'

তৃতীয় লোকটা দুশো সাত নম্বর কামরায় ঢুকল, পোর্টারের সাথে করিডর ধরে এগিয়ে চলল কর্নেল রুবল। দুশো এক নম্বর কামরায় তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল পোর্টার। রিমলার প্রথমে নিজের কামরায় যাবে, পোর্টারকে বিদায় করে দিয়ে তিনতলায় নেমে এসে ঢুকবে দুশো সাত নম্বর কামরায়, কাজেই তাকে খানিক সময় দেয়া দরকার। বাথ আর বেডরুম পরীক্ষা করল রুবল। পনেরো মিনিট পর দরজা খুলে করিডরটা দেখে নিল। কেউ নেই। বেরিয়ে এসে তালা লাগাল দরজায়। দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল দুশো সাত নম্বর দরজার সামনে। আঙুলের উল্টোপিঠ দরজার গায়ে ঠুকে সাঙ্কেতিক শব্দ করল সে, সাথে সাথে উন্মুক্ত হয়ে গেল কবাট দুটো। ভেতরে ঢুকল রুবল। দরজাটা বন্ধ করে দিল রিমলার।

'সব রেডি?' দ্রুত জানতে চাইল রুবল, সময় নষ্ট করার ধাত নয় তার। চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কামরাটা। 'এখুনি আমি কয়েকটা সিগন্যাল পাঠাতে চাই।'

'আমি রেডি, স্যার।'

তৃতীয় লোকটার নাম অ্যাডলফ বয়লার। সুইজারল্যান্ড, বার্জলের

একজন ডেন্টিস্ট সে। বয়স ত্রিশ, গোঁফ জোড়া সরু, আচরণে ক্ষিপ্র একটা ভাব আছে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কালো একটা কেস খুলল সে। ভেতরে নিরীহদর্শন এক সেট ডেন্টাল ইকুইপমেন্ট রয়েছে। কিন্তু লুকানো বোতামে চাপ দিতেই ওপরের আবরণ সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল একটা টেলিস্কোপ এরিয়াল। কেসের ভেতর দিকে রয়েছে একটা ট্র্যান্সিভার। সকেটে প্লাগ ঢুকিয়ে দিতেই ট্র্যান্সমিশনের জন্যে সেট হয়ে গেল সেটা।

'দুটো সিগন্যাল এসেছে আপনার,' কর্নেল রুবলকে বলল সে। 'একটা মিলান, আরেকটা মস্কো থেকে।'

রিমলেস গ্লাসটা পরে নিল রুবল। মিলানের মেসেজটা ছোট—'নিরাপদে ল্যান্ড করেছে জন। হামলা ব্যর্থ হয়েছে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, আটলান্টিক এক্সপ্রেস যোগে রওনা হবে সে। মিলান থেকে এক হাজার সাতশো পাঁচ ঘণ্টায় ছাড়বে ওটা'। মেসেজটা রিমলারের হাতে দিল সে। বলল, 'আমরা সময় মতই পৌঁচেছি এখানে।'

মস্কোর মেসেজটা আরও ছোট। 'দরকার হলে জনকে শেষ করার জন্যে গোটা অ্যাপারেটাস ব্যবহার করো'। সই করা না হলেও, কর্নেল রুবল জানে মেসেজটা পাঠিয়েছে মার্শাল সুখনভ এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি তালিন। বুকের ভেতর ভাবাবেগের একটা দোলা অনুভব করল সে, কিন্তু বাইরে থেকে সেটা যাতে টের পাওয়া না যায় সেব্যাপারে সচেতন থাকল। জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভের কোড-নেম হলো জন। এবং জনকে খতম করতে পারা না পারার ওপর নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ পদোন্নতি। এ-ধরনের সুযোগ সারা জীবনে একবারই আসে। মার্শাল সুখনভের আশীর্বাদ যখন রয়েছে, জেনারেল তুর্গেনিভের অনুপস্থিতিতে কে.জি.বি চীফের পদটা পাওয়া অসম্ভব নয়। দ্বিতীয় মেসেজটাও রিমলারের হাতে দিল সে। যখন কথা বলল, কোন বিশেষ সুর বাজল না তার গলায়।

'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের সমস্ত স্যাবোটাজ ইউনিট এখন আমাদের অধীনে চলে এসেছে।'

'আশা করি অত দূর যেতে হবে না...'

দৃষ্টিতে রাজ্যের শূন্যতা নিয়ে রিমলারের দিকে তাকাল কর্নেল রুবল। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রিমলারের। দ্রুত বাথরুমে চলে গেল সে, কাগজগুলি পুড়িয়ে ফিরে এল তখুনি আবার। লন্ডনের নিলাম অনুষ্ঠান পরিচালনা সংস্থা সোথবির ক্যাটালগ থেকে তিন টুকরো কাগজ বের করল কর্নেল রুবল, অ্যাডলফ বয়লারকে দিল সেগুলো এই সিগন্যাল তিনটে খানিক আগে নিজের কামরায় বসে লিখেছে সে।

'প্রথমটা এনকোড করো, পাঠাও; তারপর দ্বিতীয়টা এনকোড করো, পাঠাও—এইভাবে।' স্যাবোটাজ চীফ রিমলারের দিকে ফিরল রুবল। 'ম্যাপটা দেখাও আমাকে।'

সুইজারল্যান্ডের একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ, নিজের কামরা থেকে নিয়ে এসেছে রিমলার। ভাঁজ খুলে ডাবল বেডের ওপর মেলা হলো সেটা। কলম

বের করল রুবল। ঝুঁকে পড়ল ম্যাপের ওপর। ম্যাপের দুটো জায়গায় দুটো বৃত্ত আঁকল সে, কিন্তু ম্যাপে কোন দাগ ফেলল না। 'এই দু'জায়গার যে-কোন এক জায়গায়, মিলান আর জুরিখের মাঝখানে, জনকে ধ্বংস করব আমরা,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে।

দ্বিতীয় জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আছে এখনও রিমলার। 'আমরা···ওখানে···সে-চেষ্টাও করব?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

'যদি দরকার হয়, হ্যাঁ। এরই মধ্যে আমি সতর্ক করে দিয়েছি আনডারম্যাটকে। ওই এলাকায় নরক ভেঙে পড়বে, সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না—জনকে শেষ করা নিয়ে কথা।'

ওরা কথা বলছে, ওদিকে কাজ শুরু করে দিয়েছে অ্যাডলফ বয়লার। সামনে একটা ঘড়ি নিয়ে বসেছে সে, তাতে সময় বেঁধে রেখেছে আড়াই মিনিট। কাছে পিঠে সুইস রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু তবু কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কর্নেল রুবল। গোপনে ট্র্যান্সমিটারে লোকেশন জানার জন্যে এক সাথে কাজ করছে এই রকম দুটো রেডিও-ডিটেকটর ভ্যানের জন্যে সময় লাগবে অন্তত পাঁচ মিনিট। দু'জায়গা থেকে প্লট রচনা করলে রেডিও ওয়েভের ক্রস-পয়েন্টটাই ইঙ্গিত দেয় কোথা থেকে আসছে ট্র্যান্সমিশনটা।

মেইন সোভিয়েট ট্র্যান্সমিটার এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, সেখানেই মেসেজগুলো পাঠানো হচ্ছে।

জুরিখ শহরটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে লিম্মাট নদী। নদীর পুব পাড় থেকে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে জুরিখবার্গ পর্যন্ত। জুরিখবার্গ হলো ঘন জঙ্গলে ঘেরা পাহাড় চূড়া, গ্রীষ্মকালে জুরিখবাসীদের অবসর বিনোদনের জায়গা। শীতকালে জুরিখবার্গে লোকজন দেখা যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে জুরিখবার্গের মেইন রোডে বড় একটা মোবাইল ক্যারাভ্যান দেখা যাচ্ছে।

প্রফেসর গ্রেগ উডসেন সুইজারল্যান্ডের একজন প্রখ্যাত মিটিওরোলজিস্ট, মোবাইল ক্যারাভ্যানে একাই রয়েছে সে। রোগা-পাতলা একহারা গড়ন তার, কথা বলে খুব কম। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, কিন্তু দেখে মনে হয় ষাটের কম হবে না। ক্যারাভ্যানে একটা শক্তিশালী এরিয়াল আছে, কিন্তু একটা বোতাম টিপে দ্রুত লুকিয়ে ফেলা যায় সেটা। শুধু এরিয়াল নয়, লুকানো একটা ট্র্যান্সমিটারও রয়েছে এখানে, সেটা দিয়ে ইউরোপের সবখানে সিগন্যাল পাঠানো সম্ভব।

হোটেল সুইজারহফ থেকে অ্যাডলফ বয়লারের প্রথম মেসেজ পাবার দু'মিনিট পর নিজের এরিয়াল লম্বা করে লং-ডিসট্যান্স ট্র্যান্সমিশন শুরু করল প্রফেসার গ্রেগ উডসেন। বয়লারের মত সে-ও তার ঘড়িতে আড়াই মিনিট সময় বেঁধে নিল। প্রথম সিগন্যালটা গেল মিলানে, দ্বিতীয়টা মস্কোয়। সবচেয়ে বড় হলো তৃতীয়টা, সেটা গেল আনডারম্যাটে।

হোটেল সুইজারহফের দুশো সাত নম্বর কামরায় বসে রিস্টওয়াচ দেখল কর্নেল রুবল। বিকেল চারটে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মিলান থেকে দীর্ঘ যাত্রায়

রওনা হবে আটলান্টিক এক্সপ্রেস, তার শেষ মন্তব্য আমস্টারডাম। মুচকি একটু হাসি দেখা গেল রুবলের ঠোঁটে। চিন্তার কিছু নেই। সুইজারল্যান্ডের ভেতর গোপন সোভিয়েট বেস এরই মধ্যে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

ভিয়েনায় চারটে বাজে। ডিউটি শেষ করে সোভিয়েট দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাইফার ক্লার্ক ফোবিন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিজে ফোক্সওয়াগেনের দিকে এগোল সে। প্রচণ্ড শীত, অবিরাম তুষার ঝরছে, কিন্তু এসব গায়ে মাখল না ফোবিন। তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে উঠে বসল সে। পরপর আটবার চেষ্টা করার পর স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। স্টীয়ারিং হুইলটা শক্ত করে ধরে গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

রাস্তায় যানবাহনের ভীষণ ভিড়, বোধহয় সেজন্যেই দু'একবার পিছন ফিরে তাকাল ফোবিন। কিন্তু পুরানো কালো বুইকটা দেখেও কোন অনুভূতি হলো না তার।

বুইকের সামনের সীটে বসে রয়েছে দু'জন লোক, এরাই হেঞ্জ বোলচাকের বাড়িতে গিয়েছিল। কর্নেল রুবলের নির্দেশে ফোবিনকে অনুসরণ করছে তারা।

দুটো কারণে নির্দেশটা দিয়েছে রুবল। এক, ভিয়েনা ত্যাগ করার আগে ফোবিনের হাতেই সীল করা এনভেলাপটা দিয়েছিল সে। দুই, রিমলারের কেনা জুরিখ ফ্লাইটের টিকেট দুটো ফোবিন দেখে ফেলেছিল। অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক রুবল, ঝুঁকি নেয়া পছন্দ করে না। ফোবিনকে অনুসরণ করতে বলার পিছনে অন্য কোন কারণ নেই, এ শুধু সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে।

মেইন পোস্ট অফিসের সামনে গাড়ি থামাল ফোবিন। পা টেনে টেনে ভেতরে ঢুকল সে। টেলিফোন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় নাম্বারটা উচ্চারণ করে লাইন চাইল। অপারেটর মেয়েটা কানে কম শোনে কিনা কে জানে, নাম্বারটা দ্বিতীয়বার শুনতে চাইল সে। রাগে পিত্তি জ্বলে গেল ফোবিনের। আশপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে আবার নাম্বারটা বলল সে।

'আপনাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে,' বলল মেয়েটা। 'আমি বুদ নাম্বার জানিয়ে...'

'দয়া করে শুধু "আপনার জুরিখ নাম্বার" বলবেন, কেমন?' পিছিয়ে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসল ফোবিন। উত্তেজনায় তার ভেতরটা টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তা বোঝার কোন উপায় নেই। কাঁচা লোক নয় সে, বসার জন্যে বেছে নিয়েছে খোলামেলা একটা জায়গা। কিন্তু কালো বুইকের লোক দু'জনকে দেখতে পায়নি সে। হলঘরের দূর প্রান্তে, একটা ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে তারা।

দশ মিনিট পর ফোবিনের দিকে তাকাল অপারেটর মেয়েটা। 'আপনার জুরিখ নাম্বারের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। তিন নম্বর বুদে চলে যান,' হৈ-হট্টগোলের মধ্যে উঁচু গলায় কথা বলতে হলো মেয়েটাকে, হলঘরের প্রায় সবাই শুনতে পেল তার কথা।

তিন নম্বর বুদটা হলঘর থেকে বেরিয়ে যাবার দরজার পাশে। ভেতরে ঢুকে দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে দিল ফোবিন। রিসিভার তুলে জার্মান ভাষায় দ্রুত কথা বলতে শুরু করল সে। 'এটা অত্যন্ত জরুরী কল। কালাহান বলছি। আমি কালাহান বলছি। পিটারসনকে চাই। আমি পিটারসনকে চাই। প্লীজ, জলদি করুন!'

'একটু ধরুন, প্লীজ...'

সুইস কাউন্টার এসপিওনাজের অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ কর্নেল স্যাবর একটু পরই লাইনে এলেন। 'হ্যালো?'

'আমি কালাহান...' নিজের কোড বলল ফোবিন।

'আমি পিটারসন।'

'দু'ঘণ্টা আগে খবরটা পেয়েছি আমি, কিন্তু এইমাত্র সময় পেলাম বেরিয়ে আসার। কচ্ছপ আসছে। জুরিখের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে সে...'

বুদের দরজাটা মজবুত, কিন্তু লোহার কব্জাগুলোয় মরচে ধরে গেছে। বাইরে থেকে একটু জোর খাটাতেই শব্দ করে ভেঙে গেল সেগুলো। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাবারও সময় পেল না ফোবিন, সরু লম্বা একটা ছুরির পাত হাতলের গোড়া পর্যন্ত ঢুকে গেল তার বাম শোল্ডার ব্লেডের নিচে। লাইনের অপরপ্রান্ত থেকে কর্নেল স্যাবর হুশ করে বাতাস ছাড়ার একটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলেন না। 'হ্যালো! হ্যালো!' বারবার ডাকলেন তিনি। কিন্তু আর কোন সাড়া পেলেন না ফোবিনের। লোকটার কপালে কি ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না তাঁর। কচ্ছপের অর্থাৎ কর্নেল রুবলের খবর দিতে গিয়ে চরম মূল্য দিতে হয়েছে তাকে।

টেলিফোন রেখে দিয়ে পায়চারি শুরু করলেন কর্নেল স্যাবর। দশ মিনিটও হয়নি, মি. মাসুদ রানার কাছ থেকে একটা মেসেজ পেয়েছেন তিনি। মি. রানা একজন সোভিয়েট নাগরিককে সাথে করে আনছেন, তিনি নাকি স্বয়ং কে.জি.বি চীফ জেনারেল তুর্গেনিভ! বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি এখনও, তার ওপর আবার একটা দুঃসংবাদ এবং মর্মান্তিক ঘটনা। পায়চারি থামিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। অপারেটরকে বললেন, 'কর্নেল মেঙ্গারকে চাই।'

এই মুহূর্তে কর্নেল মেঙ্গার দক্ষিণ সুইজারল্যান্ড, লুগানোর সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারে রয়েছেন। আগেই ঠিক হয়েছে, গটহার্ড রেলপথটার ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করবেন তিনি, আর উত্তর গটহার্ড রেলপথের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করবেন কর্নেল স্যাবর। আটলান্টিক এক্সপ্রেসের যাত্রা নির্বিঘ্ন করাই এর উদ্দেশ্য।

ফোনে যোগাযোগ হতেই কর্নেল স্যাবর বললেন, 'স্যার, এইমাত্র মি. রানার কাছ থেকে মেসেজ পেলাম, তাঁর প্যাসেঞ্জার স্বয়ং জেনারেল টিটি।'

আঁতকে উঠলেন কর্নেল মেঙ্গার। 'গড অলমাইটি...!'

'আরও একটা খবর। বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি, ঘণ্টা দুই আগে

জুরিখের দিকে রওনা হয়েছে কচ্ছপ।'

'বিস্তারিত আর কিছু?' দ্রুত জানতে চাইলেন কর্নেল মেঙ্গার।

'না। কথার মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে আমার সূত্র।'

'এই রকম সুযোগ,' বললেন কর্নেল মেঙ্গার, 'জীবনে বোধহয় আর আসবে না। সোভিয়েট রাশিয়ার গোটা আন্ডারগ্রাউন্ড স্যাবোটাজ অ্যাপারেটাস টিটির মত মস্ত একটা টার্গেটকে উপড়ে ফেলার জন্যে পানির ওপর ভেসে উঠবেই।' একটু বিরতি নিলেন তিনি। তারপর আরও শান্তভাবে বললেন, 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি, সারা দেশ জুড়ে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করে দাও। সমস্ত ছুটি বাতিল করা হলো।'

'ইয়েস, ও.কে.। গুড লাক।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন কর্নেল স্যাবর। তারপর নড়েচড়ে বসে তুলে নিলেন ফোনের রিসিভার। অনেকগুলো ফোন করতে হবে।

ফোবিন যতটুকু তাঁকে বলেছে, তা থেকে বোঝা যায়, রুবল নিশ্চয়ই প্লেনে করে জুরিখে এসেছে। কাজেই জুরিখ এয়ারপোর্টের সিকিউরিটির সাথে প্রথম যোগাযোগ করলেন কর্নেল স্যাবর।

'ভিয়েনা থেকে সুইস এয়ার ফ্লাইট নম্বর চারশো তেত্রিশে করে যারা এসেছে তাদের সবার নামের একটা তালিকা চাই আমি। জানতে চাই তারা এখন কে কোথায় আছে। এয়ারপোর্ট বাস চেক করো। ওই ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জারদেরকে নিয়ে গেছে যে-সব ট্যাক্সি সেগুলোর ড্রাইভারদের সাথে কথা বলো।...কখন চাই তালিকাটা? আধ ঘণ্টার মধ্যে, আমার টেবিলে।'

এগারো

মিলান। বিকেল চারটে। গোপন আস্তানায় বসে ইউরোপের কয়েকটি দেশের সিকিউরিটি চীফের কাছে কোড করা মেসেজ পাঠাল রানা। মেসেজগুলো আগেই তৈরি করা ছিল, অপারেটর ডেডরিককে শুধু ফেরুবিনের জায়গায় 'তুর্গেনিভ' বসাতে হলো।

মেসেজগুলো গেল জুরিখের কর্নেল স্যাবর, বিসবাদেনে জার্মান বি.এন.ডি-র জেনারেল ওয়ালথার ফিচার, এবং দান হাগেনে ডাচ কাউন্টার এসপিওনাজ চীফ জেনারেল পলটনের কাছে।

আর এক ঘণ্টা পর মিলান সেন্ট্রাল থেকে ছাড়বে আটলান্টিক এক্সপ্রেস।

ওদিকে নিজের বেডরুমে জেনারেল তুর্গেনিভের চেহারা বদল করার কাজে হাত লাগিয়েছে রূপা। জেনারেলের কাঁধে একটা ওভারঅল ফেলা রয়েছে, ধৈর্যের সাথে চেয়ারে বসে আছেন তিনি। রূপা তার ঘন গোঁফ ছেঁটে সরু করে দিয়েছে, বদলে দিয়েছে চুল ব্রাশ করার স্টাইল। সময় যত ঘনিয়ে

আসছে, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছে সবাই। কিন্তু জেনারেল তুর্গেনিভের মধ্যে কোনরকম চাঞ্চল্য নেই। রূপাকে তাঁর কেন যেন দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে, ওর সাথেই যা দু'একটা কথা বলছেন তিনি, সে-সব কথা থেকে বোঝা গেল ভদ্রলোক কাঠখোট্টা নীরস নন।

'তোমার যদি আমাকে ফিল্মস্টার বানাবার শখ হয়ে থাকে, সেটা ত্যাগ করো,' রূপাকে বললেন তিনি। আয়নায় চোখ রেখে মুচকি হাসলেন। 'নিজের চেহারা সম্পর্কে আমার কোন ভুল ধারণা নেই। যুবা বয়সেও আমি কোন সুন্দরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারিনি, এখন তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

দ্রুত হাত চলছে রূপার। 'আপনি হয়তো গ্রেগরি পেক হতে পারবেন না, কিন্তু আরেকটু যদি লম্বা হতেন, লী মারভিন হিসেবে সুন্দর উতরে যেতে পারতেন।'

'সে-ও তো একজন ভিলেন, আমার মত...'

হাতের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হলো রূপা, রাশান জেনারেল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছেন।

'আহ্, থামুন!' সহাস্যে অসহায় একটা ভঙ্গি করল রূপা। 'আরও অনেক কাজ বাকি যে!'

হাসি থামালেন জেনারেল। গম্ভীর, ভারী গলায় বললেন, 'ঠিক হ্যায়। এই বসলাম লক্ষ্মী ছেলে হয়ে। তা মা, আমার কথার জবাবটা যে এখনও দিলে না?'

'কি কথা?'

'ভুলে গেছ? এত রূপ নিয়ে অপরূপা তুমি এসপিওনাজে কেন এসেছ? সিনেমায় যাওনি কেন?'

'আপনি বাড়িয়ে বলছেন,' মৃদু গলায় বলল রূপা। 'তাছাড়া, কার কি ভাল লাগে সেটাও তো একটা ব্যাপার। আমার কাছে নিজের চেয়ে দেশ অনেক বেশি প্রিয়।'

একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন জেনারেল। রূপা এ-ধরনের একটা উত্তর দেবে তা যেন তিনি আশা করেননি। মেয়েটা যদি নিরাপদ ঘরে বসে কথাটা বলত, তিনি ভাবতেন, বাচাল মেয়ে, কাজের চেয়ে কথায় বড়। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। নিজের প্রাণের ওপর সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে এই অপারেশনে কাজ করছে মেয়েটা, এর কথা আর যাই হোক ফাঁকা বুলি হতে পারে না। মেজর জেনারেল রাহাত খানের ঋজু চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সন্দেহ নেই, জেনারেল রাহাত বেছে বেছে রত্ন কুড়িয়েছেন।

'এবার পোশাক...' বলল রূপা।

অল্প সময়ের মধ্যেও বিভিন্ন সাইজ আর স্টাইলের অনেকগুলো শীতকালীন পোশাক যোগাড় করে দিয়েছেন কর্নেল ও'হারা। ওগুলোর সাথে তিনটে ভিকুনা ওভারকোটও রয়েছে। একে একে কয়েকটা পোশাক গায়ে চড়িয়ে ট্রায়াল দিতে হলো জেনারেলকে। অবশেষে গাঢ় ব্লু রঙের একটা

বিজনেস স্যুট পছন্দ হলো রূপার। দু'নম্বর ভিকুনা ওভারকোটটা ফিট করল জেনারেলের গায়ে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন তিনি। একগাল শিশুসুলভ হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে। 'এই রকম রুচিশীলা সঙ্গিনী পেলে আমেরিকায় সময়টা আমার ভালই কাটবে বলে আশা করা যায়।'

'আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ট্রাভেল করব,' বলল রূপা। 'আপনি জর্জ টার্নার, শেল ইন্টারন্যাশনালের কর্মকর্তা। এই রকম একজন লোক আসলেও আছেন, কিন্তু তিনি এখন ভেনিজুয়েলায়। আটলান্টিক এক্সপ্রেস যেহেতু হল্যান্ডে যাচ্ছে, আর ওখানেই রয়েছে শেলের হেডকোয়ার্টার, তাই ওই লোকের ভূমিকা নেয়া বাস্তব সম্মত হবে। আর, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা ফার্স্ট-ক্লাসের যাত্রী হব। গোটা একটা স্লিপিং কার থাকছে আমাদের জন্যে।'

'বছর দশেক আগে হলে তোমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি বোধহয় দিতে পারতাম না...'

একটু হাসল কি হাসল না, আবার কাজের কথায় ফিরে এল রূপা। 'আপনার টাইটা কুঁচকে রয়েছে...' ব্যস্ত আঙুল দিয়ে টাইটা ঠিক করে দিল ও। 'আমরা অত্যন্ত ধনী দম্পতি, সেজন্যই এত দামী পোশাক-আশাক। রওনা হবার আগেই আপনার পাসপোর্ট তৈরি হয়ে যাবে...' আগেই জেনারেলের ফটো তুলে নিয়ে গেছে কর্নেল ও'হারার লোকেরা। হ্যান্ডব্যাগ থেকে দুটো টিকেট বের করে জেনারেলের হাতে গুঁজে দিল রূপা। 'টিকেট দুটো আপনার কাছেই থাকা উচিত।'

'আমাদের আবার টিকেটও দরকার হবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন জেনারেল।

'হবে, মিলানো সেন্ট্রালের ব্যারিয়ার পেরোবার জন্যে,' বলল রূপা। 'নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষের লোক থাকবে স্টেশনে, কাজেই সব কিছু নিয়ম মত, স্বাভাবিক হওয়া দরকার।' দরজা খোলার শব্দ হতেই বিদ্যুৎ গতিতে লাফ দিল ও, খোলা দেরাজ থেকে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা তুলে নিয়ে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল। জেনারেল তুর্গেনিভও পেটমোটা ভদকার একটা বোতলের গলা আঁকড়ে ধরে মাথার ওপর ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। দোরগোড়া থেকে দু'কোমরে হাত রেখে ওদেরকে লক্ষ করল রানা।

'মন্দ নয়,' মন্তব্য করল ও। 'দারুণ মানিয়েছে জেনারেলকে।' রিস্টওয়াচ দেখল ও। 'আর মাত্র পনেরো মিনিট সময় আছে—এক্সপ্রেস ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মিলানো সেন্ট্রালে পৌঁছুতে চাই আমরা।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

রানা চলে যেতেই দ্রুত কথা বলতে শুরু করল রূপা। 'আসলে আমি আপনাকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাব। এখন থেকে আমি যা বলব ঠিক তাই করবেন আপনি।' জেনারেলের হাতে ধরা ফোল্ডার দুটোর দিকে ইশারা করল ও। 'আমস্টারডাম পর্যন্ত টিকেট কেনা হয়েছে, কারণ জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে গেলে পুরোটা রেলপথ, সেই শিফল পর্যন্ত যেতে হতে পারে আমাদের। তবে

আশা করি, অতটা বিরূপ হবে না ভাগ্য। কোচ ফোর রিজার্ভ করা হয়েছে আমাদের জন্যে, পিছনের ওয়াগন-লিটটা—টিকেট ব্যারিয়ারের পরেই ওটাকে দেখতে পাব আমরা। কিন্তু আমরা চড়ব পরের ওয়াগন-লিটে, তারপর হেঁটে ফিরে আসব…'

'অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে…'

'আমি না। রানা।' চট করে জবাব দিল রূপা।

'রানা মানে, সেই বিখ্যাত মাসুদ রানা? রানা এজেন্সীর চীফ?'

'হ্যাঁ। আরেকটা কথা,' বলল রূপা, 'ছদ্মবেশ যতই নিখুঁত হোক, একজন মানুষকে চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, তার হাঁটার ভঙ্গি লক্ষ্য করা। তাই, হাঁটার ধরনটা আপনাকে বদলাতে হবে। শুরু করুন, আমি পরীক্ষা করব। খুব ভারিক্কি চালে লম্বা পা ফেলেন আপনি। ওটা বদলাতে হবে। নিন!' তাগাদা দিল ও। 'শুরু করুন! আর, হ্যাঁ, মনে রাখবেন, মিলান স্টেশনটাই হয়তো আপনার জন্যে ডেঞ্জার পয়েন্ট, আমরা ট্রেনে চড়ার আগে পর্যন্ত…'

চারটে পনেরো। মিলান স্টেশন।

আকারের দিক থেকে এই রেল স্টেশনের তুলনা চলে একমাত্র ফ্রাঙ্কফুর্ট হপ্টবাহানহফের সাথে। মার্বেলের কয়েকশো পিলার আর খিলানের ওপর ঢেউ খেলানো বিশাল ছাদ, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত দেখা যায় না। বাঁ হাতে একটা খবরের কাগজ নিয়ে নিরীহ ভালমানুষের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে বেন নেলসন। স্টেশনের আকার-আকৃতি দেখে শুধু তাক লাগেনি, ভয় ধরে গেছে তার মনে। অসংখ্য জায়গা রয়েছে যেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে স্নাইপার। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই, নিজেকে অভয় দেবার চেষ্টা করল বেন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে আয়োজনের কোন্ ত্রুটি করেননি কর্নেল ও'হারা। ইতোমধ্যে স্টেশনে ভিড় জমাতে শুরু করেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের আরোহীরা, এদের বেশিরভাগই ইতালিয়ান শ্রমিক, নিউ ইয়ার্স উপলক্ষে বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে কাজের জায়গা সুইজারল্যান্ড আর জার্মানীতে ফিরে যাচ্ছে—এদের সাথে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে উঠছে সাদা পোশাক পরা সাইফার অপারেটররা। তাছাড়াও স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র পুলিস, তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এবং বেন জানে, আশে-পাশের অফিসগুলোর উঁচু জানালায় দাঁড়িয়ে টেলিস্কোপ সাইট সহ রাইফেলধারী স্নাইপাররা তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে নিচের দিকে। বেনের হাতে যে খবরের কাগজটা রয়েছে, তারও একটা ভূমিকা আছে। প্রত্যেকটি পুলিস ও স্নাইপার জানে, কোন একটা বিশেষ দিক বা একজন বিশেষ লোককে চিহ্নিত করার জন্যে এটা সে ব্যবহার করতে পারে। তৈরি হয়েই আছে বেন, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লেই সঙ্কেত দেবে।

কিন্তু সন্দেহজনক একজন লোককে লক্ষই করল না বেন। লোকটার মাথাটা বড়, বেঁটেই বলা চলে, গায়ে প্রচুর মাংস। চেহারা দেখে গুণ্ডাপাণ্ডা বলে মনে হয়। এয়ারপোর্ট থেকে রানার আর্মার্ড ট্রাকটাকে এই কঙ্গোই

অনুসরণ করেছিল। টিকেট ব্যারিয়ারের কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছে সে। তাকিয়ে আছে ব্যারিয়ারের ওপারে। ওপারে দেখা যাচ্ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের ষোলোটা কোচ।

স্পেশাল ট্রেনিং নিতে দু'বার মস্কোয় যেতে হয়েছিল কঙ্গোকে, সেই সূত্রে কয়েকবারই জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভকে চাক্ষুষ করেছে সে। তার ধারণা, জেনারেলকে দেখলেই চিনতে পারবে সে, যতই কিনা ছদ্মবেশ চালানো হোক। স্টেশন ওয়ালক্লকের দিকে চোখ তুলে তাকাল সে। চারটে পঁয়ত্রিশ। আর ত্রিশ মিনিট পর আটলান্টিক এক্সপ্রেস ছাড়ার কথা।

মস্কো।

জুরিখ আর মিলানের চেয়ে দু'ঘণ্টা এগিয়ে থাকে মস্কো সময়। মস্কোয় এখন ছয়টা বাজে।

ক্রেমলিন।

উচ্চপদস্থ ইনফরমারকে খুঁজে বের করার জন্যে তিন সদস্যের যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেটা ভেঙে দেয়া হয়নি, তার কাজ বরং আরও বেড়েছে। কে.জি.বি চীফ জেনারেল তুর্গেনিভের জায়গায় নতুন সদস্য হিসেবে নেয়া হয়েছে আনাতোলি ফেরুবিনকে। মার্শাল সুখনভ চাপ দেয়ায় এরই মধ্যে কর্নেল রুবলকে মেসেজ পাঠিয়ে জানানো হয়েছে, জেনারেল তুর্গেনিভকে খতম করার জন্যে পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার গোটা অ্যাপারেটাস ব্যবহার করা যাবে। মজার ব্যাপার হলো, মধ্যপন্থী হিসেবে পরিচিত ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্টার আনাতোলি ফেরুবিন, কমিটির নতুন সদস্য, মার্শাল সুখনভের এই প্রস্তাবে সমর্থন দান করেন। তবে তিনি ভাষার মার-প্যাঁচ কষতে কার্পণ্য করেননি। বলেছেন, 'কর্নেল রুবল আপনার ব্যক্তিগত চর হিসেবে কাজ করছিল কে.জি. বি-তে, সে নিজের বসকেই যখন সন্দেহ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন ভয়ঙ্কর ভুলটা সংশোধনের দায়িত্ব তার কাঁধেই পড়া উচিত। যদি সফল হয়...'

কড়ে আঙুল দিয়ে নাকের পাশটা চুলকে নিয়ে গম্ভীর গলায় মার্শাল সুখনভ বলেছেন, 'হুঁ।'

কিন্তু আজকের বৈঠক আরও কঠিন একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছে। প্রসঙ্গটা তুললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি তালিন। 'পশ্চিম ইউরোপের কে.জি.বি এজেন্টদের ব্যাপারে কি করব আমরা?' চাপা, রুক্ষ গলায় জানতে চাইলেন তিনি। 'জেনারেল তুর্গেনিভের আশ্চর্য স্মরণশক্তির কথা আমাদের কারও অজানা নেই। পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত এজেন্টদের নাম-ঠিকানা মুখস্থ আছে তাঁর।' একটু বিরতি নিয়ে বললেন, 'আমি বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীর কথা ভাবছি।'

ইলেকট্রিক ঝাড়বাতির নিচে চকচকে লম্বা টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন ওঁরা। ঝাড়া এক মিনিট কেউ কোন কথা বললেন না। এটা একটা ভয়ঙ্কর প্রশ্ন, যার কোন উত্তর নেই; আবার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাবারও উপায়

নেই। দশ বছর আগে পশ্চিম জার্মানীতে রাশিয়ার চার হাজার গুপ্তচরের প্রায় সবাই ছিল স্থানীয় লোক, বিশ্বস্ততার পরীক্ষায় তারা টেকেনি বলে তাদের জায়গায় নতুন এজেন্ট নিয়োগ করা হয়। এই নতুন এজেন্টদের প্রায় সবাই পুব জার্মানীর লোক। এতগুলো লোককে বদল করার কাজটা খুব সহজ ছিল না। বিস্তর টাকা তো খরচ হয়েছেই, সেই সাথে খরচ হয়েছে প্রচুর শ্রম আর মেধা। গোটা ব্যাপারটা ছিল ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্নের মত। এই লোক বদলের মধ্যে ঝুঁকির পরিমাণও কম ছিল না। এখন আবার যদি সেই কাজে হাত দিতে হয়…। সন্দেহ নেই, তুর্গেনিভ নাম-ঠিকানা বলে দিলে জার্মান বি.এন.ডি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গোটা সোভিয়েট আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাপারেটাসের মূল উৎপাটন করবে। তুর্গেনিভ যে কাজটা সানন্দে করতে যাচ্ছেন, সে-ব্যাপারেও ওদের মনে কোন সন্দেহ নেই।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি তালিন। 'তুর্গেনিভ যদি পালাতে পারেন, সমস্ত এজেন্টকে সরিয়ে নেয়াই বোধহয় ভাল হবে। পরে তারা আবার না হয়, যদি পরিস্থিতি অনুমতি দেয়, পশ্চিম জার্মানীতে ফিরে যেতে পারবে। একজন এজেন্টকে ট্রেনিং দিতে পাঁচ পাঁচটা বছর সময় লাগে,' কথাটা তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

'প্রাথমিক ভাবে তাহলে ওদেরকে সতর্ক করে দেয়া দরকার, আপনি বলছেন?' মার্শাল জানতে চাইলেন।

'সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি, মার্শাল,' বললেন তালিন। 'এই বিষয়ের দায়িত্ব আমাদের সবার চেয়ে আপনার কাঁধেই বেশি পড়েছে।'

মার্শাল জানেন, এই চতুর লোকগুলোকে দিয়ে বড়শি গেলানো যাবে না, সমস্ত ব্যর্থতার দায় তাঁর ঘাড়েই চাপানো হবে। তুর্গেনিভ যদি পালায়, এজেন্টরা যদি ধরা পড়ে—এককভাবে দায়ী করা হবে তাঁকেই।

'ঠিক আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি। 'তাই হোক। তৈরি থাকতে বলা হোক ওদেরকে। দরকার মনে করলে যাতে সরে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।'

'আমি অবশ্য আশাবাদী,' বললেন আনাতোলি ফেরুবিন। 'কর্নেল রুবল যখন তুর্গেনিভকে খতম করার দায়িত্ব নিয়েছেন, অন্তত নিজের গত ভুল সংশোধনের জন্যে ব্যর্থ হওয়া উচিত হবে না তাঁর।'

'জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে।'

আর বারো মিনিট পর জেনারেল তুর্গেনিভকে নিয়ে স্টেশনে যাবে রানা, এই সময় কর্নেল স্যাবরের মেসেজটা পেল ও। কামরায় অ্যাডমিরালও রয়েছেন, রানার চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখে দ্রুত জানতে চাইলেন তিনি, 'কি ব্যাপার, রানা?'

নিঃশব্দে এগিয়ে এসে অ্যাডমিরালের হাতে মেসেজটা দিল রানা। সেটা পড়েই নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন তিনি। 'সর্বনাশ!'

'পুরোটা রেলপথ…' বলল রানা। 'গোটা ইউরোপ মাড়িয়ে হল্যান্ডে

যেতে হবে—একমাত্র শিফল এয়ারপোর্টই খোলা আছে এখনও। তার মানে, জেনারেলকে শেষ করার জন্যে আরও বেশি সময় পেয়ে যাচ্ছে কে.জি.বি।'

'কোন পরামর্শ আছে তোমার?' দ্রুত জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে আর কি করা যেতে পারে?'

'করার অনেক কিছুই আছে,' বলল রানা। চট করে দেখে নিল রিস্টওয়াচ। 'কর্নেলকে ধন্যবাদ, চারতলায় তিনি একটা স্ক্র্যাম্বলার ফোনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। রওনা হবার আগে পর্যন্ত ওই ফোনের সামনে আছি আমি। আরেকটা কথা, অ্যাডমিরাল···' ট্রেনে তোলার পর রাশান জেনারেলকে কিভাবে গার্ড দেয়া হবে সে-সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিল রানা। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চারতলায় ওঠার আগে কি মনে করে তিনতলা থেকে দোতলায় নেমে এল রানা। ওখানে একা বসে সিগারেট ফুঁকছে অ্যান্থনি পল—একেই সি.আই.এ থেকে ব্যাক-আপ-ম্যান হিসেবে ধার করেছেন অ্যাডমিরাল। পলকে একটা ল্যুগার নাইন-এমএম দেয়া হয়েছে, সেটা শেষবারের মত চেক করে পাশেই রেখে দিয়েছে সে। পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি লম্বা পল, মাথায় হালকা খয়েরী রঙের ঢেউ খেলানো চুল, চোখ দুটো নীল, বয়স তেত্রিশ। কথা শোনা বা বলার সময় প্রতিপক্ষের চোখে সরাসরি তাকিয়ে থাকে সে। কামরায় কেউ ঢুকল, বুঝতে পারলেও মুখ তুলে তাকাবার গরজ দেখাল না। তবে জানতে চাইল, 'বিপদ সঙ্কেত বাজতে শুরু করেছে বুঝি?'

'কেন বললে কথাটা?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'বাতাসে আমি বিপদের গন্ধ পাই,' অস্পষ্ট হাসি দেখা গেল পলের ঠোঁটে। 'তাছাড়া, পায়ের আওয়াজ শুনেও লোকের মনের অবস্থা টের পাই আমি। সিঁড়িতে তোমার পায়ের আওয়াজ শুনে মনে হলো, হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠেছে তোমার চিত্ত। বুঝলাম, নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ পেয়েছ।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'হ্যাঁ, দুঃসংবাদ। জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে। শিফল পর্যন্ত যেতে হবে আমাদের।'

'ঘেমে অস্থির হয়ে লাভ আছে কিছু?' পলের গলাটা নরম। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দেখাল তাকে। উত্তেজনায় টান টান রানার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বেরিয়ে এল কামরা থেকে। বাকি অল্প কয়েকটা মিনিট চারতলার ফোনের সামনে বসে কাটাল ও। প্রথম ফোন করল কর্নেল স্যাবরকে। সুইস কাউন্টার এসপিওনাজের অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ ওকে শুধু খারাপ খবরই দিতে পারলেন।

'হ্যাঁ, আবহাওয়াবিদরা বলছেন, আমাদের এয়ারপোর্ট অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ থাকবে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে খোলার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। এবং, অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, মি. রানা, আপনার জন্যে আরও একটা দুঃসংবাদ আছে।'

'শুনছি।'

'আমার বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে, কে.জি.বি-র কর্নেল রুবল এই মুহূর্তে জুরিখে রয়েছেন। তাঁকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু তাঁর চেহারার কোন বর্ণনা না থাকায় বেশি কিছু আশা করার নেই বোধ হয়।'

দু'সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'তুর্গেনিভকে খুন করার অপারেশনটা সে-ই বোধহয় পরিচালনা করছে...'

'কোন সন্দেহ নেই। আনডারম্যাটের কোন খবর, মি. রানা—আপনার এজেন্টের তরফ থেকে? ওটা একটা ডেঞ্জার পয়েন্ট হতে পারে। কারণ, গটহার্ড টানেলের মাথায় বসে রয়েছে আন্ডারম্যাট। আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে ওই টানেলের ভেতর দিয়েই যেতে হবে।'

'এখনও কোন খবর পাইনি,' বলল রানা। 'এসব ব্যাপারে সময় লাগে। কিন্তু মনে আছে তো, আমার এজেন্টকে আমি আপনাদের নাম্বার দিয়ে রেখেছি, সে তার পরিচয় দেবে লরা বলে। লরার কাছ থেকে কোন মেসেজ পেলে সাথে সাথে আমাকে তা জানাতে ভুলবেন না। মেসেজটা এমনিতে দুর্বোধ্য বা অতি সাধারণ, তাৎপর্যহীন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি পেলেই হয়তো ওটার গুরুত্ব বুঝতে পারব...'

এরপর রানা ফোন করল জার্মান বি.এন.ডি-র ওয়ালথার ফিচারকে। বিসবাদেনে অপেক্ষা করছেন তিনি। এর আগের মেসেজে রানা তাঁকে জানিয়েছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের আরোহী হবেন জেনারেল তুর্গেনিভ। খবরটা পেয়েই সম্ভাব্য সতর্কতা অবলম্বন করেছেন তিনি। এবারে সরাসরি রানার গলা শুনতে পেয়ে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'কয়েক মিনিটের মধ্যে বাজলের ট্রেন ধরতে যাচ্ছি আমি। কর্নেল স্যাবরের সাথে এরই মধ্যে কথা হয়েছে আমার। বাজল থেকে তোমরা জার্মানীতে ঢোকার পর, বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সিকিউরিটির সমস্ত দায়িত্ব আমার।...কি! কি বললে? রুবল জুরিখে? মাই গড! লক্ষণ ভাল নয়, রানা!'

'আমাদের সবার সতর্কতাও তার জন্যে খুব শুভ হতে যাচ্ছে না,' বলল রানা।

'আরেকটা কথা,' ওয়ালথার ফিচার বললেন, 'সোভিয়েটরা যখন বুঝতে পারবে যে তোমাকে আর ঠেকানো সম্ভব নয়, জেনারেল তুর্গেনিভকে নিয়ে নিরাপদে তাদের নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছ তুমি, তখন হয়তো ওরা জার্মানী থেকে ওদের সমস্ত কী-এজেন্টদের সরিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। তাই পুবের সাথে আমাদের বর্ডারকে সতর্ক করে দিয়েছি আমি। মজার ব্যাপার কি জানো? বর্ডার এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে বসার জন্যে এই দুর্যোগটা খুব সাহায্য করছে আমাদের লোককে। সমস্ত ক্রসিং পয়েন্টে ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে, একটাও ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।'

'যদি জেনারেল তুর্গেনিভকে ওদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারি আমরা, তবেই,' বলল রানা। 'তার আগে পর্যন্ত কি ঘটে না ঘটে কিছুই বলা যায় না। সে যাই হোক, এই সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, জেনারেল।'

'এ তোমার পাওনা, রানা,' ওয়ালথার ফিচার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আগেই জেনেছে রানা, কর্নেল মেঙ্গার লুগানোয় রয়েছেন। চিয়াসসোয় একটা বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্যে অনুরোধ করেছিল ও, সে-সম্পর্কে কতদূর কি করা হয়েছে জানতে চাইল। কর্নেল মেঙ্গার ওকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'কোন চিন্তা কোরো না। ওয়াগন-লিটের পিছনে একটা ফ্ল্যাট-কার জোড়া লাগানো হবে।'

দান হাগেন।

জেনারেল ম্যাক্স পলটন তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট মেজর জাঁ বেইলারের সাথে কথা বলছেন। সন্ত্রাসবাদী কংকাইট গ্রুপের সর্বশেষ গতিবিধি সম্পর্কে রিপোর্ট করছে মেজর। 'গুজব, সমস্তটাই গুজব, স্যার—নিরেট কোন তথ্যে আমি দাঁত বসাতে পারিনি এখনও।'

'কিন্তু সমস্ত গুজবই বলতে চাইছে, কংকাইট গ্রুপ হল্যান্ডে ঢুকছে, নয় কি?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক...'

এই সময় জেনারেল পলটনের ডেস্কে স্ক্র্যাম্বলার ফোনটা ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল। কলটা মিলান থেকে এসেছে। রিসিভার তুলে কথা বলতে শুরু করলেন জেনারেল পলটন।

চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকল মেজর বেইলার। রানার কোড করা সিগন্যাল আগেই পেয়েছে সে, জানে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে জেনারেল তুর্গেনিভ থাকবেন। ওদিকে জুরিখ এয়ারপোর্টও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তার মানে শিফল পর্যন্ত আসতে হবে ওদেরকে। শিফল এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে সাতশো সাত বোয়িং, ওতেই তুলে নেয়া হবে জেনারেল তুর্গেনিভকে—যদি তিনি বেঁচে থাকেন। পশ্চিম জার্মান যে তার পুবদিকের বর্ডার সীল করে দিয়েছে, সে-খবরও জানা আছে মেজরের।

'আমস্টারডামে দেখা হবে তোমার সাথে,' সব শেষে রানাকে বললেন জেনারেল পলটন। 'প্রয়োজন হলে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারব আমি। শেষ একটা কথা। টেক কেয়ার!'

ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল পলটন। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালেন তিনি। দূরে পার্লামেন্ট ভবন দেখা গেল। সাদা তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে ছাদটা। এইটুকুই, দুর্যোগের আর কোন লক্ষণ নেই। প্রচণ্ড তুষার ঝড় এখনও হল্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

'বেইলার?'

পিছন থেকে সাড়া দিল মেজর, 'জ্বি, বলুন?'

'খানিক আগে খবর পেয়েছি,' বললেন জেনারেল পলটন, 'সতেরো হাজার টনের রাশিয়ান ফ্রেটার সাইবেরিয়া সিক্সটি নাইন জার্মান বাইট-এ এইমাত্র হেলিগোল্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে গেছে। গভীর সাগর ধরে দক্ষিণ দিকে

যাচ্ছে ওটা। ডাচ উপকূল ছাড়িয়ে যেতে খুব বেশি সময় নেবে না।'

'তাই নাকি?' চীফ আসলে কি বোঝাতে চাইছেন ধরতে পারল না মেজর।

'কোথায় যাচ্ছে সাইবেরিয়া সিক্সটি নাইন?' জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলেন জেনারেল পলটন। 'কোথায়?'

চুপ করে থাকল মেজর। খানিক পর বলল, 'গভীর সাগরে যাচ্ছে? কিন্তু ওদিকে যে খবর পেলাম নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে?'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল জেনারেল পলটনের ঠোঁটে। 'সেখানেই তো রহস্য! দুর্যোগ আসছে জেনেও...'

জুরিখ। হোটেল সুইজারহফ। বিকেল সাড়ে চারটে। দুশো সাত নম্বর কামরায় বসে কর্নেল রুবলও খবর পেল জুরিখ এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

'তার মানে,' সহকারী বাডি রিমলারকে বলল সে, 'জনকে ওরা হল্যান্ডের শিফল পর্যন্ত নিয়ে যাবে। ঘটনাচক্রে সে যদি প্রাণ নিয়ে এখান পর্যন্ত আসতে পারে, তার জন্যে তৈরি থাকতে হবে আমাদের।'

আরও দুটো সিগন্যাল লিখল রুবল। এগুলো এনকোড করে প্রফেসার উডসেনের কাছে পাঠাবে রেডিও অপারেটর অ্যাডলফ বয়লার। উডসেন সেগুলো রি-ট্র্যান্সমিট করবে অন্য জায়গায়। কোথায়, তা জানা আছে উডসেনের।

জুরিখবার্গ। মোবাইল ক্যারাভ্যান থেকে প্রফেসার উডসেন প্রথম মেসেজটা পাঠাল সিনিয়র জি.আর.ইউ.অপারেটর ইউরি গুস্তাফের কাছে। গুস্তাফ এখন ফ্রান্সের মালহাউজে রয়েছে। মালহাউজ বাজ্‌লের কাছাকাছি একটা জায়গা।

দ্বিতীয় সিগন্যালটা গেল রলফ কংকাইটের কাছে। কংকাইট গ্রুপের লীডার সে। অল্প কিছুক্ষণ আগে সে আমস্টারডামে পৌঁচেছে।

এই মুহূর্তে, ইউরোপ জুড়ে যখন প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ের মাতামাতি চলছে, ইথার তখন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে এক ট্র্যান্সমিটার থেকে আরেক ট্র্যান্সমিটারে পাঠানো রেডিও মেসেজে।

আটলান্টিক এক্সপ্রেস ছাড়তে যখন কয়েক মিনিট মাত্র বাকি, দুটো প্রচণ্ড শক্তি—পশ্চিমের সিকিউরিটি সিস্টেম আর কে.জি.বি ও জি.আর.ইউ-এর সম্মিলিত অ্যাপারেটাস—তখন পরস্পরকে আঘাত করার জন্যে তৈরি। আর সবাই জানে, হত্যা করার চেয়ে রক্ষা করা অনেক অনেক বেশি কঠিন।

চারটে পঁয়ত্রিশে জেনারেল তুর্গেনিভকে মিলান স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হলো ওরা। চারতলার একটা কামরায় দাঁড়িয়ে কর্নেল ও'হারার সাথে সমস্ত ব্যবস্থাপনা শেষবারের মত চেক করে নিল রানা। নিজের গাড়ি নিয়ে স্টেশনের উদ্দেশে এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে অ্যান্থনি পল, রেডিও

অপারেটর ডেডরিকও গেছে তার সাথে।

'সবকিছু পরিষ্কার?' জানতে চাইল রানা।

'পরিষ্কার। চমৎকার বুদ্ধি এঁটেছ,' রানাকে সমর্থন করে বললেন কর্নেল ও'হারা। 'আমি তোমার সাফল্য কামনা করি...'

'এবার তাহলে বেরিয়ে পড়তে হয়...'

জেনারেল তুর্গেনিভকে নিয়ে নিচেরতলায় অপেক্ষা করছিল রূপা। ভিকুনা কোটে দারুণ মানিয়েছে জেনারেলকে, সুখী এক ধনকুবের বলেই মনে হচ্ছে তাঁকে। পাশে রূপা থাকায় তাঁর মর্যাদা আর আভিজাত্য যেন আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। দামী নীল স্কার্টের ওপর সাদা শার্ট পরেছে রূপা, তার ওপর চড়িয়েছে ফার কোট। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে চোখ মটকাল রানা। তারপর এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু!'

ভুরু কুঁচকে উঠল রূপার। 'তার মানে? কোথাও কোন ভুল হয়েছে নাকি?'

'না-না,' দ্রুত বলল রানা। 'তা নয়। বলতে চাইছিলাম, তোমাকে পোষা আমার কম্ম নয়!'

'কতবারই তো সে-কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছি তোমাকে আমি,' গম্ভীর মুখে বলল রূপা। পরমুহূর্তে মধুর হেসে তাকাল জেনারেল তুর্গেনিভের দিকে। তাঁর একটা হাত ধরে মৃদু টানল সে। বলল, 'ইনি, ধনকুবের জর্জ টার্নারই আমার উপযুক্ত সাথী।'

ট্রেনিঙে তিনি ফাঁকি দেননি বোঝাবার জন্যে জেনারেল তুর্গেনিভ মেঝেতে খানিক হাঁটাহাঁটি করে পরীক্ষা দিলেন। ভারী, দীর্ঘ পদক্ষেপ নয়, ঋজু ভঙ্গিতে দ্রুত সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপে হাঁটা অভ্যেস করেছেন তিনি। হাততালি দিয়ে পরীক্ষায় তাঁকে পাস করিয়ে দিল সবাই।

উঠানে অপেক্ষা করছে চারশো পঞ্চাশ অটোমেটিক মার্সিডিজ। তাগাদা দিল রানা। 'হয়েছে। এবার রওনা হতে হয়।'

দরজা দিয়ে বেরুবার সময় একটু অন্যমনস্ক দেখাল রানাকে। ভাবছে, আগুন নিয়ে খেলছে সে এবার, কোথাও কোন ভুল করেনি তো?

চারতলায় কর্নেল ও'হারার সাথে কথা শেষ করার পর শেষ একটা টেলিফোন করেছে রানা। এবার স্ক্র্যাম্বলার ফোনটা ব্যবহার করেনি ও। ওটা ছিল মিলান এক্সচেঞ্জের সহায়তায় আগেই বুক করা একটা কল। কথা হয়েছে সুফিয়ার সাথে।

বারো

আনডারম্যাট, সুইজারল্যান্ড।

রেস্তোরাঁ হিলটপে সুফিয়াকে ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল

মাইকেল ফ্রে। 'হাই, সোফিয়া!'

'হাই!' মৃদু একটু হাসল সুফিয়া, কিন্তু মাইকেলকে দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না।

'ক্লান্ত? আমি কিন্তু তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি এখানে।'

'আরও অপেক্ষা করো, ধরে নাও আমি এখনও আসিনি।' মাইকেলের পাশ ঘেঁষে এগোল সুফিয়া। একটা খালি টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ছোট্ট একটা শহর আনডারম্যাট। শীতকালীন স্কি-রিসোর্ট হিসেবে কদর আছে জায়গাটার। লম্বা একটা উপত্যকার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে শহরটা, এবং এই উপত্যকা ধরেই যাওয়া যায় গ্লেটস আর রোন গ্লেসিয়ারে। আনডারম্যাটের হোস্টেল আর হোটেলগুলো শীতকালে দেশ-বিদেশের ট্যুরিস্টে ভর্তি থাকে। স্কি ভক্তরাই ভিড় জমায় এখানে। বিলেতবাসী বাংলাদেশী সুফিয়াও তাদের মধ্যে একজন। নীল নয়না সুফিয়া শুধু সুন্দরী নয়, তার শরীরের গঠন এতই চমৎকার আর নিখুঁত যে চোখ পড়লেই পাওয়ার বাসনা জাগে।

এগিয়ে এসে সুফিয়ার টেবিলে বসে পড়ল মাইকেল। 'দেখা হলেই আমরা ঝগড়া করি—কেন বলো তো? আমরা কি বন্ধু হতে পারি না?'

'বোধহয় পারি না,' বলল সুফিয়া। 'তার কারণ, তুমি চাও একটু আঙুল নাচালেই সমস্ত মেয়ে যেন ছুটে এসে তোমার বুকে আছড়ে পড়ে, এবং কাপড়চোপড় খুলে ফেলার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে।'

'কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন—অনেক মেয়ে ঠিক তাই চায়, এবং তাতে আনন্দও পায়!'

রেস্তোরাঁয় ভিড় জমতে শুরু করছে। এদের বেশিরভাগই বরফ ঢাকা ঢাল থেকে স্কি করে ফিরে এল। এদের মধ্যে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, দু'একজন ব্রিটিশ এবং এশিয়ানও রয়েছে। পরনের স্কি-জ্যাকেট খুলে ফেলল সুফিয়া। না তাকিয়েও টের পেল, তার সুগঠিত বুকের দিকে বেহায়ার মত চেয়ে আছে মাইকেল। গ্রাহ্য করল না ও।

'তোমার সাথে বেশ কয়েক দিন হলো পরিচয় হয়েছে, অথচ...' শুরু করল, কিন্তু শেষ করতে পারল না মাইকেল।

'মিথ্যে কথা,' বাধা দিয়ে বলল সুফিয়া। 'তোমার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় হয়নি আমার। তুমি আমার প্রাইভেসি লঙ্ঘন করে বিনা অনুমতিতে বসে পড়েছিলে আমার টেবিলে, ঠিক এখন যেভাবে বসে পড়েছ।'

চেহারা ও ব্যক্তিত্বের বিচারে সুফিয়ার চেয়ে কোন অংশে কম যায় না মাইকেল ফ্রে। সুইজারল্যান্ডের প্রখ্যাত পর্বতারোহী সে, আনডারম্যাটের সমস্ত অনুষ্ঠানে তার একটা সম্মানজনক ভূমিকা থাকে। একজন দক্ষ স্পোর্টসম্যান হিসেবে সবাই তাকে খাতির করে। ছয় ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা মাইকেল, প্রকাণ্ড শ্বেত-ভল্লুকের মত দেখায় তাকে। বয়স পঁয়ত্রিশ। মাথায় এলোমেলো কালো চুল। সাংঘাতিক ফুর্তিবাজ লোক, বিশেষ করে মেয়ে দেখলে পিছনে লাগবেই, এবং সে-মেয়েকে কাবু না করা পর্যন্ত পিছু ছাড়বে

না। মেয়েদের ব্যাপারে তাকে কেউ বড় একটা ব্যর্থ হতে দেখেনি। সম্ভবত সুফিয়াই একমাত্র ব্যতিক্রম।

পর্বতারোহী হিসেবে মাইকেল সুইজারল্যান্ডের সব বড় পাহাড়ে চড়েছে। শুধু পাহাড়ে চড়তেই নয়, স্কি করতে, প্লেন চালাতে, এবং সাঁতার কাটতেও সমান দক্ষ সে। এমনিতে মাইকেল একজন জিওলজিস্ট। তাছাড়া, অ্যাভালান্শ্—হিমবাহ সম্পর্কে সে একজন বিশেষজ্ঞ।

ফেডারেল স্নো অ্যান্ড অ্যাভালান্শ্ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সদস্য মাইকেল। বছরের এই সময়টা সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে। হেলিকপ্টার নিয়ে সারা দিন ধরে পরীক্ষা করতে হয় বরফের পতন, খুঁজে বের করতে হয় ভয়ঙ্কর অ্যাভালান্শ্ জোন। এরপর আছে স্কি স্কুলে মাস্টারী। স্কুলটা ওর নিজেরই, বিদেশীদের স্কি শেখানো হয়। বেশিরভাগই ছাত্রী, যাদেরকে তার পছন্দ, ছাত্রের সংখ্যা নেহাতই কম।

রিস্টওয়াচ দেখল মাইকেল। তারপর আরও একবার চেষ্টা করল সুফিয়ার মন গলাবার। ব্যর্থ হয়ে মুচকি হাসল সে। বলল, 'এখন যাচ্ছি, কিন্তু তার মানে হাল ছেড়ে দিচ্ছি না, সোফিয়া। সন্ধ্যায় আবার দেখা হবে, মাই বিউটি...'

কোন মন্তব্য তো করলই না, এমন কি ফিরে পর্যন্ত তাকাল না সুফিয়া। কিন্তু কান পেতে ফোক্সওয়াগেনের স্টার্ট নেবার আওয়াজটা ঠিকই শুনল ও। মাইকেলের গাড়ির আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বিল মিটিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল পাঁচটা বাজতে না বাজতেই চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নিজের রেনোয়ায় চড়ে বসল। দূরে এখনও ফোক্সওয়াগেনের পিছনের লাল আলো দেখা যাচ্ছে। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সুফিয়া।

গলিটা তেমন চওড়া নয়। তার ওপর দু'ধারে লোকজনের ভিড়। প্রায় সবার কাঁধেই স্কি দেখা যাচ্ছে। দু'বার কিনারা ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাতে হলো সুফিয়াকে, দুটো সামরিক গাড়িকে পথ ছাড়ার জন্যে। দুটো ট্রাকেই হেলমেট পরা অটোমেটিক রাইফেলধারী সোলজার রয়েছে। আরও সামনে এসে মেইন রোডের মুখে আরেকটা সামরিক গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। ব্যাপারটা কি? সামরিক মহড়া? নাকি অন্য কিছু?

সুফিয়ার জানার কথা নয়, কর্নেল স্যাবর গোটা সুইজারল্যান্ডে প্রাথমিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

শহর থেকে বেরিয়ে এল সুফিয়া। সামনে দীর্ঘ সরল রেখার মত পড়ে রয়েছে বিশাল উপত্যকা। গাড়ি থামিয়ে পকেট থেকে একটা নাইট গ্লাস বের করল ও। আশপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। সিঙ্গেল লেন্স দিয়ে সামনের দৃশ্যটা খুব পরিষ্কার দেখা গেল না, কিন্তু ফার্ম হাউসের আলোটা প্রচুর সহায়তা করল। কিছুক্ষণ হলো তুষারও পড়ছে না।

ফার্ম হাউসের গেট দিয়ে মাইকেলের ফোক্সওয়াগেন ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভবনের ছাদের দিকে চোখ পড়ল সুফিয়ার। লম্বা একটা রেডিও অ্যান্টেনা দেখা যাচ্ছে। অ্যাভালান্শ্ ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ করতে

সাহায্য করে ওটা।

সুফিয়া জানে না, ফার্ম হাউসের একটা পর্দা টানা জানালা দিয়ে নজর রাখা হয়েছে ওর ওপর। লোকটা রোগা, ত্রিশের মত বয়স, চোখে নাইট গ্লাস তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুফিয়ার দিকে। ঘরে ঢুকল মাইকেল ফ্রে।

'কি হচ্ছে শুনি?'

'আপনার মেয়ে-বন্ধু,' বলল লোকটা। 'ওই যে দেখুন, শহরের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ নিয়ে দু'দিন হলো। নাইট গ্লাস দিয়ে নজর রাখছে আমাদের ওপর...'

ছোঁ মেরে নাইট গ্লাসটা নিয়ে চোখে তুলল মাইকেল। কয়েক সেকেন্ড দেখল সে। তারপর জানালার সামনে থেকে সরে এসে বলল, 'জানালাটা বন্ধ করে দাও।' এগিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল সে। গ্লাসে হুইস্কি ঢালল খানিকটা। এক ঢোকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে আবার বলল, 'হ্যাঁ—শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল আমাদের গুপ্তচরকে।'

তেরো

ট্রেন ছাড়তে আর দশ মিনিট বাকি। টিকেট ব্যারিয়ার পেরিয়ে এসে দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটে চড়ল বেন নেলসন। প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্ট চেক করতে করতে ট্রেনের পিছন দিকে এগোল ও। মিলান স্টেশনে ট্র্যাক ফাইভের ওপর ষোলোটা কোচ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। পিছনে দুটো ওয়াগন-লিট স্লিপিং কার জোড়া লাগানো হয়েছে, শুধুমাত্র নেবুলাসের জন্যে।

তার আগে রয়েছে দুটো সাধারণ ওয়াগন-লিট কোচ, তারপর তিনটে ফার্স্ট ক্লাস অর্ডিনারি কোচ। বাকিগুলো সব সেকেন্ড ক্লাস কোচ, এর মধ্যে অবশ্য রেস্তোরাঁ কারও আছে। পিছনের দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটে রেল-ইন্সপেক্টরের ছদ্মবেশধারী একজন সাইফার অপারেটরের সাথে দেখা হলো বেনের। লোকটার কাছ থেকে তিনটে চাবি পেল ও। একই আকৃতির তিনটে চাবি, সেগুলো দিয়ে ওপাশের দরজার সব ক'টা তালা বন্ধ করল, এতে করে শেষ কোচ দুটো বাকি ট্রেন থেকে আলাদা হয়ে গেল। শেষ কম্পার্টমেন্টে পৌঁছে তালা দেয়া দরজার গায়ে সাঙ্কেতিক শব্দ করল ও। প্রথমে সামান্য একটু ফাঁক হলো কবাট, তারপর পুরোপুরি খুলে গেল। সরে গিয়ে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল ডেডরিক।

'যা যা দরকার সব পেয়েছ তো?' জানতে চাইল বেন।

'রেডিও ইকুইপমেন্টগুলো ভারি সুন্দর,' বলল ডেডরিক।

উঁকি দিয়ে তাকাল বেন। তাক লেগে গেল ওর। রাজ্যের মেশিন আর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা ভেতরটা, দেখতে ঠিক যেন সাতশো সাতচল্লিশ বোয়িং বিমানের কন্ট্রোল প্যানেলের মত। চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল ও।

পিছনের কোচটাও পরীক্ষা করতে হবে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে মি. ও মিসেস টার্নার—জেনারেল তুর্গেনিভ আর মিস রূপা—এসে পৌঁছুবে।

বাইরে, মেইন হলঘরের সামনে, এসক্যালেটরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্থনি পল। কাছেই প্রবেশ পথ, তার চোখ সেদিকেই পড়ে আছে। একটু পর রিস্টওয়াচ দেখে নিয়ে পায়চারি শুরু করল সে। আরোহীদের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে স্টেশনে। প্রবেশপথ দিয়ে ঘন ঘন বাইরে তাকিয়ে একটা মার্সিডিজকে খুঁজছে তার চোখ।

দূরে মিলান স্টেশনের বিশাল কাঠামোটা দেখতে পেল রানা। দ্রুত ছুটছে মার্সিডিজ, কিন্তু প্রচণ্ড গতিতে নয়। পিছনের সীটে জেনারেল তুর্গেনিভকে নিয়ে বসে আছে রূপা। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। গোপন আস্তানা থেকে বের হবার পর থেকে কেউ ওরা কোন কথা বলেনি।

প্রথম মুখ খুলল রানা। 'স্টেশনে সিকিউরিটি অপারেশন কন্ট্রোল করছেন কর্নেল ও'হারা,' জেনারেলকে বলল ও। 'পথ দেখিয়ে মেইন হলঘর আর এসক্যালেটরে রূপাই আপনাকে নিয়ে যাবে। তাড়াহুড়ো করার ঝোঁকটা দমন করবেন—আপনি দেখতে না পেলেও, চারদিকে গিজ গিজ করছে গার্ড। আপনাদের পিছু পিছু যাব আমি, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ব এসক্যালেটরের মাথায়, কেউ অনুসরণ করছে কিনা দেখার জন্যে।'

'সুন্দর আয়োজন, মি. রানা,' মৃদু গলায় মন্তব্য করলেন রাশান জেনারেল। 'অন্তত এখন পর্যন্ত আমি কোন ত্রুটি দেখিনি...'

'ধন্যবাদ।'

আগের মতই আশ্চর্য প্রশান্ত দেখাচ্ছে জেনারেলকে। 'এখনও ওরা কোন হামলা চালায়নি...অবাক কাণ্ড, তাই না? প্রথম হামলাটা হয়তো আগামী দু'একমিনিটের মধ্যেই আসবে...'

'জেনারেল!' প্রতিবাদের সুরে বলল রূপা। 'হামলা হয়নি দেখে আপনি যেন নিরাশ হয়েছেন! মনে হচ্ছে, যেচে পড়ে বিপদ ডেকে আনতে চান?'

হো হো করে হাসলেন জেনারেল তুর্গেনিভ।

'গাড়ি থামার পর যাই ঘটুক না কেন,' পরিষ্কার রাশান ভাষায় বলল রানা, 'আপনি বা আপনারা সোজা স্টেশনে ঢুকে পড়বেন।' কথাটা দু'বার বলল ও, 'যাই ঘটুক।'

বাঁক নিয়ে ফুটপাথের ধারে মার্সিডিজ দাঁড় করাল রানা। অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে একজন পোর্টার দরজা খুলে ধরল। পোর্টারের ছদ্মবেশে লোকটা একজন সাইফার অপারেটর। জেনারেলের ব্রীফকেস আর সুটকেস নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল দ্রুত। রূপার পিছু পিছু গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন জেনারেল, এই সময় ঘটনাটা ঘটল।

দুটো গাড়ি দু'দিক থেকে স্টেশনের দিকে আসছিল, স্টেশনের কাছাকাছি এসেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। শক্ত পাথর হয়ে গেলেন জেনারেল। দ্রুত ফিসফিস করে তাঁর কানে বলল রূপা, 'আসুন...সাজানো ঘটনা!'

দুটো গাড়িরই নাক তুবড়ে গেছে। নিচে নেমে এসে শার্টের আস্তিন

গুটাচ্ছে ড্রাইভাররা। দু'জন পুলিস ছুটছে তাদের দিকে। পথচারীরা দাঁড়িয়ে পড়েছে তামাশা দেখার জন্যে। স্টেশনের আশপাশে যারা রয়েছে তাদের সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে ঘটনাটা। রূপা আর তার বর্তমান স্বামী ইতোমধ্যে ধাপগুলোর শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে। তিনজন সশস্ত্র পুলিসকে পাশ কাটাল ওরা, অ্যান্থনি পলের গা ঘেঁষে এগোল। এসক্যালেটরে ওঠার সময় জেনারেলকে সাহায্য করল রূপা। এই এসক্যালেটরই কনকোর্স পর্যন্ত নিয়ে যাবে ওদেরকে।

এসক্যালেটর থেকে নেমে রূপা বলল, 'ট্র্যাক ফাইভ।' ঠিক সেই মুহূর্তে, ওরা যখন টিকেট ব্যারিয়ারের দিকে পা বাড়িয়েছে মাত্র, ঘুম জড়ানো চোখ নিয়ে একজন পোর্টার চাকা লাগানো লাগেজ ট্রাক নিয়ে রূপার একেবারে সামনে চলে এল। সংঘর্ষ অবধারিত বুঝতে পেরে বিদ্যুৎ গতিতে রূপার কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে প্রায় শূন্যে তুলে নিলেন জেনারেল তুর্গেনিভ, সরিয়ে আনলেন নিরাপদ জায়গায়। তারপর, মাটিতে পা ফেলে রূপা যখন তাঁর হাত ধরল, জেনারেল নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর স্বভাবসুলভ ভারিক্কি, দীর্ঘ পদক্ষেপে কয়েক পা এগোলেন। পরমুহূর্তে নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে হাঁটার ভঙ্গি সংশোধন করে নিলেন তিনি।

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।

রেস্তোরাঁর বাইরে থেকে কে.জি.বি এজেন্ট কঙ্গো জেনারেলকে নিজস্ব ভঙ্গিতে ওই কয়েক পা হাঁটতে দেখেই চিনে ফেলল। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার। জেনারেলকে চেনাই যাচ্ছে না! শুধু পোশাক-আশাক নয়, জেনারেলের চেহারা এবং এমন কি আচরণ পর্যন্ত বদলে দিয়েছে ওরা! দুর্ভাগ্য, তার কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। যদিও আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় সিদ্ধহস্ত নয় সে। তবু, সাথে একটা কিছু থাকলে, জেনারেলকে গুলি করার এই সুযোগ হাতছাড়া করত না সে।

স্টেশন থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল কঙ্গো। নিজের গাড়িতে উঠে হাত ঝাপটা দিয়ে রেডিও-টেলিফোনের সুইচ অন করল। 'রোম থ্রী কলিং। রোম থ্রী কলিং। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠেছে...'

এসক্যালেটরের নিচে রানার সাথে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্থনি পল। জেনারেল তুর্গেনিভ আর রূপা কনকোর্স ধরে এগোচ্ছে, চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল দু'জন।

একটা সিগারেট ধরাল পল। আড়চোখে একবার তাকাল রানার দিকে। দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে পরিবেশটা দেখে নিচ্ছে রানা। ওদের পিছনে, স্টেশনের বাইরে, কর্নেল ও'হারার সাজানো দুর্ঘটনাটা এখনও শোরগোল সৃষ্টি করছে।

'খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে,' মৃদু গলায় বলল পল। সাধারণ একটা মন্তব্য, সুরে কোন সহানুভূতি নেই।

'নিজের চরকায় তেল দাও.' রুক্ষ কণ্ঠে বলল রানা।

নিচের হলটা খালি হয়ে গেছে। সশস্ত্র পুলিসরা চলে গেছে। শেষ আরোহীটিও নেমে পড়েছে এসক্যালেটর থেকে। ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল রানা। পলের দিকে তাকালই না, মন্থরগতি এসক্যালেটরে পা রাখল। একটু পর একা ওয়াগন-লিটে চড়বে পল।

এসক্যালেটর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানাকে। রেলিঙে একটা হাত রেখে সামনে তাকিয়ে আছে ও। কয়েক সেকেন্ড পর কনকোর্স দেখতে পাবে, দেখতে পাবে জেনারেল আর রূপাকে। এই মুহূর্তে ওরা বোধ হয় টিকেট ব্যারিয়ার পেরোচ্ছে। ওপরে উঠে এসক্যালেটর থেকে ডান দিকে নেমে পড়ল ও। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, তারপর ডান দিকে এগোল কয়েক পা। সামনেই আরেকটা এসক্যালেটর, নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। জেনারেল তুর্গেনিভ আর রূপা এইমাত্র টিকেট ব্যারিয়ার পেরিয়েছে, দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটের প্রবেশ পথের দিকে এগোচ্ছে তারা।

এসক্যালেটরের নিচে দাঁড়িয়ে শোল্ডার হোলস্টার থেকে এক ঝটকায় নাইন এম এম ল্যুগারটা বের করে আনল অ্যান্থনি পল। হাত তুলে দ্রুত লক্ষ্য স্থির করল। পিস্তলটা লম্বা করা দু'হাতে ধরে গুলি করল সে। সাথে সাথেই শিরদাঁড়াটা পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল রানার। এসক্যালেটরের ওপর পিঠ দিয়ে দড়াম করে পড়ে গেল ও। বার দুই লাফিয়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল শরীরটা। সচল এসক্যালেটর ধীর গতিতে নিঃসাড় শরীরটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিচের হলঘরের দিকে।

গুলির আওয়াজ শুনেই দাঁড়িয়ে পড়লেন জেনারেল তুর্গেনিভ। রূপাও বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু জেনারেলের হাত ছাড়েনি ও। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়েই দেখল, এসক্যালেটরে পড়ে থাকা রানার শরীরটা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আহত পশুর মত চাপা একটা শব্দ বেরিয়ে এল রূপার গলার ভেতর থেকে। ব্যথা পেয়ে মুখ বিকৃত করলেন জেনারেল তুর্গেনিভ, প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরেছে রূপা তাঁর হাতটা। দুর্বল, অসুস্থ বোধ করছে রূপা। পায়ে জোর পাচ্ছে না, ইচ্ছে হলো এখানেই বসে পড়ে। পাঁচ সেকেন্ড পর নিজেকে সামলে নিল ও। ওর ট্রেনিংই ওকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করল।

'মি. রানাকে ফেলে...'

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বলল রূপা। 'সোজা ট্রেনে চড়ব আমরা।' জেনারেলের হাত ধরে এগোল ও। ঝট করে মুখটা ঘুরিয়ে নিল বটে, কিন্তু জেনারেল দেখে ফেলেছেন, তার চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি ঝরছে।

দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে ছিল বেন, রূপাকে দেখেই শুরু করল সে, 'কি...' তাকে বাধা দিল রূপা।

'এখুনি আমার কথা বলা দরকার অ্যাডমিরালের সাথে...'

দ্বিতীয় স্লিপিং কারের এক মাত্র খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ আছে বেনের ওপর, কাজেই করিডর থেকে একজন সাইফার অপারেটরকে ডেকে ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলল সে। তিন নম্বর

কম্পার্টমেন্টে অপেক্ষা করছিলেন অ্যাডমিরাল। জেনারেলকে নিয়ে রানা আর রূপা রওনা হবার কয়েক মিনিট আগে কর্নেল ও'হারার সাথে গোপন আস্তানা ত্যাগ করেছিলেন তিনি। আগেভাগে চলে আসার কারণ ছিল, স্টেশনের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট চেক করা।

রূপার চেহারা দেখেই মুখের হাসি উবে গেল অ্যাডমিরালের। গদি মোড়া চেয়ার ছেড়ে সটান উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'অ্যাডমিরাল! রানাকে ওরা গুলি করেছে…!' ফুঁপিয়ে উঠল রূপা। কিন্তু প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেলেও রিপোর্ট শেষ করার নিয়মটা পালন করল ও। 'এসক্যালেটরের মাথায় ছিল ও।' টলে পড়ে যাচ্ছে সে।

জেনারেল তুর্গেনিভ হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন রূপাকে। টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন একটা গদি মোড়া চেয়ারে।

'দরজাটা বন্ধ করুন!' চাপা গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'বিশেষ সঙ্কেত দিয়ে কেউ নক না করলে খুলবেন না।' দ্রুত, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

রূপাকে ছেড়ে এগিয়ে গেলেন জেনারেল তুর্গেনিভ। দরজাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। দেখলেন, হ্যান্ডব্যাগ থেকে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা বের করে নিজের পাশে রেখে দিল রূপা।

'আমি ঠিক আছি,' রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল রূপা। 'আরও একটা কাজ আছে আমার…'

এগিয়ে এসে রূপার পাশে বসলেন জেনারেল তুর্গেনিভ। কোমল গলায় বললেন, 'রাশিয়ায় আমরা বলে থাকি—চোখের জল সমস্ত উত্তেজনা ধুয়ে দেয়…'

'কই!' ধরা গলায় বলল রূপা, যেন নিজেকেই শোনাল কথাগুলো। 'আমি তো কাঁদছি না!'

রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল। পিছনের ওয়াগন-লিট দুটোর সমস্ত জানালায় পর্দা লাগানো রয়েছে, প্ল্যাটফর্ম থেকে ভেতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় কোচের শেষ মাথায়, খোলা দরজার সামনে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে বেন। 'রানা গুলি খেয়েছে,' তাকে জানালেন অ্যাডমিরাল। 'এখান থেকে নোড়ো না,' দরজার দিকে বেনকে ঘুরতে দেখে আবার বললেন তিনি। 'ট্রেন ছেড়ে নামবে না কেউ।' ঠিক এই সময় ট্রেনে চড়ল অ্যান্থনি পল, তার সাথে রয়েছে একজন সাইফার অপারেটর। একেবারে অ্যাডমিরালের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। নীরবে নিজের পরিচয়পত্র দেখাল অপারেটর অ্যাডমিরালকে।

'খবর শুনেছেন?' শান্ত ভাবে প্রশ্ন করল পল। 'মাসুদ রানা গুলি…'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'কেমন আছে ও?' প্রশ্নটা করলেন অপারেটরের উদ্দেশে।

'স্টেশনে সুইস রেডক্রসের একটা ঘাঁটি আছে, সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওঁকে,' আরও কি যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল অপারেটর। দ্রুত একবার তাকাল বেনের দিকে। একটা ঢোক গিলল। তারপর সরাসরি

অ্যাডমিরালের চোখে চোখ রেখে মৃদু গলায় বলল, 'খারাপ খবর আছে স্যার, অ্যাডমিরাল। আমি দুঃখিত। কর্নেল ও'হারা জানিয়েছেন, মারা গেছেন মাসুদ রানা।'

নিজের অজান্তেই চোখ দুটো বুজে গেল অ্যাডমিরালের। প্রকাণ্ড শরীরটা টলে উঠল একবার। পরমুহূর্তে সামলে নিলেন তিনি। ইতোমধ্যে সরে গেছে সাইফার অপারেটর। চোখে অদ্ভুত এক কঠোর দৃষ্টি ফুটে উঠল অ্যাডমিরালের। পলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড। তারপর আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইলেন, 'কিভাবে ঘটল? খুনী ধরা পড়েছে?'

'এখনও পড়েনি। গুলির শব্দ যখন হয় আমি তখন এসক্যালেটরের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সিঙ্গেল শট। কোত্থেকে কে গুলি করেছে আমি তা দেখিনি। স্টেশনের ভেতর-বাইরে সাইফার অপারেটর আর পুলিসে গিজগিজ করছে। স্টেশন থেকে বেরুবার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। সার্চ অপারেশনের দায়িত্ব কর্নেল ও'হারা নিজে নিয়েছেন...'

'বেনের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নাও তুমি,' নির্দেশ দিলেন অ্যাডমিরাল। বন্ধ করে দাও দরজা, কেউ যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে।' বেনের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি আমার সাথে এসো। আমাদের কম্পার্টমেন্টের বাইরে গার্ডের ব্যবস্থা করো।' গভীর একটা শ্বাস নিয়ে তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টের দিকে ফিরে চললেন তিনি। কর্নেল ও'হারার সাথে কথা বলতে পারলে ভাল হত, কিন্তু ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে এদিকে। দরজার গায়ে সাঙ্কেতিক শব্দ করতেই কপাট দুটো ফাঁক হলো একটু, বেরিয়ে এল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের কালো নল। অ্যাডমিরালকে দেখে দরজাটা পুরোপুরি খুলল রূপা। অ্যাডমিরালের মনে পড়ল, দরজা খোলার এই নিয়মটাও ঠিক করে দিয়ে গেছে রানা। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল তাঁর।

দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল রূপা। অ্যাডমিরালের মুখে কি যেন খুঁজছে তার ব্যাকুল দৃষ্টি। 'বেঁচে আছে?'

উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন অ্যাডমিরাল। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপল বার কয়েক, তারপর, হঠাৎ সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। শিশুর মত ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। এবং এই কান্নার মধ্যেই আবিষ্কার করলেন, রানাকে যে তিনি এত ভালবাসেন তা আগে বোঝেননি কোনদিন।

উত্তর পেয়ে গেছে রূপা। ঠিক সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকল সে। পাথর হয়ে গেছে। চোখে এক বিন্দু পানি পর্যন্ত নেই। শুকিয়ে গেছে সব।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন জেনারেল তুর্গেনিভ। অপরাধবোধে জড়সড় হয়ে উঠেছেন তিনি। ভাবছেন, রূপা নামের ওই মেয়েটা আমাকে এখন ঘৃণা করছে। আমার জন্যেই তো মারা গেল তার মনের মানুষ।

যেন ওদের শোকে সহানুভূতি জানাবার জন্যেই মাথাটা নিচু করে নিলেন জেনারেল তুর্গেনিভ।

আটলান্টিক এক্সপ্রেস ছাড়তে যখন আর দু'মিনিট বাকি, এই সময় শেষ

আরোহী ব্যস্ততার সাথে এগিয়ে এসে ট্রেনে চড়ল। লোকটার এক হাতে একটা ছোট ব্যাগ, আরেক হাতে একটা ছড়ি। ছড়িটা তাকে হাঁটতে সাহায্য করছে। প্রায় ছয় ফিট লম্বা, কিন্তু সামনের দিকে ঝুঁকে থাকায় অতটা বোঝা যায় না। পরনে ভারী একটা ফার কোট, মাথায় ছোট কার্নিসের হ্যাট, সেটা আবার লাল পালক দিয়ে সাজানো। লোকটার মাথার চুল কটা রঙের, চোখে এক জোড়া বাই-ফোকাল চশমা। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে বটে, কিন্তু হাঁটার গতিটা অত্যন্ত দ্রুত। বোঝা যায়, লোকটার মধ্যে আশ্চর্য একটা ক্ষিপ্রতা আছে। বন্ধ দরজার গায়ে বসানো জানালার ফাঁক দিয়ে লোকটাকে দেখে তার বয়স আন্দাজ করল অ্যান্থনি পল, কম করেও ষাট। লোকটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকালই না সে।

তিন নম্বর ওয়াগন-লিট কোচে উঠল লোকটা। জন মিচেলের নামে একটা টিকেট বের করল সে। অ্যাটেনড্যান্ট তাকে ওই নামে রিজার্ভ করা একটা স্লিপিং কম্পার্টমেন্টে নিয়ে গেল। অ্যাটেনড্যান্টের সাথে কোন কথা না বলে ভেতর থেকে কম্পার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে দিল জন মিচেল।

এক মিনিট পর রওনা হলো আটলান্টিক এক্সপ্রেস। একটা বো-বো একশো এগারো ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ ষোলো কোচের সাতশো টন ওজনের ট্রেনটাকে মিলানো সেন্ট্রালের বিশাল গম্বুজের নিচ থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেল। উত্তর দিকে ছুটে চলল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। স্টেশনের ঘড়িতে তখন বাজে কাঁটায় কাঁটায় এক হাজার সাতশো পাঁচ ঘণ্টা।

***

তুষার যাত্রা-২

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৮১

এক

পো। তুষার মোড়া ইতালির সমতল প্রান্তর। মাঝখান দিয়ে সোজা চলে গেছে রেলপথ। ক্রমশ বাড়ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের গতি, দুলছে কোচগুলো। এক ঘণ্টার মধ্যে সুইস বর্ডার পয়েন্ট চিয়াসসোয় পৌঁছুবে ট্রেন।

তিন নম্বর ওয়াগন-লিট। নিজের ডবল স্লীপারে থমকে দাঁড়াল জন মিচেল। ব্যস্ততার সাথে নিভে যাওয়া পাইপে আগুন ধরাল সে। আবার শুরু করল পায়চারি। শেষ মুহূর্তে, সবার শেষে ট্রেনে উঠেছে লোকটা। সেই থেকে কি এক অস্থিরতায় সারাক্ষণ ছটফট করছে সে।

রিস্টওয়াচ দেখল জন মিচেল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল জানালার দিকে। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। অনেক দূর পর্যন্ত আবছা দেখা গেল, দিগন্তরেখার খানিক ওপরে মস্ত এক চাঁদ উঠেছে। অনেকক্ষণ হলো মিলান ছাড়িয়ে এসেছে ট্রেন, শহরতলির শেষ আলোটাও এখন আর দেখা যাচ্ছে না। পর্দা টেনে দিয়ে জানালার কাছ থেকে সরে এল মিচেল। কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ধীর পায়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল ট্রেনের সামনের দিকে। পড়ে যাবার ভয়ে এক হাত দিয়ে ধরে আছে হ্যান্ড রেইল, আরেক হাতে রয়েছে নিত্যসঙ্গী ছড়িটা। দুটো সাধারণ ওয়াগন-লিটের ভেতর দিয়ে এগোল সে। এক কোচ থেকে আরেক কোচে যাবার সময় প্রতিটি কম্পার্টমেন্টের ভেতর উঁকি দিল। অনেকেই লক্ষ করল তাকে, কিন্তু তার ধীর কষ্টসাধ্য পদক্ষেপ এবং সরল স্বাভাবিক দৃষ্টি দেখে কেউই বুঝল না যে এক্সপ্রেসের প্রতিটি লোককে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে সে। রেস্টুরেন্ট কারের ভেতর দিয়ে যাবার সময় দেখল, টেবিল-চেয়ার পাতা হয়েছে। প্রথম দফা ডিনার শুরু হবে ছ'টার সময়। ট্রেনের সামনেটা চেক করে নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরে এল সে। চিয়াসসোয় পৌঁছুতে এখনও অনেক সময় নেবে ট্রেন।

পিছনে দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটের কমিউনিকেশন কম্পার্টমেন্ট। হেডফোন নামিয়ে মুখ তুলে বেন নেলসনের দিকে তাকাল রেডিও অপারেটর ডেডরিক। 'কর্নেল লিওন মেঙ্গারকে আবার রিপোর্ট করেছি, এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে...'

'সব ঠিক আছে?' ডেডরিকের হাসিখুশি চেহারার দিকে কটমট করে তাকাল বেন। 'মাসুদ রানা খুন হয়েছে জানার পরও সব ঠিক আছে বলছ তুমি?'

'আপনি লাশ দেখেছেন?' প্রশ্ন করল ডেডরিক।

'ট্রেন থেকে আমাকে নামার অনুমতি দেয়া হয়নি...'

'হুঁ।'

'হুঁ মানে?' কঠিন সুরে বলল বেন। লোকটার আচরণ কেমন যেন রহস্যময় লাগছে তার কাছে। যতদূর জানে, রানাকে খুব ভাল করে চেনে ডেডরিক, এবং শুধু তাই নয়, রানাকে সে শ্রদ্ধাও করে। অথচ রানার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর লোকটাকে এতটুকু বিচলিত হতে বা দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। ব্যাটা পাথর নাকি?

'অ্যাডমিরাল বা আর কেউ লাশ দেখেছে?' আবার প্রশ্ন করল ডেডরিক।

'না।'

'আই সি...'

হঠাৎ বেনের মনে হলো, মেজাজ ঠিক রাখতে পারবে না সে। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে কমিউনিকেশন কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকল তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টে। জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভকে এখানে পাহারা দিচ্ছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিল্টন আর রূপা। ভেতরে ঢোকার আগে অ্যান্থনি পলের সাথে দেখা হলো তার। পিছনের কোচের দরজা আগলাচ্ছে সে। বেনকে দেখেই হাসল। কেন যেন, হাসিটা দেখেই পিত্তি জ্বলে গেল বেনের।

'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে মুখের ভেতর কেউ কয়লার আগুন পুরে দিয়েছে?' ঠাট্টার সুরে বলল পল। 'কোকা-কোলার জন্যে প্রাণটা আনচান করছে বুঝি?'

ঠাট্টার ছলেই, ধাঁই করে পলের পেটে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল বেন। 'সাবধান, নিজেকে চালু মাল ভেবে আমার সাথে লাগতে এসো না। তোমার বাড়তি বোঁটাটা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে, সেদিকে নজর দাও।' আঙুল দিয়ে পলের শোল্ডার হোলস্টারে টোকা দিল বেন।

বেন হাতটা সরিয়ে নেয়ার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল পলের শরীরে। পরমুহূর্তে বেন দেখল, তার নাকের সামনে ল্যুগারের মাজল চলে এসেছে।

'কাজের সময় দেখা যাবে সত্যি ওটা তুমি ব্যবহার করতে জানো কিনা,' কথাটা বলে পলকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই পিছনের কোচের ভেতর ঢুকে পড়ল বেন।

বেন চলে যেতে হোলস্টারে ল্যুগারটা রেখে দিল পল। কোটটা বুকের সাথে এঁটে বসে আছে বলে বাইরে থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে না ওটার অস্তিত্ব। ওপরদিকের একটা বোতাম খুলে দিতেই ত্রুটিটা দূর হলো।

সাঙ্কেতিক শব্দে দরজায় নক করল বেন। প্রথমে কবাট দুটো সামান্য একটু ফাঁক হলো, সেই ফাঁকে কোল্ট পয়েন্ট ফোর-ফাইভের মাজল আর অ্যাডমিরালের একটা চোখ দেখা গেল। বেনকে দেখে কবাট দুটো পুরোপুরি উন্মুক্ত করলেন অ্যাডমিরাল। ভেতরে ঢুকল বেন।

মর্মান্তিক ঘটনাটা ভুলে থাকার জন্যে চেষ্টায় ত্রুটি করছে না কেউ, কম্পার্টমেন্টে ঢুকেই ব্যাপারটা টের পেল বেন। জেনারেল তুর্গেনিভ এক প্যাকেট তাস দিয়ে পেশেন্স খেলছেন। তাঁর সামনে বসে আছে রূপা।

'এইমাত্র আবার কর্নেল মেঙ্গারকে রিপোর্ট করেছে ডেডরিক,'

অ্যাডমিরালকে বলল বেন।

'চিয়াসসোয় পৌঁছুতে আমাদের আর দেরি নেই,' মৃদু কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। জানালার পর্দা একটু সরিয়েই আবার সেটা টেনে দিলেন তিনি। ট্রেন কোমা স্টেশন পেরোচ্ছে।

রেলওয়ে লাইনের কাছাকাছি একটা চারতলা বাড়ি। ওপরের একটা অন্ধকার কামরায় বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে একজন লোক। অন্ধকারে ঝলমলে আলোর একটা ঝলকের মত কোমা স্টেশন পেরিয়ে গেল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে ঘরের আলো জ্বালল লোকটা। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একটা কাবার্ডের সামনে। কাবার্ড খুলে লুকানো বোতামে চাপ দিতেই একটা আবরণ সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল শক্তিশালী ট্র্যান্সিভার। সেটটা অন করে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল সে।

আটলান্টিক এক্সপ্রেস। তিন নম্বর ওয়াগন-লিট। নিজের স্লিপিং কম্পার্টমেন্টের বার্থে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে জন মিচেল। ভুরু দুটো কোঁচকানো, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সিলিঙের দিকে। রিস্টওয়াচ দেখল সে। আবার সেই অস্থিরতা ফিরে এল তার মধ্যে। বার্থ থেকে নেমে পড়ল, বালিশের তলা থেকে বের করল একটা ছুরি। ছুরিটা ডান পায়ের মোজার ভেতর লুকিয়ে রাখল সে। ট্রেন থামছে। তাড়াহুড়ো করে গায়ে ফার কোটটা চাপাল সে, হ্যাটটা বসিয়ে নিল মাথায়, তারপর হাত বাড়াল র‍্যাকে ঝোলানো ছড়িটার দিকে। দাঁড়িয়ে পড়ল আটলান্টিক এক্সপ্রেস।

চিয়াসসো শুধু সুইস বর্ডার পয়েন্ট নয়, এখানে রয়েছে বিশাল একটা মার্শালিং ইয়ার্ড। রাত ছ'টা পাঁচে প্ল্যাটফর্মে থামল ট্রেন। অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে তুষারপাত। একটানা প্রচণ্ড যান্ত্রিক আওয়াজের পর ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে ট্রেনের ভেতর। বাইরে জন-মনিষ্যি নেই, আবছা আলোয় ফাঁকা পড়ে আছে প্ল্যাটফর্ম। তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টের ভেতর নড়েচড়ে বসল রূপা। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রিভলভারটা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখল ও। জেনারেলের পাহারায় ওকে একা রেখে বাইরের করিডরে বেরিয়ে গেছেন অ্যাডমিরাল।

'বিপদ-আপদ আশঙ্কা করছ নাকি?' জানতে চাইলেন জেনারেল তুর্গেনিভ।

'এটা একটা স্টেশন। যেখানেই থামবে ট্রেন সেখানেই বিপদ হতে পারে। ট্রেন আবার না ছাড়া পর্যন্ত খেলাটা বন্ধ রাখতে পারেন, জেনারেল, প্লীজ? আপনি এত ভুল খেলেন যে ওই খেলার দিকেই পড়ে থাকে মনটা...'

'তোমার পা দুটো গুটাও, তাহলে আর খেলায় ভুল করব না,' সহাস্যে বললেন জেনারেল।

চেষ্টা করেও হাসতে পারল না রূপা। জানে, তার মন খারাপ বলেই রসিকতা করে তাকে হাসাতে চাইছেন জেনারেল। কিন্তু রানার মৃত্যু সংবাদ পাবার পর থেকে হাসতে ভুলে গেছে ও। তবে আঘাত যত প্রচণ্ডই হোক,

কর্তব্যের কথা মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি। রানার মৃত্যু সংবাদ পাবার দশ মিনিটের মধ্যে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করেছে ও। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান দুঃসংবাদটাকে শান্তভাবে গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, যা হবার হয়ে গেছে, তুমি তোমার কাজ করে যাও।

ট্রেন থেকে নেমে এসেছে জন মিচেল। তিন নম্বর ওয়াগন-লিটের সামনে পা টেনে টেনে পায়চারি করছে সে। সরাসরি না তাকিয়েও কিছু তৎপরতা ধরা পড়ল তার চোখে। ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে এল তিনজন নতুন আরোহী। তিনজনই পুরুষ। প্রত্যেকের গায়ে চাপানো রয়েছে ভারী ফার কোট। দেখেই বোঝা যায়, এরা একসাথে ভ্রমণ করছে। তিনজনের হাতেই একটা করে সুটকেস। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কোচে উঠল তারা, উঠেই ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। বন্ধ দরজা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের পিছন দিকে তাকাল জন মিচেল।

ট্রেনের লেজের কাছাকাছি প্রায় সাত ফিট উঁচু একটা ক্যানভাসের পর্দা দেখা গেল, প্ল্যাটফর্মটাকে আড়াল করে রেখেছে। কাছে পিঠে কোথাও থেকে চাকার ঘড় ঘড় শব্দ আসছে, পরিষ্কার শুনতে পেল মিচেল। ঘাড় ফিরিয়ে বাঁ দিকে তাকাল আবার। আরেক জন লোককে দেখতে পেল সে, এইমাত্র ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে এল। আগের তিনজনের চেয়ে অনেক বেশি সপ্রতিভ বলে মনে হলো লোকটাকে। এক্সপ্রেসের দিকে দৃঢ় পায়ে হাঁটছে। লম্বায় ছয়-ফিটের ওপর হবে, এই প্রচণ্ড শীতেও হ্যাট পরেনি মাথায়। লম্বা একটা নীল কোট চাপিয়েছে গায়ে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে একটা কালো পাইপ। কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটা, তাকে আরও ভাল করে দেখার সুযোগ পেল মিচেল। চোয়াল দুটো উঁচু, নাকটা বড়। সরু পরিচ্ছন্ন গোঁফটা মাথার চুলের মতই ঘন আর কালো। চোখ দুটো নিষ্পলক ও সতর্ক। লোকটার হাঁটার ধরনে একটা গাম্ভীর্য আছে। বোঝা যায়, প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার অধিকারী সে। ছোটখাট দামী সুটকেসটা বগলদাবা করে একটা ফার্স্টক্লাস কোচের সামনে দাঁড়াল সে। দরজার হাতলটা ধরল দু'হাত দিয়ে, খুলে ফেলল সেটা।

আরও দশ মিনিট কেটে গেল। নতুন কিছুই ঘটল না। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ধাতব শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। ট্রেনের পিছনে কিছু একটা লাগানো হলো। পায়চারি করে আরও দু'এক মিনিট কাটাল জন মিচেল। তারপর ট্রেনে উঠে পড়ল সে। নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরে এসে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল আবার। দেখল, ইউনিফর্ম পরা বারোজন সুইস পাসপোর্ট কন্ট্রোল আর কাস্টমস অফিসার ট্রেনে চড়ছে। চিয়াসসোয় সাধারণত প্রতিটি সার্ভিসের দু'জন করে লোক ওঠে ট্রেনে, আজ এতগুলো লোককে উঠতে দেখে মোটেও আশ্চর্য হলো না সে।

ট্রেনটা থর থর করে কেঁপে উঠতেই তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টের ভেতর চমকে উঠল রূপা। 'ব্যাপারটা কি?' অ্যাডমিরালকে প্রশ্ন করল ও। করিডর থেকে এইমাত্র কম্পার্টমেন্টে ফিরে এসেছেন তিনি।

'বোধহয় কোন ধরনের শান্টিং। এখানে বড়সড় একটা মার্শালিং ইয়ার্ড আছে...'

কয়েক মিনিট পর আবার ছাড়ল ট্রেন। এখান থেকে সোজা লেক লুগানোর পুব তীর এবং কজওয়ের দিকে যাবে, লুগানোর পশ্চিম তীরে ওই কজওয়েই নিয়ে যাবে ট্রেনটাকে।

ধাতব শব্দের সাথে ট্রেনটা কেন কেঁপে উঠেছিল, তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টের কেউ তা জানে না। পিছনের শেষ ওয়াগন-লিটের সাথে একটা ফ্ল্যাট কার জোড়া লাগানো হয়েছে, তার ওপর স্ন্যাপ-চেইন দিয়ে বাঁধা রয়েছে প্রকাণ্ড একটা আলোয়েট হেলিকপ্টার, লম্বা রোটর ব্লেডগুলো ভাঁজ করে সমান্তরাল করা হয়েছে ফ্ল্যাট কারের কিনারার সাথে।

'সাংঘাতিক গুমোট লাগছে, আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি?' অ্যাডমিরালের কাছ থেকে অনুমতি চাইল রূপা।

'কিন্তু পেছনের ওয়াগন-লিট দুটোর ভেতরই থেকো, কেমন?'

'উঁহুঁ,' ব্যাগ খুলে পরচুলা ইত্যাদি ছদ্মবেশ নেবার উপকরণ বের করছে রূপা। 'শুধু হাওয়া খাওয়াটাই উদ্দেশ্য নয়,' বলল ও। 'আরোহীদের ওপর একবার চোখ বুলাতেও চাই। হয়তো কিছু চোখে পড়বে।' দ্রুত হাত চলছে ওর, আসল চেহারা ক্রমশ ঢাকা পড়ে গিয়ে আরেক চেহারা ফুটে উঠছে। শিঙের তৈরি চশমা, মিলিটারি-স্টাইল রেনকোট, পরচুলা ইত্যাদি পরে দু'মিনিটেই নিজেকে তৈরি করে নিল ও। 'বলুন দেখি, কেউ আমাকে চিনতে পারবে?'

'বোধহয় পারবে না,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তবু, সাবধানে থেকো।' মনে মনে রূপার প্রস্তাবটা তিনি সমর্থন করছেন।

কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় রানার কথা ভাবল রূপা। মিলানে বসে এই ট্রেন জার্নি সম্পর্কে প্ল্যান করবার সময় একটা নির্দেশ দিয়েছিল তাকে রানা। সেই নির্দেশটাই এখন পালন করতে যাচ্ছে রূপা। রানা বলেছিল, 'চিয়াসসো থেকে ট্রেন ছাড়ার পর ছদ্মবেশ নিয়ে গোটা ট্রেনটা একবার চক্কোর দিয়ে এসো। প্রস্তাবটা তুমিই তুলবে, আমি তুললে তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে অ্যাডমিরাল লাফিয়ে উঠতে পারেন...'

করিডরে বেরিয়ে এল রূপা। দ্বিতীয় কোচের দরজা খুলে দিল অ্যান্থনি পল। রূপার সাথে ভাব জমাবার জন্যে একটু রসিকতা করার চেষ্টা করল সে, কিন্তু কোন সাড়া না দিয়ে তাকে নিরুৎসাহিত করল রূপা।

ওদিকে তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কোচে নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটছে। পাসপোর্ট কন্ট্রোল আর কাস্টমস অফিসারের ইউনিফর্ম পরা ছয়জন লোক ঢুকল কম্পার্টমেন্টে। চিয়াসসো থেকে এক সাথে যে তিনজন আরোহী উঠেছে ট্রেনে, তারা সবাই রয়েছে এই কম্পার্টমেন্টে। অফিসারদের ঢুকতে দেখে চমকে উঠল তারা। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে যে যার পাসপোর্ট বের করে দিল। কম্পার্টমেন্টটা এমনিতেই ছোট, তার ওপর

হঠাৎ এতগুলো লোক ঢুকে পড়ায় নড়াচড়ার জায়গা পর্যন্ত নেই।

'ব্যাগেজ!' কঠিন সুরে বলল একজন অফিসার। 'প্রত্যেকের ব্যাগ চেক করা হবে। খোলা হোক। কুইক!'

আরোহী তিনজন পাথর হয়ে গেছে। এক চুল নড়ছে না কেউ। অফিসার নিজেই এগিয়ে গিয়ে বার্থ থেকে টেনে নামাল একটা সুটকেস। অসম্ভব ভারী, আরেকটু হলে হাত থেকে পড়েই যেত। হাতল ধরে ঢাকনি খুলে ভেতরে তাকাল সে। সাথে সাথে ঠোঁট জোড়া গোল করে শিস দিয়ে উঠল। সুটকেসের ভেতর প্রচুর কাপড়চোপড় রয়েছে, সেগুলোর ওপর নিরীহ বিড়ালছানার মত শুয়ে আছে তিনটে ভয়ঙ্করদর্শন রিভলভার। আরোহীদের একজন আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল, ছোঁ দিয়ে তুলে নিল একটা রিভলভার। কিন্তু সেই মুহূর্তে অপর একজন সুইস লোকটার ঘাড়ে প্রচণ্ড এক রদ্দা মেরে ধরাশায়ী করল তাকে। আরেকজন অফিসার তার হাত থেকে কেড়ে নিল রিভলভারটা। তিন মিনিটের মধ্যে তিনজন আরোহীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো। বাকি আরও দুটো সুটকেস খোলার পর দেখা গেল ভেতরে এক্সপ্লোসিভ, জেলিগনাইট, হ্যান্ড-গ্রেনেড ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

এই সময় কোচটার সামনে, করিডরে পৌঁছুল রূপা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। একজন ইতালিয়ানকে ধাক্কা দিয়ে বের করে নিয়ে আসা হলো একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে। এগিয়ে গিয়ে পথ করে দিল রূপা, কিন্তু তার আগে কম্পার্টমেন্টের ভেতরটা দেখে নিয়েছে সে। হাতকড়া পরা আরও দু'জন লোক রয়েছে ভেতরে। এবং খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে তিনটে সুটকেস। সেগুলোর ভেতর আগ্নেয়াস্ত্র আর বিস্ফোরক দেখে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলে গেল সে, একটু পর ঘুরে ফিরে আসতে শুরু করল ট্রেনের পিছন দিকে। ঘটনাটা এখুনি অ্যাডমিরালকে রিপোর্ট করা দরকার।

চিন্তার ভারে মাথাটা নুয়ে পড়েছে রূপার, ধীর পায়ে ফিরে আসছে ও। সামনে একটা সাধারণ ওয়াগন-লিট, তারপরই পিছনের সীল করা দুটো কার। সাধারণ ওয়াগন-লিটে ঢুকল রূপা, মুখ তুলতেই দেখল একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে প্রায় বুড়ো একজন লোক বেরিয়ে এল। চোখাচোখি হতেই কি ভেবে দ্রুত পিছিয়ে গেল লোকটা, আশ্চর্য একটা সন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠল তার আচরণে। কম্পার্টমেন্টের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রূপা। কিন্তু কাছাকাছি এসে আবার আগের মত ধীর পায়ে এগোতে লাগল। দরজাটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় দেখল, আধ-খোলা রয়েছে কবাট দুটো। দাঁড়াল না ও। কিন্তু পিছনে একটা শব্দ হতে ঘাড় ফেরাতে শুরু করল। আচমকা শক্ত একটা হাত পেঁচিয়ে ধরল ওর গলা। ব্যাগ থেকে রিভলভারটা বের করতে যাবে, এই সময় আরেকটা হাত টান দিয়ে কেড়ে নিল সেটা। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করল রূপা। কম্পার্টমেন্টের ভেতর চলে এল ও। ওর বাঁ হাতটা মোচড় দিয়ে শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে চেপে ধরল লোকটা। একটা ছুরি বেরিয়ে এল তার হাতে।

সেটা রূপার গলায় ধরে ফিসফিস করে বলল, 'কোন আওয়াজ নয়!'

দম নিয়ে পাল্টা আঘাত করতে যাচ্ছিল রূপা, কিন্তু গলার আওয়াজটা কানে যেতেই চমকে উঠে স্থির হয়ে গেল ও। ওর পেশীতে ঢিল পড়েছে অনুভব করে লোকটাও ছেড়ে দিল ওকে।

'কে!' শুধু গলা নয়, সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল রূপার।

দু'পা পিছিয়ে গেল লোকটা। কাঁচা-পাকা চুলের উইগ আর চশমা খুলে ফেলল।

'রা-রানা!' আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠল রূপা। 'কিন্তু আমাকে এরকম ধোঁকা দেবার কি মানে! তবে কি আমাকেও তুমি...'

'না, তোমাকে আমি অবিশ্বাসও করি না, তোমার ওপর আমার আস্থারও অভাব ঘটেনি,' দ্রুত বলল রানা। 'প্রয়োজন ছাড়া কাউকে কিছু জানানো উচিত না, শুধু এই নীতিটা অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম।'

'আমাকেও তুমি বিশ্বাস করে জানাতে পারোনি!'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয় এটা, রূপা,' বলল রানা। 'কর্নেল ও'হারা আর অ্যান্থনি পল ছাড়া আর কেউ জানে না ব্যাপারটা।'

'কে তোমাকে গুলি করেছিল?'

'পল। শুধু কাঁধের সামান্য একটু চামড়া তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওর বুলেটটা। পল একটা ক্র্যাক শট, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ। এসক্যালেটর থেকে রেডক্রস ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। আগে থেকেই সব আয়োজন করা ছিল ওখানে, ছদ্মবেশ নিয়ে ট্রেনে চড়তে দু'মিনিটের বেশি লাগেনি আমার। ব্র্যান্ডি?'

ধীরে ধীরে একটা নির্লিপ্ত ভাব ফুটে উঠল রূপার চেহারায়। অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এত সবের পেছনে তোমার উদ্দেশ্য কি, বোধহয় জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পাব না, তাই না?'

'এক্সপ্রেসের কোথাও একটা মারাত্মক গোলমাল আছে, কিন্তু ঠিক কোথায় বা কি, বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা ধরতে হলে একা, আলাদাভাবে কাজ করা দরকার আমার। বিশেষ করে অ্যাডমিরাল সব ব্যাপারে খবরদারি করলে আমার পক্ষে গোলমালটা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। নিজের পরিচয় গোপন করে সব আরোহীর ওপর নজর রাখতে চাই আমি। আমার ছবি আছে কে.জি.বি.তে...'

'আমাকে তুমি আভাস দিতে পারতে...' কথার মাঝখানে হঠাৎ থামল রূপা, তারপর আবার বলল, 'আমার ধারণা, মিথ্যে কথা বলছ তুমি।'

'মানে?'

'তুমি বললে শুধু কর্নেল ও'হারা আর পল জানত ব্যাপারটা। তাই কি? চীফ জানতেন না?'

হেসে ফেলল রানা। 'জানতাম আমার মৃত্যু সংবাদ পেয়েই বসের সাথে যোগাযোগ করবে তুমি। তিনি আবার কি অ্যাকশন নিয়ে ফেলেন, তাই

আগেভাগে কথাটা জানাতে হয়েছিল তাঁকে।'

'ঢাকায় বসে বুড়ো জানতে পারল কি ঘটতে যাচ্ছে, আর আমি তোমার পাশে থেকেও কিছুই টের পেলাম না! এর জন্যে তোমার শাস্তি হওয়া উচিত, মাসুদ রানা।' কথা শেষ করেই, রানাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ঠাস করে ওর গালে একটা চড় মারল রূপা। তারপর বলল, 'তোমাকে যে ভাল লাগে, এটা তার প্রমাণ।' বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

হাত দুটো ধরে নামিয়ে দিল রানা। 'কাঁদলে ফুলে যাবে চোখ,' বলল ও। 'স্বাভাবিকভাবে ফিরে যেতে হবে তোমাকে।' চোখ মুছল রূপা। 'এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে!'

ঘুরে দাঁড়াল রূপা। ওয়াল-মিররে দেখল নিজেকে। অগোছাল হয়ে গেছে পরচুলাটা, হাত দিয়ে ঠিক করে নিল সেটা। ধস্তাধস্তির সময় পড়ে গিয়েছিল চশমাটা, তবে ভাঙেনি। সেটা তুলে নিয়ে আবার পরল। 'তোমার কথা তাহলে অ্যাডমিরালকেও বলব না?'

'আপাতত নয়।'

'অ্যাডমিরাল সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন,' বলল রূপা। 'মুখে কিছু বলেননি, কিন্তু আমি বুঝতে পারি। নিশ্চয়ই তাঁকে তুমি সন্দেহ করো না?'

'আরে না! তুমি শুধু আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। এই পর্যায়ে সীল করা কোচের বাইরে থেকে একজন লোক সব কিছুর ওপর নজর রাখবে—এর দরকার আছে।'

রানা যে সব কথা খুলে বলছে না ওকে, বুঝতে পারল রূপা। তবে পরিস্থিতিটা মেনে নিয়েছে ও। 'কিন্তু পল তো জানে!'

'শুধু জানে, আমি বেঁচে আছি। ওর ধারণা, মিলানে রয়ে গেছি আমি, অপারেশনটা চালাচ্ছি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে। আরেকটা কথা,' নরম গলায় বলল রানা, 'আমার প্ল্যানের কথা জানা থাকলে মিথ্যে অভিনয় করতে হত তোমাকে, তাতে ওদের চোখে ধরা পড়ার ভয় থাকত...'

'বোঝা গেল আমার অভিনয় প্রতিভার ওপর তোমার কোন আস্থা নেই,' শান্ত গলায় বলল রূপা। 'সে যাই হোক, তোমার সমস্ত যুক্তি আমি মেনে নিচ্ছি। মাঝে মধ্যে এখানে এসে তোমার সাথে দেখা করতে পারব কি?'

'অবশ্যই। নিয়মিত আসতে হবে তোমাকে। পিছনের ওয়াগন-লিটে কি ঘটছে না ঘটছে সব আমি জানতে চাই। আরেকটা কথা, যে-কোন মুহূর্তে জুরিখ থেকে কর্নেল স্যাবর আমার কাছে একটা জরুরী মেসেজ পাঠাতে পারেন। একজন লরার কাছ থেকে কর্নেলের মাধ্যমে আসবে মেসেজটা এলেই তুমি ওটা আমার কাছে পৌঁছে দেবে।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা, রেডিও অপারেটর ডেডরিক কি তোমার প্ল্যানটার কথা জানত?'

'না।'

'কিন্তু তোমার মৃত্যু সংবাদটাকে সে পাত্তাই দেয়নি। ব্যাপারটা কি?'

'ও কিছু না.' বলল রানা। 'সবার প্রতিক্রিয়া এক রকম হয় না।'

'ইয়াল্লা!' হঠাৎ আঁতকে উঠল রূপা। 'বলতেই ভুলে গেছি। চিয়াসসো থেকে তিনজন আততায়ী উঠেছিল ট্রেনে. সবাইকে ধরে ফেলেছে সিকিউরিটি…' ঘটনাটা বর্ণনা করল ও। কিন্তু রানার প্রতিক্রিয়া বিস্মিত করল ওকে।

আধবোজা চোখে রূপার দিকে তাকিয়ে শুনছিল রানা। রূপা থামতেই প্রশ্ন করল, 'এত সহজে ধরা পড়ে গেল? আমাদের মনোযোগ অন্য দিক থেকে সরিয়ে আনার জন্যে ঘটনাটা ইচ্ছে করে ঘটানো হয়নি তো? এই রকম কাঁচা কাজ তো কে.জি.বি. করে না।' চিন্তার রেখা ফুটে উঠল ওর কপালে। 'শোনো, অ্যাডমিরালকে বলবে, কেন যেন মনে হচ্ছে তোমার, সামনেই একটা মস্ত বিপদ রয়েছে। ওই তিন আততায়ী গ্রেফতার হয়েছে শুনে তিনি মনে করতে পারেন বিপদ বুঝি কেটে গেল।' টেবিলের ওপর আঙুলের টোকা দিল ও। 'এভাবে টোকা দিলেই বুঝব তুমি এসেছ, কেমন? আর, আবার বলছি, যেভাবে পারো অ্যাডমিরালকে সতর্ক করে দিয়ো। ভয়ঙ্কর বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি…'

লুগানো স্টেশনে এসে থামল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। শহরটা অনেক নিচে, রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে তিনটে রেডিও-ডিটেকশন ভ্যান। অস্থায়ী গোপন আস্তানা থেকে সরাসরি ওগুলোকে কন্ট্রোল করছেন কর্নেল লিওন মেঙ্গার। একজন সহকারীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে স্টেশনে চলে এলেন তিনি। রেডিও অপারেটর ডেডরিকের কাছ থেকে এরই মধ্যে খবর পেয়েছেন, তিনজন আততায়ী ধরা পড়েছে।

ট্রেন থামছে, এই সময় প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুলেন কর্নেল। নতুন কোন আরোহীকে উঠতে দেখলেন না তিনি। নামল মাত্র ছয় জন লোক। তিনজন ইউনিফর্ম পরা অফিসার, বাকি তিনজন হাতকড়া পরা ইতালিয়ান। পুলিসের গাড়িতে তোলা হলো ওদেরকে। রাস্তার শেষ মাথায়, দেখা যায় কি যায় না, সবুজ রঙের একটা ফোক্সওয়াগেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িটাকে দেখে কর্নেলের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হলো না। ভাবলেন, রেলওয়েরই কোন স্টাফের গাড়ি হবে। নিজের গাড়িতে ফিরে এলেন তিনি। উল্টোদিকের রাস্তা ধরে সোজা চলে এলেন অস্থায়ী আস্তানায়।

সবুজ ফোক্সওয়াগেনে বসে আছে সুদর্শন এক যুবক। স্থানীয় একটা ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজার সে। হাতকড়া পরা তিনজন ইতালিয়ানকে পুলিসের গাড়িতে তোলা হচ্ছে দেখে মুচকি একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। পুলিস কার চলে যেতে সে-ও স্টার্ট দিল ফোক্সওয়াগেনে, ফিরে চলল শহরের দিকে।

তিন মিনিটের মধ্যে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল যুবক। কাঠের আলমিরা খুলে লুকানো একটা ট্র্যান্সমিটার বের করল সে। আগেই তৈরি করা ছিল মেসেজ, পাঠাতে শুরু করল সেটা। বড় বেশি আত্মবিশ্বাসী, ঘড়িতে সময় বেঁধে নিল না। ভুলটা করল সেখানেই।

ইতোমধ্যে নিজের অস্থায়ী আস্তানায় ফিরে এসেছেন কর্নেল মেঙ্গার। অফিসে ঢুকেছেন, এই সময় টেলিফোন। রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান থেকে জানানো হলো, 'পিয়াজা দান্তে-তে একটা ট্র্যান্সমিটার চালু হয়েছে।'

সাদা পোশাক পরা তিনজন সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কর্নেল। মাত্র দুশো গজ দূরে অ্যাপার্টমেন্ট হাউস পিয়াজা দান্তে, গাড়ি নেবার দরকার হলো না। পুলিস ওখানে আগেই পৌঁচেছে, নিজেদের চাবি ব্যবহার করে ভেতরে ঢুকে অপেক্ষা করছে তারা।

'পাঁচতলায়, কর্নেল,' বলল একজন পুলিস অফিসার। 'আপনার একজন লোক এরই মধ্যে উঠে গেছে ওপরে...'

পাঁচতলায় উঠে এল সবাই। পুলিস আবার তাদের চাবি ব্যবহার করল। ঘরের ভেতর সবার শেষে ঢুকলেন কর্নেল। ইতোমধ্যে মেসেজ পাঠানো শেষ করেছে যুবক। আলমিরা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ হাত দুটো স্থির হয়ে গেল তার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখল ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে পুলিস।

শহরে যুবকের যত বন্ধু-বান্ধব আছে তাদের সবাইকে থানায় নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন মেঙ্গার। তাঁর বিশ্বাস, রাশান স্পাইদের মস্ত একটা সংগঠনকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে। কিন্তু লোকটা যদি মুখ খোলে, তবেই। আরও একটা ব্যাপারে কর্নেলের মন খুঁতখুঁত করছে। কোথায়, কি মেসেজ পাঠাল লোকটা?

'ডিসেপশন অপারেশন শেষ হয়েছে। লুগানো স্টেশনে আটলান্টিক এক্সপ্রেস থামতেই তিন জন লোককে নামিয়ে নিয়ে গেছে পুলিস...'

হোটেল সুইজারহফ। দুশো সাত নম্বর কামরা। মেসেজটা পড়ে আপন মনে মাথা নাড়ল কর্নেল রুবল, তারপর স্যাবোটাজ এক্সপার্ট বাডি রিমলারের হাতে ধরিয়ে দিল সেটা। 'বুদ্ধিটা কাজ দিচ্ছে,' মৃদু গলায় বলল সে। রিস্টওয়াচ দেখল। রাত সাতটা দশ। বিছানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে ভাঁজ খোলা সুইজারল্যান্ডের ম্যাপ। লুগানো আর বেলিনজোনা রেলপথের মাঝখানে একটা জায়গায় আঙুল রাখল সে। 'পরবর্তী স্টেশন। ঘটনাটা এখানেই ঘটবে।'

'তাহলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই রওনা হতে হয়...'

'দেখা যাক...' অন্যমনস্কভাবে বলল কর্নেল রুবল। তার আস্তিনে একটা তাস সব সময়ই লুকানো থাকে, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আটলান্টিক এক্সপ্রেসে দক্ষ আততায়ী মোতায়েন করেছে সে। কেউ তা জানে না।

দুই

উচ্চতা: ছয় ফিট দু'ইঞ্চি।

চোখের রঙ: কালো।

নাম: জর্জ স্যান্ডো।

দেশ: স্পেন।

লুগানো। আটলান্টিক এক্সপ্রেস। পাসপোর্ট কন্ট্রোলের দু'জন অফিসার ফার্স্ট-ক্লাস কম্পার্টমেন্টে ঢুকে একজন আরোহীর পাসপোর্ট চেক করছে। চিয়াসসো থেকে চারজন লোক উঠেছিল ট্রেনে, তাদের মধ্যে তিনজনই ধরা পড়েছে। এই লোকটা চার নম্বর আরোহী।

কোণের একটা সীটে বসে পা দুটো সামনে মেলে দিয়েছে জর্জ স্যান্ডো। নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটে রয়েছে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে একটা পাইপ। অফিসারদেরকে গ্রাহ্যই করছে না সে।

'কোথায় যাবেন আপনি, স্যার?' একজন অফিসার জানতে চাইল।

'অনেক দূর, সেই আমস্টারডাম পর্যন্ত,' বিশুদ্ধ ফ্রেঞ্চ ভাষায় জবাব দিল স্যান্ডো।

এ লোক আর দশজন আরোহীর মত নয়, বুঝতে পারল অফিসাররা। কেমন যেন সন্দেহ হলো তাদের। কিন্তু পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্রে কোথাও কোন খুঁত নেই। সুটকেস আর ব্যাগ খুলে পরীক্ষা করা হলো। আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেল না।

'ধন্যবাদ, স্যার...'

কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল অফিসাররা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল স্যান্ডো। তিনজন ইতালিয়ান বন্দীকে প্ল্যাটফর্ম থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাইপে ঘন ঘন টান দিয়ে মুখের সামনে ধোঁয়ার একটা আড়াল তৈরি করল সে। চিয়াসসোয় ট্রেনে ওঠার পর থেকে বেশ কয়েকটা ব্যাপার চোখে পড়েছে তার। চশমা পরা একটা মেয়েকে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে সে, দেখেই বুঝেছে ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। এরপর একজন প্রৌঢ় লোককে ছড়ি হাতে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে সে। করিডর দিয়ে যাবার সময় দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়েছে তার কম্পার্টমেন্টের ভেতরটা। স্যান্ডোর মনে হয়েছে, ওরা দু'জনই কাকে যেন খুঁজছে।

সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্যান্ডো। দরজা খুলে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল। ফাঁকা করিডর। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সে। আরও একবার ভাল করে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে পাশের খালি কম্পার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। বাইরে কোন শব্দ নেই। ধীর পায়ে এগিয়ে একটা সীটের কাছে থামল। ঝুঁকে পড়ে সীটের তলা থেকে বের করে আনল একটা নাইন এম-এম ল্যুগার। দরজার কাছে ফিরে এসে কান পাতল সে। তারপর কবাট খুলে বেরিয়ে এল করিডরে। কেউ দেখেনি তাকে। নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল আবার।

লুগানো আর বেলিনজোনার মাঝখানে রয়েছে উঁচু একটা উপত্যকা, উপত্যকার ওপর দিয়ে হাইওয়ে ও রেলপথ চলে গেছে। রাস্তা থেকে সামান্য

একটু দূরে ছোট একটা মিলিটারি সাব্-ইউনিট, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন গার্ড। শীত তাড়াবার জন্যে একা একা লেফট-রাইট, লেফট-রাইট করছে সে। এই সময় তার চোখে পড়ল হাইওয়ে থেকে হঠাৎ বাঁক নিয়ে সোজা তার দিকেই দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা মার্সিডিজ গাড়ি। কাঁধ থেকে রাইফেল নামাবার সময় পেল না সে, তার সামনে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। সাথে সাথে দরজা খুলে বেরিয়ে এল অস্বাভাবিক লম্বা একজন লোক। উত্তেজিতভাবে ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলতে শুরু করল সে।

লোকটাকে বাধা দিয়ে গার্ড বলল, 'কিন্তু এটা একটা মিলিটারি প্রপার্টি। বাইরের কাউকে ঢুকতে দেবার অনুমতি নেই...'

'হায় যীশু! তুমি পিশাচ নাকি!' অসহায় একটা ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'আমার মেয়ে মারা যাচ্ছে। এখুনি ওকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। বিশ মাইলের মধ্যে আর কোথাও টেলিফোন নেই...'

নিজের মেয়ে আছে, আর একজনের মেয়ে অসুস্থ শুনে মনে দয়া হলো গার্ডের। এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিয়ে গাড়ির ভেতর তাকাল সে। দেখল ভেতরে আরও দু'জন লোক বসে আছে। পিছনের সীটে তাদের সাথে রয়েছে আঠারো উনিশ বছরের একটা মেয়ে। পেট খামচে ধরে ব্যথায় কাতরাচ্ছে সে। গার্ড পিছিয়ে আসতে যাবে, এই সময় পিছন থেকে লম্বা লোকটা তার দুই পাঁজরের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ছুরির দীর্ঘ একটা পাত। মাটিতে পড়ে গেল গার্ড। হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে ছুরির ডগাটা। সাথে সাথে মারা গেল সে।

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল মেয়েটা। তার পিছু পিছু আরেকজন লোক। দু'জনের হাতেই ওয়্যার-কাটার রয়েছে। তারের জাল কেটে একটা গর্ত তৈরি করল মেয়েটা। লোকটা গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে কেটে দিল টেলিফোনের তার। তৃতীয় লোকটাও বসে নেই, লাশের গা থেকে ইউনিফর্ম খুলে নিল সে।

তারের জালের ওপারে গার্ডরুম। তিন মিনিট পর দরজায় ঘন ঘন করাঘাত করল মেয়েটা। দ্বিতীয় গার্ড ঘুমাচ্ছিল, ধড়মড় করে উঠে বসল সে। রাইফেলটা তুলে নিয়ে বলল, 'ধুস শালা! একটু যে ঘুমাব তারও উপায় নেই! দাঁড়াও, খুলছি।'

দরজা খুলল গার্ড। সাথে সাথে তার মাথায় পরপর দু'বার গুলি করল মেয়েটা মাউজার পিস্তল দিয়ে। কিছু টের পাবার আগেই মারা গেল দ্বিতীয় গার্ড। পাশের কামরায় আরেকজন গার্ড আছে, টেলিফোনের রিসিভার তুলছে সে। দরজার সামনে এসে তাকে দেখতে পেয়েই আবার পর পর দু'বার গুলি করল মেয়েটা। দুটো গুলিই লোকটার খুলি ফুটো করে বেরিয়ে গেল।

ইতোমধ্যে একজন লোক প্রথম গার্ডের ইউনিফর্ম পরে নিয়েছে। মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়াল সে। 'এদেরকে খুন করার কোন দরকার ছিল কি, লুসি?' মৃদু গলায় জানতে চাইল সে।

'চোপ!' চাপা গলায় ধমক মারল লুসি। 'জানো না তাড়াতাড়ি কাজ

সারতে হবে?' রিস্টওয়াচ দেখল সে। রাত ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিট। চার মিনিটের মধ্যে লুগানো স্টেশনে ইন করবে আটলান্টিক এক্সপ্রেস।

বাকি দু'জন লোকও নিহত গার্ডদের পোশাক পরে নিয়েছে। গার্ডরুমের দেয়াল থেকে চাবি নিয়ে ইতোমধ্যে খুলে ফেলা হয়েছে গেট। গ্যারেজ থেকে বের করা হয়েছে একটা মেশিনগান ফিট করা সামরিক জীপ। ইউনিফর্ম পরা লোক তিনজন জীপ নিয়ে রওনা হয়ে গেল। মার্সিডিজ নিয়ে আগেই রওনা হয়ে গেছে লুসি।

হাইওয়ে ধরে উত্তর দিকে ঝড়ের বেগে মার্সিডিজকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে লুসি। তার বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছে রেললাইন, এটা ধরেই লুগানো থেকে বেলিনজোনার দিকে যাবে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। বহু দূরে আবছাভাবে দেখা গেল চারকোনা সিগন্যাল বক্স। জায়গাটার নাম ভিরা। নির্জন হাইওয়েতে গাড়ি দাঁড় করাল লুসি। বারবার গাড়ির হেডলাইট দুটো অন আর অফ করতে শুরু করল।

ভিরা সিগন্যাল বক্স। সিনিয়র সিগন্যাল ম্যান এমিলিও পয়েন্ট মিনিট দশেক ধরে তাকিয়ে আছে দক্ষিণ দিকে। মার্সিডিজের আলো দেখতে পেয়ে তার চেহারা থেকে উদ্বেগের ছাপ মুছে গেল। দ্রুত বক্সে ফিরে এল সে। কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সহকারী। তার পাশ থেকে লোহার একটা হাতুড়ি তুলে নিল এমিলিও পয়েন্ট। বুক ভরে শ্বাস নিল। জিভের ডগা দিয়ে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল বার দুয়েক। তারপর চোখ দুটো বুজে সহকারীর মাথায় হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারল। ছিটকে এসে পয়েন্টের মুখে লাগল সহকারীর মগজ মাখা খুলির কণা। পায়ের কাছে পড়ে গেল লাশটা। এক হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছে নিল পয়েন্ট, অপর হাত দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের একটা বোতাম টিপে দিল। উত্তরমুখী রেললাইনের ধারে একটা সিগন্যাল পোস্টে সবুজ আলো জ্বলছিল, সেটা নিভে গিয়ে জ্বলে উঠল লাল আলো। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নিচে নেমে এল পয়েন্ট। দূরে দেখা গেল মার্সিডিজের হেডলাইট। দ্রুত এগিয়ে আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার পাশে এসে দাঁড়াল গাড়ি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল পয়েন্ট। 'ওকে আমার খুন করতে হয়েছে...'

'চোপ!' তীক্ষ্ণ গলায় ধমকে উঠল লুসি। 'ওটা তোমার ব্যাপার। সামনে আমার কঠিন পরীক্ষা...' রিয়ার ভিউ মিররে জীপের আলো দেখতে পেল লুসি।

মার্সিডিজের আধ মাইল পিছনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে জীপটা। আটলান্টিক এক্সপ্রেসের আলো দেখতে পেল অরোহীরা। দ্রুত এগিয়ে আসছে।

'শেষ ওয়াগন-লিটটা, মনে আছে তো, পিতেরা?' পাশের লোকটাকে বলল জীপের ড্রাইভার। 'শালা বানচোত ওখানে আছে বলেই জানি আমরা...'

'মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না তো!' পিতেরা বলল। 'তুমি ড্রাইভিঙের দিকে মন দাও, আমার কাজ আমি ঠিকই করব।' ভারী মেশিনগানটা আরও

শক্ত করে চেপে ধরল সে। জীপ ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

'এত অস্থির হয়ে উঠেছ কেন বলো তো?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'লুগানোয় তিনজনের একটা দল ধরা পড়েছে। অন্তত একটা বিপদ তো কাটল, তাই না? জানি আবার চেষ্টা করবে ওরা…'

'কেন, তা বলতে পারব না,' বলল রূপা, 'কিন্তু আমার ধারণা মস্ত একটা বিপদ রয়েছে আমাদের সামনে। দূরে নয়, কাছে—যে-কোন মুহূর্তে কিছু একটা ঘটবে…'

এইমাত্র লুগানো ত্যাগ করেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। ক্রমশ বাড়ছে তার গতি। শহর ছাড়িয়ে উপত্যকায় পৌঁচাচ্ছে ট্রেন। উপত্যকার শেষে পাহাড়ের গায়ে টাঙানো সুতোর মত নেমে গেছে রেললাইন বেলিনজোনার দিকে। কম্পার্টমেন্টের ভেতর রূপার পাশে বসে আছেন অ্যাডমিরাল। জানালায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল তুর্গেনিভ। খানিক আগে পর্যন্ত হাত-পায়ের জড়তা কাটাবার জন্যে পায়চারি করছিলেন তিনি। জানালায় পর্দা থাকলেও, ট্রেনের বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জেনারেলের ছায়া। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি রূপার দিকে। নরম গলায় জানতে চাইলেন, 'হাওয়া খেতে বেরিয়ে আর কি দেখেছ বলো তো?'

'কই!' ঝট করে জেনারেলের দিকে ফিরল রূপা।

'নিশ্চয়ই আরও কিছু দেখেছ তুমি। নাকি আমারই ভুল?' রূপা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে একটা হাত তুলে বাধা দিলেন তিনি। 'উত্তর দেবার আগে ভাল করে চিন্তা করে নাও। মেয়েদের খুঁতখুঁতে স্বভাবটাকে আমি খারাপ চোখে দেখি না।'

'ধন্যবাদ,' ম্লান সুরে বলল রূপা। 'আর কিছু দেখিনি।' অ্যাডমিরালের দিকে ফিরল ও। 'আমি শুধু বলতে চাই, মুহূর্তের জন্যেও অসতর্ক হওয়া উচিত হবে না আমাদের…'

'প্রশ্নটা উঠছে কেন তাই বলো!' প্রায় চটে উঠলেন অ্যাডমিরাল 'কি দেখে তোমার মনে হলো, আমি অসতর্ক? গড নোজ হঠাৎ কেন এসব কথা তুলছ তুমি…'

'ভয়,' শান্তভাবে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। জানালায় পিঠ দিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। দু'চোখ ভরা কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছেন রূপার দিকে। 'কেউ ভয় পেলে আমি তা বুঝতে পারি।' তবে রূপাকে বুঝতে পারার চেষ্টা ত্যাগ করলেন তিনি। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ট্রেন থামছে।'

অ্যাডমিরাল জানেন, বেলিনজোনা এখনও অনেক দূরে, তবু রিস্টওয়াচ দেখলেন তিনি। বললেন, 'সামনে নিশ্চয়ই লাল সিগন্যাল দেখতে পেয়েছে ড্রাইভার।'

লুগানো। মেইন সিগন্যাল বক্স।

কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চীফ সিগন্যাল মাস্টার। ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেছে, আপন মনে বিড় বিড় করছে সে। কোন কারণ নেই, অথচ স্টপ সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে ভিরায়। ব্যাপারটা কি?

অন্য কোন লোক হলে ভিরার সাথে যোগাযোগ করত সিগন্যাল-মাস্টার। তা না করে, সাথে সাথে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করল সে। ডায়াল করে সরাসরি কর্নেল মেঙ্গারের হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ চাইল। অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কর্নেলের একজন সহকারী। মেসেজটা সাথে সাথে কর্নেলকে জানাল সে। 'লাইনে, ভিরার কাছে একটা স্টপ সিগন্যাল দেখা গেছে। এর নাকি কোন কারণ নেই। এখন থেকে দুমিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়বে আটলান্টিক এক্সপ্রেস…'

কর্নেলের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সহকারীর কথা শেষ হবার আগেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'অ্যাডমিরালকে সাবধান করো… মেজর অ্যালার্ট!' ওয়াল ম্যাপের দিকে তাকালেন তিনি। পরমুহূর্তে আরেকজন অফিসারের দিকে ফিরলেন। 'চারশো একত্রিশ নম্বর সেক্টরের জন্যে রেড অ্যালার্ট! সমস্ত গাড়ি থামাতে হবে—সিভিলিয়ান, পুলিস, মিলিটারি, সব। গোটা সেক্টরের চারদিকে রোড ব্লক চাই আমি। একটা পিঁপড়েও যেন ঢুকতে বা বেরুতে না পারে।'

'মিলিটারি ভেহিকেলও?' জানতে চাইল অফিসার।

'সব, সব, সব গাড়ি!' চেঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল মেঙ্গার। 'নড়াচড়া করে এমন সব কিছু। দেখো, লোকার্নো এয়ারস্ট্রিপের কথা ভুলো না যেন…'

এরই মধ্যে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে শুরু করেছে অফিসার। একের পর এক নির্দেশ দিয়ে গেল সে। চারশো একত্রিশ নম্বর সেক্টরের সব জায়গা থেকে মুভ করতে শুরু করল সুইস আর্মি আর সিকিউরিটি ইউনিট। ভারী যানবাহনের কর্কশ আওয়াজে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। কয়েকটা হেলিপ্যাড থেকে আকাশে উঠল সামরিক 'কপ্টার। হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এসে টেক-অফ করল এয়ারফোর্সের কয়েকটা হালকা প্লেন। কর্নেলের একজন সহকারী, তার ডান হাত, ট্র্যান্সিভার যোগে টপ অ্যালার্ট পাঠাল, 'গুইসান…গুইসান… গুইসান…' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সুইস কমান্ডার-ইন-চীফ ছিলেন গুইসান। চরম সঙ্কট মুহূর্তে সরকারের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও গোটা সুইস সামরিক বাহিনীকে মুভ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। কর্নেল মেঙ্গার আর তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে গুইসানের ভাব-মূর্তি আজও অম্লান হয়ে আছে।

মন্থর হয়ে আসছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের গতি। জেনারেল তুর্গেনিভের কম্পার্টমেন্টে নক হলো। হাতে উদ্যত পিস্তল নিয়ে দরজার কবাট দুটো সামান্য একটু ফাঁক করলেন অ্যাডমিরাল। বাইরে বেন নেলসনকে দেখা গেল। গলাটা কেঁপে গেল বেনের। বলল, 'এইমাত্র রেডিও থেকে একটা টপ অ্যালার্ট এল…'

'কোচের পেছনে ফিরে যাও…' নির্দেশ দিয়ে কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল। করিডর ধরে দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটের কমিউনিকেশন কম্পার্টমেন্টের দিকে ছুটলেন তিনি। কয়েক পা এগিয়েই রেডিও অপারেটর ডেডরিককে দেখতে পেলেন। সমস্ত নির্দেশ অগ্রাহ্য করে করিডরে বেরিয়ে এসেছে সে। অ্যাডমিরালকে দেখেই তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল সে। 'গুইসান…গুইসান…গুইসান…'

গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে চরকির মত আধপাক ঘুরলেন অ্যাডমিরাল, ঝড়ের গতিতে ফিরে এলেন কম্পার্টমেন্টে। এখনও জানালায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জেনারেল তুর্গেনিভ।

'মেঝেতে শুয়ে পড়ুন!' রাশান জেনারেলকে দু'হাত দিয়ে ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন অ্যাডমিরাল। ইতোমধ্যে শুয়ে পড়েছে রূপা, তার পাশে লম্বা হলেন জেনারেল।

'পরিস্থিতিটা যদি অন্য রকম হত, তোমার পাশে এই শোয়াটা উপভোগ করতাম আমি,' হালকা সুরে বললেন জেনারেল।

জেনারেল তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন বুঝতে পেরে তাঁর একটা হাত ধরে মৃদু একটু চাপ দিল রূপা। বলল,'চিন্তার কিছু নেই, বিপদ সামলাতে পারবে ওরা…'

'কোন সন্দেহ নেই,' মৃদু গলায় বললেন জেনারেল। প্রচণ্ড উত্তেজনা বোধ করছেন তিনি, কিন্তু চেহারা দেখে তা বোঝার কোন উপায় নেই।

কম্পার্টমেন্ট থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। দরজাটা বন্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াল রূপা। করিডর ধরে ছুটলেন অ্যাডমিরাল। এই সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যান্থনি পল। তার একটা হাত চেপে ধরলেন অ্যাডমিরাল। 'এসো আমার সাথে,' নির্দেশ দিলেন তিনি। তাকে নিয়ে ঢুকলেন একটা খালি কম্পার্টমেন্টে। বোতাম টিপে আলো জ্বাললেন, ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন জানালার সামনে। প্রথমে সামান্য একটু সরালেন পর্দাটা, তারপর সবটুকু। লক্ষ করার মত কিছুই পড়ল না তাঁর চোখে। তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। পরিষ্কার আকাশ। কখন যেন প্রায় মাঝ আকাশে উঠে এসেছে মস্ত একটা চাঁদ। রেললাইনের পাশেই হাইওয়ে, চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল কিছুদূর পর্যন্ত। জানালার কাঁচ খানিকটা নামালেন তিনি। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস যেন হুল ফোটাল চোখে মুখে। উত্তর দিকে তাকিয়ে সিগন্যাল পোস্টের মাথায় লাল আলোটা দেখলেন। তারপর তাকালেন দক্ষিণ দিকে। সাথে সাথে হাঁটু মুড়ে নিচু হলেন।

'ওই আসছে…' শেষ হলো না অ্যাডমিরালের কথা, রাতের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গর্জে উঠল মেশিনগান। 'একটা আর্মি জীপ!' দ্রুত বললেন তিনি। 'ড্রাইভারের দিকে তাক করো। থামাও ওকে। ড্রাইভারকে গুলি করো…'

জানালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল পল। তারপর ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। হাতের ল্যুগারটা তাক করল হাইওয়ের একটা জায়গায়,

যেখানে জীপটা আসেনি এখনও।

মেশিনগানের আওয়াজ এখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত বাজছে কানে। ট্রেনের পাশাপাশি, হাইওয়ে ধরে এগিয়ে আসছে জীপটা, ঝাঁক ঝাঁক বুলেট আঘাত করছে পিছনের ওয়াগন-লিটের জানালায়। মেশিনগানের পিছনে যে লোকটা বসে আছে সে একজন এক্সপার্ট, ব্যারেলটা ঘন ঘন চুল পরিমাণ উঁচু-নিচু করছে সে, যাতে জানালার প্রতিটি ইঞ্চি দিয়ে ঢুকতে পারে বুলেট। অসীম ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে পল। তার ল্যুগার স্থির। তার শরীর অনড়। ওদের কম্পার্টমেন্টের ভেতর ঢুকে ঠকা-ঠক-ঠক শব্দ করল কয়েকটা বুলেট, পরমুহূর্তে জানালার বাইরে দেখা গেল জীপটাকে। একের পর এক, কোন বিরতি ছাড়াই, তিনবার গুলি করল পল। দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটের পাশে চলে এসে মেশিনগান চালানো বন্ধ করেছে জীপের গানার। মাত্র ওই তিনটে গুলি করারই সুযোগ পেল পল, পর মুহূর্তে রাতের অন্ধকারে হাইওয়ে ধরে উত্তর দিকে হারিয়ে গেল জীপ।

'লাগাতে পারিনি!' নিজের কপালে করাঘাত করল অ্যান্থনি পল। চেহারা দেখে মনে হলো, এই বুঝি কেঁদে ফেলবে।

'মুভিং টার্গেট, নিজেকে দোষ দেবার কোন মানে হয় না!' সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সহানুভূতির সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে ছুটলেন তিনি। জেনারেলের কম্পার্টমেন্টের সামনে এসে দরজায় সাঙ্কেতিক শব্দ করলেন। দরজা খুলল রূপা। ওর রিভলভার ধরা হাতটা একটুও কাঁপছে না, লক্ষ করলেন তিনি। দেখলেন, এইমাত্র মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছেন জেনারেল তুর্গেনিভ। তাঁর পিছনে জানালার পর্দায় হাজারটা ফুটো দেখা যাচ্ছে, ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে কাঁচের কবাট দুটো। আর যদি মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকতেন জেনারেল, ঝাঁঝরা হয়ে যেত তাঁর শরীর। কাঁচের গুঁড়োর ওপর দিয়ে এগিয়ে এলেন জেনারেল।

'আপনার সিকিউরিটি সিস্টেমকে আমি অভিনন্দন জানাই, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। আপনার কোন লোক আহত হয়েছে কি? হয়নি? থ্যাঙ্ক গড ফর দ্যাট। হ্যাঁ, আপনার সিকিউরিটি অত্যন্ত চমৎকার। আবার ওরা চেষ্টা করবে, জানি, কিন্তু এইমাত্র যা ঘটল তা থেকে বুঝতে পারছি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে হলে আরও অনেক সাবধানে এগোতে হবে ওদেরকে, আরও কষ্ট করতে হবে, দিতে হবে আরও খেসারত...'

চেহারা থেকে বিস্ময়ের ভাবটা গোপন করে রাখলেন অ্যাডমিরাল। এখনও সবার চেয়ে শান্ত দেখাচ্ছে জেনারেলকে। বললেন, 'আমি নই, সমস্ত ব্যবস্থা করে গেছে মাসুদ রানা।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। হঠাৎ করিডরের দিকে চোখ পড়ল অ্যাডমিরালের। শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ইশারা করছে বেন নেলসন। বোঝাতে চাইছে, দ্বিতীয় ওয়াগন-লিটের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। 'পাশের কোচে সরে যাচ্ছি আমরা,' জেনারেলকে বললেন তিনি। 'রূপা, জেনারেলকে সাথে করে নিয়ে এসো...' ওদের কাঁধের ওপর দিয়ে জানালার বাইরে তাকালেন তিনি। 'আরে! এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে

গেছে ওরা…!'

রেললাইনের পাশে, হাইওয়েতে দেখা গেল একটা সুইস সামরিক কনভয়। গাড়িগুলো থামল। লাফ দিয়ে নামল সশস্ত্র সৈনিকরা। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত ঘিরে ফেলল তারা ট্রেনটাকে।

লুগানো হেডকোয়ার্টার থেকে যুদ্ধকালীন গোটা অ্যান্টি-স্যাবোটাজ সিস্টেম পরিচালনা করছেন কর্নেল মেঙ্গার। চীফ সিগন্যাল-মাস্টারের সাথে দু'জন পুলিস কর্মকর্তা ভিরা সিগন্যালের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। ইতোমধ্যে চারশো একত্রিশ নম্বর সেক্টরে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। প্রতিটি রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সামরিক যান। সবগুলো স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে নামানো হয়েছে ছত্রীসেনা। সেনাবাহিনীর একটা গ্রুপ এরই মধ্যে উপত্যকার মিলিটারি সাব-ইউনিটে পৌঁচেছে। এখান থেকেই হাইজ্যাক করা হয়েছে মেশিনগান ফিট করা জীপ। সামরিক প্রহরীদের লাশ পাওয়া গেছে শুনে কর্নেল মেঙ্গার নির্দেশ দিলেন, খবরটা এখুনি চারশো একত্রিশ নম্বর সেক্টরের সমস্ত ইউনিটকে জানাতে হবে।

একটা জঙ্গলের ভেতর পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল জীপটাকে। সামরিক প্রহরীদের পোশাক পরা আরোহী তিনজন এখন মার্সিডিজে চড়ে পালাচ্ছে। গাড়ি চালাচ্ছে লুসি। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে আরেকটা গাড়ি। সেখানে পৌঁছুতে তিন থেকে চার মিনিট লাগবে ওদের। ওখান থেকে এয়ারস্ট্রিপে যেতে লাগবে আধঘণ্টা। প্লেনে একবার চড়তে পারলে আর কে পায় ওদেরকে!

দু'পাশে ঘন জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে বরফ ঢাকা রাস্তা চলে গেছে। গাড়ি চালাচ্ছে লুসি। সামনে একটা বাঁক। গাড়ির স্পীড না কমিয়ে লুসি বাঁক নিতে যাচ্ছে দেখে সিনিয়র সিগন্যাল ম্যান পয়েন্ট আঁতকে উঠল। তার পাঁজরে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল লুসি। 'ভয় লাগলে দরজা খুলে লাফ দাও…'

বরফের ওপর পিছলে গেল মার্সিডিজের চাকা। একদিকে উঁচু হয়ে গেল গাড়ি, উল্টে যাচ্ছে। কিন্তু অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে শেষ রক্ষা করল লুসি। বাঁক ঘুরে সামনের সোজা রাস্তায় চলে এল মার্সিডিজ। কিন্তু এত করেও বুঝি শেষ রক্ষা হলো না। হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল সামনেটা—রোড ব্লক। পুলিসের গাড়ি আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে হাইওয়ের ওপর। এই সময় দুটো সার্চলাইট জ্বলে উঠে ধাঁধিয়ে দিল ওদের চোখ।

মাথা নিচু করে নিয়ে গাড়ির স্পীড কমাল লুসি। দু'হাতে ধরা স্টিয়ারিং হুইলটা বন বন করে ঘুরছে। রাস্তার কিনারায় চলে এল গাড়ি। পরমুহূর্তে রাস্তার ওপরই বাঁক নিতে শুরু করল। চোখের পলকে ঘুরে গেল গাড়ি। তীর বেগে ফিরতি পথ ধরল মার্সিডিজ। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল লুসি। জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ট্যাঙ্ক। কামানের লম্বা ব্যারেলটা ধীরে ধীরে নিচু হয়ে স্থির হলো মার্সিডিজের

ওপর। এগিয়ে আসছে ট্যাঙ্কটা। ড্যাশবোর্ড থেকে একটা রিভলভার বের করার জন্যে হাত বাড়াল লুসি। সেই মুহূর্তে জানালার কাঁচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল একজন সৈনিকের রিভলভার ধরা হাত। 'নোড়ো না!' হুকুম করল সে। স্থির হয়ে গেল লুসি।

কোন রকম ধস্তাধস্তি না করে আত্মসমর্পণ করল মার্সিডিজের আরোহীরা।

কয়েক মাইল দূরে একটা প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপ, রুটিন চেক করতে গিয়ে এয়ারফোর্সের একদল ইন্সপেক্টর একটা হালকা প্লেন আবিষ্কার করল সেখানে। ওদেরকে দেখে পালাবার চেষ্টা করল পাইলট। কিন্তু সহজেই ধরা গেল তাকে।

মাত্র ত্রিশ মিনিটের মধ্যে রাশানদের লুগানো আন্ডার-গ্রাউন্ড স্যাবোটাজ অ্যাপারেটাস ধ্বংস করে দিলেন কর্নেল মেঙ্গার।

আবার ছুটতে শুরু করল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। সোজা বেলিনজোনার দিকে যাচ্ছে। সামনে রয়েছে দুর্গম পাহাড়ী রেলপথ। বেলিনজোনা শহরে পৌঁছুবার আগে পাহাড়ের গা পেঁচানো রেললাইন ধরে নামতে হবে ট্রেনকে। রানার কম্পার্টমেন্টের দরজায় নক করল রূপা, সাথে সাথে একটু ফাঁক হলো কবাট দুটো। রূপাকে দেখে হাসল রানা। তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। 'জেনারেল তুর্গেনিভকে নিশ্চয়ই ওরা ঘায়েল করতে পারেনি, ঠিক?'

'ঠিক,' বলল রূপা। 'কিন্তু এত আত্মবিশ্বাস তুমি পাও কোত্থেকে? ওরা যে ব্যর্থ হয়েছে তা তুমি বুঝলে কিভাবে?'

'সময়ের হিসেব কষে বুঝেছি,' বলল রানা। 'মেশিনগানের আওয়াজ শুরু হবার পুরো এক মিনিট আগে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ট্রেন। অথচ ওখানে ট্রেন থামাবার কথা নয়। বিপদ টের পাবার এবং তা কাটিয়ে ওঠার ব্যবস্থা করার জন্যে যথেষ্ট সময় পেয়েছেন অ্যাডমিরাল। এবার পুরো ঘটনাটা শোনাও দেখি আমাকে...'

শুরু করার আগে পরচুলা আর চশমা খুলে নিজের স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে রানার সামনে বসল রূপা। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার ব্যাপারে জুড়ি নেই ওর। পুরো ঘটনার বিবরণ দিতে এক মিনিটও লাগল না। সবশেষে বলল, 'তোমার সন্দেহটাই সত্যি হয়েছে। চিয়াসসো থেকে এই তিনজন আততায়ী একটা ডাইভারশন তৈরি করার জন্যে ট্রেনে উঠেছিল। আসল প্রফেশন্যাল হামলা শুরু করার আগে ওটা ছিল মিথ্যে অভিনয়, সময় মত যাতে আমাদেরকে অসতর্ক অবস্থায় পায়...'

'কিন্তু প্রফেশন্যাল হামলা কি বলা যায় ওটাকে?' এদিক ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'গোটা ব্যাপারটাকে লেজে-গোবরে করে ফেলেছে ওরা। একটা সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু সেটার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি।'

'তুমি হলে কি করতে শুনি?' ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল রূপা।

'ট্রেন থামার আগেই ওয়াগন-লিটের ভেতর গুলি করা উচিত ছিল ওদের,' বলল রানা। 'একটা ফাস্ট মুভিং জীপ থেকে তা করা সম্ভব। অ্যাডমিরালকে

সাবধান হবার সময় দেয়া উচিত হয়নি ওদের। জীপের ড্রাইভারকে গুলি করার চেষ্টা করেছিল পল, বলছ? জীপ আর জানালার মাঝখানে মোটামুটি দূরত্ব কি রকম ছিল বলো তো?'

'হাইওয়ে থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিট দূরে ছিলাম আমরা। অ্যাডমিরাল পরে বলেছেন, জীপটা খুব জোরে ছুটছিল না। এই ঘণ্টায় ধরো বিশ মাইল...'

অ্যাডমিরাল যা বলেছেন, রানাও ঠিক তাই বলল, 'কিন্তু তবু ওটা একটা মুভিং টার্গেট, তার ওপর রাতের বেলা। যাই হোক, জেনারেলকে কিভাবে পাহারা দেয়া হচ্ছে বলো দেখি?'

'এ-ব্যাপারে অ্যাডমিরাল তোমার আগের নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন,' বলল রূপা। পরচুলা আর চশমা পরে নিল ও। 'আমি বরং ফিরে যাই এবার। ট্রেনের কোথায় কি হচ্ছে দেখার জন্যে পাঠিয়েছেন আমাকে অ্যাডমিরাল। আরোহীরা সবাই খুব ভয় পেয়েছে। রেলওয়ে ইন্সপেক্টররা প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে গিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও কেউই তেমন নিরাপদ বোধ করছে না। ইন্সপেক্টররা কি বলছে জানো? বলছে, ওটা সুইস আর্মির একটা মহড়া ছিল। পিছনের ওয়াগন-লিটের কি দশা হয়েছে ভাগ্যিস কেউ তা দেখেনি। তবু, গল্পটা সবাই বিশ্বাস করছে বলে মনে হয় না।'

সুতোর একটা রীল বের করে রূপার হাতে গুঁজে দিল রানা। 'এটা রাখো। বেলিনজোনায় ট্রেন থামলে এটা দস্তানার ভেতর লুকিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামবে তুমি। সুইস রেল ইউনিফর্ম পরা একজন লোক এগিয়ে এসে তোমাকে বলবে, ট্রেন ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই, উঠে পড়ুন তাড়াতাড়ি। তুমি তাকে ধন্যবাদ জানাবে। কথা বলার ফাঁকে তার হাতে পাচার করে দেবে এটা। কেউ যেন না দেখে। কর্নেল মেঙ্গারের জন্যে এতে একটা মেসেজ আছে।'

'তিনি জানেন তুমি বেঁচে আছ?'

'অ্যাডমিরাল আমার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেননি, তুমিই না বলেছিলে?'

'ও, হ্যাঁ।'

রূপার একটা হাত ধরল রানা। সাথে সাথে রূপার চোখে তীব্র সন্দেহ ফুটে উঠল। 'কি ব্যাপার?'

নিজের দিকে টানল রানা রূপাকে। 'কাছে এসো, কথা আছে,' ফিসফিস করে বলল ও। রূপার মুখের কাছে চলে এল রানার মুখ। 'তোমাকে আমি...'

ছিটকে সরে গেল রূপা। 'প্রেম নিবেদনের এই বুঝি সময়? আমি ভাবতেই পারি না...'

'প্রেম? নিবেদন?' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'তুমি বুঝি তাই আশা করো? আমি তোমাকে প্রেম নিবেদন করব? আরে, না! আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই, সামনে আরও বিপদ আছে, কাজেই চোখ কান খোলা রেখো। বুঝলে?'

'তোমাকে আমি ভালবাসি, এ-কথা বলতে যাচ্ছিলে না তুমি?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইল রূপা।

'কক্ষনো না!' বলেই হেসে উঠল রানা।

খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ল রূপাও। কিল দিল রানার বুকে। 'পাজি কোথাকার!' তারপর হাসতে হাসতেই বলল, 'অসম্ভব নয়···হয়তো একদিন আমিই বলে বসব তোমাকে আমি ভালবাসি।'

'উঁহুঁ, তা পারবে না,' বলল রানা।

'কেন?'

হঠাৎ সিরিয়াস দেখাল রানাকে। 'হারাবার ভয় তোমার এত বেশি যে কাউকে কোন দিন ভালবাসতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'হারাবার ভয়? কি হারাবার ভয়?'

'সে তুমিই জানো। হয়তো সতীত্ব। হয়তো সম্মান।'

'ভালবাসতে হলে বুঝি সতীত্ব আর সম্মান বিলিয়ে দিতে হয়?' ব্যঙ্গের সুরে বলল রূপা।

'তা নয়। তবে যাকে ভালবাসি তাকে কিছুই অদেয় নেই, এই রকম একটা মনোভাব থাকা চাই।'

'তোমাকে কিন্তু সত্যি অদেয় কিছু নেই আমার,' বলল রূপা। এখন আর হাসছে না সে। 'তার মানে কি এই যে আমি তোমাকে ভালবাসি?' ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসল সে। 'উঁহুঁ!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৃদু গলায় বলল রানা, 'ভালবাসা আর শ্রদ্ধা করা এক জিনিস নয়। আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ, কিন্তু তোমার কাছে নই। তুমি আমাকে অনেক বড় করে দেখো। বোধহয় সেজন্যেই শ্রদ্ধা করতে পারো, কিন্তু ভালবাসতে পারো না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রূপা বলল, 'হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি···জানি না।'

প্রায় মিনিট খানেক চুপ করে থাকল ওরা। তারপর রিস্টওয়াচ দেখল রানা। উঠে দাঁড়াল রূপা।

'যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' বলল রূপা। 'একটা কথা। বেলিনজোনায় পৌঁছে মেসেজটা কারও হাতে দেবার চেয়ে রেডিও অপারেটর ডেডরিককে দিয়ে কর্নেল মেঙ্গারকে সিগন্যাল পাঠালে হত না?'

'না,' বলল রানা। 'কারণ ডেডরিকের পরিচয় এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কেই খবর চেয়েছি আমি ওই মেসেজে।'

সহকারী সবাইকে চমকে দিয়ে কর্নেল মেঙ্গার সিদ্ধান্ত নিলেন, বেলিনজোনায় গিয়ে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে চড়বেন তিনি। তাঁর ডান হাতকে সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি কিছুক্ষণ আগে। গাড়ি সোজা ছুটে চলেছে একটা মিলিটারি এয়ারস্ট্রিপের দিকে। সেখানে আগেই খবর পাঠানো হয়েছে।

অস্থায়ী আস্তানা থেকে বেরুবার আগে নতুন কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বলেছেন, 'এখান থেকে জুরিখ পর্যন্ত যে-ক'জায়গায় আটলান্টিক এক্সপ্রেস থামবে—বেলিনজোনা, এয়ারোলো, গসচেনেন···সবখানে রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান থাকা চাই।'

'এখানে লুগানোয় আমরা সফল হয়েছি বলে কি আশা করা যায় যে···'

সহকারীকে থামিয়ে দিয়ে কর্নেল বলেছেন, 'পরবর্তী প্ল্যান ঠিক করার জন্যে ট্রেনে কি ঘটছে না ঘটছে সে-খবর রাখতে হবে কর্নেল রুবলকে। তার মানে ট্রেনে একজন সোভিয়েট এজেন্ট নিশ্চয়ই আছে, তার ওপর নির্দেশ আছে ট্রেন থামলে ইশারায় বোঝাতে হবে জেনারেল তুর্গেনিভ বেঁচে আছেন কিনা। ভিরায় হামলার পর আমি শিওর যে বেলিনজোনায় কোন না কোন ভাবে একটা সিগন্যাল নিশ্চয়ই দেয়া হবে···'

'ইয়েস, স্যার। সব ব্যবস্থা করব আমরা।'

'আমাদের অপারেশনের পরিধি আরও বাড়াতে হবে,' বলেছেন কর্নেল মেঙ্গার। 'এখান থেকে জুরিখের মধ্যে খুব কম আরোহী ট্রেন থেকে নামবে। যারা নামবে তাদের সবাইকে প্রাইভেট কার নিয়ে অনুসরণ করবে পুলিস।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আর স্থানীয় কোন লোককে যদি কোন স্টেশনে ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়, বিশেষ করে আটলান্টিক এক্সপ্রেস স্টেশনে ইন করার সময়, তাকেও অনুসরণ করতে হবে···'

'ইয়েস, স্যার।'

গাড়ি চালিয়ে এয়ারস্ট্রিপে যাবার সময় এই সব নির্দেশের কথা ভাবছেন কর্নেল মেঙ্গার। কোন নির্দেশ দিতে ভুল করেননি তো? মনে হয় না। গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলেন তিনি। দেরি করে ফেলেছেন, সময় মত বেলিনজোনায় পৌঁছুতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তবে, আশার কথা হলো, ফ্ল্যাট কার সহ বিধ্বস্ত পিছনের ওয়াগন-লিট সরাবার জন্যে কিছুটা সময় অপব্যয় হবে বেলিনজোনায়। ফ্ল্যাট কারে আলোয়েট হেলিকপ্টার আছে, কাজেই সেটাকে আবার ট্রেনের পিছনে জোড়া লাগাতে হবে। বেশ সময় লাগবে এতে। আচ্ছা, ট্রেনের পিছনে রানা তাকে হেলিকপ্টার রাখতে অনুরোধ করেছিল কি মনে করে? কি হবে ওটা দিয়ে?

গাড়ির গতি কমিয়ে আনলেন কর্নেল মেঙ্গার। সামনে এয়ারস্ট্রিপের গেট দেখা যাচ্ছে। রিস্টওয়াচ দেখলেন। ভাগ্য সহায়তা করলে ট্রেন ধরতে পারবেন তিনি।

বেলিনজোনা স্টেশন। এই মাত্র প্ল্যাটফর্মে এসে থামল আটলান্টিক এক্সপ্রেস চেহারায় অদ্ভুত একটা কাঠিন্য নিয়ে স্টেশন হলে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে গায়ে মোটা লাল কোট, মাথায় কালো হ্যাট। প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণ দিকে বিরাট একটা ক্যানভাসের পর্দা টাঙানো হয়েছে, ঠিক এই রকম একটা পর্দা দেখা গিয়েছিল চিয়াসসো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, আলোয়েট হেলিকপ্টার সহ ফ্ল্যাট কারটা ট্রেনের সাথে জোড়া লাগাবার সময়। পর্দাটার ব্যাপারে কোন মাথা

ব্যথা নেই মেয়েটার, তার চোখ দুটো অন্য কি যেন একটা খুঁজছে

প্রচণ্ড শীত, তবু ট্রেনের অনেক জানালা খোলা রয়েছে আরোহীরা 'সইস সামরিক মহড়া'-র গল্পটা বিশ্বাস করেনি। আসলে কি ঘটছে, জানতে চায় তারা। হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মেয়েটার চোখ দুটো একজন আরোহী নামছে ট্রেন থেকে।

জন মিচেল ওরফে মাসুদ রানা নেমে এল প্ল্যাটফর্মে পরনে ফার কোট, হাতে ছড়ি। অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল ও। পরমুহূর্তে আরেক দিকে সরে গেল মেয়েটার দৃষ্টি। ট্রেনের আরেকটা দরজা খুলে গেছে।

পরচুলা আর চশমা পরে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল রূপা। অলস ভঙ্গিতে এন্ট্রান্স হলের দিকে এগোল ও। হঠাৎ একবার থামল সিগারেট ধরাবার জন্যে। ওর দিকে কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল মেয়েটার দৃষ্টি, তারপর সরে গেল অন্য দিকে। আরেকজন আরোহী নামছে ট্রেন থেকে।

সুদর্শন পুরুষ মডেলের চেহারা আর হাবভাব নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল অ্যান্থনি পল। উটের পশম দিয়ে তৈরি কোটটা দারুণ মানিয়েছে তাকে। বরফের কুচি ছড়ানো প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে একটা বুকস্টলের দিকে এগোল সে। চোখ পড়ে রয়েছে রূপার দিকে। বাঁ হাতটা পকেটে ঢোকানো। কিন্তু ডান হাতটা মুক্ত। এক মুহূর্ত পর ট্রেন থেকে নামল জর্জ স্যান্ডো, ছয় ফিট দু'ইঞ্চি স্প্যানিয়ার্ড। দু'সারি দাঁতের মাঝখানে পাইপ নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবার গেটের কাছে নামল সে। আকাশের দিকে মুখ করে ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে তাকে খুঁটিয়ে দেখে নিল রূপা। অদ্ভুত একটা বেপরোয়া ভাব আছে লোকটার মধ্যে। যেন দুনিয়ার কাউকে গ্রাহ্য করে না সে। নাক, ঠোঁট, চিবুক—মুখের প্রতিটি অংশে আশ্চর্য একটা পশুসুলভ হিংস্রতা ওত পেতে আছে; সেটাই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওর দিকে। একটা হ্যান্ডসাম ব্রুট, ভাবল রূপা এর আগেও একটা ফার্স্ট-ক্লাস কম্পার্টমেন্টে একে দেখেছে রূপা, কিন্তু এতটা লম্বা তা তখন বুঝতে পারেনি ও। ওর চোখে চোখ পড়ল স্যান্ডোর, দু'সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল দৃষ্টিটা, তারপর সরে গেল আরেক দিকে। পাইপটা নিভে গেছে, অত্যন্ত ধীর ভাবে ঝুঁকে পড়ল সে। জুতোর গায়ে পাইপ ঠুকে তামাকটুকু ফেলে দিয়ে সিধে হলো আবার।

'ম্যাডাম?' ঘাড়ের কাছ থেকে কে যেন বলল। ঘুরে দাঁড়াল রূপা। সুইস রেলওয়ের ইউনিফর্ম পরা একজন কর্মচারী। 'আপনি বরং নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরে যান। একটু পরই ছেড়ে দেবে ট্রেন।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু হেসে বলল রূপা। লোকটা ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, এই সময় রূপাও তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করল। ফলে মৃদু ধাক্কা লাগল। এই সুযোগে পাচার হয়ে গেল সুতোর রীলটা। কেউ লক্ষ করেনি ব্যাপারটা। সাথে সাথে ট্রেনে ফিরে গেলে কারও মনে সন্দেহ জাগতে পারে, তাই প্ল্যাটফর্মে ঘুর ঘুর করে আরও কিছু সময় কাটাল রূপা।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে হলরুমে ঢুকল ইউনিফর্ম পরা লোকটা বাইরের দরজার দিকে এগোচ্ছে, এই সময় ভেতরে ঢুকলেন কর্নেল মেঙ্গার ছদ্মবেশ

নিয়ে থাকলেও, নিজের লোককে চিনতে পারলেন তিনি। 'আটলান্টিক এক্সপ্রেস...'

'আছে, স্যার!' দ্রুত জবাব দিল ইউনিফর্ম। 'ছাড়তে আরও দশ মিনিট। কথা বলার ফাঁকে সুতোর রীলটা কর্নেলের হাতে গুঁজে দিয়েছে সে

সোজা নিজের জন্যে রিজার্ভ করা একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন কর্নেল মেঙ্গার। দরজা বন্ধ করে তাঁর একজন সহকারীর উদ্দেশে মাথা নাড়লেন তিনি। সহকারী মেজর আগে থেকেই এখানে অপেক্ষা করছিল। রীল থেকে মেসেজটা বের করে দ্রুত পড়লেন কর্নেল, তারপর সেটা ধরিয়ে দিলেন আরেকজন সহকারীর হাতে।

'জার্মান বি.এন.ডি-র ওয়ালথার ফিচারের কাছে জরুরী বার্তা। এই মুহূর্তে তার বাজলের সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারে থাকার কথা। মেসেজের উত্তরটা অবশ্যই,' আবার জোর দিয়ে বললেন কর্নেল মেঙ্গার, 'অবশ্যই আটলান্টিক এক্সপ্রেসের রেডিও টেলিফোনের মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছুতে হবে। ট্রেনে একজন রেডিও অপারেটর আছে, ডেডরিক, সে যেন এই মেসেজ বা এর উত্তর সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে। এবং উত্তরটা আমি এখন থেকে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে চাই।'

প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এলেন কর্নেল মেঙ্গার। লাল কোট আর কালো হ্যাট পরা একটা মেয়েকে রেলওয়ে ইন্সপেক্টরের ছদ্মবেশধারী তাঁর অফিসের একজন লোক জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সরাসরি সেদিকে না তাকিয়ে ওদের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেলেন তিনি।

'এই ট্রেনে আমার স্বামীর আসার কথা,' বলল মেয়েটা।

'আর কোন আরোহী নামবে বলে তো মনে হয় না,' বলল ইন্সপেক্টর 'বোধ হয় কোন কাজে আটকা পড়ে গেছেন, কাল সকালের ট্রেনে আসবেন।'

'বোধহয়। ধন্যবাদ।' প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। হলরুম পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে চলে এল সে। একটা ফিয়াট দাঁড়িয়ে আছে, সোজা গিয়ে উঠে পড়ল তাতে। ড্রাইভার ছেড়ে দিল গাড়ি। 'ও আমাকে সিগন্যাল দিয়েছে,' বলল মেয়েটা। 'ট্রেনের কোথাও তুর্গেনিভ এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।'

প্ল্যাটফর্মে এখনও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটাচলা করছে রানা। কিন্তু জর্জ স্যান্তো ফিরে গেছে ট্রেনে। একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে, মুখের বাঁ দিকে ঝুলছে নিভে যাওয়া পাইপটা। পিছনের ওয়াগন-লিটের দিকে ফিরে আসছে রূপা, বেশ খানিকটা পিছন থেকে তাকে অনুসরণ করছে অ্যান্থনি পল। ঠিক এই সময় সহকারী সেই মেজরকে নিয়ে হলরুম থেকে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে পা রাখলেন কর্নেল মেঙ্গার। ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন তিনি, অন্যমনস্কভাবে একবার উত্তর দিকে তাকালেন, তারপর উঠে পড়লেন ট্রেনে ঠিক উত্তরেই গটহার্ড, আটলান্টিক এক্সপ্রেস সেদিকেই যাবে এবার।

কর্নেলকে দেখেই চিনতে পেরেছে রানা। অবাক হলেও, ওর চেহারায় তার কোন ছাপ পড়ল না। কর্নেলকে উত্তর দিকে তাকাতে দেখে মনে প্রশ্ন জাগল, ও যা ভাবছে কর্নেলও কি তাই ভাবছেন? সামনের রেলপথটা আটলান্টিক এক্সপ্রেসের জন্যে ভয়ঙ্কর একটা ভৌগোলিক ফাঁদ হয়ে দেখা দিতে পারে। গিরিখাদের গা বেয়ে নেমে যাবে ট্রেন, রেললাইনের দু'দিকেই সেঁটে আসবে পাহাড়।

ক্যানভাস স্ক্রিনের আড়ালে সুইস রেল কর্মীরা তাদের স্বাভাবিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ওয়াগন-লিট আর হেলিকপ্টার সহ ফ্ল্যাট কার ইতোমধ্যে সরিয়ে ফেলেছে তারা। ওয়াগন-লিটটা ফ্ল্যাট কার থেকে আলাদা করে শেষেরটা আবার ট্রেনের পিছনে জোড়া লাগাবার কাজও এইমাত্র শেষ হলো। ট্রেনে চড়ল রানা। তার আগে অন্যমনস্কভাবে আর একবার উত্তর দিকে তাকাল ও। এক মিনিট পর বেলিনজোনা থেকে রওনা হলো আটলান্টিক এক্সপ্রেস।

লাল কোট পরা মেয়েটাকে নিয়ে বেলিনজোনা শহরের একটা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে থামল ফিয়াট। মেয়েটার পিছু পিছু দোতলার একটা ফ্ল্যাটে ঢুকল ড্রাইভার। দরজা বন্ধ করে দিয়ে টিভির ভেতর থেকে একটা ট্র্যান্সমিটার বের করল সে। আগেই তৈরি করা ছিল মেসেজ, জুরিখবার্গে পাঠাতে শুরু করল সেটা। কাজটা দু'মিনিটের মধ্যে শেষ করল সে, তাই রেডিও-ডিটেকটর ভ্যানগুলো ট্র্যান্সমিশন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারল না। অবশ্য তার কোন দরকারও হলো না। পুলিসের গাড়ি অনুসরণ করে এসেছে ওদেরকে। একটু পিছিয়ে পড়েছিল পুলিস, ফ্ল্যাটে ঢুকে ট্র্যান্সমিটার পেল ওরা, গ্রেফতার করল ওদেরকে, কিন্তু জুরিখে কি মেসেজ পাঠানো হয়েছে তা জানতে পারল না।

তিন

জুরিখ।

রাত সাতটা পঁয়তাল্লিশে একটা মেসেজ পেলেন কর্নেল স্যাবর 'আটলান্টিক এক্সপ্রেস এই মাত্র বেলিনজোনা ছেড়ে গেল'। একই কামরায় বসে আছে তাঁর একজন সহকারী, খবরটা তাকে জানালেন তিনি। ডেস্কের পিছন থেকে উঠে এসে ওয়াল ম্যাপে বেলিনজোনার পাশে সময়টা টুকে রাখল সে।

'চারশো তেত্রিশ নম্বর ভিয়েনা ফ্লাইটের আরোহীদের সম্পর্কে নতুন কিছু জানা গেল?' প্রশ্ন করল সহকারী।

ভিয়েনা থেকে ফোবিন ফোন করে জানিয়েছিল, কচ্ছপ ওরফে কর্নেল রুবল জুরিখে আসছে। কথা শেষ করতে পারেনি ফোবিন, অপরপ্রান্তে আক্রান্ত হয় সে। রুবল আসছে শুনে তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটা নিজের

কাঁধে নিয়েছেন কর্নেল স্যাবর। আরোহীদের একটা তালিকার ওপর কলম বাগিয়ে ধরে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। বললেন, 'বেশিরভাগ আরোহীকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। যাদেরকে পাওয়া গেছে তাদের কেউ কর্নেল রুবল নয়। খানিক আগে খবর এসেছে, আরেকজন আরোহী, হেঞ্জ বোলচাক, ভিয়েনার সেই দুষ্প্রাপ্য বইয়ের...'

'এই লোকটাই না সেই অস্ট্রিয়ান আরোহী, যে এক জায়গায় যাব বলে আরেক জায়গায়...'

'হ্যাঁ। এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল সে। আমরা সেই ট্যাক্সির ড্রাইভারকে খুঁজে বের করেছি। ট্যাক্সিতে উঠে একটা হোটেলের নাম বলে বোলচাক, তারপর জার্মানীর রাজধানী বনের ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনে যেতে চায় সে। ড্রাইভার তাকে স্টেশনে পৌঁছে দেয়। নিশ্চয়ই বনে চলে গেছে সে কিন্তু মাঝপথে গন্তব্য বদল করায় আমাদের সন্দেহ হয়, তাই ভিয়েনা পুলিসের সাথে যোগাযোগ করে বোলচাক সম্পর্কে তথ্য চাই আমরা। ভিয়েনা পুলিস বোলচাকের বাড়িতে গিয়েছিল। বোলচাককে তারা পায়নি। তবে, সেখানে তারা চারশো তেত্রিশ নম্বর সুইস এয়ার ফ্লাইটের কথা টাইপ করা একটা স্লিপ পায়। তারমানে, বুঝতেই পারছ, বোলচাকের মধ্যে কোন গোলমাল নেই...'

চেক করা হয়নি এমন আর মাত্র কয়েকটা নাম রয়েছে তালিকায়। বোলচাকের নামের পাশে একটা ক্রস চিহ্ন আঁকলেন কর্নেল স্যাবর।

'তুর্গেনিভ এখনও বেঁচে আছে। এখনও আটলান্টিক এক্সপ্রেসে রয়েছে। কোন সন্দেহ নেই।'

হোটেল সুইজারহফ। কর্নেল স্যাবরের হেডকোয়ার্টার থেকে হোটেলটা মাত্র দু'কিলোমিটার দূরে। দুশো সাত নম্বর কামরা। মেসেজটা পড়ে স্যাবোটাজ চীফ বাডি রিমলারের হাতে দিল বোলচাক ওরফে কর্নেল রুবল বেলিনজোনা থেকে এইমাত্র পাঠানো হয়েছে ওটা। রিস্টওয়াচ দেখল রুবল সাতটা পঁয়তাল্লিশ। চোখ থেকে রিমলেস গ্লাস জোড়া খুলে রুমাল দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করল সে।

'তার মানে হামলা ব্যর্থ হয়েছে,' বলল স্যাবোটাজ চীফ বাডি রিমলার।

'ওটা তো স্রেফ এক নম্বর ছিল,' সাথে সাথে জবাব দিল কর্নেল রুবল। 'এবার দু'নম্বর হামলার ব্যবস্থা...' এগিয়ে গিয়ে বিছানার ওপর ভাঁজ খোলা সুইজারল্যান্ডের ম্যাপের সামনে দাঁড়াল সে। কাছের একটা টেবিলে ছোট্ট একটা ট্র্যানজিসটর রেডিও থেকে ক্ষীণ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। খবর শোনার জন্যে রেডিওটা অন করে রাখা হয়েছে। জুরিখ এয়ারপোর্ট আবার চালু হলে সাথে সাথে খবরটা পেতে চায় রুবল। কথা শেষ করে ম্যাপের ওপর একটা রিঙ আঁকল সে।

বৃত্তটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বাডি রিমলার। 'কিন্তু, কমরেড, যদি কখনও সুইজারল্যান্ড আক্রমণ করি আমরা তখন ওই প্ল্যানটা কাজে লাগানো হবে বলে ঠিক করা আছে!'

'তাতে কি!' ধমকের সুরে বলল কর্নেল রুবল। 'এটা কি? যুদ্ধ নয়? একটা দেশের সাথে যুদ্ধে জেতার চেয়ে তুর্গেনিভকে খতম করা অনেক বেশি জরুরী, এইটুকু বোঝার মত মগজ তোমার মাথায় নেই নাকি? জানো, তুর্গেনিভ পালাতে পারলে রাশিয়ার কি সর্বনাশ হবে? কোন ধারণা আছে তোমার? রেড আর্মি, সেনাবাহিনী এবং কে.জি.বি-র সমস্ত প্ল্যান-পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে আমাদের। তুর্গেনিভকে পালাতে দেয়া মানে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা সম্পর্কে সমস্ত গোপন তথ্য রেডিওতে সারা দুনিয়ার উদ্দেশে প্রচার করা। একান্তই যদি পালিয়ে যেতে পারে, আবার সব নতুন করে প্ল্যান-পরিকল্পনা করতে হবে আমাদের। এসবের পেছনে কয়েকশো বিলিয়ন ডলার খরচ পড়বে।' বাডি রিমলার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে শান্ত হলো কর্নেল রুবল। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। বাইরে তাকিয়ে দেখল, ঘন তুষারে কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। বুঝতে পারল, জুরিখ এয়ারপোর্ট খোলার কোন সম্ভাবনা নেই। জানালার সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'আনডারম্যাটে সিগন্যাল পাঠাও। দু'নম্বর। এখুনি।'

রেডিও-টেলিফোন তুলে কর্নেল স্যাবর অপারেটরকে বললেন, 'আটলান্টিক এক্সপ্রেস, কর্নেল মেঙ্গারের সাথে যোগাযোগ চাই।' যোগাযোগ হতে চীফকে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে বললেন স্যাবর।

আটলান্টিক এক্সপ্রেস থেকে জবাব এল, 'আমার পরামর্শ, আবার প্রথম থেকে শুরু করো তুমি, জুরিখ থেকে। চারশো তেত্রিশ নম্বর ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লিস্ট নিয়ে তোমার লোকদের প্রতিটি হোটেলে পাঠাও। ওরা রেজিস্ট্রেশন বুক চেক করুক...'

'সাংঘাতিক জটিল কাজ,' মন্তব্য করলেন স্যাবর। 'অথচ হাতে সময় কম...'

'এখুনি শুরু করো,' দ্রুত বললেন কর্নেল মেঙ্গার। 'যাকে পাওয়া যায় তাকেই লাগিয়ে দাও এই কাজে। রুবলকে যদি ধরার বিন্দুমাত্র চান্স থাকে, কোনমতেই সেটা আমাদের হারানো উচিত হবে না।'

'ঠিক আছে, এখুনি আবার প্রথম থেকে শুরু করছি আমি...'

'আরেকটা কথা। সব ক'টা রেডিও-ডিটেকটর ভ্যানকে রাস্তায় নামাও। আমার বিশ্বাস, এই অপারেশনটা রুবল নিজে পরিচালনা করছে। কাজেই নিশ্চয়ই সে রেডিও কমিউনিকেশন ব্যবহার করছে...'

'ধরে নিন সব ক'টা ভ্যান রাস্তায় নেমে গেছে...'

'একজোড়া ভ্যান হপ্টবাহানহফের কাছাকাছি রাখার ব্যবস্থা করো,' বলে চলেছেন কর্নেল মেঙ্গার। 'লুগানোয় পদ্ধতিটা কাজ দিয়েছে, জুরিখেও দিতে পারে। ভাল কথা, আনডারম্যাট থেকে রানার এজেন্ট লরার কোন সাড়া পেয়েছে?'

'না।'

দশ মিনিট পর কর্নেল স্যাবরের নির্দেশে একটা রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান

আনডারম্যাট।

শহরের কিনারায় পার্ক করা রেনোয়ার পাশে দাঁড়িয়ে মাইকেল ফ্রে-র ফার্মহাউসের দিকে তাকিয়ে আছে সুফিয়া। আলোকিত জানালার পর্দা টেনে দিল কেউ, সাথে সাথে বুঝতে পারল সে, ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে মাইকেল। গাড়ি নিয়ে ফিরতি পথ ধরল সে, কিন্তু খানিক দূর এসে আবার থামল। গাড়িটাকে আড়ালে রেখে পায়ে হেঁটে ফিরে এল শহরের কিনারায়। গা ঢাকা দিয়ে চোখ রাখল ফার্মহাউসটার দিকে।

প্রচণ্ড শীতে হাড় পর্যন্ত জমে বরফ হবার অবস্থা হয়েছে। পরনে স্কি-জ্যাকেট আর আঁটো স্কি-প্যান্ট, গরম কাপড় পরার সময়ই পায়নি সুফিয়া। বরফের ওপর স্কি করে হোটেলের রেস্তোরাঁয় ফিরেই দেখা হয়েছিল মাইকেলের সাথে। একটু পরই বিদায় নেয় ও। রুমে গিয়ে পোশাক পাল্টাবার সুযোগ হয়নি আর, মাইকেলকে অনুসরণ করাটা জরুরী ছিল।

রিস্টওয়াচ দেখল সুফিয়া। সাড়ে পাঁচটা। মিলান আর চিয়াসসোর মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে এখন আটলান্টিক এক্সপ্রেস। এই সময় শব্দটা পেল ও। এটার জন্যেই অপেক্ষা করছে এতক্ষণ ধরে।

একটা হেলিকপ্টার আসছে। আওয়াজটা এখনও ক্ষীণ, তবে নিস্তব্ধ শীতের রাতে পরিষ্কার শোনা গেল। এর আগেও ঠিক এই সময়ে ফার্মহাউসের দিক থেকে কপ্টারটাকে আসতে দেখেছে ও। চোখে নাইট গ্লাস তুলতেই সিকরস্কি কপ্টারকে দেখা গেল। উপত্যকার ওপর দিয়ে সোজা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। আনডারম্যাট শহরের এক হাজার ফিট ওপর দিয়ে গটহার্ড আর বিশাল বাসারহর্ন শৃঙ্গের দিকে চলে গেল ওটা। হিমবাহ পরিস্থিতি চেক করে ডেভোসে রিপোর্ট করতে হবে মাইকেলকে।

গাড়ি নিয়ে অন্ধকার ফার্মহাউসে চলে এল সুফিয়া। পিছন দিকে কাঁচের একটা জানালা দেখল ও। পাশেই দরজা। দস্তানা পরা হাত দিয়ে কাঁচের ওপর আঘাত করতেই একটা গর্ত সৃষ্টি হলো। হাত গলিয়েই দরজার কী-হোলটা পেয়ে গেল ও। চাবি ঢোকানো রয়েছে কী-হোলে।

জানালার কাঁচ ভেঙে ভেতরে ঢোকার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে সুফিয়ার। ও চায় ফার্মহাউসে ওর উপস্থিতি মাইকেল যেন টের পায়। ভেতরে ঢুকে নির্জন ফার্মহাউসের প্রতিটি কামরা পরীক্ষা করল ও। সবচেয়ে বেশি সময় কাটাল মাইকেলের স্টাডিরুমে। কামরাটা বিরাট, পালিশ করা উড লকের মেঝেতে পারশিয়ান কার্পেট বিছানো। এক কোণে একটা টেবিল, তাতে একটা ট্র্যান্সমিটার। এটার সাহায্যেই অ্যাভালান্শ ইন্সটিটিউটের সাথে যোগাযোগ করে মাইকেল। ট্র্যান্সমিটারের পাশে একটা ছাপা ফর্ম পড়ে রয়েছে, সেটা তুলে নিয়ে পড়ল সুফিয়া। 'বাসারহর্নে শ্লথ গতিতে বরফ জমছে। এখন পর্যন্ত কোথাও তেমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দেয়নি...'

দেয়ালের সাথে তৈরি করা একটা ডেস্ক দৃষ্টি কেড়ে নিল সুফিয়ার। ফ্ল্যাপ

ফেলে দিয়ে ভেতরটা পরীক্ষা করল ও। অনেকগুলো দেরাজ, তার একটাতে পাহাড়ে চড়ার কায়দা সম্পর্কে লেখা দুটো বই রয়েছে। এ-ধরনের ডেস্কে সাধারণত কাগজ-পত্রের স্তূপ থাকে, কিন্তু এটা একেবারে পরিষ্কার খুপরীগুলোয় হাত ভরে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখল সুফিয়া। কিলবিল করল আঙুলগুলো, খোঁচা দিল, টিপল, চাপ দিল। হঠাৎ তর্জনীর সাথে কিসের যেন স্পর্শ অনুভব করল ও, জিনিসটা সরে গেল একটু। সাথে সাথে মৃদু যান্ত্রিক শব্দ ঢুকল কানে। একই সাথে গোটা খুপরীর কাঠামোটা বেরিয়ে এল বাইরে উঁকি দিয়ে গর্তের ভেতর তাকাল সুফিয়া। আরেকটা ট্র্যান্সমিটার দেখতে পেল ও।

এটা বোধহয় একটা স্পেয়ার, অনুমান করল সুফিয়া, প্রথমটা যদি কোন কারণে অচল হয়ে যায় তখন কাজে লাগবে মনে করে রাখা হয়েছে। প্রথমটার চেয়ে এটার মডেল অনেক বেশি আধুনিক। সম্ভবত চুরি যাওয়ার ভয়েই এভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। খুপরীটা গর্তের মুখে বসিয়ে ঠেলে দিল সুফিয়া, আগের জায়গায় ফিরে গেল সেটা।

পুরো ষাট সেকেন্ড ডেস্কের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সুফিয়া। ফ্ল্যাপটা আগেই বন্ধ করে দিয়েছে ও। এরপর আশ্চর্য একটা কাজ করল ও। কান থেকে মুক্তোখচিত একটা ইয়ারিঙ খুলে হাতে নিল, তারপর ফাঁকা একটা জায়গা বেছে সেটা ফেলে রাখল কার্পেটের ওপর, ঘরে ঢুকলে যাতে চোখে পড়ে মাইকেলের।

ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল সুফিয়া। সোজা ফিরে এল আনডারম্যাটে, নিজের হোটেলে। বেডরুমে ঢুকে জুয়েলারীর ছোট্ট বাক্সটা খুলল ও। একটা ব্রেসলেট আর ইমিটিশন পার্ল লাগানো একটা নেকলেস বের করে হ্যান্ডব্যাগে ভরল। অপর কানের ইয়ারিঙটাও ভরল ব্যাগে। তারপর ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার। গাড়ি নিয়ে খানিকদূর এসে নির্জন একটা রাস্তায় থামল ও। নিচে নেমে ড্রেনের ওপর থেকে জুতোর ডগা দিয়ে বরফ সরাল। বরফ সরে যেতে লোহার জাল দেখা গেল ড্রেনের ওপর। জালের ফাঁক দিয়ে জুয়েলারীগুলো ফেলে দিল সুফিয়া।

যা ঘটবে বলে আশা করেছিল সুফিয়া, ঠিক তাই ঘটল। এক ঘণ্টা পর ফার্মহাউসে ফিরে হিমবাহ সম্পর্কে সর্বশেষ রিপোর্ট লিখতে বসেছে মাইকেল ফ্রে, এই সময় তার একজন সহকারী এসে খবর দিল, পিছনের জানালা ভেঙে ফার্মহাউসে ঢুকেছিল কেউ। সতর্ক ও উত্তেজিত হয়ে উঠল মাইকেল। ভাঙা জানালাটা দেখার জন্যে কামরা থেকে বেরুতে যাবে, এই সময় তার চোখ পড়ল কার্পেটের ওপর। সুফিয়ার ইয়ারিঙটা দেখা মাত্র চিনতে পারল মাইকেল ফ্রে। চেহারায় অদ্ভুত একটা আক্রোশ ফুটে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তে হাসল সে। বলল, 'ওর দিন ঘনিয়েছে!'

চার

এই গিরিখাদের বুঝি কোন তুলনা হয় না! যেমন বিশাল এর পরিধি তেমনি ভয়াবহ এর প্রকৃতি। বিস্ময়কর এই গিরিখাদের সামনে দাঁড়ালে কাঁটা দেয় গায়ে। এর ওপর দিয়েই চলে গেছে আরেক আশ্চর্য বস্তু—নর্থ-সাউথ রেললাইন। এই রেলপথই নরডিক ইউরোপের সাথে মেডিটেরেনিয়ান দক্ষিণের সংযোগ ঘটিয়েছে। ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে লাইনটা। এবং এই উত্থানের যেন শেষ নেই। খানিক পর পরই তিনশো ষাট ডিগ্রী বাঁক, আঁকাবাঁকা টানেলের ভেতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ট্রেন বোঝার কোন উপায় নেই আরোহীদের। পথে পড়ে অসংখ্য তলহীন পাহাড়ী নদী, হিম-সেতু, তুষার-ফাঁদ আর খাদ। এবং দু'পাশে সেঁটে আছে আলপাইনের বিশাল সব শৃঙ্গ।

গ্রীষ্মকালে গিরিখাদটাকে রোমহর্ষক বলে মনে হয়, কিন্তু শীতকালে রীতিমত বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে সেটা। প্রায়-খাড়া পাহাড়ের অনেক উঁচু ঢালে লক্ষ লক্ষ টন তুষার ঝুলে থাকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটু টোকা লাগার অপেক্ষা মাত্র, সাথে সাথে ধস নামবে।

স্ট্র্যাটেজিক টানেলের শেষ মাথায় ছোট্ট শহর এয়ারোলো। আলপাইন রেঞ্জ, অর্থাৎ আনডারম্যাটের নিচে দিয়ে চলে গেছে টানেলটা। রেললাইনের অনেক ওপরে সারি সারি বিশাল ঝুল পাথর। পাথরের ওপরে জমাট বেঁধে আছে টন টন তুষার। তুষারের চাপে যদি একটা পাথর খসে পড়ে, আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে চিড়ে-চ্যাপ্টা করে দেবার জন্যে সেটা যথেষ্ট হবে। খানিক দূর পর পর লাইনের পাশে ইস্পাতের প্রকাণ্ড স্নো ব্যারিয়ার আছে। হিমবাহ আর তুষার-ধসের দেশ এটা।

গটহার্ডের কথা ভেবে রানাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে মনে মনে। ওই একই উদ্বেগের শিকার হয়ে লুগানো থেকে প্লেনে করে বেলিনজোনায় এসে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে চড়েছেন কর্নেল মেঙ্গার।

এই মুহূর্তে জন মিচেলের ছদ্মবেশ নিয়ে অস্থিরভাবে ট্রেনের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে রানা। সামনে পড়ে আছে ফাঁকা করিডর, শুধু প্যাসেঞ্জার রেইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে ছয় ফিট দু'ইঞ্চি স্প্যানিয়ার্ড, জর্জ স্যান্ডো। নিত্যসঙ্গী টোব্যাকো পাইপটা তার মুখের কোণ থেকে ঝুলছে। লোকটার পাশেই দাঁড়াল রানা। হাতের ছড়িটা ঝুলিয়ে রাখল রেইলে।

'দেখে মনে হচ্ছে, আমার মত আপনিও এই ভ্রমণে অস্বস্তি বোধ করছেন,' হালকা সুরে বলল রানা। 'যাই বলুন, সামনে কিন্তু আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। টানেলের ভেতর দিয়ে যখন যাব...' শিউরে ওঠার ভান করল ও।

তীক্ষ্ণ চোখে রানার দিকে তাকাল স্যান্ডো। তার কালো মণি দুটো দপ

করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল আবার। মুখ ফিরিয়ে নিল সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'একে তো লম্বা ট্রেন জার্নি, তার ওপর রাত; একটু ভয় ভয় তো করবেই।' একটু থেমে নিভে যাওয়া পাইপে ঘন ঘন টান দিল সে। 'তাছাড়া, লুগানোয় ওই রহস্যময় ঘটনাটা ঘটার পর আরোহীরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কে জানে কি ঘটতে যাচ্ছে! একজন সুইস ইন্সপেক্টর আমাকে বলল, ব্যাপারটা কিছুই নয়, স্রেফ একটা সামরিক মহড়া মাত্র। আপনি বিশ্বাস করেন?'

'আমার ধারণা, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে ওখানে,' বলল রানা। 'মেশিনগানের আওয়াজ ছিল ওটা, চিনতে ভুল করিনি।'

'এদিকে, এখন আবার গটহার্ডের ভেতর ঢুকছি আমরা,' বলল স্যাভো। 'ভয়ঙ্কর একটা জায়গা, তাই না?'

'কোন সন্দেহ নেই। সত্যি, রাতের ট্রেনে কি ঘটে না ঘটে কিছুই বলা যায় না। এতগুলো লোক, কেউ কাউকে চিনি না, একসাথে এতগুলো ঘণ্টা কাটানো—গোটা ব্যাপারটাই আমার পছন্দ নয়। অথচ সেই আমস্টারডাম পর্যন্ত যেতে হবে আমাকে। আপনাকে?'

'সেই আমস্টারডাম পর্যন্তই,' বিলম্বিত লয়ে বলল স্যাভো। 'যাই হোক, সাবধানে থাকবেন। বিপদের রাত বড় দীর্ঘ হয়।'

ধীরে ধীরে উত্তেজনা বাড়ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের ভেতর। ভয়ঙ্কর গিরিখাদের দিকে ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ট্রেন। ডাইনিং কারে দ্বিতীয় দফা ডিনার পরিবেশন শুরু হয়েছে। খাবারের প্রতি প্রায় সব আরোহীরই একটা অস্বাভাবিক অনীহা লক্ষ করা গেল, বেশি করে মদ জাতীয় পানীয় খেয়েই পেট ভরাল তারা। বেশিরভাগ আরোহীর এতক্ষণে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা, কিন্তু ঠিক তার উল্টো ঘটছে। আরোহীরা খোলা জানালার সামনে বসে চাঁদের আলো মাখা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে। লুগানোর ঘটনাটা সবার মনেই একটা উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, আবার কিছু একটা ঘটবে আশঙ্কা করে ঘুমাতে পারছে না তারা।

পিছনের ওয়াগন-লিটের আরোহীদেরকে ডাইনিং কার থেকে খাবার পরিবেশন করা হলো না, ওদের খাবার এল অন্য একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে। ট্রেন মিলানে থাকতেই কর্নেল ও'হারা এটাকে কিচেনে রূপান্তরিত করেন। তাঁর সিকিউরিটি বিভাগের লোকজনই রান্নাবান্নার দায়িত্ব পালন করছে।

'কেন,' জানতে চাইলেন জেনারেল তুর্গেনিভ, 'আমাদের খাবার ডাইনিং কার থেকে আসছে না কেন?' রূপার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। কাটলেটের সাথে কচমচ করে কাঁচা মরিচ চিবাচ্ছে সে।

কোনরকম ইতস্তত না করে উত্তর দিলেন অ্যাডমিরাল, 'কারণ, কে জি.বি-র একটা অস্ত্র হলো বিষ।'

খাওয়াদাওয়া চলছে, এই সময় একটা বিতর্কিত প্রসঙ্গ তুললেন কর্নেল মেঙ্গার। সরাসরি জেনারেল তুর্গেনিভের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,

'জেনারেল, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, সুইজারল্যান্ডে কাজ করছে এমন সব কে.জি.বি এজেন্টদের একটা তালিকা দিন আমাকে—এখুনি অনুরোধটা এর আগেও একবার করেছেন তিনি।

আগের মতই শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় জেনারেল তুর্গেনিভ বললেন, 'শিফলে পৌঁছে যখন প্লেনে চড়ব, যখন প্লেনটা আটলান্টিকের ত্রিশ হাজার ফিট ওপরে উঠে যাবে, তখন দরকারী সমস্ত তথ্য পাবেন আপনারা...'

'কিন্তু তালিকাটা এখনই আমার দারকার!' আবেদনের সুরে বললেন কর্নেল মেঙ্গার। 'আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবেই...'

'দুঃখিত। আমি নিয়ম মেনে চলতে চাই। প্রচুর তথ্য জানা আছে আমার. আমেরিকায় পৌঁছুবার জন্যে ওগুলো আমার পাসপোর্ট হিসেবে কাজ করবে এর আগেও যে-সব কে.জি.বি এজেন্ট দলত্যাগ করেছে তারা আমেরিকার মাটিতে পা দেয়ার আগে মুখ খোলেনি...'

'খামোকা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই,' নাক গলালেন অ্যাডমিরাল। 'তথ্যগুলো এখুনি প্রয়োজন, সত্যি কিন্তু জেনারেলের কথার মধ্যেও যুক্তি আছে। ওটাই নিয়ম।'

চেহারাটা গম্ভীর করে বসে থাকলেন কর্নেল। জেনারেলকে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, এই সময় কথা বলে উঠল রূপা। 'কর্নেল, প্লীজ, অন্তত খাওয়ার পাটটা আগে চুকুক, তারপর যত খুশি কথা বলবেন আপনারা। দেখছেন না, জেনারেলের প্লেট একেবারে ভরাই রয়েছে?'

'দুঃখিত,' মৃদু গলায় বললেন কর্নেল মেঙ্গার।

ওদের খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে, এই সময় নক হলো দরজায়। হাতে পিস্তল নিয়ে দরজা খুলে দিল রূপা। ভেতরে উঁকি দিয়ে বেন নেলসন বলল, 'কর্নেল মেঙ্গারের রেডিও-টেলিফোন।'

বেনকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন কর্নেল। কাউকে কিছু না বলে তাঁর পিছু নিল রূপা। ওর ধারণা, রানার মেসেজের উত্তর এসেছে রেডিও-টেলিফোনে। রেডিও অপারেটর ডেডরিক সম্পর্কে তথ্য আছে ওতে, কাজেই তাকে ওটা দেখতে দেয়া যাবে না। তাছাড়া, কর্নেল মেঙ্গার এখন অ্যাডমিরালের কাছ থেকে রানার 'মৃত্যু' সম্পর্কে জেনেছেন. উত্তরটা তিনি সরাসরি অ্যাডমিরালকেই জানাতে চাইবেন। কিন্তু অ্যাডমিরালকে জানাবার আগে রূপা সেটা রানার কাছে পৌঁছে দিতে চায় কর্নেলের পিছু পিছু কমিউনিকেশন কম্পার্টমেন্টে পৌঁছুল ও। এইমাত্র খেয়ে উঠল ডেডরিক। ফোনের রিসিভার তুলে কথা বলতে শুরু করলেন কর্নেল একবারও তিনি ডেডরিকের দিকে তাকালেন না। কয়েকবার শুধু 'হ্যাঁ' বললেন, তারপর একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি শিওর?' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে রূপার একটা হাত ধরলেন তিনি, ডেডরিকের দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে এলেন করিডরে। কম্পার্টমেন্টের ভেতর থেকে ডেডরিক দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি, তারপর বললেন, 'এর রহস্য আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, রূপা,' চেহারা এবং গলার আওয়াজ

অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর। 'অ্যাডমিরাল বলছেন, রানা মিলানে মারা গেছে—অথচ রানার সই করা যে মেসেজটা আমি পেয়েছি সেটা বেলিনজোনা থেকে পাঠানো হয়েছে। রানার মেসেজে অনুরোধ করা হয়েছিল, উত্তরটা তোমাকে জানাতে হবে। এখন ফোন করেছিল আমার সহকারী কর্নেল স্যাবর, জুরিখ থেকে। উত্তরটা ও পেয়েছে জার্মান বি.এন.ডি-র চীফ ওয়ালথার ফিচারের কাছ থেকে, তিনি এখন বাজ্‌ল-এ অপেক্ষা করছেন আটলান্টিক এক্সপ্রেসের সিকিউরিটির দায়িত্ব নেবার জন্যে। তিনি জানিয়েছেন, ডেডরিককে নিষ্পাপ শিশু হিসেবে জ্ঞান করা যেতে পারে। ওর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিজের প্রাণ বাজি রাখতেও রাজি আছেন তিনি।'

'অ্যাডমিরাল বা আর কাউকে কিছু বলবেন না. ··পরে আপনার সাথে কথা বলব আমি।'

কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল। 'জো হুকুম! কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি···'

'কি?'

'রানা যদি সত্যিই মারা গিয়ে থাকে, দেয়ালে ঠুকে অ্যাডমিরালের মাথাটা আমি ভেঙে ফেলব!'

অর্থপূর্ণ একটা হাসি উপহার দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রূপা।

বেন নেলসন খেতে গেছে, তার জায়গায় ওয়াগন-লিটের সামনের দিকে পাহারায় রয়েছে অ্যান্থনি পল। রূপাকে এগিয়ে আসতে দেখে একটা চোখ টিপল সে। চেহারাটা নির্লিপ্তই থেকে গেল রূপার, কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। ব্যঙ্গের একটু হাসি ফুটল পলের ঠোঁটে, কিন্তু সুবিধে হবে না বুঝতে পেরে কোন কথা বলল না সে। দরজাটা খুলে দিতে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল রূপা।

জন মিচেল ওরফে রানার স্লিপারে নক করল ও। স্লিপারের ভেতর, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। মোজার ভেতর ছুরিটা ঠিকমত আছে কিনা দেখে নিল একবার। তারপর দরজা খুলে দিল।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রূপা। ডেডরিক সন্দেহের ঊর্ধ্বে, কথাটা শুনে আশ্বস্ত হলো রানা। লালচে উইগ, বাই-ফোকাল ইত্যাদি এখনও পরে রয়েছে ও। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, এসব লক্ষ করে একটা অস্থিরতা অনুভব করল রূপা।

'কিছু খেয়েছ?'

'কফি আর স্যান্ডউইচ এনেছিলাম, তাই দিয়ে খিদে মারছি,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'তোমাদের খবর কি, বলো।'

'সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে আছে,' বলল রূপা। 'কর্নেল মেঙ্গার জেনারেলের কাছ থেকে রাশান এজেন্টদের একটা তালিকা চেয়েছিলেন, কিন্তু জেনারেল তাঁকে নিরাশ করেছেন। শেষ পর্যন্ত মধ্যস্থতা করেন অ্যাডমিরাল।'

'অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি?' সিগারেট ধরাল রানা।

'হ্যাঁ, পড়েছে। আমরা সবাই উদ্বিগ্ন, কিন্তু উদ্বেগ বা উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও দেখছি না অ্যান্থনি পলের মধ্যে। হাসিখুশি, সদা প্রফুল্ল।

আরেকটা ব্যাপার।'

'কি?'

'কিছুই ঘটছে না,' বলল রূপা। 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়? অপেক্ষার মুহূর্তগুলো সবাইকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এবং সবাই অনুভব করছে, সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে, ঘনিয়ে আসছে সময়। তারপর, গটহার্ডকে নিয়ে সবাই আতঙ্কিত।'

'আমিও।'

আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালার পর্দা সরাল রানা। ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। দূরের এয়ারোলোয় পৌঁছুবার জন্যে অসংখ্য কঠিন বাঁকের মাত্র কয়েকটা পেরিয়ে এসেছে ট্রেন। এর আগে শেষবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে পাহাড়গুলোকে এত কাছে দেখেনি রানা। যতই সামনে এগোচ্ছে ট্রেন, লাইনের দিকে সেঁটে আসছে ওগুলো। চাঁদের আলো মাখা বিশাল শৃঙ্গগুলোকে দেখার জন্যে ঘাড় বাঁকা করে ওপরে তাকাতে হলো রানাকে। গভীর একটা নালার ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে লম্বা একটা বরফের শাখা, রাতের অন্ধকারে নিঃসাড় ঝুলে আছে সেটা কোন অবলম্বন ছাড়াই। ওটা একটা জলপ্রপাত, মাঝপথে জমাট বেঁধে গেছে। গভীর একটা খাদের ওপর চলে এল ট্রেন, চাকার শব্দ বদলে গেল সাথে সাথে। ব্রিজটা এতই সরু যে চেষ্টা করেও কাঠামোটা দেখতে পেল না রানা। মনে হলো খাদের ওপর শূন্যে ঝুলছে ট্রেন। পর্দা টেনে দিয়ে আলো জ্বালল ও। 'আবহাওয়ার কোন খবর এসেছে?' জানতে চাইল। 'উত্তর গটহার্ডের আবহাওয়ার কথা ভাবছি...'

'কর্নেল তো বললেন, ভয়ঙ্কর। শুধু যে তুষার পড়ছে তাই নয়, সেই সাথে জোরাল ঝড়ও বইছে। শুধু এয়ারোলো আর চিয়াসসোর মাঝখানে এই জায়গায় তুষার পড়া বন্ধ হয়েছে। তাও নাকি সাময়িকভাবে, যে-কোন মুহূর্তে আবার শুরু হয়ে যেতে পারে।' একটু থেমে আবার মুখ খুলল রূপা। 'সত্যি কথাটা তাহলে বলেই ফেলি তোমাকে। প্রচণ্ড দমকা বাতাস আশঙ্কা করা হচ্ছে।'

'ট্রেনের গায়ে মাঝে মধ্যেই গুঁতো মারছে, টের পাচ্ছ না? তার মানে শুরু হয়ে গেছে।'

বাই-ফোকালটা চোখ থেকে নামাল রানা। তারপর মাথা থেকে খুলে ফেলল পরচুলাটা।

'কি ব্যাপার? সব খুলে ফেলছ যে?'

'স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করার সময় হয়েছে, তাই,' মুচকি হেসে বলল রানা। পরমুহূর্তে চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'তোমার কথা শুনে মনে হলো, ওয়াগন-লিটের ভেতর ওঁরা সবাই নার্ভাস বোধ করছেন।'

'শুধু এই জন্যে জন মিচেলের ছদ্মবেশ ত্যাগ করছ তুমি?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রূপা। 'উঁহুঁ। আসলে কিছু একটা ঘটবে বলে আশঙ্কা করছ, তাই না?' একটু থেমে কি যেন ভাবল ও, তারপর হেসে উঠল। 'বলতে পারো তোমাকে দেখে অ্যাডমিরালের প্রতিক্রিয়াটা কি হবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, কোন মন্তব্য করল না।

'প্রথমে বোধহয় হতভম্ব হয়ে যাবেন তিনি, তারপর আনন্দে ধেই ধেই করে...'

'দূর! ভদ্রলোককে তুমি চিনতেই পারোনি,' বলল রানা 'আমাকে দেখেই রাগে ফেটে পড়বেন অ্যাডমিরাল।'

'সে-কি! কেন? তুমি বেঁচে আছ বলে?'

'না। মস্ত একটা ধোঁকা দিয়েছি বলে,' বলল রানা। 'তবে, বলা যায় না, তিনি হয়তো আগেই সন্দেহ করে বসে আছেন যে আসলে আমি মরিনি...' রূপার একটা হাত ধরল ও। 'লক্ষ্মী মেয়ের মত ফিরে যাও ওয়াগন-লিটে। খবরদার, আমার কথা কাউকে কিছু বোলো না।'

'জো হুকুম, জাহাঁপনা!'

রূপা বেরিয়ে যাবার পর এক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর দরজা খুলে উঁকি দিল করিডরে। কেউ নেই। বেরিয়ে এসে পিছনের ওয়াগন-লিটের দিকে ধীর পায়ে এগোল ও। আরেকটা বাঁক নিতে শুরু করেছে ট্রেন, কোচটা এদিক ওদিক দুলছে। এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে একটা পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল ও। গটহার্ড গিরিখাদের বরফ মোড়া বিশাল দেয়াল ঝুলছে সামনে। দেয়ালের গায়ে গাঢ় ছায়ার ভেতর চওড়া সাদা পর্দার মত স্থির হয়ে রয়েছে জমাট বেঁধে যাওয়া জলপ্রপাত। চাঁদের আলোয় মোহনীয় একটা দৃশ্য! কিন্তু এর ভেতরই ওত্ পেতে আছে ভয়ঙ্কর বিপদ। পিছনের ওয়াগন-লিটের তালা দেয়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। তারপর নক্ করল।

ডান হাতে ল্যুগার পিস্তল নিয়ে দরজা খুলে দিল পল। রানাকে দেখে তার ফর্সা মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে, ধীরে ধীরে পিস্তলটা রেখে দিল হোলস্টারে। তার বুকের ওপর একটা হাত রাখল রানা, আস্তে করে ঠেলা দিয়ে টয়লেটের দরজার সাথে চেপে ধরল তাকে।

'ঢুকতে দেবে না বুঝি?' মৃদু গলায় জানতে চাইল রানা।

'আমি ভেবেছিলাম এখনও তুমি মিলানে আছ...'

'আমি চেয়েওছিলাম তাই,' বলল রানা, 'সবাই যেন ভাবে আমি আটলান্টিক এক্সপ্রেসে নেই। এরপর আবার কোথায় উদয় হব, সহজে তা কাউকে জানতে দিই না আমি, সেজন্যেই আজও বেঁচে আছি। কেউ নেই যখন, এসো, একটু গল্প করি তোমার সাথে...'

টয়লেটের দরজা আর কোচের শেষ প্রান্তের মাঝখানে সামান্য একটু পরিসর, করিডর থেকে কেউ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

'কিন্তু কেন, রানা?' প্রতিবাদের সুরে বলল পল। 'মিলান ছাড়ার পর থেকে তোমাকে নিয়ে আলোচনার ঢেউ...'

'এর প্রয়োজন ছিল, তাই,' বলল রানা। 'প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে, কাজেই আবার প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসেছি আমি। শোনো, জরুরী একটা কাজ সারতে হবে আমাদের। এই কোচে আমাদের সাথে একজন বেঈমান আছে।

কে.জি.বি.বা জি.আর.ইউ-এর এজেন্ট

'আমাদের সাথে?' স্তম্ভিত হয়ে রানার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকল পল। 'এই কোচে? কি বলছ তুমি, রানা! অসম্ভব, এ আমি বিশ্বাস করি না! তোমার কি মাথা খারাপ হলো? বুঝেছি, ঠাট্টা করছ আমার সাথে।' হঠাৎ ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল পলের। 'উঁহুঁ, এধরনের একটা বিষয় নিয়ে তুমি ঠাট্টা করতে পারো না। কে, রানা? কোন্ শালা?'

'সে একজন পুরুষ, কই, সে-কথা বলেছি বলে তো মনে পড়ে না আমার...'

দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল পলের, পরমুহূর্তে দ্বিতীয় বারের মত বিস্ময়ের একটা ঝিলিক খেলে গেল চোখে। 'তা কি করে হয়? না, অসম্ভব! রূপাকে তুমি সন্দেহ করতে পারো না! যত দূর জানি, তোমার সাথে দীর্ঘদিন ধরে আছে ও...'

'এবং ওঁকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি,' বলল রানা। 'মজাটাই তো ওখানে। এর আগেও তো ঠিক এই ঘটনা ঘটেছে, তাই না? যাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করো, দেখা যায় সেই ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। কে.জি.বি-র এটা একটা বৈশিষ্ট্যও বটে, কোন সংগঠনের ভেতরের লোককে নিজেদের এজেন্ট হিসেবে বেছে নেয়া। ওদের সাফল্যের পিছনে এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। এসব তো তোমারও জানা আছে, তাই না?'

'রূপা? মাই গড! প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম, বিলিভ মি! অ্যাডমিরাল শুনলে মূর্ছা যাবেন, বাজি ধরে বলতে পারি।' ভুরু কুঁচকে উঠল পলের। 'সত্যি তোমার কাছে সলিড প্রমাণ আছে? কাউকেই বিশ্বাস করো না, এই রকম একটা সুনাম-বদনাম যাই বলো, আছে তোমার...'

'প্রমাণ না থাকলে তোমার সাথে আলাপ করছি?' বলল রানা। মাত্র অর্ধেকটা শেষ হয়েছে হাতের সিগারেট, সেটা ফেলে দিয়ে প্রায় সাথে সাথে আরেকটা সিগারেট ধরাল ও। দীর্ঘ, খাড়া একটা বাঁক নিচ্ছে ট্রেন, কোচটা এদিক ওদিক দুলতে শুরু করল।

'রূপাকে নিয়ে কি করবে তাহলে এখন?' জানতে চাইল পল।

'কি করব! কিছুই করার নেই।'

'কিন্তু এই যে বললে তোমার হাতে প্রমাণ আছে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল পল।

'তা বলেছি, ঠিক,' অত্যন্ত ধীর স্থির ভঙ্গিতে সায় দিল রানা। 'কিন্তু একবারও কি বলেছি যে রূপাই সেই এজেন্ট? আমি নই, তোমার মুখ থেকেই প্রথম বেরিয়েছে রূপার নাম। রাশান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ জি.আর.ইউ এই ট্রেনে একজন লোক রেখেছে...'

'জি.আর.ইউ?'

'ঠিক তাই। সে লোক কে.জি.বি-র হতে পারে না, কারণ জেনারেল তুর্গেনিভ তাকে দেখামাত্র চিনে ফেলবেন। তার মানে সে নিশ্চয়ই কর্নেল রুবলের লোক। সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল আমার ডেডরিকের ওপর, কেননা

কমিউনিকেশন সিস্টেমটা তার হাতে রয়েছে…'

'ছিল?'

'হ্যাঁ। মাত্র কয়েক মিনিট আগে তার ওপর থেকে আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। কর্নেল মেঙ্গার রূপার হাত দিয়ে আমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন। বেঈমানের অস্তিত্বটা টের পাই কখন জানো?' শান্তভাবে বলে চলেছে রানা। 'ভিরায় মেশিনগানের আওয়াজ শুনলাম, এবং লক্ষ করলাম পিছনের ওয়াগন-লিটটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল বুলেটের আঘাতে। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা? পিছনের ওয়াগন-লিট। দ্বিতীয় ওয়াগন-লিট নয়, অথচ মিলানে ওটাতেই উঠেছিলেন জেনারেল তুর্গেনিভ আর রূপা। তার মানে ওরা জানত জেনারেল পিছনের ওয়াগন-লিটে আছেন।'

চিন্তিত দেখাল পলকে। টয়লেটের দরজায় হেলান দিল সে। 'বুঝলাম, তোমার কথার মধ্যে যুক্তি আছে। এখন বলো, কে সেই লোক?'

'তুমি।'

'আরে! পাগল হলে নাকি!'

'কারণ তুমি একজন মার্কসম্যান,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'তাহলে তোমাকে আমি মিলান স্টেশনে খুন করিনি কেন?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'পারতে না। এবং তা তুমিও ভাল করে জানো। মিথ্যে নাটকের ওই দৃশ্যটায় কর্নেল ও'হারাও একটা ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, সে-কথা জানতে তুমি। আটলান্টিক এক্সপ্রেসে ওঠার ইচ্ছে ছিল তোমার। তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি,' বলে চলেছে রানা, 'আমাকে খুন করার জন্যে গুলি করে পালাবার চেষ্টা করলে তিন পা পেরিয়ে চার পা আর ফেলতে হত না, তার আগেই স্নাইপারদের গুলিতে ফুটো হয়ে যেত তোমার খুলি। কর্নেল ও'হারার দু'জন দক্ষ স্নাইপার সারাক্ষণ তোমার ওপর নজর রেখেছিল, যতক্ষণ হলে ছিলে তুমি।'

'তুমি একটা বোকা শিয়াল!' হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল পল। 'তোমার সম্পর্কে তাহলে ভুল শুনিনি! সবাইকে সন্দেহ করাই তোমার সবচেয়ে বড় রোগ। আমি যদি রাশান এজেন্টই হব, এখনও তাহলে জেনারেল তুর্গেনিভকে গুলি করিনি কেন? বলো!'

'এর উত্তর আরও সহজ,' বলল রানা। 'কোন সুযোগই পাওনি তুমি, গুলি করবে কিভাবে! যখনই ওই কম্পার্টমেন্টের দরজা একটু ফাঁক হয়, কারও না কারও পিস্তল তোমার দিকে তাক করা রয়েছে দেখতে পাও তুমি। এবং তুমি একজন প্রফেশন্যাল লোক, পল—খুব ভাল করেই জানো যে ওদের কাউকে গুলি করলে তার ট্রিগার পেঁচানো আঙুলের রিফ্লেক্স তোমার প্রাণ কেড়ে নেবে। ট্রেনে ওঠার আগেই জেনারেল তুর্গেনিভকে রক্ষা করার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন করেছিলাম আমি, পল।'

'সন্দেহ আর অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রাজ্যের প্রলাপ বকছ তুমি,' তীব্র সুরে প্রতিবাদ জানাল পল। 'বলছ, প্রমাণ আছে। দেখাও তোমার প্রমাণ, ইউ বাস্টার্ড!'

'ভিরা,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'ওখানে ঠিক কি ঘটেছে তা আমি রূপার মুখ থেকে শুনেছি। ল্যুগার তাক করে স্থির ভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় মাত্র বিশমাইল গতিতে ছুটন্ত পঞ্চাশ ফিট দূরের একটা জীপের তিনজন আরোহীর একজনকেও আহত করতে পারোনি তুমি। তাও একটা নয়, তিনটে গুলি করেছ। প্রত্যেকটা ব্যর্থ হয়।'

'কিন্তু ওটা মুভিং টার্গেট ছিল…'

'মাত্র পঞ্চাশ ফিট দূরে। তিনজন লোক একসাথে ছিল। ওদের জন্যে আগে থেকে অপেক্ষা করছিলে তুমি। তবু লাগাতে না পারাটা অবিশ্বাস্য নয়? আসলে নিজের লোকদের আহত করতে চাওনি।'

আবার হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল পল। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমাকে বোঝানো আমার কম্ম নয়। সিগারেট…' হঠাৎ পকেটে হাত ভরে ল্যুগারটা বের করে আনল।

সিগারেটের আগুনটা পলের কব্জির ওপর চেপে ধরল রানা। শিউরে উঠে ল্যুগার ছেড়ে দিল পল, কিন্তু একই সাথে রানার গলার পাশে প্রচণ্ড একটা রদ্দা মারল সে। চোখে সর্ষে ফুল দেখল রানা, মনে পড়ে গেল ডান হাতের মতই সমান চলে পলের বাঁ হাত। টলছে ও, এই সময় দুই ঊরুর সংযোগস্থল লক্ষ্য করে ভাঁজ করা হাঁটু চালাল পল। আঘাতটা আসছে দেখে আগেই তৈরি হতে পারল রানা, সময় মত ঘুরে গিয়ে পায়ের পাশে খেল ধাক্কাটা। পলের তলপেট লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল ও, কিন্তু পলও ঘুরে গিয়ে ঘুসিটা নিল কোমরের পাশে।

কোচ আর টয়লেটের মাঝখানে জায়গাটা ছোট, তার ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে প্রথম ঘুসিটা খেয়ে এখনও চোখে ঝাপসা দেখছে রানা, এবং যতটা ভেবেছিল ও তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী পল। ডান বাঁ দু'হাত দিয়ে দমাদম কয়েকটা ঘুসি চালাল পল, তলপেট খামচে ধরে পিছনে বাঁকা হয়ে গেল রানা। সুযোগটার পুরো সদ্ব্যবহার করল পল। দড়াম করে ঘুসি মারল রানার চিবুকে। একই সাথে দরজার হাতল ধরে চাপ দিল সে, খুলে গেল সেটা। রাতের অন্ধকারে পড়ে গেল রানা, কিন্তু পড়ে যাবার সময় ওর বাঁ হাতটা উঠে এল ওপর দিকে, আঙুল বাঁকা করে দরজার ওপরের কিনারাটা ধরে ফেলল।

দরজাটা দুলছে। তার সাথে শূন্যে দুলছে রানা। দরজার কবাট ধরা হাতটাই শুধু পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করছে ওকে।

আরেকটা ধনুকের মত বাঁকা ব্রিজের ওপর উঠে এল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। নিচের দিকে চোখ পড়তে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। খিক্ খিক্ করে চাপা গলায় হেসে উঠল পল। দরজাটা ট্রেনের গায়ে বাড়ি খেলে কবাটের কিনারা ধরা রানার আঙুলগুলো থেঁতলে যাবে। কিংবা দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলেও একই অবস্থা হবে আঙুলগুলোর। কিন্তু ট্রেনটা ব্রিজের ওপর দুলছে বলে তার সাথে দুলছে দরজার কবাটটাও, এদিক ওদিক কোন দিকেই শেষ সীমা পর্যন্ত যাচ্ছে না। নিচে গভীর খাদ, চাঁদের আলোয় ধবধব করছে কঠিন সাদা বরফ।

আরেক দফা দোলা খেয়ে ট্রেনের দিকে এগোল কবাট। মেঝে থেকে ল্যুগারটা তুলে নিয়েছে পল, দরজার মুখে অপেক্ষা করছে। রানাকে গুলি করার কোন ইচ্ছে তার নেই। গুলির আওয়াজ কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা যাবে না। গুলি করার কোন দরকার নেই, এমনিতেই গায়েব হয়ে যাবে রানা। একা একা কাজ করে বলে খ্যাতি আছে রানার, কাজেই হঠাৎ আবার অদৃশ্য হয়ে গেলে কেউই তেমন আশ্চর্য হবে না। শান্তভাবে অপেক্ষা করার সময় চিন্তাগুলো দ্রুত খেলে গেল পলের মাথায়। ছোট্ট একটা কাজ শুধু বাকি তার। নাগালের মধ্যে এলেই পিস্তলের বাঁট দিয়ে কবাট ধরা রানার আঙুলের হাড়গুলো গুঁড়ো করে দেয়া। আঙুলগুলো শুধু কবাট থেকে খসাতে পারলেই হয়, তারপরই ঝপ্! গুডবাই রানা!

দরজার কবাট ধীরে ধীরে এগোল পলের দিকে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে রানা, কবাটের কিনারা থেকে পিছলে নেমে আসতে চাইছে আঙুলগুলো। প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মেরেছিল পল ওর চিবুকে, কেটে গেছে, ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে সেখান দিয়ে, মুখের ভেতর রক্তের উষ্ণ লোনা স্বাদ গলার কাছে বমির ভাব এনে দিচ্ছে। অসহায় ভাবে ডান হাতটা সামনে বাড়াল রানা, শূন্যে হাতড়ে কিছুই ধরতে পারল না। ঝপ করে শরীরের পাশে পড়ে গেল সেটা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে শরীরটা প্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল শূন্যে। আহত পশুর মত একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল ওর গলার ভেতর থেকে। গভীর মনোযোগের সাথে সব দেখছে পল। মুখের চেহারায় উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র নেই। এখন সে আর হাসছেও না। নির্বিকার, ভাবলেশহীন। ট্রেনের দিকে আরও সরে এল দরজার কবাট, ধীরে ধীরে ল্যুগার ধরা হাতটা তুলল পল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কবাটের মাথা ধরা রানার আঙুলগুলোর দিকে। আঙুলের ডগায় এক বিন্দু রক্ত নেই, জমে প্রায় বরফ হয়ে এসেছে ওগুলো। হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে দ্রুত এগিয়ে এল দরজার কবাট। ল্যুগার দিয়ে রানার আঙুলে বাড়ি মারল পল। কিন্তু বাড়িটা পৌঁছুল না। পলের পেটের ভেতর ঘ্যাচ করে ছুরির ছ'ইঞ্চি ব্লেড ঢুকিয়ে দিয়েছে রানা। হাঁটু ভাঁজ করে মোজার ভেতর থেকে আগেই বের করে নিয়েছিল ওটা।

আরেকটা ঝাঁকি খেল আটলান্টিক এক্সপ্রেস, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল পল। দরজা টপকে পড়ে গেল সে। গার্ড-রেইলে লেগে পিছলে গেল শরীরটা, ঘুরপাক খেতে খেতে দ্রুত গতিতে নেমে যাচ্ছে খাদের তলায়। কঠিন বরফের ওপর মাথা দিয়ে পড়ল সে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল রানা। তারপর আপন মনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

পাঁচ

জুরিখ।

হোটেল সুইজারহফের ঠিক পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে

রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান। ঘুম তাড়াবার জন্যে একের পর এক সিগারেট ফুঁকছে ড্রাইভার। ভ্যান নিয়ে এখানে আসার পর জেলার কোথাও থেকে বেআইনী সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করা হয়নি। এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে কর্নেল স্যাবরের লোকজন একটা হোটেলের রেজিস্টার চেক করছে। সুইজারহফে আসার আগে তাদেরকে আরও চারটে হোটেলে যেতে হবে।

হোটেল সুইজারহফের দুশো সাত নম্বর কামরায় পায়চারি করছে কর্নেল রুবল। চওড়া কপালে চিক চিক করছে ঘাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যে গটহার্ডের ওপর নেমে আসবে—এ-যুগের সবচেয়ে বড় মানব-সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিশাল এলাকা জুড়ে শুরু হবে ধ্বংসলীলা। কিন্তু সে-ব্যাপারে মোটেও চিন্তিত নয় কর্নেল রুবল। তার শুধু একটাই দুশ্চিন্তা—এই ধ্বংসলীলায় জেনারেল তুর্গেনিভ মারা যাবে তো?

একজন নয়, আটলান্টিক এক্সপ্রেসে দু'জন দক্ষ ব্যাক-আপ ম্যান রয়েছে কর্নেল রুবলের। একজন অ্যান্থনি পল, আরেকজন নিকোলাস লয়েড। বছর তিনেক আগে সি.আই.এ-তে অনুপ্রবেশ করেছিল পল, এই তিন বছরে বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্যে বেশ কয়েকটা খুন করতে হয়েছে তাকে। নিজেদের লোককে খুন করতে হলেও, এসব ব্যাপারে কর্নেল রুবলের অনুমোদন ছিল। গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে পলকে ব্যবহার করা যাবে মনে করে কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি সে। এখন সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে হবে পলকে। ট্রেন জার্নির কোন এক পর্যায়ে তুর্গেনিভকে খতম করার সুযোগটা হাতছাড়া করবে না পল, সে-বিশ্বাস রাখে রুবল।

রেডিও অপারেটর অ্যাডলফ বয়লারের দিকে তাকাল রুবল। 'যখন বলব, এই দুটো সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করবে তুমি,' বয়লারের হাতে দু'টুকরো কাগজ দিল সে। 'ছোটটা বাজলে যাবে, ওটাই আগে পাঠাবে। তারপর আমস্টারডামে সিগন্যাল পাঠাবে। কোড করে নাও...'

নিরাপদ ট্র্যান্সমিশনের পক্ষে আমস্টারডাম সিগন্যালটা বেশ বড়, সেজন্যে একটু উদ্বেগও বোধ করল রুবল। কিন্তু ওটাকে আর ছোট করার কোন উপায় নেই। অত্যন্ত জরুরী একটা সিগন্যাল, না পাঠালেও চলে না। ওতে রলফ কংকাইটকে কিছু নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদীদল কংকাইট গ্রুপের নেতা রলফ কংকাইট এই মুহূর্তে ডাচ বর্ডারের খুব কাছাকাছি রয়েছে। ওকেও কাজে নামাচ্ছে কর্নেল রুবল। তাছাড়া, আটলান্টিক এক্সপ্রেসে দ্বিতীয় ব্যাক-আপ ম্যান নিকোলাস লয়েড তো রয়েছেই।

এথেন্সের কম্যুনিস্ট-বিরোধী মহল খোদ যমের চেয়েও বেশি ভয় করে নিকোলাস লয়েড নামটাকে। তার সম্পর্কে গুজব, টাকার বিনিময়ে নিজের মা-বাবাকেও খুন করতে পারে লোকটা। সাচ্চা কম্যুনিস্ট সে, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সে তার বস্ কর্নেল রুবলকে কখনও দেখেনি। প্রভুভক্ত

ক্রীতদাস লয়েডকে কর্নেল রুবলও আজ পর্যন্ত কোনদিন চাক্ষুষ করেনি।

রুবল তখন ছদ্ম-পরিচয় নিয়ে এথেন্সের সোভিয়েট দূতাবাসে কাজ করছে। এই সময় একদিন ফোন করে যোগাযোগ করেছিল লয়েড। একজন আত্মনিবেদিত কম্যুনিস্ট হিসেবে সোভিয়েট দূতাবাসের কাজে লাগতে চেয়েছিল সে। স্বভাবতই লয়েডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথমে সন্দেহ দেখা দেয় রুবলের মনে। বিশেষ পাত্তা দেয়নি সে লোকটাকে। তবু, প্রায়ই ফোন করত লয়েড। বলত, যদি কখনও কাউকে খুন করার দরকার হয়, তাকে আদেশ দিলেই সে কাজটা করে দেবে। কথাচ্ছলে একবার রুবল বলেছিল, হ্যাঁ খবরের কাগজের ওই ব্যাটা সম্পাদককে মেরে ফেললে মন্দ হয় না। প্রস্তাবটা ছিল লয়েডেরই, রুবল শুধু ধারণাটার সাথে একমত পোষণ করেছিল। কিন্তু পরদিন খবরের কাগজ খুলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। কাগজের খবর পড়ে দেখল, সত্যি সত্যি সেই সম্পাদক লোকটা খুন হয়ে গেছে। সম্পাদকের গাড়িটা একটা খাদের নিচে অর্ধেক পানিতে ডোবা অবস্থায় পাওয়া গেছে। খাদে পড়ে যাবার আগে আগুন ধরে গিয়েছিল গাড়িতে। ঝড়ের মধ্যে পড়ে ভেসে গেছে লাশটা।

আরও দুটো বছর কাটার পর কর্নেল রুবল বুঝেছিল, লয়েড একটা মারাত্মক অস্ত্র, এই অস্ত্রকে কাজে লাগাতে পারলে সোভিয়েট মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স জরুরী অবস্থায় অনেক বিপদ সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে। প্রথম খুন করার পর লয়েড আরও দু'জন কম্যুনিস্ট-বিরোধী ব্যক্তিকে খুন করেছিল। তার ওপর থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল রুবলের।

মিলানেই ছিল লয়েড, কাজেই তার সাথে যোগাযোগ করতে বেগ পেতে হয়নি রুবলকে। খুন করার নির্দেশ পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে উঠেছিল লয়েড। এখন সে রয়েছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে।

ওয়াগন-লিট কম্পার্টমেন্ট।

'তবু আমি এখনও মনে করি, আমাকে তোমার জানানো উচিত ছিল, রানা...'

ফার্স্ট-এইড কিট নিয়ে এসেছে রূপা। তুলো আর অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে মুছে দিল রানার মুখের রক্ত। গম্ভীর থমথমে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। বাকি সবাই বসে আছে। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে কর্নেল মেঙ্গারের চেহারা। আপন মনে রানার মুখের যত্ন নিচ্ছে রূপা, যেন আর কোন ব্যাপারে কিছু এসে যায় না তার। আর জেনারেল তুর্গেনিভ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। শান্ত অথচ দৃঢ় একটা ভাব ফুটে রয়েছে রানার চেহারায়, সেটাই অবাক করে তুলেছে জেনারেলকে।

'কৌশলটা কাজ দিয়েছে, নয় কি?' বলল রানা। 'রাশান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের লোক ছিল আমাদের ভেতর, তাকে আমি সনাক্ত করতে পেরেছি। তাছাড়া, অ্যাডমিরাল, আপনি কি ভুলে গেছেন, আপনার সাথে কি কথা হয়েছিল আমার?'

'গোটা অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব তোমার হাতে থাকবে—না, ভুলিনি,' ভারী গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'কিন্তু তার মানে কি এই যে তুমি আমার ওপরও বিশ্বাস রাখবে না?'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাস নয়। এমনিতেই অনেক ঝামেলায় হিমশিম খাচ্ছিলেন আপনি,' বলল রানা, 'আমার প্ল্যান নিয়ে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে দিতে চাইনি আমি। তাছাড়া, যখন একটা ব্যাপার গোপন করার দরকার বলে মনে করি তখন সম্ভাব্য সবার কাছ থেকে গোপন করাই আমার নীতি। শুধু যাদেরকে না জানালেই নয় তাদেরকে ছাড়া আর কাউকে ব্যাপারটা আমি জানতে দিইনি। যাই হোক, আমার মনে হয়, প্রসঙ্গটা নিয়ে আমরা শুধু শুধু সময় অপচয় করছি। অপারেশনের পরবর্তী পর্যায় শুরু করা দরকার এবার।'

'কি সেটা?' জানতে চাইলেন কর্নেল মেঙ্গার।

'ফ্ল্যাট-কার থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠতে যাচ্ছি আমি। আমার সাথে রূপা থাকবে। থাকবে অতিরিক্ত রেডিও অপারেটর, যাকে আপনি সাথে করে নিয়ে এসেছেন...'

'কোথায় যেতে চাও তুমি?' গম্ভীর ভাবে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'এখান থেকে এয়ারোলো পর্যন্ত রেলপথের সব ক'টা স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে ট্রুপস রেখেছি আমি,' বললেন কর্নেল মেঙ্গার। 'তবু কি কপ্টার নিয়ে যাবার দরকার আছে?'

'হয়তো ওই স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টগুলোই চেক করে দেখব আমি,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, কর্নেল রুবল তার পরবর্তী হামলা এই চালাল বলে।'

এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথা শুনছিলেন জেনারেল তুর্গেনিভ, কিন্তু রানার মুখে তার সহকারী কর্নেল রুবলের নাম শুনে নড়ে চড়ে বসলেন তিনি। এই খানিক আগে অ্যাডমিরাল তাকে জানিয়েছেন যে সন্দেহ করা হচ্ছে কর্নেল রুবল এই মুহূর্তে জুরিখে আছে। 'মি. রানার সাথে আমি একমত,' শান্ত ভাবে বললেন তিনি। 'অনেকক্ষণ হয়ে গেল ওদের তরফ থেকে আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। ওঁর মত আমিও অনুভব করছি কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে...'

পনেরো মিনিট পর রূপা ও একজন সুইস রেডিও অপারেটরকে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ল রানা। স্কি প্যান্ট, আর একটা ফার জ্যাকেট পরেছে রূপা। কর্নেল মেঙ্গারের একজন স্কি-ট্রুপারের কাছ থেকে এগুলো ধার করেছে ও। বসল রানার পাশে, কো-পাইলটের সীটে।

রাত আটটা পনেরোয় আটলান্টিক এক্সপ্রেস থেকে আকাশে উঠল হেলিকপ্টার। চিবুকের নিচে মাইক্রোফোন, সুইচ অন করে জানতে চাইল রূপা, 'ওই যে দূরে একটা শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে, উত্তর-পশ্চিমে, চেনো নাকি?'

'ওটা,' বলল রানা, 'বাসারহর্ন।'

আনডারম্যাট। রাত আটটা। পাঁচজন সহকারীকে নিয়ে সিকরস্কি হেলিকপ্টারে চড়ল মাইকেল ফ্রে। কয়েক ডিগ্রী উত্তাপ বেড়েছে, তাই তুষার

আর হিমবাহ পরিস্থিতি আরেকবার চেক করা দরকার জানিয়ে আগেই অ্যাভালান্‌শ ইন্সটিটিউটকে রিপোর্ট করেছে সে।

আনডারম্যাটের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পুব দিকে উড়ে চলল হেলিকপ্টার। সোজা বাসারহর্নের বিশাল শৃঙ্গের দিকে যাচ্ছে ওরা। ওখান থেকে গটহার্ড রেলপথ দেখা যাবে।

মাইকেল ফ্রে-র পাঁচজন সহকারীর মধ্যে একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুসারে 'কপ্টারের পিছনে নেয়া হয়েছে প্রায় এক টনের মত জেলিগনাইট।

হেলিকপ্টার নিয়ে বাসারহর্নের উদ্দেশে রওনা হবার ঘণ্টাখানেক আগে শহরে গিয়ে সুফিয়ার সাথে হোটেলে দেখা করেছিল মাইকেল ফ্রে। ঘরে ঢুকতেই সুফিয়া তাকে জানায়, দেরাজে ওর কিছু জুয়েলারী ছিল, সেগুলো সব চুরি হয়ে গেছে। আঁতকে ওঠার অভিনয়ে কোন খুঁত ছিল না মাইকেলের। সাথে সাথে সুফিয়াকে পরামর্শ দেয় সে, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর দেরি না করে এখুনি ব্যাপারটা পুলিসকে জানানো দরকার। সুফিয়াকে ইতস্তত করতে দেখে তাকে এক রকম ঠেলেই ঘর থেকে বের করে আনে সে, রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে দেখিয়ে দেয় থানাটা কোন্ দিকে, এবং বলে তার হাতে জরুরী একটা কাজ রয়েছে তা না হলে ওর সাথে সে-ও থানায় যেত।

অগত্যা একাই পুলিস স্টেশনের দিকে রওনা হলো সুফিয়া। পিছনে, রেস্তোরাঁর দরজায় তখনও দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল, হাত দুটো গরম করবার জন্যে দ্রুত ঘষছে পরস্পরের সাথে।

কয়েক মিটার সামনে একটা চার-দরজার ফিয়াট গাড়ি আলো নিভিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাইকেল ফ্রে-কে হাত ঘষতে দেখে সিগন্যালটা বুঝে নিল ড্রাইভার। ফিয়াটের পাশ ঘেঁষে চলে গেল সুফিয়া। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ড্রাইভার। সুফিয়া একটা পাশের গলিতে ঢুকছে দেখে স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দিল সে।

গাড়ির আওয়াজ শুনে ঝট করে পিছন ফিরল সুফিয়া। পরমুহূর্তে ওর চোখে এসে লাগল হেডলাইটের আলো। সরু গলির ভেতর ঢুকছে ফিয়াট। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে অসুবিধে হলো না সুফিয়ার। বুকটা কেঁপে উঠল ওর। গলিটা শুধু সরু নয়, লম্বাও, দৌড়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, তুষার জমে শক্ত বরফ হয়ে গেছে, দৌড়াতে চেষ্টা করলেই আছাড় খেয়ে পড়তে হবে। এই অবস্থায় পড়ে যাওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু।

দ্রুত ছুটে আসছে ফিয়াট। হেডলাইটের আলোয় একটা বাড়ির দরজার সামনে বড় কয়েকটা গোল পাথর পড়ে থাকতে দেখল সুফিয়া। ঝুঁকি নিয়ে কয়েক পা ছুটল ও। একটা পাথর তুলে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল গাড়ির দিকে মুখ করে। দৃশ্যটা চাক্ষুষ করে হতভম্ব হয়ে গেল ফিয়াটের ড্রাইভার। গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল সে, পরমুহূর্তে আঘাত থেকে মাথাটাকে

বাঁচাবার জন্যে নিচু হলো। পাথরটা এসে উইন্ডস্ক্রীনে লাগল, অসংখ্য চিড় ধরল সেটার গায়ে, রাস্তাটা ড্রাইভারের চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। হুইলটা স্থির রেখে জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে দিল সে। নাকের পাশ দিয়ে বাড়ি-ঘরের দেয়াল ছুটে যাচ্ছে পিছন দিকে, ওগুলোর কাছ থেকে একই দূরত্ব বজায় রেখে আন্দাজের ওপর গাড়ি চালাচ্ছে সে, জানে, মেয়েটার সাথে ধাক্কা খেলেই লাফিয়ে উঠবে গাড়ি।

দরজার গায়ের সাথে সেঁটে থেকে গাড়িটাকে পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যেতে দেখল সুফিয়া। গলির মাথায় গিয়ে মন্থর হয়ে গেল গতি, বাঁক নেবার সময় শিকারী বিড়ালের মত গুটি গুটি এগোল। গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই গলির উল্টো দিক ধরে দ্রুত ফিরে আসতে শুরু করল সুফিয়া। হোটেলে ঢোকার সময় ক্ষীণ একটু রহস্যময় হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে।

রানা এজেন্সী থেকে মাত্র অল্প কিছুদিন সত্যিকার ট্রেনিং পেয়েছে সুফিয়া। কিন্তু এরই মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে সে। মাইকেল ফ্রে-কে সন্দেহ হলেও, সত্যি সত্যি লোকটা রাশান স্যাবোটাজ অ্যাপারেটাসের সাথে জড়িত কিনা সে-ব্যাপারে তার সন্দেহ ছিল। নিজের জীবন বিপন্ন করে একটা ফাঁদ পেতেছিল সে, ফাঁদে টোপ রেখেছিল নিজেকেই। এখন নিশ্চিতভাবে জানে ও। ওকে খুন করার চেষ্টা করে মাইকেল ফ্রে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে।

রেস্তোরাঁয় খবর নিয়ে জানল, এই একটু আগে চলে গেছে মাইকেল। সন্দেহ নেই, ফার্মহাউসে ফিরে গেছে সে। নিজের কামরায় ফিরে এসে গসচেনেন স্টেশনে গত এক ঘণ্টার মধ্যে এবার নিয়ে দ্বিতীয় বারের মত ফোন করল সুফিয়া। ওর প্রশ্নের উত্তরে স্টেশন মাস্টার জানাল, 'কি কারণে যেন একটু দেরি হবে। এখানে আমরা আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে আশা করছি আটটা উনপঞ্চাশে…'

'তাহলে এখান থেকে আমি যদি আটটা একত্রিশের ট্রেন ধরি, সময় মত পৌঁছতে পারব…?'

'অনায়াসে।'

এরপর জুরিখে ফোন করল সুফিয়া। নাম্বারটা মুখস্থ করা ছিল। যোগাযোগ পেতে বেশ একটু সময় লেগে গেল। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল একটা মেয়ের গলা। 'আমি লরা বলছি,' দ্রুত বলল সুফিয়া। 'মি. হেরিঙকে চাই, আমি লরা বলছি! দিস ইজ ইমার্জেন্সী!'

'এক মিনিট, প্লীজ…'

কে ফোন করেছে শুনে চমকে উঠলেন কর্নেল স্যাবর। মাসুদ রানার এজেন্ট এই প্রথম আনডারম্যাট থেকে তাঁর সাথে যোগাযোগ করছে। 'সরাসরি লাইন দাও!' নির্দেশ দিলেন তিনি। লাইন দেয়া হলো সাথে সাথে। বললেন, 'ইয়েস, আমি হেরিঙ বলছি।'

'মি. হ্যারিসকে একটা মেসেজ দিতে চাই আমি,' দ্রুত বলল সুফিয়া। 'আপনার মাধ্যমে। ইট ইজ ভেরি আর্জেন্ট, বুঝতে পেরেছেন? মেসেজটা

হলো—মাইকেল ফ্রে। রিপিট করুন, প্লীজ।...হ্যাঁ, মাইকেল ফ্রে। হ্যাঁ...এটাই মেসেজ।'

যোগাযোগ কেটে দিল সুফিয়া।

ওদিকে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেছে কর্নেল স্যাবরের। মি. হ্যারিস রানার ছদ্মনাম। কিন্তু রানার এজেন্ট মাইকেল ফ্রের নাম বলল কেন? সিগার ধরাতে গিয়ে তিনি লক্ষ করলেন, তাঁর হাত দুটো কাঁপছে। মাইকেল ফ্রে সুইজারল্যান্ডের অত্যন্ত সম্মানিত নাগরিক। ব্যাপারটা তাঁর বোধগম্য হলো না। কিন্তু তাই বলে রানার কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে দেরি করলেন না। ইন্টারকমের বোতাম টিপে কমিউনিকেশন রুমের ডিউটি অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তিনি। তিন মিনিটের মধ্যে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের কমিউনিকেশন কম্পার্টমেন্টে পৌঁছে গেল মেসেজটা।

পাথুরে মালভূমির একটা প্রান্তে নেমেছে সিকরস্কি হেলিকপ্টার। এই মালভূমিই ক্রমশ উঠে গিয়ে পরিণত হয়েছে বাসারহর্নের বিশাল শৃঙ্গে। মাইকেল ফ্রে-র স্যাবোটাজ টীম 'কপ্টার থেকে নেমেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে বরফের স্তর তুলে ফেলছে ওরা। ওপরের বরফ ভঙ্গুর, ওদের দরকার নিচের কঠিন বরফ। বাসারহর্নের চূড়া বাতাস আর তুষার-ঝড় ঠেকিয়ে রেখেছে, কাজ করতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না ওদের। ঘুরে ফিরে সবার কাজ তদারক করছে মাইকেল, ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছে। 'তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো! দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে এর চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগবে আমাদের...'

পরস্পরের কাছ থেকে বেশ অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে পাঁচটা গভীর গর্ত করা হলো বরফ খুঁড়ে। 'কপ্টারে পোর্টেবল জেনারেটর রয়েছে, ড্রিল মেশিনের শক্তি যোগাচ্ছে সেটা। সিকরস্কি থেকে লাইফ-লাইনের মত টানা কেবল্ এগিয়ে এসেছে ড্রিল মেশিন পর্যন্ত। গর্তের ভেতর কোন বরফ নেই, শুধু পাথর। পাহাড় চূড়ার গায়ে গভীর ভাবে ড্রিল করা হচ্ছে। এতে ঝুঁকি আছে, তবে কতটা ঝুঁকি তাও হিসেব করা আছে ওদের। তাছাড়া, সতর্কতার সাথে অনেক দিক বিচার করে বেছে নেয়া হয়েছে ড্রিল করার জন্যে জায়গাটা। মালভূমির খাড়া গা থেকে নিরাপদ দূরে রয়েছে ওরা।

এই ড্রিলিং-সাইট অনেক আগেই নির্বাচন করে রেখেছিল মাইকেল। বাসারহর্ন সম্পর্কে একটা তথ্য জানে সে, কিন্তু তথ্যটা সে অ্যাভালান্শ ইন্সটিটিউটকে জানায়নি। গটহার্ডের অনেক ওপরের ঢালে জমে থাকা তুষার আর হিমবাহ পরিস্থিতি পরীক্ষা করার জন্যে প্রায় প্রতিদিনই 'কপ্টার নিয়ে অভিযানে বেরুতে হয় তাকে। এই রকম একটা অভিযানে বেরিয়েই হঠাৎ করে ফাটলটা আবিষ্কার করে মাইকেল। গোপনে সিসমোলজিক্যাল ইকুইপমেন্টের সাহায্যে ফাটলের গভীরতাও মেপে নিয়েছে সে। গটহার্ড রেলপথের ওপর এই যে আকাশ ছোঁয়া পাহাড় চূড়া, সবার ধারণা এর ভিত এত শক্ত যে একে টলানো সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ জানে না, বাসারহর্নের শৃঙ্গে

ক্ষয়রোগ বাসা বেঁধেছে। জায়গা মত খোঁচা দিতে পারলে দু'ফাঁক হয়ে আছাড় খাবে পাহাড়।

ড্রিলিং শেষ হলো। 'কপ্টার থেকে নামিয়ে আনা হলো এক্সপ্লোসিভ শেল। গহ্বরের ভেতর মাইকেল নিজে একটা একটা করে নামাল সেগুলো। ডিটোনেশনের জন্যে এখন শুধু ইলেকট্রিক সিস্টেমের সংযোগটা বাকি। আগেই ঠিক করা হয়েছে এক সাথে নয়, বিস্ফোরণ ঘটানো হবে একটার পর একটা। মাইকেলের লক্ষ্য চেইন রিঅ্যাকশন—পাহাড়ের একটা অংশ সরে গিয়ে আরেকটা অংশের পতন ঘটাতে যেন সাহায্য করে, তারপর আরেকটা—যতক্ষণ না গভীর ফাটলটা চওড়া হয়ে পাহাড়ের অর্ধেকটাকে নিচের রেলপথের ওপর ফেলে না দেয়। এই রকম দুর্ঘটনা এই এলাকায় আগে কখনও ঘটেনি। শুধু হিমবাহ আর তুষার-ধস নয়, সেই সাথে আছাড় খেয়ে ভেঙে পড়বে একটা পাহাড়ের বিশাল শৃঙ্গ।

'একটা 'কপ্টার আসছে!' হঠাৎ জানাল একজন সহকারী।

ঝট করে উপর দিকে তাকাল মাইকেল। ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। হ্যাঁ। বাসারহর্নের দিকে সোজা এগিয়ে আসছে একটা হেলিকপ্টার।

আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে ছাড়িয়ে অনেক উত্তরে চলে এসেছে আলোয়েট হেলিকপ্টার। তবে রেলপথের ওপরই রয়েছে ওরা। এখনও অস্বস্তি বোধ করছে রানা, জানে না কেন এসেছে ও, ঠিক কি খুঁজছে বা কি দেখতে পাবে বলে আশা করে। বেসরকারী গাড়ির আসা-যাওয়া, লোকজনের গতিবিধি, যেখানে থাকার কথা নয় অথচ রয়েছে এমন কোন বস্তু? চাঁদের আলোয় সামনের দৃশ্যটা বিস্ময়কর, দূরে দেখা গেল মেইন আলপাইন লাইন। উত্তর গটহার্ডের ভয়াবহ আবহাওয়া আর মেঘে প্রায় অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে আছে।

রানার পাশে বসে রয়েছে রূপা। চোখে নাইট গ্লাস তুলে উত্তর-পশ্চিম দিকে চোখ বুলাল সে। বাসারহর্নের ওপর চোখ পড়তেই হাত দুটো স্থির হয়ে গেল তার। কথা বলার আগে এক মিনিট ধরে ভাল করে দেখে নিল।

'বাসারহর্নে একটা 'কপ্টার ল্যান্ড করেছে...'

'ঠিক জানো ওটা বাসারহর্ন?'

'সন্দেহ নেই,' পিছন থেকে বলল সুইস রেডিও অপারেটর।

'কর্নেল মেঙ্গারকে রিপোর্ট করো এখুনি,' দ্রুত বলল রানা। 'টপ প্রায়োরিটি চেক চাই আমি—এর মানে, কয়েক মিনিটের মধ্যে উত্তর আসা চাই। রিপিট, কয়েক মিনিটের মধ্যে...'

কোর্স বদল করল রানা। রেলপথকে পিছনে ফেলে সোজা এগোল চাঁদের আলোয় চকমকে চূড়ার দিকে। নিজের অটোমেটিকে একটা ম্যাগাজিন ভরে সেফটি ক্যাচ রিলিজ করে দিল রূপা। সুইস রেডিও অপারেটর সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করেছে। হাত বাড়িয়ে একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন নিল রূপা, কোলের ওপর ফেলে রাখল সেটা। চোখের চারদিক কুঁচকে দেখার চেষ্টা করছে রানা ঠিক কি ঘটছে চূড়ায়। পুরো এক মিনিট পেরোবার আগেই বুঝতে

পারল রূপা ভুল দেখেনি, সত্যি একটা 'কপ্টার রয়েছে বটে ওখানে। লোকজনের হাঁটাচলাও লক্ষ করল ও।

আটলান্টিক এক্সপ্রেস। সিগন্যাল পেয়েই কাজে নেমে পড়লেন কর্নেল মেঙ্গার। ডেডরিককে দিয়ে যোগাযোগ করালেন আনডারম্যাটের আর্মি হেডকোয়ার্টারের সাথে। উত্তর পেতে দেরি হলো না।

প্রতিবারের মত এবারও সিকরস্কি নিয়ে টেক-অফ করার আগে স্থানীয় সামরিক কমান্ডারকে নিজের ফ্লাইটের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাতে ভুল করেনি মাইকেল ফ্রে। উত্তরটা পড়লেন কর্নেল মেঙ্গার। এবং সাথে সাথে রানার কাছে ট্র্যান্সমিশনের জন্যে একটা সিগন্যাল তৈরি করলেন।

'বাসারহর্নে ওটা মাইকেল ফ্রে-র হেলিকপ্টার। মাইকেল ফ্রে, অত্যন্ত দক্ষ এবং সম্মানিত একজন মাউন্টেনিয়ার। তুষার এবং হিমবাহ পরিস্থিতি চেক করার জন্যে আনডারম্যাটের মিলিটারি কমান্ডারের অনুমতি নিয়ে ওখানে গেছে সে। মেঙ্গার।'

'বাঁচা গেল,' সুইস রেডিও অপারেটরের কাছ থেকে সিগন্যালটা নিয়ে পড়ে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রূপা। 'ফলস্ অ্যালার্ম খামোকা আমার কথায় রেললাইন থেকে এত দূরে সরে এলে। দুঃখিত, রানা...'

'সন্দেহ হলে সেটা তো যাচাই করে দেখতেই হবে,' বলল রানা। 'এর মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করার কিছু নেই।'

রেললাইনের দিকে ফিরে যাবার জন্যে আবার হেলিকপ্টারের কোর্স বদল করল ও। সুইস রেডিও অপারেটর বলল, 'মাইকেল ফ্রে অত্যন্ত নামকরা একজন ব্যক্তিত্ব। ভদ্রলোকের সাথে একবার হাত-মেলাবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার...'

'লোকাল হিরো নাকি?' জানতে চাইল রূপা।

'দুনিয়ার সেরা মাউন্টেনিয়ারদের একজন,' বলল রানা। 'এসো, ট্র্যাক চেকিং শুরু করা যাক...'

'ফিরে যাচ্ছে 'কপ্টার,' পরম স্বস্তি অনুভব করায় কেঁপে গেল সহকারীর গলা। 'আশ্চর্যের ব্যাপার, ওটা কিন্তু সামরিক 'কপ্টার নয়। কোনরকম ছাপ নেই...'

'নিশ্চয়ই কোন বোকা সিভিলিয়ান পাইলট পথ হারিয়ে ফেলেছে,' বলল মাইকেল। 'হয়তো এয়ারস্ট্রিপ খুঁজছে ব্যাটা।'

'রাতের এই সময়?' সন্দেহের সুরে বলল একজন সহকারী।

দস্তানা পরা হাত দিয়ে শরীরের এখানে সেখানে ঘুসি মেরে গা গরম রাখার চেষ্টা করছে মাইকেল। অসহ্য শীত, কিন্তু চারদিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। যতদূর দৃষ্টি যায় সারির পর সারি শুধু পাহাড়ের তুষার ঢাকা শৃঙ্গ। একটা বোল্ডারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে, অনেক নিচে দেখতে পাচ্ছে বিশাল বরফের স্তম্ভের ওপর চাঁদের প্রতিচ্ছবি। আরও নিচে প্রকাণ্ড জলপ্রপাত, মাঝপথে জমাট বেঁধে গেছে। কোথাও কোথাও গাঢ় ছায়া দেখতে পাচ্ছে সে, জানে, গভীর খাদ ওগুলো। 'সব ব্যাপারে এত দুশ্চিন্তা

কোরো না তো!' বিরক্তির সাথে বলল সে। 'নাও, হাত লাগাও কাজে।'

বোল্ডার থেকে নেমে এসে দুটো তার জোড়া লাগাল মাইকেল। কন্ট্রোল বক্সে সুইচ আছে, সেটা টিপে দিলেই একের পর এক ডিটোনেশন ঘটবে। রিস্টওয়াচ দেখল সে। নির্দিষ্ট সময়ের বেশ আগেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। কারও সাধ্য নেই এখন আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে বাঁচায়।

স্মরণাতীত কালের এই ভয়ঙ্কর হিমবাহ বিশাল জনপদ ধ্বংস করবে, সন্দেহ নেই। ধ্বংসলীলার খবর শুনে শিউরে উঠবে সারা দুনিয়ার লোক। কিন্তু সে-কথা ভেবে এতটুকু চিন্তিত নয় মাইকেল ফ্রে। তুষার ও পাথর ধসের কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব তার কাঁধেই চাপাবে বার্ন সরকার। তাছাড়া, একবার যখন হিমবাহ নামতে শুরু করবে, কারই বা মনে থাকবে শৃঙ্গের ওপর বিস্ফোরণের আওয়াজ হয়েছিল? অবশ্য আওয়াজটা আদৌ নিচে থেকে কেউ শুনতে পাবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। আর, কোথাও যদি হঠাৎ কোন গোলমাল দেখাই দেয়, পালাবার রাস্তাও ঠিক করে রেখেছে সে।

'আমি বোধহয় ওটাকে আসতে দেখছি, স্যার!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল একজন সহকারী।

'কি!' উত্তেজনায় বিকৃত শোনাল মাইকেলের গলা। 'ভুল দেখছ না তো?' একটা বোল্ডারে উঠে সহকারীর পাশে দাঁড়াল সে।

'ভুল কেন দেখব!'

'তাহলে কুইক! কপ্টারে চড়তে বলো সবাইকে।' গলায় ঝুলানো নাইট গ্লাসটা চোখে তুলে গটহার্ডের দিকে তাকাল মাইকেল। সহকারী ঠিকই বলেছে। অনেক নিচে একটা বাঁক ঘুরছে এক সার আলো। কোন সন্দেহ নেই, আটলান্টিক এক্সপ্রেসের আলো ওগুলো।

রেলপথের ওপর চলে এসেছে আলোয়েট হেলিকপ্টার, এই সময় সুইস রেডিও অপারেটর জানাল, ট্রেন থেকে কর্নেল মেঙ্গারের একটা জরুরী সিগন্যাল আসছে। মেসেজটা নিয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। সেটার ওপর চোখ বুলিয়েই চমকে উঠল রানা। 'লরার কাছ থেকে মেসেজ এসেছে,' সিগন্যালটা আবার পড়ল ও, 'মাইকেল ফ্রে, রিপিট মাইকেল ফ্রে।'

'বাসারহর্নের ওপর ওরা তাহলে,' দ্রুত বলল রানা, 'স্যাবোটাজ টীম!'

কাত হয়ে গেল আলোয়েট, দ্রুত গতিতে কোর্স বদল করল রানা। সীটের হাতল ধরে ফেলে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচল রূপা। ঘন্টায় আশি মাইল স্পীডে বাসারহর্নের দিকে ছুটে চলল আলোয়েট। হতভম্ব সুইস রেডিও অপারেটর প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কিন্তু ও যে মাইকেল ফ্রে!'

'দক্ষ এবং সম্মানিত মাউন্টেনিয়ার,' ব্যঙ্গের সুরে বলল রানা। 'রূপা, গুলি করার জন্যে তৈরি হও তুমি। প্রত্যেককে। শূট টু কিল...'

সাথে সাথে ছোঁ দিয়ে অটোমেটিকটা তুলে নিল রূপা। এক হাত দিয়ে জানালার শাটার নিচু করল ও। ছুরির মত ধারাল ঠাণ্ডা বাতাস লাগল চোখে মুখে। জানালার কিনারায় অটোমেটিকের ব্যারেল ঠেকিয়ে স্থির হয়ে বসল ও।

তীরের মত প্রায় খাড়া, ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে হেলিকপ্টার। বাসারহর্নের মাথার আরও ওপরে উঠে যেতে চাইছে রানা। রূপা ভাবল, এই পরিস্থিতিতে গুলি করে লক্ষ্য ভেদ করা সাংঘাতিক কঠিন হবে। রানার দিকে তাকাল ও। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের আলোয় রঙচঙে দেখাল তার মুখ। রূপার দিকে না তাকিয়েও ওর মনের কথা যেন বুঝতে পারল রানা।

বলল, 'বুলেট স্প্রে করো ওদের ওপর! অটোমেটিকটা ওপর-নিচে, তারপর এদিক-ওদিক চুল পরিমাণ নাড়ো। বুলেট ছড়িয়ে না দিলে ওদেরকে ফেলা যাবে না…'

বাসারহর্ন চূড়ায় দৌড়াচ্ছে ওরা পাঁচজন। চারজন এরই মধ্যে সিকরস্কি হেলিকপ্টারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কিন্তু অপর লোকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, চরকির মত ঘুরল আধপাক, পিস্তলটা উঁচু করে ধরল আকাশের দিকে।

গুলির আওয়াজ হলো। একটা। তারপর আরেকটা। চূড়ার দিকে দ্রুত নেমে আসছে আলোয়েট, একটা গুলিও লাগল না। ওপর থেকে ব্রাশ ফায়ার করল রূপা।

গুলি লেগে চারদিকে ছিটকে পড়ছে বরফ। যে-লোকটা ওপর দিকে ফায়ার করছিল তার কপাল ফুটো করে মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। বরফের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ল সে। বিশ মিটার দূর থেকে ঘটনাটা দেখে দাঁতে দাঁত চাপল মাইকেল ফ্রে, ঝুঁকে পড়ল কন্ট্রোল বক্সের ওপর, তারপর নামিয়ে দিল সুইচটা। এক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না। মুহূর্তের জন্যে এমন কি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মাইকেল ফ্রে-র মনেও সংশয় দেখা দিল, ইলেকট্রিক সার্কিট ফেল করেছে কিনা! পরমুহূর্তে অনুভব করল সে প্রথম কম্পনটা। বাসারহর্নের জড় ধরে ঝাঁকি দিল যেন কেউ। সিকরস্কির দিকে ছুটল সে, তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব, দিশেহারা বোধ করল সে। চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটতে দেখেও প্রত্যয় হলো না।

মাইকেলের চারজন সহকারী ইতোমধ্যে উঠে পড়েছে সিকরস্কিতে। নিচের পাথর ধসে পড়তেই 'কপ্টারটা উল্টে গেল। বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া হিসেব করতে ভুল হয়েছে মাইকেলের। ঝাড়া দু'সেকেন্ড কিনারায় স্থির হয়ে থাকল 'কপ্টার, তারপর নিচে নেমে গেল ওটা। পাথরের গা ফুলে আছে এক জায়গায়, সেটার ওপর ড্রপ খেয়ে ভেঙে গেল রোটর সিস্টেম, পরবর্তী ধাক্কাটা খেল আরও কয়েকশো ফিট নেমে গিয়ে। তারপর ঝলসে উঠল উজ্জ্বল আলো, ওপরে উঠে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ। আগুনের ঘূর্ণির মধ্যে সিকরস্কির কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। দুর্লভ ভাগ্য গুণে একমাত্র ছোট্ট একটা টিকে থাকা পাথরের ওপর জ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল, মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা আলোয়েট 'কপ্টারের দিকে বোকার মত তাকিয়ে আছে।

রেডিও অপারেটরকে কিছু বলতে হয়নি রানার, পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সে নিজেই কর্নেল মেঙ্গারকে মেসেজ পাঠাতে শুরু করেছে।

'অ্যাটেনশন প্লীজ! অ্যাটেনশন প্লীজ! মহা বিপদ সঙ্কেত! তুষার-ধস

আসছে! ভয়াবহ হিমবাহ, ছুটছে রেলপথের দিকে! অ্যাটেনশন প্লীজ! অ্যাটেনশন প্লীজ! মহা বিপদ সঙ্কেত! বাসারহর্ন শৃঙ্গ ধসিয়ে দিয়েছে মাইকেল ফ্রে···বিশাল অ্যাভালান্‌শ সোজা রেলপথের দিকে ছুটছে···বাসারহর্ন থেকে···পাথরের ধস নেমেছে···অ্যাটেনশন প্লীজ! মহা বিপদ সঙ্কেত···!' থরথর করে কাঁপছে সুইস রেডিও অপারেটর, সারা গায়ে কাঁটা দিচ্ছে তার।

শূন্যে দাঁড়ানো আলোয়েট 'কপ্টার থেকে পরিষ্কার শুনতে পেল ওরা বিস্ফোরণের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। প্রতিধ্বনির সাথে শোনা গেল পাথর ধসের একটানা রোমহর্ষক শব্দ। এ এক অদ্ভুত আওয়াজ, ফাটলের কাছে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে বাসারহর্ন। ধীর, অলস আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে বিশাল এলাকা জুড়ে হাজার হাজার টন বরফ আর পাথর ধসে পড়ছে, ক্রমশ বাড়ছে পতনের গতি। আকাশ থেকে দেখে ওদের মনে হলো, একটা সাগরকে যেন কাত করে ধরা হয়েছে, হড় হড় করে নেমে যাচ্ছে সমস্ত পানি। পাহাড়ের অর্ধেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে নামতে শুরু করল দীর্ঘ অভিযানে, সেই অনেক নিচের গটহার্ডের দিকে।

'ওকে আমি জ্যান্ত ধরতে চাই,' বলল রানা। 'কিন্তু সাবধান, কোন ঝুঁকি নেবে না!'

রশির মই নামিয়ে দিয়েছে রূপা। 'কোন চিন্তা কোরো না। ওকে আমি সামলাতে পারব।'

মই বেয়ে উঠে এল মাইকেল ফ্রে। রূপা ওকে নিরস্ত্র করলেও শার্টের আস্তিনে একটা ছুরি লুকিয়ে রেখেছিল সে, 'কপ্টারে উঠেই সেটা বের করে রূপার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে তা আগেই আশঙ্কা করেছিল রূপা। ছুরিটা বের করে আনছে মাইকেল, কারাতের একটা কোপ দিয়ে তাকে ফেলে দিল সে। কেবিনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান হারাল মাইকেল। এগিয়ে এসে তাকে বেঁধে ফেলল রেডিও অপারেটর।

অর্ধবৃত্ত রচনা করে আলোয়েট ঘুরিয়ে নিয়েছে রানা। গটহার্ড উপত্যকার ওপর দিয়ে দ্রুতগতিতে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের দিকে ছুটছে 'কপ্টার।

ছয়

সুইজারল্যান্ডের ভেতর সোভিয়েট রাশিয়ার চীফ স্যাবোটাজ এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিল মাইকেল ফ্রে। আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে ধ্বংস করার জন্যে তার প্ল্যানে কোন খুঁত ছিল না, কিন্তু অপ্রত্যাশিত কোন কারণে তা বানচাল হয়ে যেতে পারে মনে করে বিকল্প ব্যবস্থাও করে রেখেছিল সে। তুষার-ধস নামিয়ে দিয়ে আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে ধ্বংস করার প্ল্যানটার সাফল্য নিহিত ছিল চুলচেরা ভাবে হিসেব করা সময়ের ওপর। কোন্ সময়ে কোথায় থাকবে ট্রেনটা সে হিসেব সামনে নিয়েই ধস নামাবার আয়োজন করেছিল সে, যাতে ধসের পুরো ধাক্কাটা লাগে ট্রেনের ওপর।

কিছু কিছু জায়গায় অস্বাভাবিক উঁচু ঢাল বেয়ে উঠে যেতে হবে ট্রেনকে, সে-সব জায়গায় মাইকেল তার স্যাবোটাজ অর্গানাইজেশনের লোক মোতায়েন করেছিল। ধসের সম্ভাব্য গতিপথ, এবং রেলপথের কোন্ সেকশনটা তা ধ্বংস করবে, সে-সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল তার। ধস যখন আঘাত করবে, ওই নির্দিষ্ট সেকশনে ট্রেনের উপস্থিতি একান্তভাবে জরুরী ও কাম্য ছিল।

আলোয়েট হেলিকপ্টার থেকে সিগন্যাল পেয়েই ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়লেন কর্নেল মেঙ্গার। 'এই এখানে বাসারহর্ন,' সহকারীকে বললেন তিনি। তারপর ম্যাপে আঁকা রেলপথের খানিকটা অংশে একটা বৃত্ত রচনা করলেন। 'আমার হিসেব যদি ভুল না হয়, ওই রিঙের মধ্যে কোথাও আঘাত করবে তুষার-ধস...'

'ট্রেন তো ওই বৃত্তের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে...'

'হ্যাঁ...ডেঞ্জার সেক্টরের উত্তর প্রান্তের দিকে এগিয়ে আছে একটু,' বললেন কর্নেল মেঙ্গার। 'ফোনে যোগাযোগ করো ড্রাইভারের সাথে—বলো, ম্যাক্সিমাম স্পীড চাই আমি।'

ঝড়ের বেগে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সহকারী। পিছনের ওয়াগন-লিটের কমিউনিকেশন কম্পার্টমেন্টে বিশেষ একটা টেলিফোন বসানো আছে, সরাসরি ড্রাইভারের কেবিনের সাথে সংযোগ রয়েছে ওটার।

সহকারী বেরিয়ে যেতে আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালার পর্দা সরালেন কর্নেল মেঙ্গার, জানালার কাঁচ নামিয়ে ক্ষুরের মত ধারাল ঠাণ্ডা বাতাস উপেক্ষা করে বাইরে তাকালেন। চাঁদের আলোয় যা দেখলেন তিনি, সাথে সাথে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

নাটকীয় কোন গর্জন নয়, বিদ্যুৎগতিতে ধেয়ে আসা নয়, গোটা পাহাড় একভাবে নেমে আসছে রেলপথের দিকে। স্লো মোশন সিনেমার মত বিশাল একটা ঢেউ যেন এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। সেই বিশাল ঢেউয়ের সাথে আসছে লক্ষ লক্ষ টন তুষার আর পাথর। কর্নেল দেখলেন, ঢেউটা বৃক্ষ-রেখার মাথায় পৌঁছুল। নিচের বিশাল ঢাল জুড়ে রয়েছে এই ফার বন। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত চোখের পলকে গোটা ফার বনকে গ্রাস করল ঢেউটা। কর্নেল অনুমান করলেন, শত বছরের পুরানো গাছগুলো ধসের নিচে চাপা পড়ে ছাতু হয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে চমকে উঠলেন তিনি। প্রকাণ্ড একটা পাথরের সামনে পড়ে গেল ঢলটা। পাথর মানে ছোটখাট একটা পাহাড়। সেটাকে না টপকে, তাকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দিল ঢেউয়ের প্রচণ্ড শক্তি। স্রোতের আগে আগে গড়িয়ে নেমে আসছে কয়েক হাজার টন ওজনের পাথরটা। এতক্ষণে উপলব্ধি করলেন কর্নেল, এটা সাধারণ কোন ধস নয়। ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে এই তুষার-ধস। সহকারী দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

'ড্রাইভারের সাথে যোগাযোগ হয়নি...'

'কেন?' নিজের অজান্তেই হুঙ্কার বেরিয়ে এল কর্নেল মেঙ্গারের গলা

থেকে।

'টেলিফোন ধরছে না সে…'

ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস, আগেই মন্থর হয়ে গেছে তার গতি, এখন হঠাৎ আরও শ্লথ হয়ে গেল, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। বিমূঢ় কর্নেল মেঙ্গার পাথর হয়ে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড নড়তে পারলেন না তিনি। তারপর অনুভব করলেন, ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ট্রেন। পিছন দিকে, ডেঞ্জার সেক্টরের আরও গভীরে।

বো বো লোকোমোটিভের ক্যাবে মাত্র দু'জন লোক ছিল। একজন ড্রাইভার, আরেকজন তার সহকারী। সামনের সিগন্যাল আর গজ-এর ওপর নজর রাখা ছাড়া করার মত তেমন কিছু ছিল না ওদের। মোটরের জোরাল আওয়াজে দূর থেকে আসা তুষার-ধসের শব্দ শুনতে পায়নি ওরা। কাপড়ে ঘষে হাত পরিষ্কার করছিল ড্রাইভার, এই সময় মাইকেল ফ্রে-র একজন লোক লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ক্যাবের ভেতর। শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাতেই ড্রাইভার দেখল, তার সহকারীর পেটে ঘ্যাচ করে একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিল লোকটা। নাভির কাছ থেকে ছুরির পাতটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বুকের পাঁজর পর্যন্ত নিয়ে গেল সে, তারপর সেটা বের করে নিয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে এল ড্রাইভারের দিকে। হতভম্ব ড্রাইভার একচুল নড়ার শক্তি পেল না। ছুরিটা তার গলায় চেপে ধরল লোকটা, কর্কশ গলায় আদেশ করল, 'ঘুরে দাঁড়াও!' পুতুলের মত ঘুরে দাঁড়াল ড্রাইভার। ছুরিটা রেখে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করল লোকটা। সেটা উল্টো করে ধরে বাঁট দিয়ে ড্রাইভারের মাথার পিছনে একটা ঘা বসিয়ে দিল। ব্যথায় ককিয়ে উঠে ক্যাবের মেঝেতে দড়াম করে পড়ে গেল ড্রাইভার।

কন্ট্রোলের ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল লোকটা। একটা লিভার ধরে নামিয়ে দিল, তারপর ট্রেন থামার আগে আরও দুটো লিভার ঘোরাল সে। প্রথমে দাঁড়িয়ে পড়ল আটলান্টিক এক্সপ্রেস, তারপর পিছন দিকে নামতে শুরু করল।

তুষার-ধস আসছে, জানে লোকটা। সে-ব্যাপারে তার মনে কোন দুশ্চিন্তা নেই। রেলপথের পুব দিকে, কাছাকাছি এক জায়গায় ফিয়াট গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে আরেকজন লোক। কাজ শেষ হলেই গাড়িতে করে পুবদিকের গিরিখাদ পেরিয়ে হিমবাহের নাগালের বাইরে চলে যাবে তারা। নিচের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস, উঁকি দিয়ে ক্যাবের পশ্চিম দিকে তাকাল লোকটা। ট্রেনের গা ঘেঁষে ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন লোক ছুটে আসছে তার দিকে। সবার আগে রয়েছে সাদা পোশাক পরা একজন লোক। তার দিকে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করল সে।

'ক্যাবে ট্রুপস্ পাঠাও!' সহকারীকে ধাক্কা দিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলেন কর্নেল মেঙ্গার। কোচের শেষ মাথায় দরজা খুলে বাইরে তাকালেন তিনি। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। নিচের ধাপটায় নামলেন, তারপর সতর্কতার সাথে

লাফ দিয়ে পড়লেন মাটিতে। লোকোমোটিভে পৌঁছুবার আগে চোদ্দটা কোচ পেরোতে হবে তাকে, তবে সুবিধে হলো, ট্রেনটা পিছিয়ে যাচ্ছে।

মোটরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন, এই সময় দেখলেন ক্যাব থেকে একটা ছায়ামূর্তি উঁকি দিল। মূর্তিটা নড়ে উঠতেই তিনি বুঝতে পারলেন, গুলি হবে। দৌড়ের মধ্যেই মাথা নিচু করে ট্রেনের দিকে আরও সেঁটে এলেন কর্নেল, পরমুহূর্তে গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। তার পাশের কয়েকটা নুড়ি পাথর গুঁড়ো হয়ে গেল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, হাতের পিস্তলটা দু'হাত দিয়ে তাক করে ধরলেন, তারপর টিপে দিলেন ট্রিগার। ছায়ামূর্তির হাত থেকে কি যেন ছিটকে পড়ে গেল ট্রেনের পাশে। পরমুহূর্তে ক্যাবের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা।

কর্নেলের গুলি লোকটার রিভলভার ধরা হাতে লেগেছে। হাত থেকে রিভলভার ও দুটো আঙুল উড়ে গেছে। অসহ্য ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা। টলতে টলতে ক্যাবের অপর দিকে চলে এল। বাঁ হাত দিয়ে হাতল ধরে নিচের ধাপে নামল সে। তারপর লাফ দিয়ে পড়ল নুড়ি পাথরের ওপর। রাস্তাটা কাছেই, মাথা নিচু করে ছুটল সেদিকে। বারো মিটার দূরে ফিয়াট গাড়ির ভেতর ড্রাইভারকে বসে থাকতে দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল তার।

নিঃশব্দে খুলে গেল ট্রেনের পুবদিকের একটা জানালা। ভেতরে আলো নেই। জানালায় আবছাভাবে দেখা গেল একটা মানুষের অর্ধেক ছায়া, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত। বেরিয়ে এল একটা হাত। ফিয়াটের দিকে ছুটছে আহত লোকটা, এই সময় শোনা গেল গুলির একটা আওয়াজ। গাড়ির কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। সাথে সাথে মারা গেছে। আরেকটা গুলি হলো। গাড়ির ভেতর বসা ড্রাইভারের কপাল ফুটো করে দিল বুলেটটা। অন্ধকার জানালার সামনে থেকে সরে গেল ছায়াটা। বন্ধ হয়ে গেল জানালা।

ট্রেন এখনও পিছিয়ে যাচ্ছে, এই সময় ক্যাবে উঠলেন কর্নেল মেঙ্গার। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়েই সব বুঝে নিলেন তিনি। সহকারী বোধহয় মারা গেছে। এইমাত্র ফিরে আসছে ড্রাইভারের জ্ঞান। এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরলেন তিনি, একটু নির্দয়তার সাথেই ঝাঁকি দিলেন। 'খাড়া হও···ইমার্জেন্সী··· ট্রেনটাকে দ্রুত সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। একটা তুষার-ধস আসছে! কুইক, ম্যান, ফর গডস সেক!' চোখ মেলে তাকাল ড্রাইভার। মাথা তুলে উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। 'বুঝতে পারছ আমার কথা? ট্রেন পিছিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু ফুল স্পীডে সামনে যেতে হবে এখন! কিভাবে তা সম্ভব?'

দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় উঠে বসল ড্রাইভার। হাত তুলে ইঙ্গিত করল সে, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার দেখানো একটা লিভার টেনে নামিয়ে দিলেন কর্নেল মেঙ্গার। এইভাবে ড্রাইভারের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে আরও কয়েকটা লিভার নামিয়ে বা উঠিয়ে দিলেন তিনি। ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন, তারপর সামনের দিকে এগোতে শুরু করল। কিন্তু প্রথম দিকে গতি একেবারে মন্থর দেখে অস্থিরতা বোধ করলেন কর্নেল। লাফ দিয়ে ক্যাবে উঠল দু'জন

সুইস সৈনিক। একটা কম্বল দিয়ে সহকারী ড্রাইভারের লাশটা ঢেকে দিল তারা। তারপর ড্রাইভারের মাথার আঘাতটা পরীক্ষা করার জন্যে এগোল। কিন্তু ড্রাইভার হাত নেড়ে সরিয়ে দিল তাদেরকে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে। কর্নেলকে সাহায্য করার জন্যে কন্ট্রোলের দিকে এগোল। 'আপনি কে?'

'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স,' দ্রুত বললেন কর্নেল। 'ফুল স্পীড চাই আমি। একটা তুষার-ধস ছুটে আসছে আমাদের দিকে...'

'এদিকের লাইনের অবস্থা ভাল না, স্যার,' প্রতিবাদের সুরে বলল ড্রাইভার, 'বিপদ ঘটতে পারে...' কিন্তু সে-বিপদের চেয়ে তুষার-ধস যে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর তা জানা আছে লোকটার। এরই মধ্যে তার হাত দুটো প্রজাপতির মত উড়তে শুরু করেছে কন্ট্রোলের ওপর। অনেকক্ষণ পর আবার পায়ের নিচে প্রচণ্ড শক্তিশালী ইঞ্জিনের স্পন্দন অনুভব করলেন কর্নেল। ট্রেনের গতি বাড়ছে। কিন্তু মন্থর ভাবে। উঁচু ঢাল বেয়ে উঠতে খুব যেন কষ্ট হচ্ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের। সামনে একটা ব্রিজ। এদিক ওদিক দুলতে শুরু করল ট্রেন। ব্রিজ নয়, যেন সুতো—ট্রেনটাকে নিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল। ওদিকে গজের কাঁটাগুলো কাঁপতে শুরু করেছে। কর্নেল লক্ষ করলেন, কয়েকটা কাঁটা ওপরের লাল চিহ্ন পেরিয়ে গেছে। প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে ইঞ্জিনের ওপর। ক্যাবের পশ্চিম দিকের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

ফার গাছের বিশাল বন অদৃশ্য হয়েছে। তীব্র স্রোতের মত ছুটে আসছে আকাশ ছোঁয়া ধস। ট্রেনের সাথে একই লেভেলে রয়েছে ওটা। মাঝখানের দূরত্ব এখন এক কিলোমিটারও হবে না। পাথর আর তুষারের বিশাল ঢেউটা এত উঁচু যে কর্নেল মেঙ্গার পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, বাঁচার কোন উপায় নেই আটলান্টিক এক্সপ্রেসের। অন্য কোন পরিস্থিতিতে এই ধস সরু উপত্যকার মেঝেতে এসে থেমে যেত। কিন্তু এবার তা হবার নয়। অনেক বেশি পাথর আর তুষার আসছে, অনেক জোরে, অনেক উঁচু হয়ে...

সর্বনাশ এগিয়ে আসছে, সেদিকে তাকিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে গেল কর্নেল মেঙ্গারের। প্রথমে মনে পড়ল স্ত্রীর কথা। জুরিখের ফ্ল্যাটে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। তারপর মনে পড়ল ছেলেটার কথা। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ওদের সাথে আর কি দেখা হবে তাঁর? হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত এই তুষার-ধসের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলেন তিনি। মাইকেল ফ্রে মাত্র একজন লোককে খুন করার জন্যে এই ধ্বংসের আয়োজন করেছে, কিন্তু শুধু আটলান্টিক এক্সপ্রেসেই রয়েছে আরও সাড়ে তিনশো আরোহী! এরা সবাই মারা যাবে। তাছাড়া, হিমবাহ আরও কত জনপদ, কত লোকালয় নিশ্চিহ্ন করবে তার হিসেব কে জানে!

আতঙ্ক গ্রাস করছে গোটা ট্রেনকে। যে যার কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে আরোহীরা। করিডরে ছুটোছুটি, কান্নার আওয়াজ। সুইস রেল স্টাফ আর সিকিউরিটি গার্ডরা শত চেষ্টা করেও তাদেরকে কম্পার্টমেন্টে ফেরত পাঠাতে পারছে না। এই সময় ট্রেনের শব্দকে ছাপিয়ে শোনা গেল গুরুগম্ভীর

বিস্ফোরণের আওয়াজ। এক সাথে যেন শত সহস্র বজ্রপাত ঘটছে। মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল করিডরে, তারপরই অস্থির উন্মাদ হয়ে উঠল আরোহীরা। করুণ বিলাপে মুখর হয়ে উঠল ট্রেনের বাতাস। কেউ কেউ দরজা খুলে লাফ দিল ট্রেন থেকে। ট্রেনের পিছন দিকে ছুটল তারা, যেন ওদিকে পালাতে পারলে প্রাণে বেঁচে যাবে—অথচ আসলে তারা তুষার ধসের নাগালের মধ্যে চলে যাচ্ছে।

ওদিকে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের পিছনের ওয়াগন-লিটে অস্থিরতার কোন চিহ্ন মাত্র নেই। আলো নিভিয়ে দিয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল তুর্গেনিভ আর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। স্থির, শান্ত দেখাচ্ছে তাঁদেরকে। হঠাৎ একটা মেয়েকে দেখা গেল জানালার ঠিক নিচেই। মাথার লম্বা চুল বাতাসে উড়ছে, ট্রেনের পিছন দিকে ছুটছে সে। মুখ নয়, যেন আতঙ্কের একটা মুখোশ। ঝুঁকে পড়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন জেনারেল, ধরে ফেললেন লম্বা চুল। বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা, আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে। দুই বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তুলে নিলেন তাকে জেনারেল। কম্পার্টমেন্টের মেঝেতে নামিয়ে দিতেই মেয়েটা ঝাঁপিয়ে পড়ল জেনারেলের ওপর। এগিয়ে এসে মেয়েটার গালে একটা চড় লাগালেন অ্যাডমিরাল। কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল বেন নেলসন। 'কি ব্যাপার, স্যার?'

'তেমন কিছু না,' তিক্ত, কঠিন সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'মেয়েটাকে নিয়ে যাও, ওর কম্পার্টমেন্টে পৌঁছে দিয়ে এসো। গার্ডকে বলবে একে যেন বেরুতে দেয়া না হয়।'

রেললাইনের পশ্চিম দিকে রেল অফিসার আর কর্নেল মেঙ্গারের লোকজন পলায়নপর আরোহীদেরকে ঘিরে ফেলেছে। বুঝিয়ে-শুনিয়ে, ধমক দিয়ে, কাউকে কাউকে গায়ের জোরে ট্রেনে ফিরিয়ে আনছে তারা। ট্রেন এখনও ধীর গতিতে এগোচ্ছে, অন্যান্য আরোহীদের সাহায্যে কাজটা সুচারুভাবেই সম্পন্ন হলো।

জানালার সামনে ফিরে এসেছেন তুর্গেনিভ। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। সাথেসাথে একটা দৃশ্য দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল তাঁর বুক। চাঁদের আলোয় বহু দূরে লোকজনকে ছুটতে দেখা গেল। তুষার-ধসের পথ থেকে সরে আসার জন্যে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছে তারা। ফাঁকা একটা মাঠে একটা শিশুকে দেখা গেল, অনেক পিছনে একজন বয়স্কা মহিলা, বোধহয় শিশুর মা।

বাচ্চাটা ছুটছে, এই সময় যেন আকাশ থেকে পড়ল একটা পাথর। বাচ্চাটার ওজন যদি ত্রিশ সের হয়, পাথরটার ওজন হবে কমপক্ষে ত্রিশ মন। পর পর কয়েকটা ড্রপ খেয়ে ছুটে এল বোল্ডারটা। শেষবার পড়ল শিশুর মাথার ওপর। পড়ল, তারপর আর নড়ল না। ছুটে এল মা। দিশেহারার মত এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল পাথরের সামনে, তারপর অসম্ভব জেনেও দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করল সেটাকে। কিন্তু পাথরটা একচুল নড়ল না দেখে সেটার ওপর নিজের মাথা ঠুকতে শুরু করল সে। জেনারেলের দিকে

তাকালেন অ্যাডমিরাল। ভাবের কোন চিহ্নমাত্র নেই জেনারেলের চেহারায়। অ্যাডমিরালের ইচ্ছে হলো, ভদ্রলোকের মুখে দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দেন।

জানালার সামনে থেকে সরে এলেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'বাস্টার্ড!' বিড় বিড় করে বললেন তিনি।

'আপনাদের লোক!' অদ্ভুত একটা কাঠিন্য ফুটে উঠল অ্যাডমিরালের চেহারায়।

'কর্নেল মেঙ্গারকে একটু খবর দিন, প্লীজ,' শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'তাঁকে বলুন, সুইজারল্যান্ডে যত কে.জি.বি এজেন্ট আছে তাদের সবার নাম মনে আছে আমার। তালিকাটা এখুনি আমি জানিয়ে দিতে চাই কর্নেলকে। তবে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের লোকদের নাম-ঠিকানা জানা নেই আমার।'

ফার্স্ট-ক্লাস কোচের করিডর। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তুষার-ধসের দিকে তাকিয়ে আছে জর্জ স্যান্ডো। চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে আছে তার, বড় নাকটা চকচক করছে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে একটা কালো পাইপ। চেহারায় অদ্ভুত একটা পশুসুলভ হিংস্রতা লক্ষ করার মত। কি একটা ব্যাপার ধরতে পেরেছে সে। বিশাল তুষার-ধসের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে একটা হিসাব কষছে। বাসারহর্নের পুব দিকের মুখ দুটো পরস্পরের দিকে ঝুঁকে আছে, মাঝখানে গভীর ও প্রশস্ত একটা নালা, তাই পরস্পরের দিকে তুমুল গতিতে ধেয়ে আসছে দুটো আলাদা ধসের স্রোত। এখন যদি সময় মত দুটো স্রোতের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে, তাহলে হয়তো সমগ্র ল্যান্ডস্লাইড থেমে যেতে পারে।

তুষার-ধসের পাঁচশো ফিট ওপরে আলোয়েট 'কপ্টার থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করেছে রানাও! শূন্যে 'কপ্টার দাঁড় করিয়ে, অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা কাজে হাত দিল ও। রানার অনুরোধে অন্যান্য ইকুইপমেন্টের সাথে 'কপ্টারে দুশো কিলো জেলিগনাইটও রেখেছেন কর্নেল মেঙ্গার। বৈরী কোন যানবাহন যদি আটলান্টিক এক্সপ্রেসের দিকে এগোয় তাহলে বোমার সাহায্যে সেটাকে বাধা দিতে হবে ভেবে জেলিগনাইট চেয়েছিল রানা। কোলের ওপর এক্সপ্লোসিভ সিলিন্ডারগুলো জোড়া লাগিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা বোমা তৈরি করে ফেলল ও। তুষার-ধসের ডান দিকের স্রোতটাকে যদি মন্থর করে দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে হয়তো দ্বিতীয় স্রোতটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সংঘর্ষ ঘটাতে পারে।

'আরেকবার ভেবে দেখো!' আবেদনের সুরে বলল রূপা। 'আমরা মারা যেতে পারি। কাজটা বোকার মত হয়ে যাচ্ছে না তো? ফিউজটা খুব ছোট—ছোট হতে বাধ্য। সরে যাবার আগেই যদি বিস্ফোরণ ঘটে...'

'আটলান্টিক এক্সপ্রেসে কয়েকশো আরোহী রয়েছে,' শান্ত ভাবে বলল রানা, 'এখানে আমরা মাত্র তিনজন...' মাইকেল ফ্রে-কে গোণার মধ্যেই ধরল

না ও।

'আমি নিজেদের কথা ভাবছি না,' বলল রূপা। 'কয়েকশো আরোহীর স্বার্থেই বেঁচে থাকা দরকার আমাদের...'

'বেঁচে থাকতে চাইলে ঝুঁকি নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে।'

জানালা খুলে ফেলল রানা। ফিউজ ইগনাইট করেই বোমাটা ফেলে দিল নিচে। পরমুহূর্তে ম্যাক্সিমাম স্পীডে 'কপ্টার নিয়ে ওপর দিকে উঠে আসতে শুরু করল রানা। মাটি স্পর্শ করেই ডান দিকের তুষার-ধসের মাত্র কয়েক মিটার সামনে বিস্ফোরিত হলো বোমাটা। বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া হলো সামান্য, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের জন্যে মন্থর করে দিল স্রোতটাকে। কিন্তু ইতোমধ্যে বাঁ দিকের বিশাল স্রোতটা তুমুল গতিতে এসে পড়ল দ্বিতীয় স্রোতটার ওপর। বেধে গেল ভয়াবহ সংঘর্ষ। শক ওয়েভের ধাক্কায় তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেল আলোয়েট হেলিকপ্টার। সাদা ধোঁয়ার মত ওপর দিকে উঠে এল তুষার কণা, গ্রাস করল আলোয়েটকে। তারপর তুষার কণা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে দ্রুত ট্রেনের দিকে নামতে শুরু করল ওরা।

আর সব ধসের মতই এটার গতিও রুদ্ধ হলো। এক্সপ্রেসের পিছনে বরফের একটা ঝাপটা এসে লাগল, তিন মানুষ সমান উঁচু হলেও ওভারহেড ট্র্যাকশন ওয়্যার ছুঁতে পারল না একটুর জন্যে, তবে প্রায় সিকি মাইল রেললাইনের ওপর জমে থাকল তুষার। নিজ পথে বিজয়দর্পে এগিয়ে চলল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। সামনে এয়ারোলো, গটহার্ড টানেলে ঢোকার আগে ওখানেই শেষবার থামবে ট্রেন।

সাত

এয়ারোলো স্টেশনে থামল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ফ্ল্যাট-কারের ওপর নিরাপদে নামিয়ে আনল রানা আলোয়েট হেলিকপ্টার। ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছিলেন অ্যাডমিরাল ও কর্নেল মেঙ্গার। তাঁদের যুক্তি ছিল, উত্তর গটহার্ডের আবহাওয়া ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, হেলিকপ্টার কোন কাজেই লাগবে না। তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করার কোন চেষ্টা করেনি রানা, কিন্তু হেলিকপ্টার ছেড়ে যেতেও রাজি হয়নি ও। অগত্যা ওর ইচ্ছের ওপর কথা বলেননি তাঁরা।

সম্মানিত মাউন্টেনীয়ার মাইকেল ফ্রে-কে হাতকড়া পরিয়ে তোলা হলো একটা পুলিস-কারে। স্টেশন ত্যাগ করে চলে গেল সেটা। এর একটু পরই ছেড়ে দিল ট্রেন।

সামনে গটহার্ড টানেল। দশ মিনিটের জার্নি।

পিছনের ওয়াগন-লিটে সবাইকে নিয়ে পরামর্শ সভা ডাকল রানা। জেনারেল তুর্গেনিভের পাশে বসেছে রূপা। ওদের সামনে অ্যাডমিরাল আর কর্নেল। ডান পাশে বেন নেলসন। বাঁ দিকে রানা। প্রথম মুখ খুলে সভার কাজ

শুরু করল রানা।

'আমার বিশ্বাস, এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে তা থেকে ধরে নেয়া যায়, বিপদ একের পর এক ঘটতেই থাকবে...'

গম্ভীর মুখে বাধা দিলেন অ্যাডমিরাল। 'আমি তোমার কাছ থেকে কিছু আশার বাণী শুনব বলে আশা করেছিলাম, রানা।'

'দুঃখিত,' বলল রানা, 'অ্যাডমিরাল। কর্নেল স্যাবরের রিপোর্ট থেকে আমরা জানি, রুবল জুরিখে পৌঁচেছে—সে আমাদেরকে সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।'

হঠাৎ মুখ খুললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'আমি আপনাকে কর্নেল রুবলের চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারি, মি. রানা।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কর্নেল মেঙ্গারের চেহারা। 'ভেরি গুড! খুব ভাল কথা!' তুষার-ধস জেনারেলের মধ্যে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে, এখন তিনি নিজে থেকেই অনেক তথ্য জানিয়ে দিতে চাইছেন। 'আমাদের পশ্চিমা জগতে তাকে আমরা মি. শ্যাডো বলে চিনি। কারণ, আজ পর্যন্ত কেউ আমরা তার ফটো তুলতে বা যোগাড় করতে পারিনি।'

'আপনার বর্ণনা শুনে আমি তার একটা স্কেচ আঁকতে পারি,' বলল রূপা।

'চমৎকার প্রস্তাব। কিন্তু প্রসঙ্গটা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকা যাক,' বললেন কর্নেল মেঙ্গার। 'জুরিখ পৌঁছুতে এখনও দু'ঘণ্টা দেরি আছে। তার আগে, আমি একটা রহস্যের সমাধান পেতে চাই।'

সবাই অবাক হয়ে তাকাল কর্নেল মেঙ্গারের দিকে।

'রহস্য!' নড়েচড়ে বসল রূপা।

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল মেঙ্গার। 'ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারিনি আমি। ট্রেনের ড্রাইভারকে যে-লোকটা আক্রমণ করে তাকে গুলি করা হয়েছিল—একবার গুলি করেছিলাম আমি, কিন্তু আমার গুলি শুধু তার হাতে লাগে। ট্রেনের আরেক পাশ দিয়ে নেমে যায় সে। তার জন্যে আগে থেকেই একটা ফিয়াট গাড়ি অপেক্ষা করছিল রাস্তায়, ট্রেন থেকে নেমে সেটার দিকেই ছুটছিল সে। গাড়ির কাছে পৌঁছেও গিয়েছিল, এই সময় ট্রেন থেকে কেউ গুলি করে খুন করে তাকে। সেই একই লোক ফিয়াটের ড্রাইভারকেও গুলি করে মেরে ফেলে।'

'কে? আপনার দলের কেউ?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'না। রহস্যটা সেখানেই। আমার একজন লোক, দূরের একটা উঁচু জায়গা থেকে নাইটগ্লাস এঁটে ওই সময় নজর রাখছিল ট্রেনের পুবদিকে। তার রিপোর্ট, ট্রেনের একটা খোলা জানালা দিয়ে করা হয় গুলি দুটো। কে গুলি করেছে তা দেখা সম্ভব ছিল না, কারণ জানালার ভেতর কোন আলো দেখেনি সে।'

নিজের সীটে নড়েচড়ে বসল রানা। 'কতটা দূর থেকে গুলি করা হয়, কোন ধারণা দিতে পারেন?'

'পারি। রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, প্রথম গুলিটার রেঞ্জ ছিল পঁচিশ মিটারের মত। ওই একটা গুলিতেই মারা যায় স্যাবোটর—মনে রাখতে হবে, লোকটা তখন দৌড়ের মধ্যে ছিল। দ্বিতীয় গুলির রেঞ্জ আরও বেশি ছিল—রাস্তার মুখ থেকে বেশ একটু ভেতরে ছিল ফিয়াটটা। ড্রাইভারকেও ওই একটা গুলিই করা হয়।'

'অসাধারণ দক্ষ একজন মার্কসম্যান, সন্দেহ নেই,' মন্তব্য করল রূপা।

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল মেঙ্গার। 'সেটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ট্রেনে, তিনশো পঞ্চাশ জন আরোহীর মধ্যে কেউ একজন অসাধারণ দক্ষ মার্কসম্যান আছে। কে সে? কেন সে উঠেছে ট্রেনে?'

টানেলে ঢুকল ট্রেন। ইঞ্জিনের আওয়াজ এত বেড়ে গেল যে চিৎকার করে কথা বলতে হলো রূপাকে। 'কর্নেল রুবলের লোকদেরকে গুলি করে মেরেছে, তার মানে আমাদের মিত্র সে...'

'তা নয়,' বলল রানা। 'লোকগুলো ধরা পড়ে গেলে তার পরিচয় ফাঁস করে দেবে ভেবেও ওদেরকে গুলি করে থাকতে পারে সে। এভাবে নিজেদের লোককে গুলি করা, এর আরও অশুভ তাৎপর্য আছে...'

'তাৎপর্য হলো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন লোক সে,' শান্তভাবে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'এতই গুরুত্বপূর্ণ যে নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে নিজেদের লোককে খুন করার পর্যন্ত অধিকার রাখে।'

'অতই যদি গুরুত্বপূর্ণ কেউ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভাব্য নামের তালিকাটা খুব ছোটই হবে,' মন্তব্য করলেন কর্নেল।

'করুন ছোট,' আহ্বান জানালেন জেনারেল।

'বরিস ভলকভ। সিমোভিচ। পুব জার্মানীর লিটারম্যান। এরা সবাই কে.জি.বি-র অসাধারণ দক্ষ মার্কস্‌ম্যান।'

আড়চোখে রানার দিকে একবার তাকালেন জেনারেল তুর্গেনিভ। কিন্তু রানার চোখে ধরা পড়ে গেলেন তিনি। হাসি গোপন করে রানা বলল, 'লিটারম্যান এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে, সম্ভবত একটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে অপেক্ষা করছে সে। বাকি দু'জনের কথা আমি জানি না, তবে জেনারেল নিশ্চয়ই জানেন।'

'শিফল থেকে প্লেনে ওঠার পর লিটারম্যানের ঠিকানা দেব আমি,' অ্যাডমিরালকে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'অনায়াসে গ্রেফতার করতে পারবেন ওকে।' এরপর রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'ভলকভের লিভারে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে, মস্কোর একটা ক্লিনিকে চিকিৎসা হচ্ছে তার।'

'আর সিমোভিচ?'

'আঠারো মাস আগে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের হাতে ব্রাসেলসে মারা গেছে সে।'

'তার মানে,' কর্নেল মেঙ্গারের দিকে ফিরল রানা, 'আপনি যাদের কথা বললেন তাদের কেউ নেই এই ট্রেনে।'

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল।

'একজনের কথা আপনারা সবাই ভুলে গেছেন,' শান্তভাবে বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। রানার দিকে তাকালেন তিনি। জানতে চাইলেন, 'আপনি তো গ্রীসে কাজ করেছেন, তাই না, মি. রানা?'

'আপনি যদি বলেন!'

'তাহলে হয়তো আপনি নিকোলাস লয়েডের নাম শুনেছেন?' প্রশ্ন করলেন জেনারেল।

'নিকোলাস লয়েড? না।'

'নিকোলাস লয়েড কর্নেল রুবলের অত্যন্ত প্রিয় খুনী। কিন্তু যতদূর জানি, লয়েড নিজের দেশ গ্রীসে ছাড়া আর কোথাও কাজ করেনি। তার চেহারার বর্ণনা আমার জানা নেই। এই ট্রেনে সে আছে কিনা বলা মুশকিল, তবে থাকতেও পারে...'

'তার অভ্যেস, রুচি, কোন বৈশিষ্ট্য—কিছুই জানা নেই আপনার, জেনারেল?' প্রশ্ন করল রূপা।

'কিছুই জানা নেই,' গম্ভীর থমথমে মুখে কম্পার্টমেন্টের চারদিকে দৃষ্টি বুলালেন জেনারেল। 'তবে একটা ব্যাপারে আমি ওভারশিওর। এত বেশি ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে কর্নেল রুবলের যে আমি বেঁচে আছি শুনলে সে নিজেই এই এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়বে—জুরিখ থেকে।' হাত দুটো মুঠো পাকালেন তিনি। 'এ-ব্যাপারে আপনাদের কারও মনে যেন কোন সন্দেহ না থাকে।'

'এবার তাহলে তার চেহারার বর্ণনাটা দিন আমাকে,' বলল রূপা।

'সেটা কোন উপকারে নাও লাগতে পারে—ছদ্মবেশ নেবার ব্যাপারে তার মত ওস্তাদ লোক আমি আর দেখিনি। কিন্তু ওই যে বললাম, এই ট্রেনে সে উঠবেই। শোনো তাহলে...'

গসচেনেন আর বেশি দূরে নয়। ওয়াগন-লিটের কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে ট্রেনের সামনের দিকে এগোল রানা। এর আগে হল্যান্ডগামী রাতের ট্রেনগুলো জুরিখকে পাশ কাটিয়ে লুসার্ন হয়ে বাজলে যেত, কিন্তু নতুন আটলান্টিক এক্সপ্রেস উত্তর দিক ধরে সোজা জুরিখে পৌঁছুবে। রেল স্টাফরা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও হিমবাহ ঘটনার পর আরোহীদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ ফিরে আসেনি। ভয় আর চাপা উত্তেজনা রয়েছে সবার মধ্যেই। টানেল ছাড়া দেখার কিছুই নেই, তবু খোলা জানালার সামনে গুম মেরে বসে আছে অনেকে। গসচেনেন স্টেশনে পৌঁছুল ওরা। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ট্রেন। তুষার-ঝড়ের মাতামাতি চলছে বাইরে, প্ল্যাটফর্মে তুষারের একটা মোটা স্তর তৈরি হয়েছে। মাত্র একজন আরোহী উঠল ট্রেনে।

একটা ফার্স্ট-ক্লাস রিজার্ভেশন রয়েছে সুফিয়ার। কম্পার্টমেন্টটা খালি দেখে স্বস্তি বোধ করল ও। পাশের কম্পার্টমেন্ট থেকে তাকে করিডর ধরে এগোতে দেখল জর্জ স্যান্ডো। একা বসে আছে সে, পা দুটো সামনে মেলে দেয়া, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে কালো পাইপটা। আবার যখন ছাড়ল ট্রেন, আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল সে, করিডরে বেরিয়ে এসে পাশের

কম্পার্টমেন্টের সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। দেখল, গায়ের কোট খুলছে সুফিয়া, আটলান্টিক এক্সপ্রেসের নতুন আরোহী। হঠাৎ করিডরে চোখ পড়তে স্যান্ডোকে দেখতে পেল সে। ভুরু নাচিয়ে একটা চোখ টিপল স্যান্ডো। তার দিকে পিছন ফিরল সুফিয়া। সোফায় বসল। খানিক পর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, স্যান্ডো চলে গেছে। দু'মিনিট পর তার কম্পার্টমেন্টে ঢুকল রানা। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সামনের সোফায় বসল ও। 'ধন্যবাদ, সুফিয়া।'

'আমার মেসেজ পৌঁচেছিল তোমার কাছে?' রানার দেখাদেখি ফিসফিস করে কথা বলছে সুফিয়াও।

'একেবারে মাহেন্দ্রক্ষণে, থ্যাঙ্ক গড। গোটা আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে বাঁচিয়ে দিয়েছ তুমি।' একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'ওদিকের খবর বলো। খুব ভুগিয়েছে মাইকেল ফ্রে?'

যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে বর্ণনা করল সুফিয়া। গম্ভীর ভাবে মাথা দোলাল রানা। 'এখানে আমার কাজ কি হবে?' জানতে চাইল সুফিয়া।

'কাভার নিয়ে থাকো—তোমার কথা কাউকে বলছি না আমি। জরুরী পরিস্থিতিতে দরকার হতে পারে তোমাকে।'

'আমাকে কিছু জানাবার আছে বলে মনে করো?'

'আছে,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে কর্নেল রুবল জুরিখে রয়েছে আশঙ্কা করা হচ্ছে, ট্রেনে চড়বে সে।'

আঁতকে উঠল সুফিয়া। 'ভয়ঙ্কর লোক!'

'আমরাও তো কম ভয়ঙ্কর নই, সুফিয়া!' মৃদু হেসে বলল রানা।

'বিশাল বাসারহর্ন হিমবাহ একটুর জন্যে ছুঁতে পারেনি আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে···ট্রেন এখন জুরিখের পথে রয়েছে···'

হোটেল সুইজারহফ। রাত আটটা চল্লিশ। দুশো সাত নম্বর কামরা। এইমাত্র পকেট সাইজ ট্র্যানজিস্টার রেডিওতে খবরটা শুনল কর্নেল রুবল। চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া নেই। বোতাম টিপে সেটটা বন্ধ করে দিল সে। ধীরে সুস্থে একটা চুরুট ধরিয়ে আপনমনে টানতে লাগল।

নিস্তব্ধতা যখন আর সহ্য হচ্ছে না, স্যাবোটাজ চীফ বাডি রিমলার মুখ খুলল, 'এখন কি করব আমরা, কমরেড?'

'প্রথমে আমরা ওই ম্যাপটা পুড়িয়ে ফেলতে পারি··· ঠাণ্ডা গলায় বলল কর্নেল রুবল।

বাথরুমে গিয়ে ম্যাপটা পুড়িয়ে ফিরে এল রিমলার। এই সময় মস্কো থেকে জুরিখবার্গের প্রফেসর উডসেনের মাধ্যমে একটা সিগন্যাল আসতে শুরু করল। একটু পরই সিগন্যালটা কর্নেল রুবলের হাতে ধরিয়ে দিল রেডিও অপারেটর অ্যাডলফ বয়লার।

নিঃশব্দে সিগন্যালটা পড়ল কর্নেল রুবল। কারও দিকে না তাকিয়ে বাথরুমে চলে গেল সে। সিগন্যালটা পুড়িয়ে আবার যখন কামরায় ফিরে এল,

সহকারীরা দেখল, ঘামে ভিজে চক চক করছে তার কপাল।

'ছোট সিগন্যালটা বাজ্‌লে পাঠাও,' বয়লারকে নির্দেশ দিল রুবল। 'পরেরটা আমস্টারডামে কংকাইট গ্রুপের কাছে যাবে।' ছোট সিগন্যালটা যাবে সোভিয়েট মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের একজিকিউশনার ইউরি গুস্তাফের কাছে। রুবলের মেসেজ পেয়ে আগেই মালহাউস থেকে বাজ্‌লে চলে এসেছে সে।

'আমস্টারডাম সিগন্যালটা আর একটু ছোট করলে হত না, স্যার?' কুণ্ঠিত ভাবে জানতে চাইল বয়লার। 'এত বড় সিগন্যাল, যদি কোন বিপদ ঘটে?'

চোখ গরম করে তাকাল রুবল। 'করা গেলে আমি তা করিনি কেন?'

আর কোন কথা বলার সাহস হলো না রেডিও অপারেটরের। বাজ্‌লে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল সে।

হোটেল সুইজারহফের পাশের রাস্তা। রেডিও-ডিটেকটর ভ্যানের অপারেটর ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রেডিও-ফোনের রিসিভার। কর্নেল স্যাবরের হেডকোয়ার্টারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে এই ফোনের। অপরপ্রান্তে কর্নেল স্যাবরই রিসিভার তুললেন।

'বেআইনী ট্র্যান্সমিশন, স্যার!' উত্তেজিত গলায় বলল অপারেটর। 'হোটেল সুইজারহফ। ইয়েস, স্যার। পজিটিভ।'

'শুনতে থাকো। আমি নিজে আসছি...'

পুলিস পেট্রলের একটা দল জুরিখের হোটেল রেজিস্টার চেক করতে বেরিয়ে মিনিট দুয়েক আগে সুইজারহফ হোটেলে পৌঁচেছে। এই সময় ওভারকোটের পকেটে হাত ভরে রিসেপশনে ঢুকলেন কর্নেল স্যাবর। তাঁর পিছু পিছু ঢুকল সাদা পোশাক পরা ছয়জন লোক, প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

'কিছু জানা গেল?' খোলা হোটেল রেজিস্টারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন কর্নেল স্যাবর।

'হেঞ্জ বোলচাক জার্মানীতে যায়ইনি, স্যার,' একজন পুলিস অফিসার বলল। 'এই হোটেলে উঠেছে সে—দুশো এক নম্বর কামরা।'

'আই সি!' পাইপটা দাঁত থেকে নামালেন কর্নেল স্যাবর। 'লাঞ্চের পর থেকে আর কেউ উঠেছে এখানে?'

'অ্যাডলফ বয়লার বাজ্‌লের একজন ডেন্টিস্ট—দুশো সাত নম্বর কামরা। আরেকজন লোক, বাডি রিমলার, এও ভিয়েনা থেকে চারশো তেত্রিশ নম্বর ফ্লাইটে এসেছে। তিনশো ষোলো নম্বর কামরা।'

'আগে বোলচাকের কামরা,' নির্দেশ দিলেন কর্নেল স্যাবর। রিসেপশনিস্টের দিকে ফিরে বললেন, 'পাস-কী, প্লীজ। কেউ যদি ফোন ব্যবহার করতে চায়, যেই হোক সে, বলে দিয়ো সুইচ বোর্ডে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে।' হোটেল পোর্টারের দিকে তাকালেন তিনি। 'দুশো

একে নিয়ে চলো।'

রিসেপশন হলে রয়ে গেল দু'জন পুলিস। নিজের দু'জন লোককে সাথে নিয়ে লিফটে চড়লেন কর্নেল স্যাবর। বাকি চারজন সিঁড়ি বেয়ে উঠল। নিঃশব্দে দুশো এক নম্বর কামরার কী-হোলে চাবি ঢুকিয়ে ঘোরানো হলো। সবার হাতে উদ্যত পিস্তল। পরমুহূর্তে এক ঝটকায় দরজা খুলে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল সবাই। সবার সামনে ঢুকলেন কর্নেল স্যাবর। ঘরে কেউ নেই দেখে সাথে সাথে বেরিয়ে এল আবার সবাই। এরপর জড়ো হলো দুশো সাত নম্বর কামরার সামনে। একই নিয়মে তালা খুলে ভেতরে ঢোকা হলো। এই কামরাটা খালি নয়। এইমাত্র দীর্ঘ সিগন্যালটা আমস্টারডামে পাঠাবার কাজ শেষ করেছে অ্যাডলফ বয়লার। ট্র্যান্সমিটার লুকিয়ে রাখতে যাচ্ছে সে, এই সময় কামরার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল কর্নেল স্যাবরের দল। শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ঘুরে দাঁড়াতে যাবে বয়লার, এই সময় শিরদাঁড়ায় গুলি খেল সে। মেঝেতে পড়ে গেল শরীরটা। বোধহয় এরই মধ্যে মারা গেছে। লোকটার মুঠোর দিকে চোখ পড়ল কর্নেল স্যাবরের। একটা কাগজের টুকরো রয়েছে মুঠোর ভেতর। এগিয়ে এলেন তিনি। চেহারাটা কঠোর হয়ে উঠেছে। হাঁটু মুড়ে বসলেন লাশের পাশে। মুঠো থেকে কাগজটা বের করে নিলেন। কোড করা আমস্টারডাম সিগন্যাল এটা। ছোট সিগন্যালটা, যেটা বাজলে পাঠানো হয়েছে, আগেই সেটা পুড়িয়ে ফেলেছিল বয়লার।

'লোকটাকে জেরা করা গেল না সেটাই দুঃখ,' সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন কর্নেল। 'এর কোড ভাঙতে এক্সপার্টদের ক'ঘণ্টা সময় লাগবে বলা মুশকিল। আদৌ পারবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। এটা বোধহয় সোভিয়েট ওয়ান-টাইম কোড। কোড-বুকটা যদি এখানে না থাকে...'

খোঁজ করে কোন কোড-বুক পাওয়া গেল না। কিন্তু বাথরুমে ঢুকে নাকের ফুটো কুঁচকে উঠল কর্নেল স্যাবরের। 'কিসের গন্ধ, বলো তো? হুঁ, বুঝেছি—কাগজ পোড়ার গন্ধ। তার মানে আগের সিগন্যালগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।'

তিনশো ষোলো নম্বর কামরাটাও খালি পেল ওরা। রিসেপশনে নেমে এলেন কর্নেল স্যাবর। রিসেপশনিস্টকে বললেন, 'ওদের কামরায় বোলচাক আর রিমলার কেউ নেই। আমার লোকেরা গোটা হোটেল সার্চ করছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, হোটেলে ওদেরকে পাওয়া যাবে না। জানতে চাই, ওরা যদি সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই তোমার চোখে তা ধরা পড়ার কথা?'

'ইয়েস, স্যার!' একটু থতমত খেয়ে বলল রিসেপশনিস্ট। 'কিন্তু আমি মিনিট কয়েকের জন্যে একটু টয়লেটে গিয়েছিলাম, ওরা যদি তখন বেরিয়ে গিয়ে থাকে...'

'রিসেপশন তখন খালি ছিল?' কঠিন সুরে জানতে চাইলেন কর্নেল স্যাবর।

'না, স্যার। আমার সহকারী ছিল…'

পনেরো মিনিটও হয়নি হোটেল ছেড়ে চলে গেছে হেঞ্জ বোলচাক ওরফে কর্নেল রুবল। কয়েক সেকেন্ড পর বাড়ি রিমলারও হোটেল ত্যাগ করে। পায়ে হেঁটে কয়েক মিটার এগিয়ে এসকালেটরে চড়ে কর্নেল রুবল, সেটা তাকে আন্ডারগ্রাউন্ড শপিং সেন্টারে পৌঁছে দেয়।

শপিং সেন্টারের একটা টয়েলেটে ঢুকে চশমাটা খুলে ফেলে কর্নেল রুবল, পকেট থেকে একটা পুরানো ক্যাপ বের করে পরে নেয়। এ-ধরনের ক্যাপ সাধারণত শোফাররা পরে থাকে। আরেকটা এসকালেটরে চড়ে উল্টো দিক দিয়ে শপিং সেন্টার থেকে বেরিয়ে আসে সে। একটা ট্যাক্সি ডেকে চড়ে বসে তাতে, ড্রাইভারকে জার্মান ভাষায় বলে, 'পেলিক্যান-প্লাজ, প্লীজ।'

পেলিক্যান-প্লাজে নেমে ট্যাক্সি বিদায় করে দিল কর্নেল রুবল। তারপর রাস্তা টপকে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। একটার পর একটা গলি পেরিয়ে অবশেষে চারশো একান্ন নম্বর লিনডেনগাসের সামনে এসে দাঁড়াল সে। গলির শেষ মাথায় চারশো একান্ন নম্বর লিনডেনগাস একটা ভিলা, গলির এদিকের মুখ থেকে বেরুবার রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলল সে। ভেতরে ঢুকে সোজা সিঁড়ির দিকে এগোল। দোতলার প্রথম কামরায় দেখা হলো একটা মেয়ের সাথে। বছর ত্রিশেক বয়স হবে মেয়েটার, হাতে একটা পিস্তল রয়েছে। কর্নেল রুবলকে দেখে পিস্তলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল সে। তার হাতে হেঞ্জ বোলচাকের পাসপোর্টটা ধরিয়ে দিল কর্নেল রুবল। মেয়েটা তাকে বড় একটা কামরায় নিয়ে গেল। জানালা-দরজা সহ ঘরের পুরোটা দেয়াল ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা। গায়ের কোট আর ক্যাপ খুলে তুষার ঝাড়ল কর্নেল রুবল। একটা আরাম কেদারায় বসে ভিজে জুতোটা খুলল। 'এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও,' হুকুম করল সে। তারপর জানতে চাইল, 'কখন পৌঁছুবে আটলান্টিক এক্সপ্রেস?'

'দশ মিনিট আগে হপ্টবাহানহফে ফোন করেছিলাম—ওরা বলল, 'দু'হাজার দুশো তেত্রিশ ঘণ্টায় পৌঁছুবার কথা। দু'হাজার তিনশো ঘণ্টায় আবার রওনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

'তাহলে আর বসে থাকার উপায় নেই, অনেক কাজ বাকি রয়েছে,' শান্ত গাম্ভীর্যের সাথে বলল কর্নেল রুবল। 'আমি আটলান্টিক এক্সপ্রেস ধরতে যাচ্ছি।'

'কিন্তু!' চোখ কপালে উঠে গেল মেয়েটার। 'কিন্তু হপ্টবাহানহফে কড়া সিকিউরিটি কর্ডন থাকবে, মি. ভেগার…!'

'আমাকে জ্ঞান দান করার দরকার নেই, ইলা।'

কর্নেল রুবল এখন আর হেঞ্জ বোলচাক নয়, তার নতুন নাম এডওয়ার্ড ভেগার। এডওয়ার্ড ভেগার নামে আসলেও একজন লোক আছে এই শহরে, সে এখন ছুটি কাটাচ্ছে তার গ্রামের বাড়িতে। ভিজে কাপড়চোপড় আর জুতো নিয়ে চলে গেল ইলা, একটু পরই একটা স্লিপিং গাউন আর স্লিপার নিয়ে ফিরে

এল সে। ইলার সামনেই উলঙ্গ হলো কর্নেল রুবল, গাউনটা পরে একটা ডেস্কের সামনে বসল। 'সবাই হাজির হয়েছে তো?' জানতে চাইল সে। মাথা ঝাঁকাল ইলা। 'গুড। ডাকো ওদেরকে। দেখি কর্নেল স্যাবরের কড়া সিকিউরিটি কর্ডনের বিরুদ্ধে কি করা যায়।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ইলা। ধীরে ধীরে চোখ দুটো বন্ধ করল কর্নেল রুবল। জুরিখবার্গ হয়ে মস্কো থেকে যে মেসেজটা এসেছে সেটার কথা মন থেকে সরাতে পারছে না সে। মেসেজের অক্ষরগুলো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে—'সমস্ত কী এজেন্টকে পশ্চিম ইউরোপ ত্যাগ করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে...'

মেসেজটা কর্নেল রুবলের জন্যে প্রচণ্ড একটা আঘাত। এর মানে হলো, মস্কো ধরেই নিয়েছে জেনারেল তুর্গেনিভকে হত্যা করতে ব্যর্থ হবে সে। মেসেজটায় কারও সই নেই দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার, খোদ ফার্স্ট সেক্রেটারি লিউনিদ তালিন তৈরি করেছে ওটা। নিশ্চয়ই রেডিও খবর শুনে জানতে পেরেছে তারা, বাসারহর্ন হিমবাহ আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছে।

রাত আটটা চল্লিশে জুরিখে বসে কর্নেল রুবল রেডিওতে যখন তুষার ধসের কবল থেকে আটলান্টিক এক্সপ্রেসের রক্ষা পাবার খবর শুনছে, মস্কো সময় দশটা চল্লিশে ফার্স্ট সেক্রেটারি লিউনিদ তালিন তখন তাঁর দু'জন পলিটব্যুরো সহকর্মীর সাথে মীটিং করছেন। তুর্গেনিভ সঙ্কট সমাধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পলিটব্যুরো সদস্য মার্শাল সুখনভ ও আনাতোলি ফেরুবিনের ওপর। সচরাচর দেখা যায়, সব ব্যাপারেই আক্রমণাত্মক একটা ভঙ্গি নিয়ে থাকেন মার্শাল সুখনভ। আজ কিন্তু ঠিক তার উল্টো ভাব লক্ষ করা গেল জেনারেলের আচরণে। চেহারাটা ম্লান, কথা বলছেন কম, গলার আওয়াজেও আগের সেই তেজ নেই। রেডিওর খবরটা তিনি মাথা নিচু করে শুনলেন। কিন্তু তাঁর এই ম্রিয়মাণ ভাব-ভঙ্গি দেখেও ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্টার আনাতোলি ফেরুবিনের মনে এতটুকু দয়ার উদ্রেক হলো না। তিনি কঠোর ভাষায় দায়ী করলেন মার্শালকে।

'এই চরম সঙ্কটে আপনার পোষা লোক তার গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারেনি,' বললেন ফেরুবিন। 'কর্নেল রুবল যে কোন কাজেরই নয়, এরপরও কি তা প্রমাণ করার দরকার আছে? কাজের মধ্যে এইটুকু করেছে সে—সুইজারল্যান্ডের ভেতর আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড স্যাবোটাজ অ্যাপারেটাস ধ্বংস করে দিয়েছে...'

'সাধ্যমত চেষ্টা করছে সে,' মৃদু গলায় বললেন মার্শাল সুখনভ। 'এইটুকুই তার কাছ থেকে আশা করতে পারি আমরা।' নাকের ফুটো থেকে বেরিয়ে আসা একটা লোম ধরে টান দিলেন তিনি।

'না,' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বললেন ফেরুবিন। 'আমরা তার কাছ থেকে সাফল্য আশা করেছিলাম। আপনিই আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন,

কর্নেল রুবল আজ পর্যন্ত কোন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়নি। এখন আপনার সুর পাল্টে যাচ্ছে কেন? প্রশ্ন হলো, আর কত ক্ষতি করতে দেয়া যায় তাকে? যত সময় যাবে, ততই দুঃসংবাদের জন্ম দেবে ওই লোক। আমাদের এজেন্টদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাচ্ছে, এর তাৎপর্য আপনি কি বুঝতে পারছেন না, মার্শাল সুখনভ? ওদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ইনফিলট্রেট করাতে কয়েক বছর সময় লেগেছে, খরচ হয়েছে কোটি কোটি রুবল—এই যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি, কে তা পূরণ করবে? কোত্থেকে আসবে এত টাকা? আমি বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীর কথা ভাবছি। ওখান থেকে আমাদের লোককে যদি ফিরিয়ে আনতে হয়, সর্বনাশ হয়ে যাবে…'

'আগেও বলেছি আমি, এখনও বলছি, কর্নেল রুবল চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না। তার ওপর এখনও পরিপূর্ণ আস্থা আছে আমার। নিশ্চয়ই একটা না একটা উপায় বের করবে সে।' রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন মার্শাল।

'কিন্তু যদি কোন উপায় করতে না পারে?' প্রশ্ন করলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি লিউনিদ তালিন। ঠাণ্ডা হিম দৃষ্টিতে মার্শালের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'ফ্রান্স, বেলজিয়াম আর পশ্চিম জার্মানী থেকে আমাদের সমস্ত কী-এজেন্টকে ডেকে নেবার এটাই কি শেষ সময় নয়?' একটু থেমে আবার তিনি বললেন, 'পরে আবার ফিরে যেতে পারে তারা।'

'খবর পেয়েছি,' শুরু করলেন মার্শাল সুখনভ, হাতে সময় পাবার জন্যে তথ্যটাকে কাজে লাগাতে চাইছেন তিনি, 'পশ্চিম জার্মানীর বর্ডার কন্ট্রোলকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, সাংঘাতিক কড়া প্রহরার ব্যবস্থা নিয়েছে ওরা। তাছাড়া, আবহাওয়ার যা অবস্থা, তাতে সীমান্ত টপকে পুব জার্মানীতে পালিয়ে আসা আমাদের এজেন্টের পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।'

'তাহলে ওদেরকে জানিয়ে দেয়া হোক যেন ওরা সাইবেরিয়া সিক্স-নাইনে ওঠার জন্যে তৈরি থাকে। বালটিক থেকে দক্ষিণে যাচ্ছে সাইবেরিয়া সিক্স-নাইন, ডাচ উপকূলের কাছে পৌঁছুতে খুব বেশি সময় নেবে না…'

'এটাই কি আপনার পরামর্শ?' মৃদু গলায় জানতে চাইলেন মার্শাল সুখনভ।

'অসম্ভব, না!' তীক্ষ্ণ গলায় বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে আমরা আপনার কাছ থেকে পরামর্শ চাইছি।'

তিনি যে ফাঁদে পড়ে গেছেন, বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না মার্শাল সুখনভের সুইজারল্যান্ডে বিপর্যয় যা ঘটার ঘটে গেছে, সেজন্যে তাঁকেই দায়ী করা হবে। এখন তাঁর সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে। তিনি যদি বলেন, না; এবং তুর্গেনিভ যদি আমেরিকায় পৌঁছায়, পশ্চিম ইউরোপের সোভিয়েট আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাপারেটাস সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তিনি যদি বলেন, হ্যাঁ; তাহলে এজেন্টরা বেশিরভাগ, পালিয়ে আসতে পারবে বটে কিন্তু পরে আবার তাদেরকে ইনফিলট্রেট করানো মস্ত একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। সে যাই হোক, গা বাঁচানোটা এখন সবচেয়ে বেশি জরুরী। মৃদু গলায় বললেন, 'ঠিক আছে। ওদেরকে ডেকে পাঠাবার পরামর্শই আমি দিচ্ছি।'

আট

জুরিখ। রাত ন'টা দশ।

লিনডেনগাস ভিলা। নিজের কামরায় বসে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ল কর্নেল রুবল। সামনে তিনটে ফটো, প্রত্যেকটা গভীর মনোযোগের সাথে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল সে। ইতোমধ্যে তার চারজন লোককে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে, দু'দলে ভাগ হয়ে ভিলা থেকে বেরিয়ে গেছে তারা। রুবল আর ইলা ছাড়া আর কেউ নেই ভিলায়। প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো অস্থির করে তোলে রুবলকে, তার ভেতর উত্তেজনা বাসা বাঁধছে। তবে সমস্ত দিক বিবেচনা করে চমৎকার একটা প্ল্যান তৈরি করেছে সে, কাজেই দুশ্চিন্তার কিছুই নেই।

সুইজারহফ হোটেল থেকে রুবল বেরিয়ে আসার কয়েক সেকেন্ড পর বাড্ডি রিমলারও হোটেল ত্যাগ করে। সোজা হপ্টবাহানহফে চলে গেছে সে, লোকাল ট্রেন ধরে পৌঁছে গেছে বাজলে। রুবলের বিশ্বাস, অ্যাডলফ বয়লার তার ট্র্যান্সমিশন শেষ করার পরপরই সুইজারহফ হোটেল ঘিরে ফেলবে পুলিস। আমস্টারডামে পাঠাবার জন্যে যে মেসেজটা তাকে দিয়ে এসেছে সে, সেটা নিরাপদ ট্র্যান্সমিশনের জন্যে বিপজ্জনক, এত বড় যে সুইস রেডিও-ডিটেকটর ভ্যানের অপারেটর অনায়াসে ট্র্যান্সমিটারের হদিস বের করে ফেলবে। রুবল তাকে এক রকম পুলিসের হাতে তুলে দিয়েই এসেছে। পুলিসকে ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পারে বয়লার, কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত তার।

ঘরে ঢুকে ইলা দেখল, এখনও গভীর মনোযোগের সাথে ফটোগুলো দেখছে কর্নেল রুবল। 'শুধু তো ছবি! এত কি আছে দেখার?'

'শত্রুদেরকে ভাল করে চিনে নিচ্ছি,' শান্ত গলায় বলল রুবল। 'ওদের চেহারা দেখে বোঝার চেষ্টা করছি, চাপের মুখে কি ধরনের আচরণ করবে ওরা...'

প্রথম ফটোটা বেশ পুরানো, তাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ওটা কর্নেল মেঙ্গারের ছবি। তাঁর হ্যাটের কার্নিসটা নিচু হয়ে আছে, ফলে কপালটা দেখা যাচ্ছে না। দূরের একটা জানালা থেকে টেলিফটো লেন্সের সাহায্যে তোলা হয়েছে ফটোটা। দ্বিতীয় ছবিটা ঝাপসা, তবে প্রথমটার মত নয়। এটা ডাচ কাউন্টার এসপিওনাজ চীফ জেনারেল ম্যাক্স পলটনের ছবি। দান হেগেনে, রেলওয়ে স্টেশনের উল্টোদিকের হোটেল অ্যাস্টোরিয়ার বাইরে থেকে তোলা হয়েছে। তৃতীয় ফটোটা, কয়েক বছর আগে এথেন্সে তোলা হয়েছে, মাসুদ রানার। এই ফটোটার গায়ে টোকা দিল রুবল।

'মানে?' রুবলের ঘাড়ের ওপর থেকে জানতে চাইল ইলা।

'এদের মধ্যে এই লোকটাই সবচেয়ে ডেঞ্জারাস...'

'আসলে আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন,' রুবলের মাথার চুলে কয়েকটা আঙুল সেঁধিয়ে দিল ইলা। তারপর আরও একটু ঝুঁকে পড়ে রুবলের মাথার সাথে চেপে ধরল বুক। ফিসফিস করে বলল, 'আমার কামরায় যাবেন?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে পোশাকের চেইন ধরে সামনেটা ফাঁক করে ফেলল ইলা।

ইতস্তত করছে রুবল। 'এখন সময় নেই...'

'তাহলে এখানেই। কই, আসুন!'

নিকেল আর অটো। রুবলের দু'জন বিশ্বস্ত চর। বসের নির্দেশ নিয়ে ভিলা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তার মোড়ে একটা স্ট্রিন অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। দু'জনেই পুব জার্মানীর লোক, কিন্তু দু'জনের কাছেই পশ্চিম জার্মানীর জাল কাগজ-পত্র আছে। স্ট্রিন নিয়ে স্টেশনের দিকে চলল ওরা।

স্টেশনকে পাশ কাটিয়ে খানিকটা এগিয়ে একটা ছায়ার মধ্যে গাড়ি দাঁড় করাল অটো। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল ওরা। মেইন গেট দিয়ে না ঢুকে সাইড এন্ট্রান্স দিয়ে, ব্যাগেজ কাউন্টারের পাশ ঘেঁষে স্টেশনে ঢুকল ওরা। অকারণে ঘুর ঘুর করছে না বোঝাবার জন্যে হাতে একটা সুটকেস ধরে আছে অটো। রাতের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে রেল-পোর্টাররা, তাদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে থাকল ওরা, যদিও ওই পোর্টারদের ওপরই তীক্ষ্ণ নজর ওদের। কয়েক মিনিট পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরাল নিকেল। নিচু গলায় অটোকে বলল, 'তিনজনের দলটা থেকে সরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওই যে নাকের পাশটা চুলকাচ্ছে—ওকে দিয়েই আমাদের কাজ চলবে। আকার, আকৃতি এবং গড়ন সব মিলে যাচ্ছে। তুমি কি বলো?'

বিশ গজ দূরে দাঁড়ানো পোর্টারকে ভাল করে দেখল অটো। 'নাহ্! তোমার চোখ বটে!' প্রশংসার সুরে বলল সে। 'ঠিক ওকেই দরকার আমাদের।'

অটোকে রেখে পোর্টারের দিকে এগিয়ে গেল নিকেল। পোর্টার লোকটা মাঝারি আকৃতির, কাঠামোটা শক্তিশালী, কর্নেল রুবলের আকৃতি ও গড়নের সাথে মিলে যায়। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিকেল। বলল, 'ইন্ডিকেটর বোর্ডে দেখলাম, এগারোটার আগে আটলান্টিক এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম ছাড়বে না। আমার সময়ের হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে, কাজেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। বোর্ডের লেখাটা ভুল নয় তো?'

'না, স্যার। এক্সপ্রেস যে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছুবে সেটাই তো একটা আশ্চর্য ঘটনা। খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনি, স্যার?'

'খবর? কিসের খবর?'

'শোনেননি! গটহার্ডের দক্ষিণে একটা হিমবাহ আঘাত করেছিল। সবাই বলছে, এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় তুষার-ধস। একটুর জন্যে বেঁচে গেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস...'

'বলো কি! গড! কই, শুনিনি তো। যাই হোক, এখান থেকে বাজ্‌লের মধ্যে হিমবাহ নামার কোন ভয় নেই।' পোর্টারকে একটা সিগারেট অফার করল নিকেল। 'রাত জাগতে হয়, কষ্ট হয় না? যাই বলো, কাজটা কিন্তু একঘেয়ে, এই রাত জেগে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করা। কতক্ষণ ডিউটি করতে হয় তোমাদের?'

একজন সহানুভূতিশীল শ্রোতা পেয়ে মনে মনে খুশি হলো পোর্টার। 'ডিউটি শেষ হতে রাত কাবার হয়ে যায়, স্যার। খাটুনির তুলনায় রোজগার তেমন ভাল নয়। রাত আটটা থেকে সেই সকাল আটটা পর্যন্ত ডিউটি...'

দু'মিনিট গল্প করে ঘুরে দাঁড়াল নিকেল, বাঁ হাতটা ভরল কোটের পকেটে, সরে গেল ধীরে ধীরে। দূরে দাঁড়িয়ে এই সিগন্যালটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল অটো। এগিয়ে এল সে, পোর্টারের সামনে দাঁড়াল। 'আমার অন্যান্য ব্যাগ গাড়িতে রয়েছে, নিয়ে এসে দেবে? স্টেশনের শেষ মাথায় পার্ক করা আছে ওটা।' হাতের সুটকেসটা পোর্টারের ট্রলিতে রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। তাকে অনুসরণ করল পোর্টার।

ব্যাগেজ স্টোরেজ ডিপার্টমেন্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। লোকজনও নেই। সিট্রনের কাছে এসে দ্রুত চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিল অটো। নেই কেউ। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে বলল, 'এদিকে...সাবধান, একটা ব্যাগ ভীষণ ভারী...' তার পাশে এসে ঝুঁকে পড়ল পোর্টার। ইতোমধ্যে পকেট থেকে ভারী হাতুড়িটা বের করে ফেলেছে অটো। সিধে হয়ে দাঁড়িয়েই পোর্টারের মাথার পিছনে প্রচণ্ড একটা ঘা বসিয়ে দিল সে। পড়ে গেল পোর্টার। মারা গেছে। ছায়া থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে লাশটাকে গাড়িতে তোলার কাজে অটোকে সাহায্য করল নিকেল। 'ট্রলি...' লাশের ওপর মোটা কম্বল চাপা দিয়ে অটোকে মনে করিয়ে দিল সে। ট্রলিটা ঠেলে একটা দেয়াল ঘেঁষে ছায়ার মধ্যে রেখে এল অটো। পরে এটা দরকার হবে। গাড়িতে উঠে দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করল ওরা। স্টার্ট দিল অটো। লিম্মাট ব্রিজের ওপর দিয়ে ছুটে চলল গাড়ি। কোয়াইবুরস্ক ছাড়িয়ে লেকের নির্জন প্রান্তে চলে এল ওরা। একটা গাছের নিচে, লেকের তীরে গাড়ি থামাল। অফ করল হেডলাইট আর ইঞ্জিন। দু'জন মিলে পোর্টারের শরীর থেকে ইউনিফর্ম, ক্যাপ আর বুট খুলে নিতে হিমশিম খেয়ে গেল ওরা। পোর্টারের ওয়ালেটটা পরীক্ষা করল অটো। ভেতরে রেল পাসটা আছে দেখে স্বস্তিবোধ করল সে। বলল, 'হয়েছে, এবার ঘাড় থেকে বোঝা নামানো যাক...'

গাড়ির ভেতর থেকে মোটা, ভারী চেইন বের করল নিকেল। লাশের গায়ে জড়ানো হলো সেটা। তারপর দু'জন ধরাধরি করে কিনারায় নিয়ে এল লাশটাকে, ফেলে দিল নিচের লেকে। কয়েক সেকেন্ড পর বরফের ওপর দড়াম করে পড়ল সেটা। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বরফের স্তর, নিচের পানিতে ডুবে গেল লাশ। সাথে সাথে চারপাশ থেকে বরফ এসে জুড়ে দিল গর্তটাকে।

গাড়ি নিয়ে লিনডেনগাসে ফিরে আসছে ওরা। দু'জনেই খুশি, কাজটা নিরাপদে সারা গেছে। যা যা দরকার, সব যোগাড় হয়েছে—রেল পাস,

ইউনিফর্ম, বুট, ক্যাপ ও একটা ট্রলি। পোর্টার লোকটা যদি বিবাহিত হয়, তার স্ত্রী পুলিসকে স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার খবর অবশ্যই দেবে, কিন্তু সকাল আটটার আগে নয়। তার অনেক আগেই আটলান্টিক এক্সপ্রেস স্টেশন ছেড়ে চলে যাবে।

লিনডেনগাস ভিলা থেকে দু'জনের দ্বিতীয় দলটা আরেকটা গাড়ি নিয়ে শহরের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছুল। একটা প্রকাণ্ড গ্যারেজের ভেতর ঢুকে থামল গাড়ি। ভেতর থেকে টিনের দরজাটা বন্ধ করে দিল ড্রাইভার। তার সঙ্গী লোকটা গাড়ি থেকে নেমে পাশে দাঁড়ানো ফার্নিচার ভ্যানের ক্যাবে উঠে বসল। 'আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, সময় হলে উঠিয়ে দিয়ো,' বলে সীটের পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজল সে।

ভ্যানের ওপর পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে রয়েছে কাঠের আসবাবপত্র। পিছনের টেইল-বোর্ডটা বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম করেছে, তবে একটা ক্যাবল আর পুলিস ডিভাইস গোটা ভ্যানটাকে ক্যাব পর্যন্ত জড়িয়ে রেখেছে, ক্যাবলে ঢিল না পড়লে টেইল-বোর্ড ভেঙে গিয়ে আসবাবগুলো পড়ে যাবার ভয় নেই। আসবাবগুলোর ওপর একটা ক্যানভাসের পর্দা চাপা দেয়া রয়েছে।

ভ্যানের পিছন দিকে চলে এল ড্রাইভার। দরজা খুলে একটা কামরায় ঢুকল সে। ঘরের আলো জ্বেলে একটা সিগারেট ধরাল, তারপর এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের ওপর থেকে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার। ডায়াল করে বলল, 'কিনো বলছি, ডেলিভারি দেবার জন্যে তৈরি আছে মাল।'

'চমৎকার!' বলেই অপরপ্রান্তে রিসিভার রেখে দিল ইলা।

ক্যাবে উঠে বসল ড্রাইভার। চোখ বুজে বসে থাকা সঙ্গীর দিকে তাকাল একবার, তারপর রিস্টওয়াচ দেখল। সিগারেটটা শেষ করে আরেকটা ধরাল সে। কিছুক্ষণ পরপর হাতঘড়ি দেখা ছাড়া আপাতত তার আর কোন কাজ নেই।

লিনডেনগাসে পোর্টারের ইউনিফর্ম ইত্যাদি ডেলিভারি দিয়েই গাড়ি নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল অটো আর নিকেল। দ্বিতীয় বার কোয়াইবুরস্ক পেরোল ওরা, কিন্তু লেকের তীর ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে এবার লিম্মাট নদীর পাড় ধরে উত্তর দিকে ছুটল গাড়ি। তারপর বাঁক নিয়ে সোজা জুরিখবার্গের দিকে এগোল। অভিজাত এলাকার ভেতর দিয়ে, সুদৃশ্য ভিলা আর সযত্নলালিত বাগানের পাশ ঘেঁষে যাচ্ছে ওরা, এই সময় গাড়ি ঘুরিয়ে একটা খোলা গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল অটো। স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়ল দু'জন। 'লিমুসীনটা চেক করো—ইঞ্জিনটা ভাল করে দেখবে,' নিকেলকে পরামর্শ দিল অটো।

দরজাটা খোলাই ছিল, কবাট উন্মুক্ত করে হলঘরে ঢুকল অটো। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল একটা মেয়ে। 'তোমার কাপড়চোপড় যা লাগবে সব শোবার ঘরে আছে,' অটোকে বলল সে।

'এটা পুড়িয়ে ফেলো,' মেয়েটার হাতে নিজের আইডেনটিটি কার্ডটা ধরিয়ে দিল অটো। 'পাসপোর্টটা দাও।' বিশুদ্ধ রাশান ভাষায় কথা বলছে ওরা।

শোবার ঘরে এসে পোশাক বদল করল অটো। অন্তর্বাস, শার্ট, টাই, জুতো ও হ্যাট সবই রাশিয়ায় তৈরি। হলঘরে ফিরে এল অটো। পোশাক পাল্টে নিকেলও হাজির হয়েছে এখানে। একজন রাশান শোফারের ইউনিফর্ম পরেছে সে।

'গাড়িটা আমি নিজে একবার চেক করতে চাই,' বলল অটো। নিকেলকে অনুসরণ করে ভিলার পিছন দিকের একটা গ্যারেজে চলে এল সে। ভেতরে ইস্পাতের নীলচে ডিমের মত একটা মার্সিডিজ গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। নাম্বার প্লেটটা ডিপ্লোম্যাটিক। বার্নের সোভিয়েট দূতাবাসের প্লেট এটা। হুইলের পিছনে বসে ইগনিশন কী ঘোরাতেই স্টার্ট নিল মার্সিডিজ। সন্তুষ্ট হলো অটো। নিকেলকে নিয়ে হলঘরে ফিরে এল সে। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

চারশো একান্ন নম্বর লিনডেনগাসের ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল ইলা। অপরপ্রান্ত থেকে নিজের ছদ্মনাম বলল অটো, 'বিটো বলছি, আমাদের কালেকশন ডেলিভারির জন্যে তৈরি আছে···

'চমৎকার!' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল ইলা।

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে,' পোশাকের চেইন লাগিয়ে কর্নেল রুবলকে বলল ইলা। 'সবাই যে যার পজিশনে পৌঁছে অপেক্ষা করছে। আপনাকে হপ্টবাহানহফে নিয়ে যাবার জন্যে আমিও তৈরি।'

শুধু একটা শার্ট পরে আরাম কেদারায় বসে আছে কর্নেল রুবল। ঠোঁটের কোণ একটু বেঁকে গেল তার। বিড়বিড় করে বলল, 'আর বেশি দেরি নেই, মাসুদ রানা!'

উত্তর গটহার্ড থেকে তুমুল গতিতে বিরতিহীন নেমে যাচ্ছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। বেশ খানিক সময় অপচয় হয়ে গেছে, সেটা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করছে ট্রেনের ড্রাইভার। তাকে সাহায্য করার জন্যে শক্তিশালী বো বো লোকোমোটিভের ক্যাবে একজন সহকারী দেয়া হয়েছে। ড্রাইভার অবশ্য আপত্তি করেছিল। 'মাথায় দু'একটা বাড়ি খেলে আমার কিছু হয় না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। আমার একটা সুনাম আছে, ঠিক সময়ে শিফলে পৌঁছে সেটা আমাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। কারও সাহায্য ছাড়াই আমি তা পারব।' কিন্তু তার কথায় কান দেননি কর্নেল মেঙ্গার। এয়ারোলো থেকে একজন সহকারী ড্রাইভারকে ট্রেনে তুলে নিয়েছেন তিনি।

পিছনের ওয়াগন-লিটের কম্পার্টমেন্টে জেনারেল তুর্গেনিভকে আগের মতই কড়া গার্ড দিয়ে রাখা হয়েছে। ট্রেন যতই জুরিখের দিকে এগোচ্ছে, ততই উত্তেজনাকর হয়ে উঠছে পরিবেশ। এবার নিয়ে তিনবার সেই পুরানো ধারণাটা ব্যক্ত করলেন জেনারেল, 'কোন সন্দেহ নেই!' এদিক ওদিক মাথা

নাড়লেন তিনি। 'আমি জানি! রুবল এই ট্রেনে উঠবেই!'

'উঁহুঁ,' ভুল সংশোধন করার সুরে বলল রূপা। 'বলুন, ওঠার চেষ্টা করবে।' জেনারেলের বর্ণনা থেকে কর্নেল রুবলের একটা স্কেচ এঁকেছে সে, সেটা উল্টো করে দেখাল তাঁকে। 'এই প্রথম বারের মত আমরা জানি কর্নেল রুবল কেমন দেখতে।'

চওড়া কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'ওতে কোন কাজ হবে না। আমি তো আগেই বলেছি, চেহারা বদল করার ব্যাপারে সে একটা প্রতিভা...'

'এত পেসিমিস্টিক হবার দরকার নেই,' বাধা দিয়ে বলল রূপা। 'আমিও বলছি আপনাকে, কর্নেল রুবল যদি ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করে, আমার চোখে তাকে ধরা পড়তেই হবে!'

রূপা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে লক্ষ করে হেসে ফেললেন জেনারেল। কিন্তু সবাই তাঁর হাসির মধ্যে একটা অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ করল। তবে অ্যাডমিরাল আর কর্নেল মেঙ্গার রূপার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখছেন। কাজেই ঠিক হলো, হপ্টবাহানহফে ট্রেন থামলে রূপা টিকেট ব্যারিয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি নতুন আরোহীকে কাছ থেকে দেখবে।

মনে মনে সবচেয়ে সন্তুষ্ট বোধ করছেন কর্নেল মেঙ্গার। সুইজারল্যান্ডকে রাশান-মুক্ত করার মোক্ষম হাতিয়ার পেয়ে গেছেন তিনি। অসাধারণ স্মরণশক্তি জেনারেল তুর্গেনিভের, তিনি রাশান এজেন্টদের লম্বা একটা তালিকা দিয়েছেন তাঁকে। শুধু নাম নয়, ঠিকানাও আছে তাতে। এখন শুধু ওদেরকে টপাটপ ধরে হাতকড়া পরানো বাকি। তবে এই আন্দোলনের মধ্যে একটু খুঁত খুঁত করছে তাঁর মন। কে.জি.বি এজেন্টদের মত যদি জি.আর.ইউ এজেন্টদের তালিকাও পাওয়া যেত! কিন্তু তা পাবার কোন উপায় নেই, জেনারেল তুর্গেনিভ ওদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না। জানে শুধু একজন, কর্নেল রুবল। তাই, রুবল ট্রেনে উঠবে শুনে খুশিই হয়েছেন তিনি। উঠুক, উঠলে তাকে ধরা পড়তেই হবে। কিন্তু এই কম্পার্টমেন্টের ভেতরই আরেকজন ঠিক উল্টো কথা ভাবছে।

'রাশিয়ার বাইরে আর কোথায় কোথায় কাজ করেছে কর্নেল রুবল?' জানতে চাইল রানা।

স্মরণ করার কোন রকম চেষ্টা না করেই উত্তর দিতে শুরু করলেন জেনারেল তুর্গেনিভ, যেন প্রশ্নের উত্তরটা তাঁর মুখস্থ করা আছে। 'প্যারিসে ছয় মাস। লন্ডনে ছয় মাস। দু'বছর ওয়াশিংটনে। সবশেষে দান হেগেনে এক বছর।'

'তাহলে গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ এবং আমেরিকান ভাষা জানে সে?'

'শেষের দুটো কি একই ভাষা নয়?' সকৌতুকে জানতে চাইলেন জেনারেল।

'সবাই আমরা ভ্রান্তির শিকার হই,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আমার ধারণা ঠিক, জেনারেল?'

'ঠিক,' বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ। 'রুবলের প্রশংসা আমি শুধু শুধু

করি না। সে একটা প্রতিভা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে-সব ভাষার কথা বললেন সেগুলো সে অনর্গল বলতে এবং লিখতে পারে। তাছাড়া রাশান ভাষায় অসাধারণ দখল তার। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এমন কোন বিষয় নেই যেটা সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই তার। প্রচুর, প্রচুর পড়াশোনা আছে। তদবিরের জোরে নয়, নিজের যোগ্যতা ছিল বলেই আমার ডিপুটির পদে উঠে এসেছিল সে। সন্দেহ নেই, আমার অনুপস্থিতিতে সেই হবে কে.জি.বি-র প্রধান।'

মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর কিছু করার নেই,' বললেন তিনি। 'জুরিখে পৌঁছাক ট্রেন, দেখা যাবে কি ঘটে...' রিস্টওয়াচ দেখলেন। 'অবশ্য, তার আর বেশি দেরিও নেই।'

'তাকে আমি চিনি,' গম্ভীর সুরে আবার কথাটা বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ, 'এই ট্রেনে সে উঠবে।'

'তাহলে আশা এবং প্রার্থনা করুন,' মাঝখান থেকে বলল রূপা, 'দেখার সাথে সাথে আমি যেন চিনতে পারি তাকে।' কথাটা বলে মাথা নিচু করল সে, মনোযোগ দিয়ে আবার দেখতে শুরু করল স্কেচটা।

নয়

জুরিখ হপ্টবাহানহফ।

মাথায় সাদা তুষারের চাদর নিয়ে স্টেশনের ভেতর ঢুকল আটলান্টিক এক্সপ্রেস। কর্নেল স্যাবরের সিকিউরিটি রিঙ চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে গোটা স্টেশন। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে থামল ট্রেন। ভারী একটা কোট আর চওড়া কার্নিসের হ্যাট পরে টিকেট ব্যারিয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে চুরুট ফুঁকছেন কর্নেল স্যাবর। আরোহীরা নামছে এক্সপ্রেস থেকে, সবাই ক্লান্ত ও সন্ত্রস্ত। কিন্তু এদের দিকে ভুলেও একবার তাকালেন না কর্নেল স্যাবর। তাঁর দৃষ্টি পড়ে আছে টিকেট ব্যারিয়ারের কাছে অপেক্ষারত ভিড়টার ওপর। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, এক্সপ্রেসে উঠবে। ভাবলেন, এদের মধ্যে কি কর্নেল রুবল আছে? পরমুহূর্তে অসহায় বোধ করলেন তিনি। রুবল যদি থাকেও, তাকে দেখে চিনতে পারবেন না তিনি। তবে জেনারেল তুর্গেনিভের কাছ থেকে বর্ণনা শুনে মিস রূপা তার একটা স্কেচ তৈরি করেছে, রেডিও-ফোনের সাহায্যে কর্নেল মেঙ্গারের কাছ থেকে খবরটা তিনি আগেই পেয়েছেন।

হপ্টবাহানহফের ভেতর বিভিন্ন জায়গায় ত্রিশজন সশস্ত্র সিকিউরিটি অফিসার সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। কনকোর্সের চারদিকে ইউনিফর্ম পরা পুলিসের সংখ্যা আরও বেশি। এছাড়াও আছে টহল পুলিস। বাইরে তুষার-ঝড়ের মধ্যে স্টেশন থেকে দেখা যায় এমন সব ক'টা রাস্তার মোড়ে স্টার্ট দেয়া অবস্থায় অপেক্ষা করছে দু'ডজন পেট্রলকার। সবগুলোর সাথে

কর্নেল স্যাবরের একজন সহকারীর রেডিও যোগাযোগ রয়েছে। সহকারী এই মুহূর্তে হাতে একটা ওয়াকি-টকি নিয়ে কথা বলছে কর্নেল স্যাবরের সাথে।

হাতের মুঠো খুলে আইডেনটিটি কার্ড দেখালেন কর্নেল মেঙ্গার, টিকেট ব্যারিয়ার পেরিয়ে কর্নেল স্যাবরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'ওখানের অবস্থা কি, কর্নেল?' ফিসফিস করে জানতে চাইলেন স্যাবর।

'গরম। তবে আয়ত্তের মধ্যে। আমাদের ভি.আই.পি-র বিশ্বাস, এক্সপ্রেসে ওঠার চেষ্টা করবে রুবল…'

'মনে হয় না! কারণ এখন আপনাদের হাতে তার চেহারার বর্ণনা রয়েছে—সে-ও তা জানে,' বললেন স্যাবর। 'এদিকে, আমরা এখনও মেইন সোভিয়েট কন্ট্রোল বেসের হদিস বের করতে পারিনি।'

ব্যারিয়ারে অস্বাভাবিক কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিকেট কালেক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীরদর্শন পাসপোর্ট কন্ট্রোলের অফিসাররা। আরোহীদের পাসপোর্ট চেক করছে তারা। তাদের ঠিক পিছনেই রয়েছে ইউনিফর্ম পরা পুলিসের একটা ভিড়। কয়েক মিটার ডানে আরেকটা ব্যারিয়ার তৈরি করা হয়েছে। এটা পোর্টারদের জন্যে, ট্রেনে লাগেজ নিয়ে যাবার সময় চেক করা হবে ওগুলো। প্রত্যেকটি পোর্টারকে দাঁড় করানো হলো, লাগেজে কোন বিস্ফোরক আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে একটা ট্রেনিং পাওয়া অ্যালসেশিয়ান কুকুর প্রতিটি লাগেজ শুঁকে গন্ধ নিল।

'ফার কোট পরা সুন্দরী মেয়েটা কে?' জানতে চাইলেন স্যাবর। 'টিকেট ব্যারিয়ারের ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে?'

'আমাদেরই একজন। রূপা। রুবলকে দেখলে ও হয়তো চিনতে পারবে…'

ব্যারিয়ারের অপর প্রান্তে ঠায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে রূপা। কোন রকম রাখ-ঢাক না করে সরাসরি লাইনে দাঁড়ানো আরোহীদের দিকে তাকিয়ে আছে ও, যেন দেখা করার কথা ঠিক হয়ে আছে এমন কারও জন্যে অপেক্ষা করছে। মেকআপ সম্পর্কে ট্রেনিং আছে ওর, অভিজ্ঞতা থেকে জানে, একজন লোক কত সহজে তার চেহারা বদলে ফেলতে পারে। আরোহীদের দৈর্ঘ্য আর গড়নের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ও। মাঝারি আকারের শক্তিশালী কাঠামোর একজন লোককে খুঁজছে। গোঁফ, দাড়ি, পোশাক, বয়স ইত্যাদি সব ভুলে যাও—নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ও—এমন সব জিনিসের ওপর নজর দাও যেগুলো সহজে বদলানো যায় না। একজন সিকিউরিটি অফিসার অলস ভঙ্গিতে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। সিগারেট ধরাবার সময় হাতের পিছন থেকে নিচু গলায় বলল, 'সিকিউরিটি। কর্নেল মেঙ্গার পাঠিয়েছেন আমাকে। যাকে খুঁজছেন তাকে যদি চিনতে পেরে থাকেন, বলুন আমাকে। কিংবা কাউকে যদি শুধু সন্দেহ হয়ে থাকে, তাও বলুন। আবার তার দিকে তাকাবেন না…'

'আমাকে শেখাতে হবে না,' চাপা গলায় উষ্মা প্রকাশ করল রূপা।

'দুঃখিত। আরেকটা কথা, তাকে দেখিয়ে দিয়েই আমার কাছ থেকে সরে যাবেন, গোলাগুলি হতে পারে…'

রুমালের আড়াল থেকে গম্ভীর গলায় উত্তর দিল রূপা, 'সাবধান করে দেবার জন্যে ধন্যবাদ।' নতুন আরোহীদের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায়নি ও।

নিজের ফার্স্ট-ক্লাস কোচের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে এখনও সেই কালো টোব্যাকো পাইপটা টানছে জর্জ স্যান্ডো। অদ্ভুত একটা বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা গেল তার অভ্যাসে, কিন্তু তাকে যারা ভাল করে চেনে শুধু তারাই ব্যাপারটা ধরতে পারবে।

টিকেট ব্যারিয়ারের কাছে দাঁড়ানো নতুন আরোহীদের দিকে তাকিয়ে আছে জর্জ স্যান্ডো। টোব্যাকো পাইপটা সাধারণত তার মুখের বাঁ দিকে দেখা যায়, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ডান দিকে। তার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে ট্রেনের একটা দরজা খুলে গেল, প্ল্যাটফর্মে নেমে এল রানা। ফাঁকা একটা জায়গায় পজিশন নিল ও, যেখান থেকে কাভার দেয়া যায় রূপাকে। ওভারকোটের পকেটে ঢোকানো ডান হাতে ধরে আছে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তলটা।

ব্যারিয়ারের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল নতুন আরোহীরা। দু'দিকে দাঁড়ানো সিকিউরিটি অফিসাররা অস্থিরতা বোধ করছে। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে প্রত্যেকের পাসপোর্ট আর টিকেট। আলাদা ব্যারিয়ার দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে পোর্টাররাও। প্রত্যেককে ট্রলি নিয়ে থামতে হলো অ্যালসেশিয়ান কুকুরের সামনে। ঠিক এই সময় একটা ফার্নিচার ভ্যান দ্রুত গতিতে ছুটে এল লিম্মাট নদীর তীর ঘেঁষে। রিস্টওয়াচ দেখল ড্রাইভার। সামনে বাঁক ও ব্রিজ। ব্রিজে উঠে এল ভ্যান। স্পীড বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। সোজা হপ্টবাহানহফের দিকে ছুটল ভ্যান।

'এখন পর্যন্ত কিছু ঘটল না,' বিড় বিড় করে বললেন স্যাবর।

তাঁর সহকারী এইমাত্র ওয়াকি-টকিতে একটা মেসেজ রিসিভ করতে শুরু করেছে। 'হোয়াট! মাই গড! তুমি শিওর? যোগাযোগ করো বার্নের সাথে, চেক করো। টপ প্রায়োরিটি!'

দ্রুত এগিয়ে এলেন কর্নেল মেঙ্গার।

'কি ব্যাপার?' শান্ত গলায় জানতে চাইলেন স্যাবর।

'এইমাত্র মার্সিডিজে চড়ে একজন আরোহী এসেছে,' বলল সহকারী। 'সোভিয়েট দূতাবাসের গাড়ি···ওই যে আসছে লোকটা···'

দৃঢ় সামরিক ভঙ্গিতে দ্রুত হেঁটে এল দীর্ঘকায় লোকটা। পিঠটা খাড়া, চোখ দুটো সতর্ক, প্রশস্ত বুক, মাথাটা পিছন দিকে একটু হেলে আছে। পরনে ফার কোট, মাথায় হ্যাট। তার পিছন থেকে স্যাবরের একজন লোক নিজের মাথার হ্যাটটা নামিয়ে সতর্ক হবার সিগন্যাল দিল চীফকে। লাইনে না দাঁড়িয়ে সোজা টিকেট কালেক্টরের সামনে এসে দাঁড়াল রাশান লোকটা।

'ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে বলো তো!' হিস হিস করে উঠল কর্নেল মেঙ্গারের কণ্ঠস্বর।

'ভাল ঠেকছে না আমার,' চাপা গলায় বললেন স্যাবর।

'সাবধান, নিশ্চয়ই কিছু ঘটতে যাচ্ছে…'

ডিপ্লোম্যাটিক গাড়ির আরোহী তার পাসপোর্ট বের করে দিল। ঝুঁকে পড়ে দেখল সেটা কয়েকজন অফিসার। একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল সবার মধ্যে। কি নিয়ে যেন মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। একজন সিকিউরিটি অফিসার ভিড়ের ভেতর থেকে চুপিসাড়ে বেরিয়ে এল। চেহারায় উত্তেজনা নিয়ে কর্নেল স্যাবরের সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'কি করব আমরা, স্যার? ভদ্রলোকের কাছে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট রয়েছে। বার্নের সোভিয়েট দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে। ক্যাপ্টেন বরিস ভলকভ…'

'কে?' আঁতকে উঠলেন কর্নেল মেঙ্গার। 'বরিস ভলকভ! গড অলমাইটি, রক্ষে করো! ও তো ট্রেনিং পাওয়া সেরা খুনীদের একজন! ডিপ্লোম্যাটিক কেন, স্বর্গ থেকে ফেরেশতার দেয়া পাসপোর্ট থাকলেও বাধা দিতে হবে ওকে। অজুহাত দেখিয়ে ব্যারিয়ারের কাছে ঠেকিয়ে রাখো…' স্টেশনের সামনে প্রচণ্ড সংঘর্ষের আওয়াজ হলো, থমকে গেলেন তিনি।

স্টেশনের বাইরে প্রকাণ্ড ফার্নিচার ভ্যানটা রাস্তা থেকে ফুটপাথের ওপর উঠে পড়েছে। ভ্যানের ক্যাবে বসা ড্রাইভার টেইল-বোর্ডের সাথে জড়ানো কেবলটা খুলে দিল। সাথে সাথে ফুটপাথে দাঁড়ানো পথিকদের গায়ের ওপর হুড়মুড় করে পড়ল কাঠের ভারী আসবাবগুলো। আসবাবের নিচে চাপা পড়া নারী-পুরুষ-শিশুদের আর্তচিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল আশপাশের সবাই। একটা ওয়ারড্রোবের নিচ থেকে বেরিয়ে এল মেয়েলি একটা হাত, কয়েক সেকেন্ড নড়ল সেটা, তারপর স্থির হয়ে গেল। স্টেশনের ভেতর থেকে প্রায় সবাই তাকিয়ে আছে অকুস্থলের দিকে। শুধু রানা আর রূপা, কয়েকজন সিকিউরিটি আর পাসপোর্ট কন্ট্রোলের অফিসার কোন দিকে না তাকিয়ে যার যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেন বরিস ভলকভের ছদ্মবেশধারী লোকটা, অটো, গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারিয়ারের সামনে। অফিসাররা আরও ভাল করে পরীক্ষা করছে তার পাসপোর্ট।

দ্বিতীয় ব্যারিয়ারের ভেতর দিয়ে এগোল একজন পোর্টার। মাঝারি আকারের লোক, খাঁটামোটা শক্তিশালী। অ্যালসেশিয়ান কুকুর তার ট্রলি পরীক্ষা করে বিস্ফোরক বা ওই ধরনের কিছু পায়নি। ক্যাপটা কপালের দিকে নেমে এসেছে পোর্টারের, মুখের বেশির ভাগটাই দেখা গেল না। প্ল্যাটফর্ম ধরে এগোল সে, ট্রলিটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। জর্জ স্যান্ডোর পাশ দিয়ে যাবার সময় আড়চোখে তার দিকে তাকাল পোর্টার, কিন্তু ঠিক ওই সময় স্টেশনের বাইরে তাকিয়ে দুর্ঘটনাটা চাক্ষুষ করছে জর্জ স্যান্ডো।

'আমার কাছে এটা ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট, দেখেও চিনতে পারছেন না?' জার্মান ভাষায় উত্তেজিত গলায় চিৎকার করছে অটো। 'আমি সোভিয়েট দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে! আমাকে অকারণে দেরি করিয়ে দিলে তার পরিণাম ভাল হবে না। আমার দূতাবাস…'

তার পাসপোর্টটা নিয়ে এগিয়ে এল একজন অফিসার। সোজা কর্নেল

মেঙ্গারের সামনে এসে দাঁড়াল সে, পাসপোর্টটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখে তো স্যার এটাকে জেনুইন বলেই মনে হচ্ছে…'

'ওটা সোনা দিয়ে তৈরি হলেও কিছু আসে যায় না,' প্রচণ্ড রাগে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল কর্নেল মেঙ্গারের। 'এক্সপ্রেসে ওকে উঠতে দেয়া হবে না। যাও, গিয়ে বলো, সন্দেহ হচ্ছে পাসপোর্টটা জাল। বলো, বার্নের সাথে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা চেক করা হচ্ছে।'

স্যাবরের দিকে তাকালেন তিনি। 'বার্নের সাথে যোগাযোগ পেতে অবিশ্বাস্য সময় লাগলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। রিপোর্ট আসতে আসতে স্টেশন ছেড়ে চলে যাবে আটলান্টিক এক্সপ্রেস…'

'হঠাৎ নরক গুলজার হয়ে উঠল কেন?' ফার্নিচার ভ্যানের দিকে ছুটছে সহকারী, সেদিকে তাকিয়ে বললেন স্যাবর। 'কোন কিছু থেকে আমাদের দৃষ্টি সরাবার জন্যে নয় তো?'

'নিশ্চয়ই ভলকভকে ট্রেনে ওঠার সুযোগ করে দেবার জন্যে,' বললেন কর্নেল মেঙ্গার। পরমুহূর্তে ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। 'উঁহুঁ, তা হতে পারে না। এই লোক ভলকভ হলে নিজের নাম ব্যবহার করত না। ব্যাপারটার মধ্যে কি যেন একটা রহস্য আছে, কিছুই বুঝতে পারছি না…'

স্টেশনের সামনে মহা গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। চারদিক থেকে ছুটে আসছে কৌতূহলী মানুষ। ফার্নিচারের নিচে এখনও চাপা পড়ে রয়েছে লোকজন, তাদের আর্তনাদের সাথে দর্শকদের চেঁচামেচি আর পুলিস-কারের হর্নের আওয়াজ মিলেমিশে নরক গুলজার। বিকট শব্দে ছুটে এল একটা অ্যাম্বুলেন্স, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে ভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। ভ্যানের ড্রাইভার আর তার সঙ্গী ভ্যানটাকে ফুটপাথে তুলে দিয়েই নেমে পড়েছে, ভিড় ঠেলে ছুটে পালাবার সময় পকেট থেকে পিস্তল বের করল দু'জনেই। পথ করে নেবার জন্যে ফাঁকা গুলি করল কয়েক রাউন্ড। লোকজন আতঙ্কে যে যেদিকে পারছে ছুটছে। স্টেশনের উঁচু সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে একজন পুলিস অফিসার দৃশ্যটা দেখে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল। হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে ড্রাইভারের দিকে তাক করল সে। পিঠে লেটের ধাক্কা খেয়ে রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল ড্রাইভার। দুই সেকেন্ড পর তার সহকারীও হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার পাশে।

স্টেশনের ভেতর এখনও সোভিয়েট মিলিটারি অ্যাটাশের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে অটো। ছুটে এসে কর্নেল মেঙ্গারের হাত থেকে পাসপোর্টটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল সে। চিৎকার করে বলল, 'এর জন্যে ভুগতে হবে আপনাদের! সোভিয়েট দূতাবাসের কাছে আপনাদের আমি মাফ চাইয়ে তবে ছাড়ব…'

চরকির মত আধপাক ঘুরে হন হন করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল অটো। বাইরে মার্সিডিজ নিয়ে অপেক্ষা করছে নিকেল। পিছনের দরজা খুলে উঠে বসল অটো, সাথে সাথে স্টার্ট দেয়া গাড়ি ছেড়ে দিল নিকেল।

অকুস্থল থেকে ফিরে এল কর্নেল স্যাবরের সহকারী। ফার্নিচার ভ্যান অ্যাক্সিডেন্টের রিপোর্ট দেবার জন্যে মুখ খুলবে, এই সময় তাঁর হাত থেকে

ওয়াকি-টকিটা কেড়ে নিলেন কর্নেল মেঙ্গার। দ্রুত নির্দেশ পাঠাতে শুরু করলেন তিনি। এখন তাঁর ভাষা ও গলার আওয়াজ দৃঢ় আর শান্ত।

'প্রাইভেট কার এবং ভ্যান নিয়ে মার্সিডিজকে অনুসরণ করো। কিন্তু বাধা দেবার দরকার নেই। সমস্ত রেডিও-ডিটেকটর ভ্যানের জন্যেও এই নির্দেশ।'

স্যাবরের সহকারীকে-ওয়াকি-টকি ফিরিয়ে দিলেন কর্নেল মেঙ্গার।

রিস্টওয়াচ দেখলেন কর্নেল স্যাবর। 'আর তো···'

'হ্যাঁ,' বললেন কর্নেল মেঙ্গার। 'সময় নেই। আমি চললাম। এদিকে কি করতে হবে না হবে তুমি তো জানো।'

মার্সিডিজকে কোন গাড়ি অনুসরণ করছে না দেখে স্বস্তি বোধ করল অটো আর নিকেল। ওদের সামনে একটা লন্ড্রি ভ্যান রয়েছে, কিন্তু সেটাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। কিন্তু ওই লন্ড্রি ভ্যান থেকেই রেডিও-টেলিফোন ব্যবহার করে পুলিসের গাড়িগুলোকে মার্সিডিজের গতিপথ জানিয়ে দেয়া হলো।

লিনডেনগাস ভিলায় ফিরে এল অটো আর নিকেল। হলঘরে ঢুকল ওরা, ইলার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সোজা উঠে গেল দোতলার একটা কামরায়। টেলিভিশনের ভেতর থেকে একটা ট্র্যান্সমিটার বের করে আগেই তৈরি করে রাখা মেসেজটা পাঠাতে শুরু করল নিকেল।

জুরিখবার্গে মোবাইল ক্যারাভ্যানে বসে মেসেজটা রিসিভ করল প্রফেসর উডসেন। মেসেজটা মস্কোয় পাঠাতে হবে। কর্নেল রুবল যে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে পৌঁছেচে, এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে যাচ্ছে সে-বিষয়ে বিস্তারিত খবর দেয়া হয়েছে মেসেজে।

দশ মিনিটের মধ্যে পাহাড়ের ওপর, জুরিখবার্গে পৌঁছুল দুটো রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান। প্রখ্যাত মিটিওরোলজিস্ট প্রফেসর উডসেন মস্কোয় মেসেজটা পাঠানো শেষ করেছে, এই সময় নক হলো দরজায়। দরজা খুলেই সামনে সিকিউরিটি অফিসারের ইউনিফর্ম আর পিস্তল দেখতে পেল সে। কোনরকম বাধা দেবার চেষ্টা না করে গ্রেফতার হলো প্রফেসর।

জুরিখ হপ্টবাহানহফ থেকে বাজল হয়ে পশ্চিম জার্মানীর উদ্দেশে আবার রওনা হলো আটলান্টিক এক্সপ্রেস কাঁটায় কাঁটায় দু'হাজার তিনশো ঘণ্টায়। প্রায় প্রতিটি কোচেই নতুন মুখ দেখা গেল, এরা সবাই জুরিখ থেকে উঠেছে ট্রেনে। মিলান থেকে ওঠা আরোহীদের মুখে কথার খই ফুটছে, পথে কি কি ঘটেছে সেই গল্প শোনাচ্ছে তারা। জানালা দিয়ে মাথা বের করে এখনও বাইরে তাকিয়ে আছে জর্জ স্যান্ডো। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে আসছে ট্রেন, এই সময় হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটা খালি ট্রলির ওপর। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের কোথাও কোন পোর্টারকে দেখল না সে। জানালাটা বন্ধ করে দেবার সময় মুখের চেহারা কঠোর হয়ে উঠল তার। করিডরের দিকের প্রায় সব জানালাই বন্ধ করে রেখেছে আরোহীরা। রাত তো আর কম হয়নি। নিজের ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল জর্জ স্যান্ডো। দেখল, কোণের একটা সিঙ্গেল সোফায় একজন লোক বসে রয়েছে। লোকটার দিকে পিছন

ফিরল স্যান্ডো, বন্ধ করে দিল দরজাটা। তারপর এগিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। হাতের পাইপটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে।

'কেমন আছেন, বস্?'

'বসো, নিকোলাস,' বলল রানা। 'সিরিয়াস অবস্থা, এখন আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে।'

'জ্বী,' বলল স্যান্ডো। 'কর্নেল রুবল ট্রেনে উঠেছে!'

দশ

নিকোলাস লয়েড ওরফে জর্জ স্যান্ডো রানা এজেন্সীর অত্যন্ত যোগ্য ও বিশ্বস্ত একজন অপারেটর। বছর কয়েক আগে সোভিয়েট মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে অনুপ্রবেশ করার পরামর্শটা রানাই তাকে দিয়েছিল। কর্নেল রুবল যে এথেন্সের সোভিয়েট দূতাবাসে ছদ্ম পরিচয়ে কাজ করছে, এ-তথ্যটাও লয়েড রানার কাছ থেকে পায়। কিভাবে অনুপ্রবেশ করতে হবে সে-ব্যাপারে রানা একটা প্ল্যান তৈরি করে দিয়েছিল, লয়েড সেটা সাফল্যের সাথে কাজে লাগায়।

ঠিক হয়, রুবলের বিশ্বাস অর্জনের জন্যে কয়েকটা লাশের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ লয়েডকে কয়েকটা খুন করে প্রমাণ করতে হবে যে সে একজন সাচ্চা কম্যুনিস্ট।

এক এক করে তিনটে ঘটনা সাজায় লয়েড।

ঠিক হয়, প্রথম ঘটনায় মারা যাবে এথেন্সের প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের একজন মালিক। ভদ্রলোক বৃদ্ধ, অবসর নেবার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। তাঁর সাথে রানার অনেক দিনের হৃদ্যতা। একজন কম্যুনিস্ট-বিরোধী হিসেবে সারা দেশে তাঁর সুনাম দুর্নাম দুটোই আছে। প্রস্তাবটা তাঁকে রানাই দিল। ভদ্রলোক রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন। তাঁর রাজি হবার আরেকটা কারণ, বেশ কিছুদিন থেকে আশঙ্কা করছিলেন তিনি, সোভিয়েট গুপ্তচরেরা যে-কোন মুহূর্তে তাঁর প্রাণ সংহারের চেষ্টা করতে পারে। তাঁর এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না। মাত্র কিছুদিন আগে তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। যদিও কে বা কারা বোমাটা ছুঁড়েছিল তা জানা যায়নি। কিন্তু বৃদ্ধ সম্পাদক ধরেই নিয়েছিলেন, কাজটা সোভিয়েট গুপ্তচরদেরই। বিয়ে থা করেননি, বন্ধনহীন জীবন, রানার প্রস্তাব মেনে নিয়ে উপকূল ছাড়িয়ে দূর এক দ্বীপে জীবনের বাকি সময়টা কাটাবার জন্যে চলে গেলেন তিনি। তিনি চলে যাবার দিনই খবরের কাগজে খবর বেরুল, সম্পাদক ভদ্রলোক নিহত হয়েছেন। তাঁর গাড়িটা পাওয়া গেল একটা খাদের নিচে। কিন্তু লাশ পাওয়া গেল না। সাংবাদিক ও পুলিস জানাল, ঝড়ের মধ্যে পড়ে লাশটা ভেসে গেছে সাগরে।

পরের ঘটনা দুটোও প্রায় একই ভাবে সাজানো হলো। তবে, দ্বিতীয়

ঘটনায় নিহত ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেল। যদিও সনাক্তকরণের কোন উপায় ছিল না, গাড়ির ভেতর আগুন ধরে যাওয়ায় লাশটা পুড়ে গিয়েছিল। লাশটা লয়েড হাসপাতালের মর্গ থেকে চুরি করেছিল। কিন্তু সবাই জানল, এথেন্সের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি খুন হলেন। তৃতীয় ঘটনায় যিনি নিহত হলেন তিনি একজন প্রাক্তন সিকিউরিটি চীফ। এই ভদ্রলোকেরও অবসর গ্রহণের সময় হয়ে এসেছিল। একটা প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন তিনি। তদন্তে জানা গেল প্লেনে বোমা ছিল, সেটাই দুর্ঘটনার কারণ। ধ্বংসাবশেষ বা লাশ কিছুই পাওয়া যায়নি, কারণ প্লেনটা বিস্ফোরিত হয়ে মাঝ-দরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আসলে প্লেনটা অ্যাক্সিডেন্টই করেনি, নিরাপদে ফিরে গিয়েছিল ঘাঁটিতে।

তিনজন 'নিহত' ব্যক্তিই এখন সেই নির্জন দ্বীপে বসবাস করছেন। বলাই বাহুল্য, সমস্ত আয়োজনের পিছনে গ্রীক সরকারের নেপথ্য সহযোগিতা পেয়েছিল রানা এজেন্সী, তা না হলে লয়েডের কাভার এমন নিশ্ছিদ্র হতে পারত না।

আঙ্কেলকে উদ্ধার করার জন্যে কানাডা, মন্ট্রিল ত্যাগ করার আগে রানাই টেলিগ্রাম করে মিলানে আসতে বলেছিল লয়েডকে। মিলানে পৌঁছে টেলিফোনে কর্নেল রুবলের সাথে যোগাযোগ করে লয়েড। রুবল তাকে চিয়াসসো স্টেশন থেকে আটলান্টিক এক্সপ্রেসে চড়ার নির্দেশ দিয়ে বলে সুযোগ পেলেই খুন করতে হবে জেনারেল তুর্গেনিভকে।

'রুবল এখনও ভরসা করছে আমার ওপর,' মুচকি একটু হেসে রানাকে বলল লয়েড।

'তুমি জানলে কিভাবে এইমাত্র ট্রেনে উঠেছে সে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার ওপর নির্দেশ ছিল, ট্রেন জুরিখে পৌঁছুলে সিগন্যাল দিয়ে জানাতে হবে জেনারেল বেঁচে আছেন কিনা,' বলল লয়েড। 'সহজ একটা সিগন্যাল—মুখের ডান দিকে ধরে রাখতে হবে টোব্যাকো পাইপটা...'

'উঠতে দেখেছ তাকে? কোন্ কোচে উঠেছে...'

'তাকে তো আমি চিনিই না, বস্!' বলল লয়েড। 'জানালা থেকে প্রত্যেকটা নতুন আরোহীকে দেখেছি আমি—কেউ আমার দিকে বিশেষ ভাবে তাকায়নি...তবে...'

'কি ব্যাপার, লয়েড?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'ট্রেন ছেড়ে দেবার পর প্ল্যাটফর্মে একটা খালি ট্রলি পড়ে থাকতে দেখেছি আমি। আমার সন্দেহ, পোর্টারের ছদ্মবেশ নিয়ে ব্যারিয়ার পেরিয়ে এসে ট্রেনে উঠেছে রুবল। একজন পোর্টার কখনোই তার ট্রলি প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে যাবে না।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে আবার তার ছদ্মবেশ বদল করে নিয়েছে। নতুন আরোহী তো আর দু'চারজন ওঠেনি, তাদের মধ্যে থেকে তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব ব্যাপার।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। 'যাই হোক, এরপর কি কি করব আমি? দেখলাম, পাশের কম্পার্টমেন্টে সুফিয়াও উঠেছে...'

'তোমরা দু'জনেই আন্ডার কাভারে থাকো,' বলল রানা। 'কেন যেন

মনে হচ্ছে, জেনারেলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে নাটকীয় কোন পদক্ষেপ নিতে হতে পারে আমাকে, তখন হয়তো তোমাদেরকে আমার দরকার হবে।' থামল রানা, একটা সিগারেট ধরাল। হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছে ও। 'লয়েড,' মৃদু কিন্তু গম্ভীর গলায় ডাকল ও।

'ইয়েস, বস্!' রানার চেহারা ও গলার আওয়াজ বদলে যেতে দেখে ঘাবড়ে গেছে লয়েড।

'আমার অনুমতি না নিয়ে তুমি মস্ত একটা অন্যায় করেছ,' বলল রানা। 'তোমার কাছ থেকে এ-ধরনের আচরণ আমি আশা করিনি।'

বিমূঢ় দেখাল লয়েডকে। 'এ আপনি কি বলছেন? আমি অন্যায় করেছি? আপনার অনুমতি না নিয়ে···আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না···'

'তুষার-ধসের সময় ট্রেন যখন থেমেছিল, দু'জন লোককে ট্রেন থেকে গুলি করোনি তুমি?' কঠিন সুরে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ করেছি, কিন্তু ওরা আমাদের শত্রু···'

'না!' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'ওখানেই ভুল করেছ তুমি। ওরা আমাদের শত্রুও নয়, বন্ধুও নয়—অন্তত এই অ্যাসাইনমেন্টে নয়। মানবতার খাতিরে এবং নিজেদের জন্যে কিছু সুবিধে আদায়ের স্বার্থে জেনারেল তুর্গেনিভকে আমরা পালিয়ে আসতে সাহায্য করছি মাত্র, এর মধ্যে কারও সাথে শত্রুতার কোন ব্যাপার নেই। যাদের সাথে হাত মিলিয়ে জেনারেলকে সাহায্য করছি আমরা, তারাও আমাদের বন্ধু নয়—অন্তত আমাদের বিপদের সময় নয়। কথাটা ভুলো না। এরপর আমার হুকুম ছাড়া খুন করার জন্যে কাউকে গুলি কোরো না।'

'ভুল করেছি, বস্, আমি বুঝতে পারিনি—আমি ঠিক···'

'আমার হুকুম কর্নেল রুবল সম্পর্কেও প্রযোজ্য,' বলল রানা। 'যদি দেখো সে কাউকে খুন করতে যাচ্ছে শুধু তখনই তাকে গুলি করবে তুমি, তাও খুন করার জন্যে নয়, আহত করার জন্যে। মনে থাকবে?'

'থাকবে, বস্।'

লুগানো থেকে ম্যাট রাইকিন নামে একজন আমেরিকানের জন্যে রিজার্ভ করা হয়েছে একটা সিঙ্গেল স্লিপার কম্পার্টমেন্ট। জুরিখ থেকে কম্পার্টমেন্টে উঠেই কর্নেল রুবল তার পোর্টারের ইউনিফর্ম, ক্যাপ, জুতো ইত্যাদি খুলে ফেলে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে জানালা গলিয়ে একটা নালায় ফেলে দিল সেটা। নতুন পোশাক পরে ম্যাট রাইকিন সাজতে তিন মিনিটের বেশি লাগল না তার। চেক স্পোর্ট শার্ট, আর আমেরিকান কাট স্ল্যাকস পরল সে। এখন তার মাথায় একটাও চুল নেই, চারশো একান্ন নম্বর ভিলায় থাকতেই সেটা কামিয়ে দিয়েছে ইলা। শিঙের তৈরি চশমাটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়াল সে। পুলওভারটা চড়িয়ে নিল গায়ে। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে একটা সিগারেট ধরাল। র‍্যাকে ঝোলানো কোটের পকেট থেকে নতুন পাসপোর্টটা বের করে দেখে নিল আরেকবার। পাসপোর্টের ছবির সাথে তার চেহারা মিলে যাচ্ছে। এখন

সে ম্যাট রাইকিন, বোস্টনের একজন পেইন্টিং ডিলার।

নক হলো দরজায়। সবজান্তার মত ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল রুবল আপন মনে। তারপর দরজা খুলে দিল। কম্পার্টমেন্টে ঢুকল একজন। স্লিপিং-কার অ্যাটেনড্যান্ট। 'আপনি, স্যার?' জানতে চাইল লোকটা। 'এই কম্পার্টমেন্টে মি. ম্যাট রাইকিন নামে এক ভদ্রলোকের ওঠার কথা ছিল লুগানো থেকে...'

অ্যাটেনড্যান্টকে বাধা দিয়ে বিশুদ্ধ আমেরিকান উচ্চারণে রুবল বলল, 'আমিই ম্যাট রাইকিন! অন্য একটা ট্রেন ধরে গতকাল জুরিখে পৌঁছেছিলাম—শিডিউলের গোলমাল আর কি!'

পাসপোর্ট আর টিকেট চেক করল অ্যাটেনড্যান্ট। ইতোমধ্যে তার পিছনে একজন সুইস পাসপোর্ট কন্ট্রোলের অফিসার এসে দাঁড়িয়েছে। অ্যাটেনড্যান্টের হাত থেকে পাসপোর্টটা নিয়ে পরীক্ষা করল সে। রুবল লক্ষ করল, অফিসার তার নাম ও পাসপোর্ট নাম্বার টুকে নিল। মুখ তুলে রুবলের দিকে তাকাল সে। 'আপনার বাড়ির ঠিকানা, স্যার?' বেকন হিল, বোস্টনের ঠিকানা দিল রুবল। বিদায় নিয়ে চলে গেল অ্যাটেনড্যান্ট আর পাসপোর্ট অফিসার। দরজা বন্ধ করে দিয়ে জোরে একটা টান দিল রুবল সিগারেটে। আগেই সন্দেহ করেছিল সে, নতুন আরোহীদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে প্রত্যেকের বাড়ির ঠিকানায় খোঁজ নেবার ব্যবস্থা করবে মাসুদ রানা। তার মানে, একটু পরই তার সম্পর্কে খবর চাওয়া হবে এফ.বি.আই-এর কাছে।

আপনমনে মুচকি একটু হাসল কর্নেল রুবল।

জর্জ স্যান্ডো ওরফে নিকোলাস লয়েডের কম্পার্টমেন্ট থেকে ফেরার সময় ঠিক করল রানা, প্রত্যেকটি নতুন আরোহী সম্পর্কে সম্ভাব্য সমস্ত খোঁজ নিতে হবে। বিশ মিনিটের মধ্যে নতুন আরোহীদের একটা তালিকা পেয়ে গেল ও। এদের মধ্যে সবচেয়ে দূরের লোক হলো ম্যাট রাইকিন। ঠিক হলো, তার ব্যাপারটাই সবার আগে চেক করা হবে। সাথে সাথে কমিউনিকেশন কম্পার্টমেন্ট থেকে প্যারিসে, ইন্টারপোল হেডকোয়ার্টারে ম্যাট রাইকিন সম্পর্কে তথ্য চেয়ে পাঠানো হলো। কর্নেল স্যাবরের অনুরোধে একজন স্টাফ রাত জেগে অপেক্ষা করছিল ওখানে। প্যারিস থেকে সাথে সাথে অনুরোধ পাঠানো হলো এফ.বি.আই সদর দফতর ওয়াশিংটনে। মার্কিন রাজধানীতে তখন স্থানীয় সময় ভোর পাঁচটা পনেরো। ওখান থেকে একটা টেলিফোন গেল এফ.বি.আই-এর বোস্টন শাখায়। কালবিলম্ব না করে দু'জন এজেন্ট বেরিয়ে পড়ল অনুসন্ধানে। ঠিকানা মিলিয়ে ম্যাট রাইকিনের ফ্ল্যাটে এলো তারা। ফ্ল্যাটের দরজায় তালা ঝুলছে দেখেও ক্ষান্ত হলো না, কারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে-কোন ভাবে ম্যাট রাইকিন সম্পর্কে যা কিছু জানার সব জেনে যেতে হবে। নিজেদের চাবি দিয়ে তালা খুলল তারা। এটা সেটা খুঁজতে খুঁজতে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে এক টুকরো কাগজ পেল তারা, তাতে ম্যাট

রাইকিনের বিদেশ ভ্রমণের শিডিউল লেখা রয়েছে।

'শনিবার আটই জানুয়ারি, জুরিখ; রোববার নয়ই জানুয়ারি, আমস্টারডাম; সোমবার দশই জানুয়ারি, প্যারিস; মঙ্গলবার এগারোই জানুয়ারি, ব্রাসেলস...'

খবরটা পৌঁছে গেল আটলান্টিক এক্সপ্রেসে: 'আটলান্টিক এক্সপ্রেসের ম্যাট রাইকিন নকল চরিত্র নয়।'

প্রয়োজনের সময় ম্যাট রাইকিনের পরিচয়টা কাজে লাগতে পারে ভেবে রুবল তাকে আমেরিকার বোস্টনে চাকরিতে বহাল করেছিল। এই মুহূর্তে আসল ম্যাট রাইকিন অন্য এক পরিচয়ে লাস ভেগাসের একটা হোটেলে আমোদ-ফুর্তি করছে।

বাজল থেকে সাড়ে তিনশো মাইল দূরে সতেরো হাজার টনী সোভিয়েট জাহাজ সাইবেরিয়া সিক্স-নাইন বালটিক থেকে অ্যাঙ্গোলার উদ্দেশে রওনা হলেও হঠাৎ সেটা এখন কোর্স বদল করছে। সাইবেরিয়া সিক্স-নাইন একটা স্পাই শিপ, অত্যাধুনিক সফিসটিকেটেড ইলেকট্রোনিক ডিভাইস রয়েছে এতে। জাহাজের ক্যাপ্টেন তার হোম পোর্ট লেলিনগ্রাড থেকে একটা আর্জেন্ট কোডেড সিগন্যাল পেয়েছে এইমাত্র, তাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, রটারডামের কাছে রাইন নদীর মুখে নোঙর ফেলতে হবে। জাহাজে একজন কমিশার রয়েছে, সে-ও আলাদা একটা সিগন্যাল পেয়েছে এইমাত্র। তার সিগন্যালটা এসেছে সরাসরি মস্কো থেকে।

'রাইন নদীতে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন। 'আবহাওয়ার যা অবস্থা...'

'কয়েকশো সোভিয়েট নাগরিকের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে,' উত্তরে গম্ভীর গলায় বলল কমিশার। 'দরকার হলে চব্বিশ অথবা আটচল্লিশ ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হতে পারে। তারপর আমরা ফুল স্পীডে আবার ফিরে যাব লেলিনগ্রাড।'

'ফুল স্পীডে? এই আবহাওয়ায়? সাগরের অবস্থা দেখেছেন...?'

'ওটা দেখবার দায়িত্ব আপনার,' বলল কমিশার। 'কয়েকশো কী এজেন্টকে জাহাজে তুলে নেবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে আপনাকে। এক সাথে নয়, পাওয়ার বোট নিয়ে দু'জন চারজন করে আসবে তারা—এবং হয়তো ডাচ টর্পেডো-বোটগুলো তাড়া করবে ওগুলোকে।'

'কিন্তু ডাচ টেরিটোরিয়াল ওয়াটারে থাকব আমরা! কোস্টগার্ড পেট্রল যদি জাহাজে উঠতে চায়?'

'ওদেরকে বাধা দেয়া হবে,' বলল কমিশার। 'আমি তো এরই মধ্যে অর্ডার দিয়েছি, মেশিনগানগুলো তৈরি রাখতে হবে।'

'আপনি পাগল হয়েছেন,' বিমূঢ় দেখাল ক্যাপ্টেনকে। 'ডাচ শিপকে লক্ষ্য করে আমরা ফায়ার ওপেন করতে পারি না...'

'যদি দরকার হয়, পারি,' গর্বিত ভঙ্গিতে বলল কমিশার। 'হাজার হোক,

হল্যান্ড একটা পুতুল রাষ্ট্র, ক'টা ট্যাঙ্কই বা তারা নামাতে পারবে?'

মাঝরাত। বাজ্‌লের কাছাকাছি চলে এসেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস।

ডাচ কাউন্টার এসপিওনাজ হেডকোয়ার্টারেও এখন মাঝরাত। চীফ জেনারেল ম্যাক্স পলটন ও তাঁর সহকারী রাত জেগে বসে আছেন অফিসে।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আটলান্টিক এক্সপ্রেস বাজ্‌লে পৌঁছাবে,' বসকে জানাল সহকারী।

'জার্মানী আর ফ্রান্স থেকে যে-সব রিপোর্ট আসছে তার তাৎপর্য এখন বোঝা গেল,' বললেন জেনারেল পলটন। 'সোভিয়েট এজেন্টরা পালাতে শুরু করেছে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, এদিকেই আসছে তারা।'

'ওদিকে খবর এসেছে, কংকাইট গ্রুপও নাকি আমাদের সীমান্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকছে!' চিন্তিত দেখাল সহকারীকে। 'দুটোর মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই তো?'

হঠাৎ ঝন ঝন করে বেজে উঠল লাল টেলিফোনটা। দ্রুত রিসিভার তুলল সহকারী। কোন কথা না বলে অপরপ্রান্তের বক্তব্য শুনে গেল সে। রিসিভার নামিয়ে রেখে চীফকে বলল, 'আমাদের রাডারে এইমাত্র সোভিয়েট জাহাজ সাইবেরিয়া সিক্স-নাইন ধরা পড়েছে। কোর্স বদল করে সোজা রাইন নদীর মুখের দিকে এগিয়ে আসছে ওরা...'

ওয়াল-ম্যাপের দিকে তাকালেন জেনারেল পলটন। পশ্চিম ইউরোপের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'একটা প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে—সোভিয়েট স্পাই শিপ আর আটলান্টিক এক্সপ্রেসের সাথে কিছু একটা সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার। শোনো, আমি আটলান্টিক এক্সপ্রেসে মাসুদ রানার সাথে কথা বলতে চাই—ইমিডিয়েটলি!'

'কিন্তু, স্যার! আটলান্টিক এক্সপ্রেসের সাথে সাইবেরিয়া সিক্স-নাইনের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? ট্রেনটা তো ম্যাসের মুখের কাছেপিঠে দিয়েও যাবে না! রাইনল্যান্ড হয়ে সরাসরি আমস্টারডাম পৌঁছবে!'

'সমস্ত টর্পেডো-বোট পেট্রলকে সতর্ক করে দাও...'

আটলান্টিক এক্সপ্রেস বাজ্‌লে পৌঁছুবার আগেই রেডিও-টেলিফোনে জেনারেল ম্যাক্স পলটনের সাথে কথা হলো রানার। অল্প কথায় অনেক কথা বোঝাতে পারে দু'জনেই, কাজেই আলাপটা ক্ষণস্থায়ী হলো। ওদিকে ট্রেন জুরিখ ছাড়ার পর থেকে একের পর এক সিগন্যাল পাঠিয়ে যাচ্ছে রেডিও অপারেটর ডেডরিক। রানার নির্দেশে বিভিন্ন আবহাওয়া দফতরের সাথে যোগাযোগ করে নতুন রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে সে। সে-সব রিপোর্টের কথা একমাত্র রানা ছাড়া আর কাউকে জানায়নি। একটা সিগন্যাল গেল জার্মান বি.এন.ডি.র চীফ ওয়ালথার ফিচারের কাছে। এই মুহূর্তে বাজ্‌ল ব্যাড বাহানহফে অপেক্ষা করছেন তিনি। বাজ্‌ল ব্যাড বাহানহফ মেইন স্টেশনের আগের একটা স্টেশন, জার্মানগামী সমস্ত ট্রেনে এখান থেকেই পাসপোর্ট কন্ট্রোল আর কাস্টমস্

অফিসাররা ওঠে। সিগন্যালে বলা হলো—'ইউজিন আটলান্টিক এক্সপ্রেসে রয়েছে। প্লীজ, জার্মান মাটিতে ট্রেন প্রবেশ করামাত্র গ্রেফতারের ব্যবস্থা করুন।' সিগন্যালের অর্থ হলো—ইউজিন অর্থাৎ জেনারেল তুর্গেনিভ এখনও বহাল তবিয়তে ট্রেনে আছেন, সুইসদের হাত থেকে তাঁর নিরাপত্তার ভার নিতে হবে।

দু'মিনিট পর বাজল হস্টবাহানহফের ভেতর থামল ট্রেন। নিজের কম্পার্টমেন্টে আলো নিভিয়ে দিয়ে খোলা জানালার সামনে বসল ম্যাট রাইকিন ওরফে কর্নেল রুবল। তার জানালার ঠিক সামনে, প্ল্যাটফর্মের ওপর একটা প্রকাণ্ড খাঁচা দেখা গেল। খাঁচার ভেতর আরোহীরা অপেক্ষা করছে। কাস্টমস্ এদেরকে চেক করেছে, এখন এরা আটলান্টিক এক্সপ্রেসে চড়বে। খাঁচার ভেতর নিজের দু'জন লোককে চিনতে পারল রুবল। বাডি রিমলার ফ্রেঞ্চ পোশাক পরেছে। দ্বিতীয় লোকটা ইউরি গুস্তাফ, নামজাদা খুনীদের মধ্যেও 'তারকা' হিসেবে খ্যাতি আছে তার। গুস্তাফের বৈশিষ্ট্য হলো কোন বাধাকেই সে বাধা বলে মনে করে না। প্রাণ বিপন্ন করে ঝুঁকি নেয় সে, সিকিউরিটি কর্ডন ভেদ করে অকুতোভয়ে এগিয়ে গিয়ে যাকে খুন করার তাকে খুন করে পালিয়ে আসে। এ পর্যন্ত পালিয়ে আসাটা তার জন্যে সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। সবাই যখন ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব, পালিয়ে আসা তখন পানির মত সহজ—অন্তত বেশ কয়েকবার সে তা প্রমাণ করেছে।

ইউরি গুস্তাফ তেমন লম্বা নয়, বুকটা ড্রামের মত, লম্বা চুল কাঁধ ছুঁয়ে আছে। কেন যেন, এত থাকতে তার ওপরই দৃষ্টি আটকে গেল কর্নেল মেঙ্গারের।

'কে লোকটা?' একজন সিকিউরিটি অফিসারকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'একজন ডাচ, নাম স্টোয়েল...'

যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে এক পা নড়লেন না কর্নেল মেঙ্গার। খাঁচাটা মাত্র কয়েক মিটার দূরে, সেদিক থেকে চোখ দুটোও সরালেন না তিনি। আরও ত্রিশ সেকেন্ড গুস্তাফের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মুখ খুললেন। ডাচ ভাষায় সরাসরি প্রশ্ন করলেন গুস্তাফকে, 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনি হল্যান্ডে যাচ্ছেন কেন? আপনার পেশা? সুইজারল্যান্ডে ক'দিন ধরে আছেন?'

ডাচ ভাষায় অক্ষরজ্ঞানও নেই গুস্তাফের। কর্নেল কি বলছেন কিছুই বুঝল না। জার্মান ভাষায় জানতে চাইল, 'আমাকে কিছু বলছেন? আচ্ছা, বলুন তো, কতক্ষণ এই খাঁচার ভেতর বন্দী হয়ে থাকতে হবে আমাদের?'

'রয়েলবেঙ্গল টাইগার যেমন বিড়াল নয়, এই লোকও তেমনি ডাচ নয়,' বিড় বিড় করে বললেন কর্নেল মেঙ্গার।

'কিন্তু ওর ব্রীফকেস চেক করা হয়েছে, কর্নেল,' বলল অফিসার। 'বডিও সার্চ করা হয়েছে—কোন অস্ত্র নেই।'

গুস্তাফের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলালেন কর্নেল মেঙ্গার। 'আপনার জুতো জোড়া খুলুন,' জার্মান ভাষায় নির্দেশ দিলেন তিনি।

আশ্চর্য ধীর ও শান্ত ভঙ্গিতে পিঠ বাঁকা করে ঝুঁকে পড়ল গুস্তাফ। ডান

হাত দিয়ে ডান পায়ের জুতোটা খুলতে শুরু করল। জুতোর গোড়ালি ধরে হঠাৎ টান দিয়েই ভেতর থেকে ছোট একটা পিস্তল বের করে ফেলল সে। দুটো আওয়াজ শোনা গেল গুলির, সাথে সাথে ছিটকে খাঁচার জালের ওপর গিয়ে পড়ল গুস্তাফ। কর্নেল মেঙ্গারের হাতে একটা ব্রাউনিং দেখা গেল, ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও। অন্ধকার কম্পার্টমেন্ট থেকে গোটা দৃশ্যটা দেখল কর্নেল রুবল। তারের জালের ওপর ঝুলছে গুস্তাফ, সরাসরি তাকিয়ে আছে তার চোখে। তারপর ধীরে ধীরে লাশটা পড়ে যেতে শুরু করল।

তখুনি খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে বের করে আনা হলো অন্যান্য আরোহীদের। কোন রকম বিপদের মুখোমুখি না হয়ে ট্রেনে চড়ল বাডি রিমলার। অন্ধকার কম্পার্টমেন্টে একটা সিগারেট ধরাল রুবল। গুস্তাফের মৃত্যু প্রচণ্ড একটা আঘাত হয়ে দেখা দিয়েছে তার জন্যে। লোকটার ওপর বিরাট ভরসা ছিল তার। সিকিউরিটি কর্ডন ভেদ করে ট্রেনের ওপরই জেনারেল তুর্গেনিভকে খুন করার একটা চেষ্টা করত সে। হাতে থাকল এখন শুধু বাডি রিমলার, কিন্তু রিমলার তো আর ট্রেনিং পাওয়া খুনী নয়! আর নিকোলাস লয়েড, যাকে এই প্রথম দেখেছে সে, তার ওপর বেশি ভরসা রাখার কোন মানে হয় না। লোকটা কাজের, কিন্তু এই রকম পরিস্থিতিতে তার বোধহয় করার কিছুই নেই। তা না হলে এখনও সে জেনারেল তুর্গেনিভকে খুন করার কোন চেষ্টা চালায়নি কেন?

বাজল ব্যাড বাহানহফের উদ্দেশে রওনা হলো ট্রেন। কর্নেল মেঙ্গার স্টেশনেই রয়ে গেছেন।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে কর্নেল রুবল। হাতে আর মাত্র একটা প্ল্যান রয়েছে। কংকাইট গ্রুপের সাহায্যে গোটা আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে উড়িয়ে দেয়া। তবেই যদি জেনারেল তুর্গেনিভকে খতম করা যায়। সেটা অবশ্য সব দিক থেকে ভাল হবে। জেনারেলের সাথে তার শুভানুধ্যায়ীরাও খতম হয়ে যাবে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কর্নেল রুবল। জানে, নিরাপদ দূরত্ব থেকে নাইট গ্লাস চোখে নিয়ে ট্রেনের গতিবিধি লক্ষ্য করছে তার লোকেরা। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের সাহায্য কোন কাজে আসবে না। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে উড়িয়ে দেবার প্ল্যানটাকে আরও নিখুঁত করার কাজে মন দিল সে।

এগারো

জার্মানী।

'আরে, আরে—ব্যাপারটা কি! এই দুপুর রাতে কুকুর প্রদর্শনী!' সবিস্ময়ে বলল রূপা। 'তাও রেলওয়ে স্টেশনে!' বাজল ব্যাড বাহানহফে এইমাত্র থামল ট্রেন। তুষার মোড়া প্ল্যাটফর্মের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ও।

দু'একটা নয়, চল্লিশটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডগ-হ্যান্ডলাররা। কুকুরগুলোর গলায় চেইন পরানো রয়েছে, অস্থির হয়ে উঠেছে তারা, হ্যান্ডলারদের টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ট্রেনের দিকে।

'তাই তো! ব্যাপারটা কি বলুন তো?' রূপার পাশ থেকে বলল বেন নেলসন। তিনটে ওয়াগন-লিটের দরজা খুলে দেয়া হলো, কুকুর নিয়ে হ্যান্ডলাররা উঠে পড়ল ট্রেনে।

জেনারেলের পাশের কম্পার্টমেন্টে উঠলেন জার্মান বি.এন.ডি-র চীফ ওয়ালথার ফিচার। রানার সাথে শুধু হ্যান্ডশেক করেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি, ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর সাথে অ্যাডমিরালের পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

হ্যান্ডশেক ও কুশল বিনিময়ের পর অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'ট্রেনে সারমেয় বাহিনী কেন, মি. ফিচার?'

ইঙ্গিতে রানাকে দেখালেন ওয়ালথার ফিচার। 'ওর অনুরোধে।'

'এইমাত্র মাঝরাত পেরিয়েছে,' বলল রানা, 'জার্মানীর ভেতর দিয়ে বেশিরভাগ সময় রাতেই যাবে ট্রেন--তার মানে, ট্রেনে ঘুরঘুর করার সঙ্গত কোন কারণ নেই আরোহীদের। প্রতিটি কোচের করিডরে তিনটে করে কুকুর টহল দেবে। কুকুর দেখলে সহজে কেউ বেরুবে না কম্পার্টমেন্ট থেকে। সাহস করে কেউ যদি বেরোয়, মনে করতে হবে নিশ্চয়ই তার কোন বিশেষ মতলব আছে। ডাচ বর্ডার না পেরোনো পর্যন্ত আরোহীদের গতিবিধির ওপর সম্পূর্ণ কন্ট্রোল রাখতে চাই আমি।'

শুকনো একটু হেসে অ্যাডমিরাল বললেন, 'কথাটা তুমি আমাকে আগেও জানাতে পারতে। সে যাই হোক, আরোহীরা কিন্তু অভিযোগ করতে পারে। অন্তত কিছু আরোহী।'

'অভিযোগ সামলাবার দায়িত্ব আমি নিতে পারব,' বললেন ওয়ালথার ফিচার। 'বলব, সন্দেহ করা হচ্ছে ট্রেনের কোথাও বোমা ফিট করা হয়ে থাকতে পারে, তাই গন্ধ শুঁকে বোমার অস্তিত্ব আবিষ্কারের জন্যে কুকুর আমদানী করা হয়েছে।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমার কোন আপত্তি নেই তো, রানা?'

'নেই,' বলল রানা। 'অনেক দিন পর আজ রাতে আমরা সবাই হয়তো একটু ঘুমাতে পারব।'

'নন-স্লিপার কম্পার্টমেন্টের কিছু আরোহী ল্যাভাটরিতে যেতে চাইবে...' শুরু করলেন অ্যাডমিরাল।

'আমরা তাঁদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, এবং পৌঁছেও দেব---সাথে অবশ্যই একটা করে কুকুর থাকবে...'

প্রচলিত গুজব, পশ্চিমের বেশির ভাগ সন্ত্রাসবাদী দলগুলোকে পরোক্ষভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দিয়ে থাকে সোভিয়েট গোয়েন্দা সংস্থা কে.জি.বি অথবা জি.আর.ইউ। মনে করা হয়, দলগুলোর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হলো পুব

জার্মানী। সন্ত্রাসবাদী কংকাইট গ্রুপ সম্পর্কেও এই গুজব শোনা যায়।

রলফ কংকাইট একজন আর্মেনিয়ান। পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড শরীরের অধিকারী সে। তার দলে যারা কাজ করে তারা সবাই যমের মত ভয় করে তাকে। দলটা হল্যান্ডে ঢুকতে যাবে, এই সময় জুরিখের হোটেল সুইজারহফ থেকে পাঠানো কর্নেল রুবলের একটা মেসেজ পেল রলফ কংকাইট—'আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্যে প্ল্যান তৈরি করো···নতুন সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা করো···'

আমস্টারডাম। কংকাইট গ্রুপের নতুন হেডকোয়ার্টার।

ওয়্যারহাউসের ভেতর মস্ত একটা বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে দলটা। ছোট একটা কামরায় পায়চারি করছে কংকাইট, তার একজন সহকারী কথা বলছে টেলিফোনে। রিসিভার নামিয়ে রেখে লীডারের দিকে তাকাল সে। বলল, 'ওরা আশা করছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস সকাল দশটায় এখানে এসে পৌঁছবে।'

পায়চারি থামিয়ে কংকাইট বলল, 'গুড। তেরেসাকে পাঠিয়ে দিয়ে রেডিও-অপারেটরের সাথে নিচের তলায় থাকো তুমি—যতক্ষণ না আবার ডাকি আমি।'

একটু পরই মেয়েটা ঢুকল কামরায়। মাত্র বছর বিশেক বয়স তেরেসার, দেখতে ভাল।

'আমাদেরকে যদি অ্যাকশনে যেতে হয়, সব রেডি তো?' জানতে চাইল কংকাইট।

'সব রেডি,' বলল তেরেসা। 'প্রথম কাজ আটলান্টিক এক্সপ্রেসের গতিপথ বদল করা, যাতে বেলজিয়ামের ভেতর দিয়ে যেতে বাধ্য হয়; অর্থাৎ ম্যাস ব্রিজ পেরোতে বাধ্য হয়। এই কাজের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।'

'আবার ব্যাখ্যা করো,' একটা চেয়ারে বসে চোখ বুজল কংকাইট।

'চারজন লোককে বিস্ফোরক সহ পিছনে, উইলিচে রেখে আসা হয়েছে, ডুসেলডর্ফের উত্তরে রেলওয়ে লাইন উড়িয়ে দেবে ওরা। তার মানে কোলনে পৌঁছে ট্রেনের পথ বদল করতে হবে ওদেরকে, ব্রাসেলস্ হয়ে যেতে হবে···এর পর ম্যাস ব্রিজ হয়ে আমস্টারডামের দিকে যাবে ট্রেন।'

'আর মেইন গ্রুপটা?'

'ইতিমধ্যেই ডোরডরেচে পৌঁছে গেছে,' বলল তেরেসা। 'জায়গাটা ম্যাস ব্রিজের কাছে। ওদের সাথে প্রচুর বিস্ফোরক রয়েছে, তিনটে ব্রিজকে উড়িয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। গোটা আটলান্টিক এক্সপ্রেস পড়ে যাবে নদীতে। অবশ্যই আস্ত অবস্থায় নয়।'

'এখন তাহলে শেষ সিগন্যালটার জন্যে অপেক্ষা!' অনেকটা আপনমনেই কথাটা বলল কংকাইট।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জার্মানীর ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। ট্রেনের

সামনে থেকে ধীর পায়ে পিছনের ওয়াগন-লিটে ফিরে আসছে রূপা, চেহারায় চরম ক্লান্তির ছাপ, মনেও এতটুকু শান্তি নেই। সবার সামনে বড় মুখ করে বলেছিল সে, কর্নেল রুবল ট্রেনে উঠলে তাকে সে চিনতে পারবে। কর্নেল রুবল ট্রেনে ঠিকই উঠেছে, কিন্তু সে তাকে চিনতে পারেনি। আরোহীদের ওপর আরেকবার চোখ বুলাবার জন্যে বেরিয়েছিল সে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে আবার। পরবর্তী ওয়াগন-লিটে ঢোকার সময় জুরিখ থেকে ওঠা একজন আরোহীকে তার নিজের কম্পার্টমেন্টে ঢুকতে দেখল রূপা। অ্যাটেনড্যান্টকে মোটা বকশিশ দিয়ে পিছন ফিরল লোকটা, হাতে একটা ব্র্যান্ডি ভর্তি গ্লাস। রূপা জানে না, এই লোকটাই ম্যাট রাইকিন, ওরফে কর্নেল রুবল। তাকে পিছন থেকে দেখল সে, কম্পার্টমেন্টে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রুবল। পাশ দিয়ে যাবার সময় অন্যমনস্কভাবে কম্পার্টমেন্টের নম্বরটা লক্ষ করল রূপা—উনিশ। বি.এন.ডি চীফ ওয়ালথার ফিচারের একজন ডগ-হ্যান্ডলারকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় নিচু হয়ে একটা কুকুরের মাথায় আদর করে হাত বুলাল ও। পিছনের ওয়াগন-লিটের খালি একটা কম্পার্টমেন্টে পৌঁছে দেখল ওখানে পাহারায় রয়েছে বেন নেলসন।

'আপনার একটু ঘুম দরকার,' রূপার চেহারায় ক্লান্তি লক্ষ করে বলল বেন।

'ঘুমাতেই তো যাচ্ছি,' বলল রূপা। 'রানা কি জেনারেলের সাথে রয়েছে, জানেন?'

'না,' বলল বেন। 'খানিক আগে কমিউনিকেশন কম্পার্টমেন্টে ঢুকেছে। বলে দিয়েছে, কেউ যেন ওকে বিরক্ত না করে। নিশ্চয়ই আপনার কথা বোঝাতে চায়নি...'

'আমি নিজেই নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে আছি, কাউকে বিরক্ত করব সে শক্তি নেই,' বলে আর দাঁড়াল না রূপা। চোখ দুটো জ্বলিয়ে আসছে ঘুমে।

রাত আড়াইটা। কার্লসরুয়ে স্টেশন আর বেশি দূরে নয়। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে থামবে ওখানে ট্রেন। উনিশ নম্বর কম্পার্টমেন্টে বাড়ি রিমলারের সাথে কথা বলছে কর্নেল রুবল। করিডরে সাময়িকভাবে অনুপস্থিত ছিল ডগ-হ্যান্ডলাররা, সেই সুযোগে কর্নেল রুবলের কম্পার্টমেন্টে চলে এসেছে রিমলার।

'মেসেজটা তোমাকে যেভাবেই হোক ট্র্যান্সমিট করতে হবে,' রিমলারকে বলল কর্নেল রুবল। 'সামনে কার্লসরুয়ে, নেমে যাও তুমি। স্টেশনের বাইরে তোমার জন্যে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে, সোজা আস্তানায় চলে যাবে। কাউকে দায়িত্ব দেবে না, তুমি নিজে মেসেজটা পাঠাবে আমস্টারডামে। কোন প্রশ্ন?'

'মেসেজটা অতিরিক্ত বড়,' রুবলের দেয়া মেসেজটার ওপর চোখ রেখে বলল রিমলার। 'জার্মানরা যদি রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান ব্যবহার করে...'

'এই পর্যায়ে আমরা সবাই মারা গেলেও কিছু এসে যায় না,' চাপা, হিংস্র

কণ্ঠে বলল রুবল। 'আমি নিজেও মস্ত ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি।'

'আপনি তাহলে ট্রেনেই থেকে যাবেন?'

'সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কখনও পাল্টাই না আমি,' বলল রুবল। 'শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আছি আমি ট্রেনে—যদি নিজেই কাজটা করার সুযোগ পাই এই আশায়। তবে, বোধহয় সে-সুযোগ আমি পাব না, কুকুরগুলো মস্ত একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

কার্লসরুয়ে মাত্র কয়েকজন আরোহী নামল। তাদের মধ্যে বাডি রিমলার একজন। বাইরে একটা ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, রিমলারকে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে এল ড্রাইভার। পিছন পিছন বি.এন.ডি-র একটা রেডিও-ডিটেকটর ভ্যান এল, কিন্তু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।

চারতলার একটা ফ্ল্যাটে ঢুকল রিমলার। দেরি না করে লুকিয়ে রাখা ট্র্যান্সমিটারটা বের করে আমস্টারডামে মেসেজ পাঠাল সে। মেসেজ লেখা কাগজটা মাত্র পুড়িয়ে ফেলেছে, এই সময় নক হলো দরজায়। ড্রাইভার নক করছে ভেবে দরজা খুলে দিল রিমলার। দেখল, জার্মান পুলিস, তার দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু পুলিস তার কাছ থেকে একটা কথাও আদায় করতে পারল না।

রাত চারটে বিশ। মেইঞ্জ ত্যাগ করে কোলনের পথে রয়েছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। এই সময় পিছনের ওয়াগন-লিটের সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জেনারেল তুর্গেনিভের কম্পার্টমেন্টে জড়ো হতে অনুরোধ করলেন ওয়ালথার ফিচার। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন অবশ্য জেগেই ছিলেন, তাঁর চোখ দুটো ঘুমের অভাবে টকটকে লাল হয়ে আছে। তবে, এরই মধ্যে রূপা ও রানা ছোট্ট একটু ঘুম দিয়ে নিয়েছে।

'ব্যাপারটা আপনাদের সবাইকে এখুনি জানানো দরকার বলে মনে হলো,' বললেন বি.এন.ডি চীফ ওয়ালথার ফিচার। 'কোলনে পৌঁছে রুট বদল করতে হবে আটলান্টিক এক্সপ্রেসকে। নতুন রেলপথ ধরে আচেন আর ব্রাসেলস হয়ে আমস্টারডামে যেতে হবে...'

'কেন?' জানতে চাইল রানা। এক নিমেষে সমস্ত তন্দ্রার ভাব কাটিয়ে সতর্ক হয়ে উঠেছে ও।

'ডুসেলডর্ফের উত্তরে রেললাইন উড়িয়ে দেয়া হয়েছে,' বললেন ওয়ালথার ফিচার। 'কাজেই সরাসরি আমস্টারডামে যেতে পারছ না। কাজটা নিশ্চয়ই কংকাইট গ্রুপের, ওরা ছাড়া এ ধরনের স্যাবোটাজের কাজ আর কারা করবে!'

'আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি...'

রানাকে বাধা দিয়ে ওয়ালথার ফিচার বললেন, 'কিসের বিপদ? এর সাথে আটলান্টিক এক্সপ্রেস বা জেনারেল তুর্গেনিভের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। ভেবে দেখো না, খানিকটা রেললাইন তুলে ফেললে কি এত বড় একটা ট্রেনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা সম্ভব? কয়েকটা কোচ উল্টে যেতে

পারে, কিন্তু পিছনের কোচগুলো লাইনেই দাঁড়িয়ে থাকবে। তার মানে, লাইন উড়িয়ে দিয়ে ট্রেনকে অ্যাক্সিডেন্ট করালেও জেনারেল মারা যাবেন না। এটা ওরাও জানে। কাজেই ওদের নয়, এটা কংকাইট গ্রুপের কাজ।'

'হুঁ, গম্ভীর গলায় শব্দটা করে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। 'জেনারেল পলটনের সাথে এখুনি কথা বলা দরকার!'

রেডিও-টেলিফোনে ডাচ এসপিওনাজ চীফ জেনারেল পলটনের সাথে ঝাড়া বিশ মিনিট ধরে কথা বলল রানা। তারপর কমিউনিকেশন কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল জর্জ স্যান্ডো ওরফে নিকোলাস লয়েডের কম্পার্টমেন্টে। দরজা বন্ধ করে দ্রুত কথা বলতে শুরু করল ও। সবশেষে বলল···'কাজেই আমার জন্যে তৈরি থেকো তুমি।' লয়েডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাশের কম্পার্টমেন্টে ঢুকল রানা। সুফিয়ার সাথে দু'মিনিট কথা বলে বেরিয়ে এল বাইরে।

শিফল এয়ারপোর্ট। গোটা পশ্চিম ইউরোপে এই একটি মাত্র এয়ারপোর্ট মার্কিন ফ্লাইটের জন্যে খোলা আছে। দূর প্রান্তের একটা হ্যাঙ্গারে ডাচ ট্রুপস পাহারা দিচ্ছে বোয়িং সাতশো সাতকে। হ্যাঙ্গারটাকে ঘিরে মেশিনগান ফিট করা দুটো জীপ চক্কর দিচ্ছে অনবরত। ইতোমধ্যে ফুয়েল ভরা হয়েছে বোইঙে। ক্রুরা সবাই ঘুমাচ্ছে হ্যাঙ্গারের ভেতরই, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে সাথে সাথে পাওয়া যায় তাদেরকে।

বারো

সকাল ছ'টা পনেরো। কোলন ত্যাগ করে পশ্চিম দিকে বাঁক নিল আটলান্টিক এক্সপ্রেস, রওনা হলো আচেনের দিকে। ট্রেনের এটা নতুন গতিপথ, বেলজিয়াম হয়ে আমস্টারডাম যাচ্ছে ওরা। পিছনের ওয়াগন-লিটে অ্যাডমিরাল আর জেনারেলের সাথে বসে আছে রূপা, চেহারার বর্ণনা শুনে আঁকা কর্নেল রুবলের মূল স্কেচটা থেকে একের পর এক আরও অনেকগুলো স্কেচ তৈরি করছে ও। ইতোমধ্যে দাড়িওয়ালা, গোঁফওয়ালা, চোখে রিমলেস চশমা পরা, দাড়ি কামানো এবং হ্যাটে চুল ঢাকা রুবলের স্কেচ এঁকেছে ও।

'এই আঁকিবুকি কাটার অর্থ কি?' অস্বস্তির সাথে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। সারারাত দু'চোখের পাতা এক করেননি তিনি, মেজাজের অবস্থা তেমন সুবিধের নয়।

'জেনারেল বলেছেন, কর্নেল রুবল ছদ্মবেশ নিতে ওস্তাদ,' বলল রূপা। 'তাই নানা ভাবে আঁকছি স্কেচগুলো, ট্রেনের কোন আরোহীর সাথে এগুলোর যে কোন একটা মিলে যেতে পারে···'

'ধন্য আশা মরীচিকা!' তিক্ত স্বরে বললেন অ্যাডমিরাল।

বিদ্রূপে কান না দিয়ে নিজের কাজে আবার মন দিল রূপা। এই সময়

সীমান্ত শহর আচেনে পৌঁছুল ট্রেন। জার্মান বি.এন.ডি চীফ ওয়ালথার ফিচার আটলান্টিক এক্সপ্রেসের নিরাপত্তার দায়িত্ব বেলজিয়ানদের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন। ট্রেন থেকে নেমে যাবার আগে রানার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি, বললেন, 'এ সেফ জার্নি টু শিফল। আমি জানি, তুমি পারবে...'

'নিরাপদে জার্মানী পার করে দেবার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। লাইনবন্দী হয়ে ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছে কুকুরগুলো, সেদিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'ওদেরকেও আমার ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন।'

রানাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরে ট্রেন থেকে নেমে গেলেন ওয়ালথার ফিচার।

মুখে কাউকে কিছু না বললেও অনেকেই বুঝতে পারছে, কি যেন একটা বুদ্ধি করেছে রানা। কমিউনিকেশন কম্পার্টমেন্টে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছে সবাইকে, সেটাই সবার মনে সন্দেহের কারণ সৃষ্টি করেছে। ডাচ এসপিওনাজ চীফ জেনারেল ম্যাক্স পলটনের সাথে রেডিও টেলিফোনে ঝাড়া বিশ মিনিট ধরে আলাপ করেছে ও, কিন্তু আলাপের বিষয়টা কাউকে জানায়নি। অ্যাডমিরাল জানেন, জিজ্ঞেস করলেও মুখ খুলবে না রানা, তাই আর ঝামেলা বাড়াতে যাননি।

আচেন আর ব্রাসেলস নর্ডের মাঝখানে ব্রেকফাস্টের জন্যে ডাইনিং কার খোলা হলো। সবার আগে চেক স্পোর্টসস্যুট আর শিঙের তৈরি চশমা পরে সেখানে ঢুকল ম্যাট রাইকিন ওরফে কর্নেল রুবল। ডাইনিং কারের শেষ প্রান্তের একটা সীট বেছে নিল সে। ওখান থেকে প্রত্যেকটি ডাইনারকে দেখতে পাবে। বিশুদ্ধ আমেরিকান উচ্চারণে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল সে। তারপর সিগারেট ধরিয়ে মুখের সামনে মেলে ধরল টাইম ম্যাগাজিনের একটা কপি।

পিছনের ওয়াগন-লিটে রানার সাথে তর্ক বেধে গেছে রূপার। রূপা ডাইনিং কারে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সারতে চায়, তাতে অবশ্য রানার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু রূপা একা যাবে না, রানাকেও সাথে করে নিয়ে যাবে, সেখানেই ওর আপত্তি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জেনারেল তুর্গেনিভের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে গেল।

'এই রকম একটা রূপসী মেয়ে নিঃসঙ্গ থাকবে, তা হতে পারে না,' জেনারেল বললেন, 'মি. রানা যদি এই সুবর্ণ সুযোগটা হারান, আমি খুশিই হব। তাহলে আমি নিশ্চিন্তে এই সুন্দরী রমণীর সাথে যেতে পারি।'

'কি!' কৃত্রিম আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ব্রেকফাস্টের জন্যে আপনি ডাইনিং কারে যাবেন?'

'অগত্যা!' অসহায় একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল।

আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, রূপার দিকে তাকাল, বলল, 'চলো, আমিই যাব।'

'সেটা দেখতেও ভাল লাগবে,' ওদের পিছন থেকে ফোড়ন কাটলেন জেনারেল। 'আমি বুড়ো মানুষ, আমার পাশে ওকে দেখে লোকে ভাববে ও বুঝি আমার মেয়ে...'

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ওরা।

ডাইনিং কারে ঢুকে রূপার পরামর্শ মেনে নিয়ে কিচেনের ধারে, কোণের একটা টেবিল দখল করল ওরা। কয়েকটা টেবিল পর সুফিয়ার দিকে মুখ করে বসে আছে নিকোলাস লয়েড, যদিও পরস্পরের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না ওরা।

'স্বাধীন স্বাধীন লাগছে নিজেকে!' বলল রূপা। 'যেন কতদিন খোলা জায়গায় লোকজনের সাথে বসিনি।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। 'আবার উপভোগ করছি মানুষের সঙ্গ, ভিড়...'

'তেমন কিছু নেই দেখার...' মন্তব্য করল রানা।

আরডেনেস বনভূমির ভেতর দিয়ে ছুটছে ট্রেন। গাছের মাথায় জমে আছে সাদা ধবধবে তুষার, কিন্তু এই মুহূর্তে তুষারপাত হচ্ছে না।

'আবহাওয়ার অবস্থা কি ভালর দিকে?'

'গড নোজ!' মিথ্যে কথা বলল রানা।

ব্রেকফাস্টের ওপর হামলা চালাল রূপা, কিন্তু তারই ফাঁকে উপস্থিত আরোহীদের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর দৃষ্টি।

ডাইনিং কারের দূরপ্রান্ত থেকে রানাকে দেখতে পেল কর্নেল রুবল। মনে মনে সন্তুষ্ট হলো সে। ভাবল, আর বেশি দেরি নেই, মাসুদ রানা। এ-যাত্রায় তোমাকেও মরতে হবে।

ব্রেকফাস্ট সেরে রানা আর রূপা যখন ডাইনিং কার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, নিজের সীটে তখনও বসে আছে কর্নেল রুবল। রানা তার দিকে একবারও তাকাল না লক্ষ করে তাচ্ছিল্যের একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

সকাল সাতটা পনেরোয় রানা আর রূপা যখন আটলান্টিক এক্সপ্রেসে ব্রেকফাস্ট সারছে, রলফ কংকাইট তখন তার আমস্টারডাম হেডকোয়ার্টার থেকে ম্যাস ব্রিজের উদ্দেশে রওনা হলো। ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে মার্সিডিজ, পাশে বসে রয়েছে তেরেসা। সন্ত্রাসবাদী দলটার একটা গ্রুপ আগেই রওনা হয়ে গেছে ম্যাস ব্রিজের উদ্দেশে, তাদের সাথে গ্রেনেড ছোঁড়ার রাইফেল, বাজুকা, ভারী মেশিনগান ও অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান আছে। ম্যাস ব্রিজ উড়িয়ে দেবার দায়িত্ব পড়েছে যাদের ওপর তাদের সাথে যোগ দেবে এরা। তবে বিশেষ পরিস্থিতি দেখা না দিলে এদেরকে কাজে লাগাবে না কংকাইট।

ম্যাস ব্রিজের কাছাকাছি একটা ফার্মহাউসের ভেতর ঢুকল মার্সিডিজ। গাড়ি থেকে নেমেই কংকাইট দেখল অ্যাকশন গ্রুপের লীডার দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়।

'সব রেডি?' জানতে চাইল কংকাইট।

'রেডি, স্যার। বোমাগুলো ফিট করা হয়ে গেছে। মিসফায়ার করতে পারে, তাই টাইমার ডিভাইস ব্যবহার করার প্ল্যানটা বাতিল করে দিয়েছি। বিস্ফোরণ ঘটানো হবে দূর থেকে, ইলেকট্রোনিক ডিটোনেশন...'

'ভেরি গুড। ব্রিজের গার্ডদের ব্যাপারে কি ভেবেছ?'

'মাত্র দু'জন, পিষেই মেরে ফেলব,' বলল অ্যাকশন গ্রুপের লীডার। 'ওদিকে এস্কেপ বোটও তৈরি হয়ে আছে...'

'আটলান্টিক এক্সপ্রেস ব্রিজের মাঝখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত বিস্ফোরণ ঘটানো চলবে না, মনে আছে তো?'

'মনে আছে, স্যার।'

'তোমরা তাহলে রওনা হয়ে যাও।'

'ইয়েস, স্যার।'

তেরেসার দিকে ফিরল কংকাইট। 'আটলান্টিক এক্সপ্রেস থেকে কর্নেল রুবলকে তুলে নেবার জন্যে যেতে হবে আমাদেরকে...'

রাইন নদীর মুখে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সোভিয়েট স্পাই শিপ সাইবেরিয়া সিক্স-নাইন। একের পর এক পাওয়ার বোট এসে ভিড়ছে তার গায়ে। প্রায় প্রত্যেকটি পাওয়ার বোটকে ধাওয়া করে কিছুদূর এসে আবার ফিরে যাচ্ছে ডাচ পেট্রলের টর্পেডো বোটগুলো। টর্পেডো ছুঁড়ে মাত্র একটা পাওয়ার বোটকে ডুবিয়ে দিতে পেরেছে ওরা, তাও আরোহীরা কেউ ডুবে যাবার আগেই স্পাই শিপের বোট উদ্ধার করেছে তাদেরকে। পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সের সোভিয়েট কী এজেন্টরা সাফল্যের সাথে পিছু হটছে।

রানা আর রূপা ব্রেকফাস্ট সেরে ডাইনিং কার থেকে বেরিয়ে যাবার দু'মিনিট পর উঠে দাঁড়াল নিকোলাস লয়েড। ডাইনিং কার থেকে এসে করিডর ধরে নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরছে সে। তার পিছু পিছু ডাইনিং কার থেকে বেরিয়ে এল কর্নেল রুবলও, নিঃশব্দে অনুসরণ করল লয়েডকে।

নিজের কম্পার্টমেন্টে ঢুকতে যাবে লয়েড, এই সময় পিছন থেকে নিচু গলায় ডাকল কর্নেল রুবল, 'জর্জ স্যান্ডো।'

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল লয়েড, ম্যাট রাইকিনকে দেখেই অনুমান করল সে, এ লোকই কর্নেল রুবল। নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল লয়েড, তারপর ফাঁকা করিডরের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঢুকে পড়ল নিজের কম্পার্টমেন্টে। তাকে অনুসরণ করে কর্নেল রুবলও ঢুকল। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল লয়েড। ঘুরে তাকাল রুবলের দিকে। 'আপনিই কি কমরেড...?'

'হ্যাঁ, আমিই কর্নেল রুবল,' বলল রুবল। 'ম্যাস ব্রিজ উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি আমরা। তার আগেই ট্রেন থেকে নেমে যাব আমি। খবরটা তোমাকে দিতে এলাম। তা না হলে ওদের সাথে তোমাকেও মরতে হবে...'

'ধন্যবাদ, কর্নেল,' উদ্বেগের সাথে বলল লয়েড। 'কিন্তু, কমরেড, ম্যাস ব্রিজ যে উড়িয়ে দেয়া হবে তা ওরাও অনুমান করতে পেরেছে।'

'হোয়াট!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রুবল। 'তুমি তা জানলে কিভাবে?'

'সে অনেক কথা,' দ্রুত বলল লয়েড। 'সংক্ষেপে বলছি। পাশের কামরায় মাসুদ রানার একটা মেয়ে-এজেন্ট আছে, সোফিয়া। রানার কাছে

মাইকেল ফ্রের পরিচয় ওই সোফিয়াই ফাঁস করে দিয়েছে। ডেঞ্জারাস মেয়ে, বুঝলেন? ওর সাথে খাতির জমিয়ে ফেলেছি। আমার প্রেমে পড়ে গেছে একেবারে ওর কাছ থেকেই জেনেছি সব।'

'সব?'

'ম্যাস ব্রিজ পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাসুদ রানা। যদি কোন ঘাপলা দেখে, ডাচ সামরিক হেলিকপ্টারে করে শিফল এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে জেনারেল তুর্গেনিভকে।'

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব দেখাল রুবলকে। একটু পরই নিজেকে সামলে নিল সে। লয়েড মিথ্যে কথা বলছে? সে কি ডাবল এজেন্ট? চিন্তাটা মাথায় এলেও সেটাকে উড়িয়ে দিল রুবল।

'হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাবে জেনারেলকে?' একটু অবিশ্বাসের সাথে জানতে চাইল সে। 'এই আবহাওয়ায়?'

'আবহাওয়া ভালর দিকে, চারদিক থেকে সেই রিপোর্টই আসছে,' বলল লয়েড। 'খবরটা গোপন রেখেছে ওরা।'

দ্রুত চিন্তা করল রুবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ট্রেন থামলে আমিও তাহলে নেমে যাব। কংকাইট গ্রুপকে খবরটা দিতে হবে আমার। ওদের কাছে অ্যান্টিএয়ারক্রাফট গান আছে। ট্রেন থেকে যেখানেই নামি না কেন, আমার লোকের সাথে দেখা হবে। সাথে সাথে মেসেজ পাঠিয়ে সতর্ক করে দিতে পারব কংকাইটকে। সামরিক হোক আর যাই হোক, একটা হেলিকপ্টারকে গুলি করে নামানো ওদের জন্যে কোন সমস্যাই নয়।'

'কিন্তু আমি? আমার কি হবে?'

'তুমি ট্রেনেই থাকবে,' নির্দেশ দিল রুবল। 'ট্রেন খালি থাক, তা আমি চাই না, নিজেদের অন্তত একজন লোক থাকা দরকার। যদি শেষ মুহূর্তে ওরা ওদের প্ল্যান বদল করে, জেনারেল যদি ট্রেনেই রয়ে যায়, তাহলে তোমার ওপর দায়িত্ব থাকবে...'

'কর্নেল রুবলকে কোথায় দেখেছি...কোথায় দেখেছি...মাই গড!' আঁতকে উঠল রূপা। 'মনে পড়েছে! রানা, দেখে চিনতে পারিনি কিন্তু এখন ঘটনাটা স্মরণ করতে গিয়ে চিনতে পারছি ওকে!'

ব্রাসেলসের অনেক উত্তরে চলে এসেছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস, রোজেনডাল পেরিয়ে এসে ঝড়ের গতিতে ছুটছে গ্রেট ম্যাস ব্রিজের দিকে। কর্নেল রুবলের মূল স্কেচটা আরেকবার পরীক্ষা করতে গিয়ে পেন্সিল দিয়ে একটু রদবদল করেছে ও। স্কেচে এখন মাথা কামানো, চশমা পরা রুবলকে দেখা যাচ্ছে।

কথাটা শুনে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন অ্যাডমিরাল। কিন্তু সাথে সাথে জানতে চাইল রানা, 'কোথায়? কখন?'

'ব্রেকফাস্টের সময়, ডাইনিং কারের এক কোণে,' উত্তেজিত ভাবে বলল রূপা। 'কিন্তু এর আগেও তাকে দেখেছি, মাঝরাতের দিকে। উনিশ নম্বর

কম্পার্টমেন্টে ঢুকছিল, একটা কোচ ছাড়িয়ে...'

'চলো,' রূপার হাত ধরল রানা

'বেলজিয়ান সিকিউরিটির দু'জন লোককে সাথে নাও,' সতর্ক করে দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল।

করিডরে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'কাউকে সাথে নিচ্ছি না আমরা। তুমি শুধু কম্পার্টমেন্টটা দেখিয়ে দাও আমাকে—রুবলের কাছে যাবার আগে অন্য দু'জনের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।'

'অন্য দু'জন?' অবাক হলো রূপা।

'সুফিয়া আর নিকোলাস লয়েড। ছদ্মবেশ নিয়ে আছে দু'জনেই।'

'মাই গড! ওরা এই ট্রেনে?'

'এসো,' রূপার হাত ধরে টানল রানা। করিডর ধরে দ্রুত এগোল ওরা। রুবলের কামরা চিনে নিয়ে সুফিয়ার কম্পার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। নক করতেই দরজা খুলে দিল সুফিয়া। ভেতরে ঢুকল ওরা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে রূপাকে জড়িয়ে ধরল সুফিয়া। কম্পার্টমেন্টের এক কোণে বসে ছিল লয়েড, রানাকে দেখে উঠে দাঁড়াল সে। 'বস...'

'কথা বলার সময় নেই,' বলল রানা। 'সুফিয়া আর তুমি রূপার সাথে পিছনের ওয়াগন-লিটে চলে যাও।' রিস্টওয়াচ দেখল ও। 'কি করতে হবে তা তো তোমাদের জানাই আছে। কুইক! রূপা তোমাদের সাথে অ্যাডমিরালের পরিচয় করিয়ে দেবে।'

রানার কথার ওপর কথা বলল না কেউ, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ওরা তিনজন কম্পার্টমেন্ট থেকে।

ম্যাস ব্রিজ থেকে আর মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে রয়েছে আটলান্টিক এক্সপ্রেস। দ্রুত কমে আসছে মাঝখানের ব্যবধান, ঝড়ের বেগে ব্রিজের দিকে ছুটে চলেছে ট্রেন।

লয়েড আর সুফিয়াকে দেখে বিস্মিত হলেন অ্যাডমিরাল। রূপা তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার পর তিনি জেনারেল তুর্গেনিভকে বললেন, 'ইংরেজিতে লোন উলফ বলে একটা কথা আছে না? রানা আসলে তাই। নিঃসঙ্গ নেকড়েই বটে! কাউকে কিছু না জানিয়ে কত কি প্ল্যান করে রেখেছে, গড নোজ!' তিক্ত একটু হাসলেন তিনি। 'আমাকে পর্যন্ত জানাচ্ছে না কিছু। তা না জানাক, আপনাকে যদি নিরাপদে শিফল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে ও, তাতেই আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব ওর প্রতি।'

'একটা কথা তো ঠিক যে,' বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ, 'কে.জি.বি এবং জি.আর.ইউ একজোট হয়ে চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত তাকে পরাস্ত করতে পারেনি। ওদের সাথে যেখানে সারা দুনিয়ার এসপিওনাজ নেট-ওয়ার্ক পেরে ওঠে না, সেখানে একা একজন লোক সবাইকে নাকানি চুবানি খাইয়ে দিচ্ছে—এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার, অ্যাডমিরাল!'

'আমি তা স্বীকার করি,' অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে কথাটা বললেন

অ্যাডমিরাল।

অ্যাডমিরাল থামতেই একটা ঝাঁকি খেল আটলান্টিক এক্সপ্রেস, হঠাৎ করে গতি মন্থর হয়ে এল ট্রেনের। ঝাঁকিতে ট্রেনের প্রায় সব আরোহী টলে উঠেছে। প্রতিটি কোচ থেকে ভেসে আসছে চেঁচামেচি। লয়েড আর রূপা সবার আগে উঠে দাঁড়াল, তারপর সুফিয়া। অ্যাডমিরাল আর জেনারেলকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওরা।

'কোথাও লাগেনি তো?'

দু'জনেই মাথা নাড়লেন। 'ব্যাপারটা কি?' দ্রুত জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ছে কেন? শুয়ে পড়ুন, জেনারেল, শুয়ে পড়ুন...'

'আমার মনে হয়,' শান্ত গলায় বললেন জেনারেল তুর্গেনিভ, 'চেইন টেনে ট্রেন থামিয়েছে রুবল। পালাচ্ছে সে।'

'কিন্তু বলা যায় না! শুয়ে পড়ুন!'

ট্রেন পুরোপুরি থামেনি, এই সময় করিডরের একটা জানালা দিয়ে রানা দেখল একজন আরোহী লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ট্রেন থেকে। গুলি করার সুযোগ পেল রানা, কিন্তু পকেট থেকে বেরই করল না পিস্তলটা। ছুটে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। পিছন থেকে দেখলেও, ম্যাট রাইকিনকে চিনতে পারল রানা। দ্রুত পিছনের ওয়াগন- লিটে ফিরে এল ও।

'ব্যাপার কি রানা?' কাঁপা গলায় জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'রুবল পালাচ্ছে বুঝি?'

'তা জানি না,' বলল রানা। 'তবে চেইন টেনে ট্রেন থামিয়েছি আমি...'

'কেন! ফর গডস সেক, কেন?'

'আমার সন্দেহ ম্যাস ব্রিজ উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে ওরা,' বলল রানা। 'ব্রিজটা পরীক্ষা না করে আমাদের আর এগোনো উচিত হবে না। রেডিও টেলিফোনে কথা হয়েছে আমার জেনারেল পলটনের সাথে, ট্রুপস নিয়ে কাছে পিঠেই অপেক্ষা করছেন তিনি। এখানে আমাদের জন্যে কোন বিপদ নেই।'

এই সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। জানালা খুলতেই দেখা গেল একটা পাকা রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে পিছনের ওয়াগন-লিটটা। রাস্তার দু'দিকেই ডাচ সামরিক বাহিনীর লোকেরা ব্যারিকেড তৈরি করে অবস্থান নিয়েছে। চারদিক থেকে ছুটে এসে সশস্ত্র সৈনিকরা ঘিরে ফেলল ট্রেনকে। রাস্তার ওপর, পিছনের ওয়াগন-লিটের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন জেনারেল পলটন। অ্যাডমিরালের দিকে চেয়ে হাসল রানা, দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। 'আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল ও। 'ইনি জেনারেল ম্যাক্স পলটন...'

পরিচয় পর্ব শেষ হতেই অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'ব্রিজ পরীক্ষা করার কি ব্যবস্থা করেছ?'

'আমার দু'জন সহকারী আলোয়েট হেলিকপ্টারে উঠছে,' বলল রানা। 'ব্রিজের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে ওরা, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে সাথে সাথে

অয়্যারলেসে খবর পাঠাবে।'

'ছোট একটা ট্রলির ব্যবস্থা করেছি আমি,' অ্যাডমিরালকে জানালেন জেনারেল পলটন। 'রানার অনুরোধে। সামনের স্টেশন থেকে ওটা ম্যাস ব্রিজের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে এক মিনিট আগে। ট্রলিতে দু'জন এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট আছে, ব্রিজে যদি কোন বোমা ফিট করা হয়ে থাকে, ওরা সেগুলোকে অকেজো করে দেবে।'

'কিন্তু জেনারেল তুর্গেনিভকে নিয়ে এখানে এভাবে অপেক্ষা করা কি উচিত হচ্ছে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'এখানে কোন বিপদ নেই,' বললেন জেনারেল পলটন।

'ব্রিজে যদি বোমা না থাকে, তাহলে বেশিক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে হবে না আমাদের,' বলল রানা। 'আর যদি খবর পাই যে বোমা আছে, তাহলে আর অপেক্ষা না করে সামরিক 'কপ্টারে তুলে দেব জেনারেল তুর্গেনিভকে।'

'কিন্তু আবহাওয়া...'

'এখন ভালর দিকে,' বলল রানা। 'হেলিকপ্টার নিরাপদে শিফল এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে।'

পায়ে হেঁটে দুশো গজ পেরিয়ে একটা নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে এল কর্নেল রুবল। রাস্তা ধরে আবার রেললাইনের দিকে এগোল। খানিক দূর যেতেই একটা গাড়ি দেখল সে। নাম্বার প্লেট দেখে স্বস্তি বোধ করল, কিন্তু গাড়িতে বা আশপাশে কাউকে দেখল না। খোলা জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে গাড়ির হর্ন বাজাল সে। এক মিনিট পরই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক।

'আমি কর্নেল রুবল,' লোকটা কাছে আসতেই বলল সে। 'সবচেয়ে কাছে আমাদের অয়্যারলেসটা কোথায়?'

'সিকি মাইল দূরে, কমরেড,' সসম্ভ্রমে বলল লোকটা।

'নিয়ে চলো আমাকে।'

তিন মিনিট পর নির্জন একটা বাড়ি থেকে কংকাইটের সাথে যোগাযোগ করল কর্নেল রুবল। 'সামরিক 'কপ্টারে করে শিফলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে জেনারেল তুর্গেনিভকে। অ্যান্টিএয়ারক্রাফট গান ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছি আমি। অ্যাট এনি কস্ট জেনারেলের 'কপ্টারকে গুলি করে নামাতে হবে... শিফলে যেতে হলে কোন্ রুট ধরবে ওরা তোমার ধারণা আছে?... ভেরি গুড! তোমার খবরের অপেক্ষায় থাকলাম।'

আটলান্টিক এক্সপ্রেস। পিছনের ফ্ল্যাট কারে আলোয়েট হেলিকপ্টারটাকে পাহারা দিচ্ছে ডাচ ট্রুপসের একটা ইউনিট। পিছনের ওয়াগন-লিট থেকে ফ্ল্যাট কারে চলে এল রূপা আর সুফিয়া, লয়েড ওদের পিছন থেকে ধরে রেখে সাহায্য করল। মোট চারজন উঠল আলোয়েটে। চেইন খুলে দিতেই 'কপ্টার নিয়ে আকাশে উঠল রূপা। ট্রেনের ওপর উঠে দ্রুত পিছিয়ে গেল 'কপ্টার, তারপর বেশ উঁচুতে উঠে রেললাইন ধরে এগোল ম্যাস ব্রিজের দিকে।

'ব্রিজ পরীক্ষা করতে যাচ্ছে ওরা,' বলল রানা।

রাস্তার ধারে, ফাঁকা একটা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাচ এয়ারফোর্সের দুটো প্রকাণ্ড আকারের 'কপ্টার। সেদিকে তাকিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'বলছ, আবহাওয়ার অবস্থা ভালর দিকে, তাহলে অপেক্ষা করে লাভ কি? 'কপ্টারে তুলে জেনারেলকে শিফলে নিয়ে গেলেই তো হয়?'

'আমি শুধু জেনারেল তুর্গেনিভের নিরাপত্তার কথা ভাবছি না, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। 'এই ট্রেনে আরও সাড়ে তিনশো আরোহী রয়েছে, তাদেরকে বিপদের মুখে ছেড়ে যেতে চাই না। এত ব্যস্ততার কিছুই নেই, ব্রিজ থেকে কি খবর আসে দেখা যাক...'

'কে কে গেল ওরা ব্রিজ পরীক্ষা করতে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'জেনারেলকে পাহারা দিচ্ছে কে?'

'বেন আছে,' বলল রানা। রিস্টওয়াচ দেখল ও। 'বড়জোর দশ মিনিট, তার বেশি লাগার কথা নয়।'

'ব্রিজে বোমা থাকলে সেই তো 'কপ্টারে করেই নিয়ে যেতে হবে জেনারেল তুর্গেনিভকে...' গজ গজ করছেন অ্যাডমিরাল।

হেসে ফেললেন ডাচ এসপিওনাজ চীফ জেনারেল পলটন। 'রানা কাজের ছেলে, অ্যাডমিরাল, ওর ওপর আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন।'

মৃদু একটু হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'তাই তো রাখি,' বললেন তিনি। 'কিন্তু...'

পোর্টেবল অয়্যারলেসে কথা বলছিল একজন ডাচ মেজর, সেটটা অফ করে দিয়ে জেনারেল পলটনের দিকে এগিয়ে এল সে। জেনারেলের কানে কানে কি যেন বলে আবার বিশ হাত দূরে নিজের জায়গায় ফিরে গেল মেজর। আবার অন করল অয়্যারলেস সেটটা। কথা বলতে শুরু করল।

রানার সাথে চোখাচোখি হতে ইশারা করলেন জেনারেল পলটন। রানার চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। পাঁচ মিনিট পর আবার সেটটা অফ করে এগিয়ে এল মেজর। আবার জেনারেলের কানে কানে কি যেন বলে নিজের জায়গায় ফিরে গেল সে। এবারও ইঙ্গিত করে কি যেন বোঝাতে চাইলেন জেনারেল পলটন রানাকে।

এসব কিছুই লক্ষ করলেন না অ্যাডমিরাল। ঘন ঘন রিস্টওয়াচ দেখছেন তিনি। দশ মিনিটের জায়গায় সতেরো মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ আলোয়েট 'কপ্টার নিয়ে ফিরে আসছে না ওরা। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভেতরটা ছটফট করছে তাঁর। কিন্তু তা প্রকাশ করার সুযোগ নেই। কি যেন গোপন করে যাচ্ছে রানা। জিজ্ঞেস করলেও বলবে না, জানেন তিনি। একটু অভিমানই হলো দেখলেন, তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে জেনারেল পলটনের সাথে গল্প করছে রানা। উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার কোন ছাপ নেই চেহারায়। রাগ হলো অ্যাডমিরালের। ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে উঠে পড়লেন ওয়াগন-লিটের করিডরে।

ত্রিশ সেকেন্ড পর মাতালের মত টলতে টলতে ওয়াগন-লিট থেকে

আবার নেমে এলেন অ্যাডমিরাল। হোঁচট খেতে খেতে ছুটে এলেন তিনি। রানার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে, রানা! নেই! জেনারেল তুর্গেনিভ ওয়াগন-লিটে নেই…!'

'জানি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এইমাত্র অয়্যারলেসে খবর পেয়েছি, জেনারেল তুর্গেনিভকে নিয়ে শিফল এয়ারপোর্টে নিরাপদে ল্যান্ড করেছে আলোয়েট।' জেনারেল পলটনের দিকে ফিরল রানা। 'আপনার এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্টরা ম্যাস ব্রিজের বোমা অকেজো করে দিতে কতটা সময় নেবে?'

'বোমা আছে তা কিভাবে…?'

'আছে,' বলল রানা। 'প্রাণ বাজি রেখে বলতে পারি।'

'ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয় না…'

'আমরা নিশ্চয়ই আপনার ওপর ট্রেনের দায়িত্ব ছেড়ে যেতে পারি?' জানতে চাইল রানা।

'অবশ্যই।'

'তাহলে আর দেরি নয়,' অ্যাডমিরালের দিকে ফিরে বলল রানা। 'চলুন, এয়ারফোর্সের 'কপ্টারে ওঠা যাক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিফলে পৌঁছুতে চাই আমি।' জেনারেলের দিকে ফিরল আবার। 'পাইলট জানে, কোন্ রুট ধরে যেতে হবে?'

'সম্পূর্ণ উল্টো পথ ধরে,' বললেন জেনারেল পলটন। 'জানে।'

'আর কংকাইট গ্রুপের জন্যে কি করছেন?'

'দু'দিক থেকে দু'ইউনিট ট্রুপস রওনা হয়ে গেছে,' বললেন জেনারেল। 'আমার বিশ্বাস, এতক্ষণে নির্মূল হয়ে গেছে কংকাইট গ্রুপ।'

'বিদায়, জেনারেল পলটন,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত রানাকে অনুসরণ করে এয়ারফোর্সের একটা 'কপ্টারে চড়লেন অ্যাডমিরাল। রানা সব কথা গোপন করে গেছে বুঝতে পেরে প্রথমে প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল ওর ওপর, কিন্তু যখন উপলব্ধি করলেন যে রানা যা করেছে তার পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জেনারেল তুর্গেনিভের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তখন সমস্ত রাগ মুছে গেল মন থেকে, রানার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলেন। অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন তিনি রানার সাহায্যে।

আধঘণ্টা পর আবার একত্র হলো ওরা।

শিফল এয়ারপোর্ট। কড়া প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে সাতশো সাত বোয়িং। এক্ষুণি টেক-অফ করবে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা—রানা, রূপা, সুফিয়া, লয়েড, অ্যাডমিরাল, বেন নেলসন, ডেভরিক ও জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভ।

'খুবই কাজ, রানা?' সাগ্রহে রানার মুখের দিকে চাইলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'কিছুতেই যেতে পারবে না আমাদের সাথে?'

মৃদু হাসল রানা। মাথা নাড়াল এপাশ ওপাশ। 'কেন? এখনও ভরসা

পাচ্ছেন না বুঝি?'

'পাচ্ছি। আর কোন বিপদ নেই জানি। তবু মনে হচ্ছে তুমি সাথে থাকলে আরও ভাল হত। আসলে তোমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। উফ্, একের পর এক কম বিপদ তো আর কাটালে না!'

হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'এবার নতুন কোন বিপদ আসার আগেই কেটে পড়ুন, অ্যাডমিরাল।'

এক ঝটকায় রানার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা একপাশে সরিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। তারপর দুই হাতে বুকের সাথে চেপে ধরলেন ওকে। আধ মিনিট রানাকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দুই কাঁধ ধরে হাত খানেক তফাতে সরালেন, এবং কয়েক সেকেন্ড কটমট করে ওর ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে থেকে টেনে নিলেন বুকে। ছেড়ে দেয়ার আগে দুই গালে দুটো চুমো না দিয়ে ছাড়লেন না।

অবাক হয়ে এ আদর দেখছিল রূপা, রানাকে ছেড়ে অ্যাডমিরাল তার দিকে ফিরতেই একলাফে সরে গেল তিন হাত তফাতে। 'ওরেব্বাপ! আমি ওসবের মধ্যে নেই!'

হেসে উঠল সবাই।

এগিয়ে এলেন জেনারেল তুর্গেনিভ। রানার দিকে চেয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ!' রূপার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোমাদের বিয়েতে কিন্তু এই বুড়োকে মনে করে একটা কার্ড পাঠিয়ো। নাকি ভুলে যাবে?'

আঁৎকে উঠে রূপার দিকে আড়চোখে তাকাল রানা।

'ওকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি কে বলল আপনাকে?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রূপা।

'কে বলবে আবার? এসব এমনিতেই বোঝা যায়, কাউকে বলে দিতে হয় না। কতদিনের প্রেম তোমাদের?'

'প্রেম?'

'আহা, অস্বীকার করছ কেন?' হেসে উঠলেন জেনারেল। 'আমরা তো আর বাধা দিতে যাচ্ছি না! বিয়েটা...'

'বিয়ে তো হয়ে গেছে আমার!' কথাটা বলেই অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে সবার মুখের দিকে চাইল রূপা। 'লোকটা মানুষ, না পিশাচ! মিলানে সবাইকে সাক্ষী রেখে বিয়ে হলো, শিফলে এসেই চাপাতে চেষ্টা করছে আমাকে অন্যের ঘাড়ে!'

সবার সাথে হেসে উঠলেন জেনারেল তুর্গেনিভ। তারপর রূপার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওর মাথায় রাখলেন। গম্ভীর। বললেন, 'আমি কৃতজ্ঞ, রূপা। আমার আশীর্বাদ রইল। নব-জীবন দিয়েছ তোমরা আমাকে...আমি...'

হঠাৎ কি যে হলো, পাহাড়ের মত অটল লৌহমানব জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভের গাল বেয়ে নেমে এল দু'ফোঁটা জল। চট করে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন তিনি প্লেনের ভেতর। পেছনে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, ডেডরিক আর বেন নেলসন। পাঁচ মিনিট পর চলতে শুরু করল বোয়িং।

****